গ্রন্থাগার

৮ম খণ্ড ॥ ১৩৬৫

সম্পাদক

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগার

৮ম খণ্ড :: ১৩৬৫

নির্ঘণ্ট

প্রবন্ধ

লেখকের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত

সংবাদ পরিক্রমা

সাধারণ সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

॥ অন্যান্য রাজ্যের খবর ॥

॥ অন্যান্য দেশের খবর ॥

পরিষদ কথা

বিবিধ বার্তা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৬৫ [১ম সংখ্যা

অপরিহার্য বর্ণমালা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

We needn't be ashamed to learn,
And our first efforts show ;
For in this world from little thiugs
The greatest often grow.
There's not a learned sage
Whatever his degree,
Who didn't at first begin
With simple A. B. C.

উপরে ছড়া দুইটি ছোটদের সাধারণ ছড়া হইলেও ইহার মধ্যে এক অনপনেয় সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই সত্য ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানে ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার সমস্যাই সর্ববৃহৎ জাতীয় সমস্যা। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ৩৬ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে অক্ষরের জ্ঞান আছে এই ধরণের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটী মাত্র। ঘটনা ইহা নয় যে এই সমস্যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা কেহ উপলব্ধি করি নাই, কিন্তু ৩০ কোটী ভারত-বাসীর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সমস্যা এতই ব্যাপক যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কার্য সম্পাদন করাকে অগ্রগণ্য দেওয়া বাস্তব বলিয়া আমরা মনে করি নাই।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সমস্যাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিলেও ইহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবার এক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ বিশেষ মহলে দেখা যায়। সত্যকে অস্বীকার করার একটা দৃষ্টিভঙ্গী

আমাদের মধ্যে আছে, কারণ এই সত্য প্রতিষ্ঠা আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সমাজশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের লিখিত বিভিন্ন সাহিত্যে এই ধরণের মতামতই ব্যক্ত হইয়াছে। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে সমাজ শিক্ষার আদর্শ হইবে ব্যাপক ও সর্বাংগীন। এক কথায় ইহার উদ্দেশ্য হইল জন জীবনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন। আপনি সমাজ শিক্ষার কোন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করুন, শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ শিক্ষার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গালভরা কথা শুনিতে পাইবেন। কর্মসূচীর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহা একটি কর্মসূচী মাত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী অন্যান্য কর্মসূচীর তুলনায় মুখ্য ইহা কখনও মনে হইবে না। অধিকন্তু, অন্যান্য কর্মসূচী যেমন, কুটীরশিল্প যাহা গ্রামীন অর্থনীতির সহায়ক, বিভিন্ন প্রকারের আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান যাহা সমাজশিক্ষার কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে, উন্নততর ব্যাপক চাষ প্রণালী, সার তৈয়ারী পদ্ধতি, সবাক ছবি ইত্যাদি কর্মসূচীর উপর অধিকতর নজর দেওয়া হইয়াছে। সমাজ শিক্ষার এই উদার দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধতা নাই এবং ঐ ধরণের বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সকলেই একমত। অক্ষর জ্ঞানই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে ইহা এতই স্পষ্ট যে তাহা লইয়া তর্কের অবকাশ নাই।

সমাজ শিক্ষার এই দৃষ্টিভংগীর একটি অন্তর্নিহিত বিপদও রহিয়াছে। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সমস্যাকে গৌণ বা ক্ষুদ্র করিয়া দেখার ফলে শুধু যে জনশিক্ষার প্রশ্নকে পিছাইয়া দেওয়া হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করিবে। ইহা সত্য যে শিক্ষিত লোকমাত্রই উন্নত নাগরিক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষার আলোকদীপ্ত বুদ্ধি দিয়া মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে জীবনকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে পারে। বর্তমান যুগে লিখিতে ও পড়িতে জানা একান্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা যাহা মানুষ সমাজ সেবার কাজে নিয়োগ করিতে পারে এবং সমাজ হইতেও নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে পারে।

কথাটি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। পড়া মানে তোতা পাখীর মত কতগুলি শেখা বুলি আওড়ানো নহে। বুদ্ধিদীপ্ত পাঠের দ্বারা বর্তমান যুগের মানুষ সমসাময়িক চিন্তাধারার সহিত সংযোগ স্থাপন

করিতে পারে। লেখা মানেই কতগুলি দাগকাটা নহে। চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিই লেখা। লেখার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করে। এই অর্থে অক্ষর জ্ঞান এই যুগে জীবনধারণের এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। শিক্ষার অর্থ কতগুলি মূল্যহীন কথা জানা নহে যাহা বহু পরিশ্রমে মানুষ অর্জন করে আবার দ্রুত ভুলিয়াও যায়। যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেস্কোর অভিমত হইল—"পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া জনসাধারণকে উন্নততর ও সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করিতে সাহায্য করা, তাহাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ সমূহকে বিকশিত করিতে সাহায্য করা এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি যাহা জনসাধারণকে বর্তমান জগতে যথাযোগ্য ভূমিকা সহ শান্তিতে বসবাস করিতে সাহায্য করিবে।"

কার্যকরী শিক্ষা বলিতে আমরা বুঝি ৫।৬ বৎসরে বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার মাধ্যমে লিখিতে ও পড়িতে জানার দক্ষতা অর্জন করা।

এখন সমগ্র ভারতবাসীর সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষার এই কর্মসূচী কি উপায়ে সাধিত হইবে তাহা বলা প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানের অসুবিধা সমূহকে লঘু করিয়া দেখা অসমীচিন। জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার (ন্যাশনাল এক্সটেনসন সার্ভিস) মাধ্যমে যে বহুমুখী সমাজ শিক্ষার কর্মসূচী কার্যকরী হইতেছে তাহাতে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান ব্যতীত অন্যান্য কর্মসূচী সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে।

কুটীর শিল্পে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকায় গ্রামবাসীরা সহজেই সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান সমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। সবাক্ ছবির অনুষ্ঠানেও যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছে। কিন্তু আসল কাজের—অক্ষর পরিচয়ের—সময় সমাজ শিক্ষার কর্মীকে প্রকৃত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। উদ্দেশ্যবিহীন প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ পাওয়া যায় না। তখনই উৎসাহ-উদ্দীপনা কমিয়া আসে এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সমস্ত পরিকল্পনার গতি মন্থর হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য চটকদার ও আকর্ষণীয় কর্মসূচী প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই কঠোর বাস্তব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যতদিন পর্যন্ত জনগণ

শিক্ষিত হইয়া দেশগঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে না পারে ততদিন পর্যন্ত জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষা বিস্তার সম্ভব কিনা। ইংলণ্ডের মত একটি প্রগতিশীল দেশ ১০০ বৎসরে তাহাদের দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় আরও দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছিল। সোবিয়েৎ রাশিয়ার জনশিক্ষা বিস্তারের কাহিনী রোমাঞ্চকর। প্রাক্-বিপ্লব যুগে রাশিয়ার জনগণের অধিকাংশই কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইত না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেশের জনগণের মাত্র শতকরা ২৪ জন শিক্ষিত ছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। রুশ বিপ্লবের পর নতুন সেবিয়েত সরকার অতীতের এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের দূরীকরণই তাহাদের সর্বপ্রধান জাতীয় কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নতুন রাশিয়ার জনক লেনিন ৮ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিককে রাশিয়ায় বা নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইতে আহ্বান জানাইলেন। রাশিয়ার নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গঠিত বিশেষ সংস্থা সর্বদেশব্যাপী এক ব্যাপক ও দৃঢ় আন্দোলন শুরু করিল। বহু বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। এই সকল সংগঠনের মধ্যে "নিরক্ষরতা নিপাত যাক্ সমিতির" (Down with Illiteracy Association) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল সংগঠন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আপোষহীন লৌহদৃঢ় সংগ্রাম শুরু করিল। সাত বৎসরের মধ্যে, ১৯২৬ সালে, শিক্ষার হার শতকরা ৫১ ভাগে দাঁড়ায় এবং এই অদমনীয় প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৯ সালে দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৮২·২এ পেঁছায়। মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে ৫ কোটী প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত নরনারী লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম হয়। রুশ দেশের বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ পাঠ্য পুস্তক, পত্রিকা এবং ইস্তাহার জনসাধারণের জ্ঞানার্জনের জন্য প্রকাশিত হয়। দেশের প্রতিটি শিক্ষিত নরনারীকে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে বাধ্যতা-মূলকভাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইবার পর জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। বর্তমানে সোবিয়েতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে বহুবিধ ব্যবস্থা আছে। প্রথম ৭ বৎসর প্রতিটি শ্রমিক ও কৃষককে মাধ্যমিক শিক্ষা

গ্রহণ করিতে হয়। জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। উচ্চ-শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় অথবা চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। এই শিক্ষার ব্যাপ্তি ব্যাপক, সার্বজনীন এবং পরিপূর্ণ।

মাত্র ৪০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সোবিয়েত রাশিয়ার এই বিস্ময়কর সাফল্য অনুন্নত দেশগুলির নিকট একটি দৃষ্টি উন্মেষক ঘটনা। সোবিয়েত রাশিয়ায় এই ঘটনা আমাদের ইহাই শিক্ষা দেয় যে একনিষ্ঠ সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপাতত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলা যায়। ইহাই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক।

বর্ণমালা পরিচিতি শিক্ষার ভিত্তি। বর্ণমালা অপরিহার্য। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন

জন স্মিটন

এই পর্যায়ের প্রথম বক্তৃতায় আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি এই গ্রন্থাগারের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে গ্রন্থ প্রীতি সঞ্চার করা এবং একাজ সাধারণ ক্লাসের পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'চ্ছে এমন একটি পুস্তক সংগ্রহ ছেলেদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়া যা' তাদের সাধারণ পাঠ্য পুস্তকের জ্ঞানকে সুদৃঢ় ও বর্ধিত করবে। স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ স্কুল লাইব্রেরীর সাফল্যের প্রধান সাধন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে আমি আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা ক'রতে চাই। স্কুলের বই সরবরাহ করবার দায়িত্ব কার? একথা সকলেই স্বীকার করেন যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে প্রকৃত কার্যকরী ক'রে তুলতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত এবং এই ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন গ্রন্থাগারই ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ ছেলেদের পুস্তক ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া এবং পড়বার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা—আর সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ বিদ্যালয়ে অর্জিত পঠন-ক্ষমতা যাতে লুপ্ত হ'য়ে না যায় সেইজন্য স্কুল-পরবর্তী জীবনের সর্বক্ষণ চাহিদামত পুস্তক সরবরাহের চেষ্টা করা।

এই দুই জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনা ক'রে অনেকে বলেন যে বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের কাজ সাধারণ-গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক সংগ্রহ থেকেই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনানুরূপ পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বই কেনা, লেন-দেনের পূর্ববর্তী স্তরের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং বইগুলির সংরক্ষণ এই ব্যবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগারেরই দায়িত্ব এবং পুস্তক-নির্বাচনের প্রাথমিক কার্য শিক্ষাবিভাগ ও গ্রন্থাগার কর্মীরা যুক্তভাবে করবেন। প্রতি স্কুল, কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে আপন প্রয়োজন মত বই পাবেন—এবং প্রয়োজন অনুসারে স্কুলে সংগৃহীত বইগুলি তাঁরা বদলে নিতে পারবেন বা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী বইও নিতে পারবেন। পরিচালনার সুবিধা বিবেচনা ক'রলে এই ব্যবস্থা অবশ্যই অনুমোদন-যোগ্য বিবেচিত হবে। অনেক মনীষী, এমন কি এল্, আর, ম্যাক্কল্ভিনের মত প্রমাণ-পুরুষ পর্যন্ত, এই ব্যবস্থা সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু পরিচালনার কথা ছাড়া গ্রন্থাগারে আরও দুই একটা বিষয় বিবেচনা ক'রতে হয়। Library Association-এর গ্রন্থাগার সংগঠনের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রস্তাবের মধ্যে ম্যাক্কল্ভিনের সুপারিশগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। এই সুপারিশে বলা হ'য়েছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায় হ'চ্ছে ছেলেদের "কাজের" বই সরবরাহ করা আর সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে আনুষঙ্গিক বই এবং "আমোদের" বই জোগান দেওয়া। School Library Association এই সুপারিশের বিরুদ্ধে ব'লেছেন :—

(১) উল্লিখিত সুপারিশটি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার

উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য সমস্ত ব্যক্তির বিকাশসাধন, এবং সমস্ত ব্যক্তি একটি অখণ্ড অবিভাজ্য পদার্থ। তা' ছাড়া বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানে কাজ এবং খেলার মধ্যে পার্থক্য কমে যাচ্ছে। (শিক্ষকদের মধ্যে অবশ্য অনেকে মনে করেন যে এই পার্থক্য যে আজ এত বেশী কমান হ'চ্ছে এতে ক্ষতিই হচ্ছে এবং এই দুটো যে পৃথক এটা বেশী ক'রেই মনে রাখা দরকার)

(২) যে স্কুলের গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংগ্রহ সীমাবদ্ধ সেখানে Project বা শিক্ষামূলক পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করান'র সুযোগ কম।

(৩) স্কুলে 'আমোদের' বই না থাক্‌লে সে স্কুলের গ্রন্থাগার কখনই আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না।

বস্তুতঃ স্কুলে যদি মাত্র জ্ঞানের কয়েকখানি বই সংগ্রহ ক'রে ছেলেদের আনুষঙ্গিক ও আমোদের বই পড়্‌বার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উপরই নির্ভরশীল করা হয় তাহ'লে যে এই সমালোচনার অনেকখানিই অমূলক একথা নিঃসন্দেহ।

এক জায়গায় সমস্ত বই সংগ্রহ করার অনুকূলে যুক্তি দেখান হয় যে—এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষেই অনেক বেশী সংখ্যক এবং অনেক বেশী রকমের বই পাওয়া সম্ভব হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচায় ভালভাবে বই লেন-দেনের কাজ করা যাবে। কিন্তু এর প্রথম যুক্তিটার বিরুদ্ধে বলা যায় যে বড় গ্রন্থাগারে যত বিভিন্ন রকমের বই থাকুক না কেন স্কুল লাইব্রেরীর প্রয়োজন কখনই এত হ'তে পারে না। অনেক রকম প্রতিষ্ঠানের বই একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয় বলে বড় গ্রন্থাগারে এমন অনেক বইয়ের কাল্পনিক প্রয়োজন অনুভব করা হয়, যা' কখনও কেউই ব্যবহার করে না। স্কুল লাইব্রেরীর পক্ষে আপন প্রয়োজনানুরূপ, বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করা বস্তুতঃই বেশী ব্যয়সাধ্য হবেই তার মানে নেই।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সংগ্রহের বিরুদ্ধে একটা প্রধান যুক্তি হ'চ্ছে যে ধার করে আনা বই দিয়ে কখনও গ্রন্থাগারের প্রতি সেই মমত্ববোধ জাগ্‌তে পারে না যা স্কুল লাইব্রেরীর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মানোর জন্য অপরিহার্য, আর ধার-ক'রে-আনা বইতে কখনও স্কুলের ছাপ জন্মাতে পারে না।

বস্তুতঃ এই বিবাদের যথাযথ মীমাংসা হচ্ছে স্কুলের নিজস্ব গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা এবং সেই গ্রন্থ সংগ্রহকে অনুপূরণ কর্‌বার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করা। সাধারণ গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় সংগ্রহ শিক্ষা

বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গ'ড়ে তোলা যেতে পারে এবং এখান থেকে "আমোদের" পড়ার বইগুলো বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করা যেতে পারে। মোটের উপর কথা স্কুল লাইব্রেরী আর সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

স্কুল লাইব্রেরীর **পুস্তক নির্বাচন** সম্বন্ধে প্রধান কথা হ'চ্ছে পুস্তক সংগ্রহই এই বিভাগের প্রধান সমস্যা নয়, পুস্তক নির্বাচনই প্রকৃত সমস্যা। স্কুল-লাইব্রেরী একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনের জন্য গঠিত। ইহার আয় পরিমিত ও স্বল্প। কিন্তু ইহার প্রয়োজন বিপুল এবং যে সমস্ত বিষয়ের বই সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহার পরিধিও অত্যধিক বিস্তৃত। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হ'চ্ছে সেইগুলি সংগ্রহ করা যা' সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে প্রয়োজন এবং যার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। যে কোন বই পাইকারী দামে কিনে তাক ভর্তি করা কখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকখানা বইয়ের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা ক'রে তবেই কেনা উচিত এবং যে বই স্কুলের পক্ষে ঠিক্ প্রাসঙ্গিক নয় তা' কখনই কেনা উচিত নয়।

যদি স্কুলের পাশেই সাধারণ গ্রন্থাগার থাকে (বস্তুতঃ সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতীত কোন স্কুল লাইব্রেরীই সম্পূর্ণ কার্যকরী হ'তে পারে না) তা' হ'লে স্কুল লাইব্রেরীর পক্ষে সব বিষয়ের বই সংগ্রহের চেষ্টা ক'রতে যাওয়া খুব উচিত হবে না। যদি কোন অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারে টিকিট সংগ্রহ, পুতলোবাজী কিংবা শিক্ষাবহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে প্রচুর পুস্তক সংগ্রহ থাকে তা' হ'লে সেই অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পুস্তক সংগ্রহ করার চেষ্টা নিরর্থক। প্রত্যেক স্কুলের আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঐ সব বিষয়ে এক-আধখানা বই থাক্‌লেই যথেষ্ট। যার দরকার সে বিষয়টিতে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য অনায়াসেই সুবিধামত সাধারণ গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হতে পারবে।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে স্কুল-লাইব্রেরী একটি বিশেষ জাতীয় গ্রন্থাগার এবং শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনই হ'চ্ছে এর লক্ষ্য। সুতরাং পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিস্তৃততর জ্ঞান অর্জনে একে সহায়ক হ'তে হবে। অনেক বই আছে যে গুলোর ৩০।৪০ খানা অনুলিপির প্রয়োজনও মাঝে মাঝে অনুভূত হয়। অর্থাভাবে ঐ বই অতগুলো করে কেনা হয়ত সম্ভব হবে না; কিন্তু লাইব্রেরীতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ বই বেশ কয়েকখানা ক'রে রাখা যেতে

পারে। পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারকে অকুণ্ঠিতভাবে ব্যয় করতে হবে। কেননা এই সমস্ত বই যথেষ্ট সংখ্যক না থাক্‌লে শিক্ষামূলক পরিকল্পনাগুলো (project) কখনও সফল হ'তে পারে না।

পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়ের, যেমন আমোদ প্রমোদ বা খেয়ালখুসীর বইয়ের সম্বন্ধে স্কুলের উচিত সংগ্রহটিকে নানাবিষয়ক ক'রে তোলা। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য থাক্‌লেও সাধারণতঃ কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে খুব বেশী গভীর জ্ঞানের বই সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি স্কুলে প্রকৃতি-পাঠ, অংক বা বিজ্ঞান-সংস্থার মত কোন প্রতিষ্ঠান থাকে তবে অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রমের প্রয়োজন হ'তে পারে।

লাইব্রেরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগ হ'চ্ছে কোষগ্রন্থ সংগ্রহ। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের সর্বনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে Oxford Junior Encyclopaediaর মত শিশুবোধ্য ভাল একটি বিশ্বকোষ, একটি ভাল অভিধান এবং একটি বড় মানচিত্র। একটি স্থানীয় ডিরেক্‌টরী, Whitaker's Almanack এর মত একটি বর্ষপঞ্জী, রেলওয়ে এবং বাসের সময় তালিকা এবং একটি Gazetteer ও সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয়।

স্কুল-লাইব্রেরীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ হ'চ্ছে শিক্ষকদের পুস্তক। এই বিভাগে উচ্চতর পর্যায়ের সাধারণ ও কোষগ্রন্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষক বিভাগের পুস্তক যেন সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহের অনুপাতে অত্যধিক কম বা বেশী না হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদের বইয়ের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া এবং বইকে ভালবাসতে শেখানো। এই জন্য কল্পনাপ্রধান চিত্তবিনোদক পুস্তকগুলি পড়ার যে গুরুত্ব আছে তা' আমাদের কোন মতেই ভুল্‌লে চল্‌বে না।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কল্পনাপ্রধান অবসর-বিনোদন বইয়ের গুরুত্ব ভুল্‌লে চল্‌বে না। গ্রন্থাগারের সাফল্যের জন্য বহুসংখ্যক সুনির্বাচিত কাহিনী পুস্তকের আবশ্যক। আর শুধু নামকরা লেখকদের বইগুলোর মধ্যেই এই নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখা চ'লবে না। সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে আধুনিক এবং জনপ্রিয় লেখকদের বইও। বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগুণের উপর খুব জোর দেওয়ার দরকার নেই, দেখ্‌তে হবে শুধু ভাষা নিম্নস্তরের না হয়, বইতে

আপত্তিজনক কিছু না থাকে এবং বইটি অসুন্দর না হয়। চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর বই পড়বার প্রাপ্তবয়স্কদের যতখানি অধিকার আছে, ছেলেদেরও ততখানিই আছে। শুধু নীতিশিক্ষামূলক বই যত পাঠককে প'ড়তে আকৃষ্ট ক'রেছে তার চেয়ে ঢের বেশীর পড়ার বিরাগ উৎপন্ন ক'রেছে।

বইয়ের বিষয়বস্তুর দিকে আমরা যতটা নজর দি', এর শারীরিক গঠনের দিকেও আমাদের ততখানিই নজর দেওয়া দরকার। যে বই ঘাঁটতে কষ্ট হয় এবং যে বইয়ের ছাপা ও আকার পাঠের পক্ষে অসুবিধাকর, শিশুরা কখনও সে বই পড়বে না। বইটি যদি আকর্ষণীয় না হয় তা'হ'লে সেটা হাতে নিতেই এক জাতীয় বিরাগ উৎপন্ন হয় এবং এই বিরাগই পাঠের পক্ষে এক বাধা হ'য়ে দেখা দেয়। বইয়ের শারীরিক গঠন বিচার করার সময় আমাদের নজর রাখতে হবে, বইতে এই সব গুণ আছে কিনা—

(১) উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট—বই পড়তে ছোটদের আকর্ষণ করার পক্ষে এর উপযোগিতা অসামান্য। অনুজ্জ্বল ও অনুপযোগী বাঁধাই পড়ার বিরাগ উৎপন্ন করে।

(২) ভাল সুপাঠ্য, উপযুক্ত আকারের অক্ষর এবং ঠিকমত ফাঁক দিয়ে সেগুলো ছাপানো। সাধারণ বইয়ের অক্ষরের মতই ছোটদের বইয়ের অক্ষর হওয়া উচিত। চিত্রবিচিত্র, অপ্রচলিত অক্ষর চোখের উপর চাপ দেয়—ফলে স্বাভাবিক পড়ার বাধা উৎপন্ন করে। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে ছেলেরা বইটি কাজের উপযোগী এই বিচার করে অক্ষরের আকার দিয়ে। বড় হরপের ছাপা বইকে একেবারে শিশুপাঠ্য বই মনে করা হয়। আমি জানি কয়েকজন বুদ্ধিমান্ ছেলে বেশ ভাল একখানা বইও খুব বড় হরপে ছাপা বলে পড়তে চায় নি। তাদের কথা, হরপের ঐ বড় আকার তাদের দশ বছর বয়সের পরিবৃদ্ধিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে চাচ্ছে না। যে ছেলে যত বুদ্ধিমান্ তার এই বিষয়ে বিচার তত বেশী।

(৩) কাগজ আর কালির দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। কাগজ হবে মোটা আর টেঁকসই। ছোটদের বইয়ে খুব পাতলা কাগজ ব্যবহার করতে নেই। তা' ব'লে পুরু, বৃহদাকার অথচ হাল্কা কাগজও ব্যবহার্য নয়। ঐ কাগজ ছোট বইকে বড় ক'রে দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে, আট আনার বই পাঁচ টাকায় বিক্রী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাগজের রং দুধের সরের মত বা সাদাটে হওয়া উচিত—আর খুব ঘন কালি ব্যবহার করা উচিত নয়। লক্ষ্য

রাখ্‌তে হবে কাগজ আর কালির রংয়ের সন্নিবেশ যেন খুব বিরুদ্ধ না হয়, তা'হ'লে চোখের উপর চাপ প'ড়বে।

(৪) বইতে থাক্‌বে প্রচুর ছবি, সুন্দর-ক'রে-আঁকা এবং সুন্দর ক'রে ছাপান। ছবিগুলো বইয়ের সঙ্গে গ্রথিত হওয়া উচিত শুধু আলগাভাবে লাগান থাকা উচিত নয়।

বাঁধাইয়ের আলোচনা করা অবশ্য আজ কাল নিরর্থক। ভাল বাঁধাই বাজার থেকে উঠেই গেছে এমন কি খুব দামী বই ছাড়া সাধারণ বইতে তছ্‌মা সেলাই পর্যন্ত পাওয়া কঠিন। যাই হোক্‌ যদি কোন বইয়ের উপযুক্ত একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়, তা'হ'লে বাঁধাইয়ের কথাটাও আমাদের বিচার ক'রে দেখা উচিত।

স্কুল লাইব্রেরী সংগঠন ক'রতে গেলে আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে অন্ততঃ পক্ষে কিছু সংখ্যক বই না হ'লে কোন লাইব্রেরীই গঠন করা যায় না। এই বইগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক সংগ্রহ। এই সংগ্রহের মধ্যে থাক্‌বে পূর্বোল্লিখিত কোষগ্রন্থ, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং কিছু কাহিনী সংগ্রহ। স্কুলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ের বই রাখা দরকার : স্কুল-গ্রন্থাগার-পরিচালনা-বিজ্ঞান ; ধর্ম ও পুরাণ ; সমাজ ও সমাজ বিজ্ঞান (রাজনীতি, সাধারণ অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান, ব্যবসায় বিজ্ঞান ও শিক্ষা) ; বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক আবিষ্কার, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পূর্ত বিজ্ঞান (মোটর, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল) ; কৃষি ও উদ্যান সংগঠন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও কলা, ভাষা ও সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী এবং বিখ্যাত স্ত্রী ও পুরুষের জীবনী। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারেই আমরা এই সব বিষয়ের ভাল সংগ্রহ আশা ক'রতে পারি। কিন্তু প্রত্যেক স্কুলই এই সব বিষয়ের মধ্যে যেটায় যেটায় বেশী আগ্রহ সম্পন্ন সেই সব বিষয়ে ভাল বই সংগ্রহ কর্‌তে পারে। এই রকম একটি প্রাথমিক সংগ্রহের জন্যও প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ খানা বই কেনা দরকার এবং তার দাম হবে ৪০০ থেকে ৬০০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৫।৭ হাজার টাকা। এই বিষয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করা যায় না। তবে খুব ভাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে ষষ্ঠমান পর্যন্ত এবং আরও উচ্চমানের পাঠের ব্যবস্থা আছে সেখানের জন্যই এতটা দরকার। যে সব স্কুলে মাত্র স্কুল সার্টিফিকেট পর্যন্ত পড়াবার বন্দোবস্ত আছে সেখানে এর ½ খরচ ক'রলেই চ'লবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'পড়ার ছাড়পত্র' একটা প্রধান বিচার্য বিষয়। স্কুলকে এমন সব মন নিয়ে কারবার ক'রতে হয় যা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নি। সুতরাং ক্ষতিকর প্রভাবের থেকে এদের মুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রাপ্ত-বয়স্কেরা যে বই বেশ পড়তে পারে, বয়ঃসন্ধির দশাপ্রাপ্ত কিশোরের পক্ষে হয়ত তা' ক্ষতিকর হ'তে পারে। এমন অনেক বই আছে যেগুলোর সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী, কিংবা সামাজিক সমস্যা বোঝবার পক্ষে খুব সহায়ক কিন্তু ঐ বইতে হয়ত যৌন বিষয়ের শারীরিক দিক বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনানুগ বর্ণনা আছে। যাদের বয়স হ'য়েছে তাদের এ বই পড়লে হয়ত ক্ষতি হবে না, কিন্তু ছোটদের হাতে এ বই কখনই দেওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য গ্রন্থাগারে হয়ত একটা সংরক্ষিত পুস্তক বিভাগ রাখতে হ'তে পারে। যাই হোক্ কেবলমাত্র নৈতিক কারণেই ছেলেদের সব বই পড়ার ছাড়পত্র না দেওয়া যেতে পারে এবং এ বিষয়েও যদি সন্দেহ হয় তা'হলে স্কুল লাইব্রেরীতে বই প'ড়তে দিয়ে ভুল করাই বরং ভাল বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রাথমিক সংগ্রহ সম্পন্ন করার পর গ্রন্থাগারকে আরও বর্ধিত করবার সময়, শিক্ষকগণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র যে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি ক'রেছেন তার দিকে গ্রন্থাগারিক বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে সব সময়ই সহযোগিতা ক'রবেন এবং তাঁদের সুপারিশ ভাল ভাবে বিবেচনা ক'রবেন। গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই পুস্তকের বরাদ্দ টাকাকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন ক'রে নিতে পারবেন। সব বিষয়েই যাতে উপযুক্ত বই সংগ্রহ হয় তাঁকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য এই অর্থবন্টন ঠিক্ হ'য়েছে কিনা সেটা মাঝে মাছে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। বলা বাহুল্য গ্রন্থাগারিকের কিছু টাকা আপন বিবেচনা অনুযায়ী ব্যয় বায়ার অধিকার থাকা আবশ্যক।

শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা, তথা শিশু পাঠকদের সঙ্গে সহযোগিতা পুস্তক নির্বাচনের সহায়ক হয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হ'চ্ছে পাঠকদের পড়ার কৌতূহল চরিতার্থ করা, কিন্তু স্কুলের গ্রন্থাগারিকের এ ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। তাঁকে ছেলেদের পড়ার কৌতূহল জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে। ছেলেরা যা প'ড়তে চায় তা' অবশ্য তাঁকে জোগাতেই হবে—কেননা, এই কাজ ক'রতে না পারলে ছেলেদের প্রকৃত সাহিত্যবোধ গঠন করবার জন্য তাঁর প্রতি ছেলেদের যে বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রয়োজন তা' কখনও

জন্মাতে পারে না। স্কুল গ্রন্থাগারিকের আরও একটা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়, যে সব ছেলেরা ঠিক্ মত পড়ার অভ্যাস সংগঠন ক'র্‌তে পারে নি' তাদের সমস্যা। বস্তুতঃ স্কুল-গ্রন্থাগারিককে স্কুলের প্রত্যেক ছেলেদের পড়ার যোগ্যতা ও সমস্যাগুলো ভালভাবে জান্‌তে হবে।

এই জ্ঞান, তিন উপায়ে অর্জিত হ'তে পারে। প্রথমতঃ ক্লাসের ভিতরে ও বাইরে ছেলেদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ পুস্তক লেনদেনের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা এবং তৃতীয়তঃ পাঠকদের বই সম্বন্ধে সুপারিশ ও অনুরোধের তালিকা পরীক্ষা। শেষ দুটোর থেকে আমরা জান্‌তে পারি কোন্ কোন্ বিষয় ছেলেদের বিশেষ প্রিয় কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা আলাপ আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই গ্রন্থাগারিক জান্‌তে পারেন কী ধরণের রচনা ছেলেরা পছন্দ করে।

পুস্তক নির্বাচন সহায়ক গ্রন্থমালার সংখ্যা খুব পরিমিত হ'লেও, এই বিষয়ে কয়েকটি বেশ উচ্চস্তরের পুস্তক পাওয়া যায়। এদের মধ্যেও স্কুল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের স্কুল লাইব্রেরী বিভাগের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কেবল বইয়ের কথাই আলোচনা ক'রেছি। কিন্তু স্কুল লাইব্রেরীতে সাময়িক পত্রেরও উপযুক্ত সংগ্রহ থাকা প্রয়োজন। শিশুকে শিক্ষিত ক'রে সমাজে তাকে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করবার যোগ্য ক'রে তোলাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে সংবাদপত্র প'ড়্‌তে শেখান দরকার, সাময়িক পত্র তার আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়া দরকার। সাময়িকপত্র আজ অনেক বিষয়ে বইয়ের চেয়েও গুরুত্ব অর্জন ক'রেছে। আমি অবশ্য এখানে খালি ইংরাজী সাময়িক পত্রেরই উল্লেখ ক'র্‌তে পার্‌ব। তবে গ্রামার স্কুলের উপযুক্ত ইংরাজী সাময়িকপত্র গুলিতে কী কী বিষয় নিবন্ধ থাকে তা' লক্ষ্য ক'রলে আপনারা ভারতীয় ভাষায় যে যে পত্রিকা স্কুলের যোগ্য তা সহজেই নিরূপণ ক'র্‌তে পারবেন।

প্রথমতঃ সংবাদ পত্রের কথা—তিনখানি জাতীয় সংবাদপত্র যাতে তিন রকম বিভিন্ন রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা থাকে, তা সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে। "Times" পত্রটি অবশ্যই এই তিনখানার একখানা হবে। এ ছাড়াও স্থানীয় সংবাদপত্র একখানা সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে।

তারপর সাময়িক পত্রের কথা—এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী বিস্তৃত। তবুও ষষ্ঠ মানের বিদ্যালয়ে, আমি সংগ্রহ ক'র্‌ব—

ছোটদের জন্য : Children's Newspaper ; Young Elizabethan ; Hobbies ; Meccano Magazine ; Collin's Children's Magazine ; Pets ; The Scout ; এবং এ ছাড়া আর দুই একটি।

উচ্চতর শ্রেণীর জন্য : Illustrated London News ; Spectator ; New Statesman and Nation : Time and Tide ; Blackwoods ; London Magazine ; Geogiaphical Magazine ; History To-day ; New Scientist ; Economist ; Art and Industry ; Times Literary Supplement ; Studio ; Theatre Woild ; Poetry Review ; এবং International Affairs.

এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানে প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলোর নামই মাত্র সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে।

সংক্ষেপে ব ল্‌তে গেলে আমি R. G. Ralph তাঁর "The Literary in education "গ্রন্থে যা' বলেছেন তারই ভাষায় ব'ল্‌ব :—

"পুস্তক নির্বাচন করতে গেলে প্রথমতঃ সমস্ত প্রাপ্তব্য সম্পদের বিবেচনা করতে হবে। স্কুলের তাবৎ কর্মীদের এই কাজে একত্রিত ক'রতে হবে। কখনও কখনও বাইরের স্কুলের, প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতাদেরও সাহায্য নেবার দরকার হ'তে পারে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে স্কুল লাইব্রেরী গুলো পুস্তক নির্বাচনের সময় একে অন্যের হুবহু নকল ক'রবে। কেননা, মূল সংগ্রহ একরকম হ'লেও প্রত্যেক স্কুলকে তার আকার প্রকার, পরিবেশ ও পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রতে হবে। যে স্কুল লাইব্রেরী নির্বিচারে ধরাবাঁধা তালিকার বই সংগ্রহ করে—সে কখনও স্কুলের বৈশিষ্ট্যের ধারক হ'তে পারে না। স্কুলের বরঞ্চ আপন বিবেচনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক সংগ্রহ করা ভাল। তাতে সংগ্রহ খুব ভাল না হোক্‌—স্কুলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হবে।"
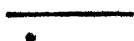
ইউনেস্কো পরিচালিত একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

মেরি এ্যাংলেমায়ার

শ্যামদেশের উত্তর পূবে বন প্যাং গ্রাম। অপরাহ্নে রোদের তাত কমেনি একটুও, তবু পথের সন্তাপ হরণ করেছে স্নিগ্ধ ছায়ার আবরণ। স্কুলের পড়ুয়াদের (ছেলে-মেয়েদের) একটানা আবৃত্তির সুর ভেসে আসছে কানে— পড়ার ধরণটা কিন্তু সেই চির পরিচিত মান্ধাতার আমলের। এই গ্রামের ইউনেস্কো পরিচালিত বুনিয়াদী শিক্ষা সংস্থায় শ্যামের ছাত্রেরা পুঁথির সংগে জীবনের সরাসরি যোগাযোগ সাধনে উঠে পড়ে লেগেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর প্রতি নিষ্ঠাশীল থেকে এরা গ্রামের অধিবাসীদের উন্নততর জীবনযাত্রার কাজে সাহায্য করছে।

আজ অপরাহ্ণে যারা মাঠে যায় নি, তারা জড়ো হয়েছে গ্রামের এই শিক্ষা-কেন্দ্রে। এরা এখুনি সরকারী ডাক্তারের কাছ থেকে টিকা নেবে। ডাক্তাররা সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। গ্রামবাসীরা সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এরা টিকা নেবে আর বিভিন্ন রোগের ওষুধপত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থা জেনে যাবে।

ছোটরা চিরকালই ছোট। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও যে সব ছেলেরা ইস্কুলে যায়নি বাপ-মার হাত থেকে পালানোর জন্য তাদের আর চেষ্টার অন্ত নেই। কেউ কেউ আবার এরই মধ্যে ধুলো বালি ছুঁড়ে ছোটখাটো একটা লড়াই বাধিয়ে তুলেছে। আকাশে জলভরা মেঘের আবির্ভাবে বর্ষণ সম্ভাবনায় কাঁপছে যেন সকলে।

ডাক্তারীর হাংগামা চুকে গেল; তবুও কেউ নড়ল না, দলবেঁধে এদিক ওদিক অপেক্ষা করতে লাগল; মনে হল যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়—কারণ, শোনা গেল যে বই বোঝাই একটা ঘোড়ার গাড়ী এদিকেই আসছে। ব্যাপারটা যে ঠিক কেমন ধারা হবে তা এদের কারোর স্পষ্ট ধারণায় নেই। তবু বইয়ের আকাংখা এদের সকলেরই—আর, একটা গোটা লাইব্রেরী চলে আসছে এই গণ্ড গ্রামে, এটাও তো কোন কম অবাক কাণ্ড নয়।

"ঐ যে—আসছে!" অভ্যর্থনার সাড়ায় ভেঙে পড়ে প্রতীক্ষার স্তব্ধতা। একটা ছোট, বাদামী রঙের ঘোড়ার ক্লান্ত পায়ের খট্ খট্ শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে দূরের মাঠ থেকে, আর গাছপালার চাঁদোয়ায় ঢাকা, পথে আঁকাবাঁকা লতাপাতার তোরণ পেরিয়ে। ছোট একটা ধবধবে সাদা রং এর ঘর কে যেন বয়ে আনলো পিঠে করে। তার পাশের দিকের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ইউনেস্কোর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার।' কথাগুলো অবশ্য খাঁটি শ্যামদেশের ভাষায় লেখা।

শিক্ষাকেন্দ্রের একধারে থামলো সেই চলন্ত ঘরটা। একি! এর দেওয়াল ভেংগে পড়ল কোন যাদুমন্ত্রে! আর তার ভেতরে ওগুলো! ও, বই! হ্যাঁ, বই! ঝক্‌ঝকে নতুন, পুরোণো, বেশ পুরোণো তা হ'লেও অনায়াসেই পড়া চলে—এমন সব বইয়ের সারি। ছেলে, মেয়ে, পুরুষ সকলেই ভীড় করে। পুরুষরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে গাড়ীটিকে নিয়ে। মেয়েরা আর ছোটরা তো অত বই দেখে অবাক। শিক্ষা সংস্থার কর্মী ছাত্ররা গ্রামের লোকেদের মনের ভাবটি ঠিক ধরতে পেরেছেন। তাঁরা সবাইকে কাছে ডেকে সংগে সংগে বুঝিয়ে দিলেন যে, এখান থেকে ইচ্ছা করলে তারা বাড়ীতে বই নিয়ে যেতে পারে। নিজেদের পছন্দ মত বই পাওয়া যেতে পারে তার ইংগিতও দিলেন তাঁরা। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে কয়েকজন এগিয়ে আসে, পছন্দমত কিছু বই মিলে যায়। আর যায় কোথায়? সংগে সংগেই এল আরও অনেকে কেউ কেউ ভিতর থেকে নিজেরাই বইপত্র ঘাঁটতে সুরু করেছিল, কেউ কেউ আবার কোন না কোন ছাত্রকর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন বই সম্বন্ধে নানান খবর জানতে সুরু করল। বই পছন্দ হ'লেই খাতায় সই করে এই নোতুন পাওয়া সম্পদ দিয়ে খুসী মনে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু লিখতে পড়তে জানে কজন? একজন ছাত্রকর্মীর কাছে বিবরণ শুনেই তো এক বৃদ্ধা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন গ্রাম্য গাথার সেই বইখানার জন্য; যেটি তাঁর চাই-ই। নিজে লিখতে পড়তে না জানলে কি হয়, বাড়ীতে তাঁর ছোট ছেলে তাঁকে পড়ে শোনাবে সেই সব সুন্দর গল্পগুলো—তাই সেই ছাত্রকর্মীটি নিজেই তার হয়ে স্বাক্ষর করল খাতায়।

শ্যাম দেশে শিশু সাহিত্যে, সচিত্র গল্পের কোন বই নেই বললেই হয়। অনেক খুঁজে মিললো মোটে তিনখানা। কর্মীটি তিনটি স্কুলের ছাত্র বেছে নিয়ে

ইউনেস্কো বুলেটিন ফর লাইব্রেরীজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের তর্জমা করেছেন শ্রীবরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

তাদের হাতে তিনটি বই দিয়ে বললেন যেন তারা অন্য সবাইকে এক সংগে নিয়ে প'ড়ে শোনায়। সবাই মাটিতে বসেছে দেখে আমার ভয় হচ্ছিল কারণ এতে হয়ত বইগুলোর অযত্ন হবে, কিন্তু ছেলেরা কোলের ওপর বই রেখে যে রকম যত্ন করে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল তা দেখে আমার সে ভয় কেটে গেল। ছোটরা বই পড়ে সবাইকে শোনাতে লাগল। অচেনা কোন কিছুর কথা এলেই তারা অবাক্ হয়ে যায় আর চেনা জিনিষ নিয়ে তাদের তর্কের আর অন্ত থাকে না। ছোট ছেলেরা বই নিয়ে যেতে পারে কিনা, সেই সমস্যা দেখা দিল তখন। আমার মনে হ'ল ছোটরা যদি নিজের নিজের নাম সই করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাদের বই দেওয়া চলে, কিন্তু ছাত্রকর্মীদের ধারণা অন্যরকম। তাঁরা মনে করেন যে, এই বই নেওয়া উচিত ছোটদের অভিভাবকদের, কেননা তাঁদের উৎসাহেই তো ছোটরা উৎসাহ পাবে। ছাত্রকর্মীরা এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত, সুতরাং এ ব্যাপারে এঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মনে করে আমি আর কিছু বললাম না। হঠাৎ গানের শব্দে ছেদ পড়লো আমাদের আলোচনায়; দুটী দল-এর মধ্যেই খুঁজে পেতে দুখানা গানের বই আবিষ্কার করে ফেলেছে আর তারপরেই মহাউৎসাহে গান জুড়েছে গলা ছেড়ে; শ্রোতার অভাব হয় না তার। বাপ-মা, ভাই-বোনেরা আবার এলোমেলো সুরের ঢেউ তুলেছে অতি উৎসাহে।

পাঠাগার সংস্থার অবস্থা অন্যান্য অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলের মত এখানেও সন্তোষজনক নয় মোটেই, 'ইস্কুল ছাড়বার সংগে সংগেই পড়ার পাঠ চুকে গেছে' এই হ'ল গ্রামের অধিকাংশ লোকের জবানবন্দী। এখন অবস্থার ক্রমোন্নতির সূচনা হয়েছে। যেখানে সেখানে গাড়ী চলতে পারে এমন রাস্তা আছে, সরকারী শিক্ষা দপ্তর নানা জায়গায় বই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। "ইউ, এস, আই, এস্"-এর গ্রন্থাগারিক থাকাকালীন আমি নিজেই তো জলপথে নৌকোয় করে বইয়ের পসরা পেঁাছে দিয়েছি গ্রামবাসীদের কাছে। হাঁটা পথে যে সব যায়গায় পেঁাছানো সম্ভব নয় সেখানে একটি অনুরূপ পাঠাগার এখন জলপথে বই নিয়ে যাচ্ছে, এরপর থেকেই ইউনেস্কোর স্থানীয় বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্র থেকে যখন ১০টি গ্রামে পরীক্ষামূলক কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে যে সব ছাত্র কর্মীদের পাঠানো হোল, তাঁদের প্রাথমিক সমস্যা হোল এই বই পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা নিয়েই। শ্যামদেশে অধিকাংশ গ্রামবাসীই চার বছরে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকেন কিন্তু অনভ্যাসে সেই বিদ্যা লোপ পেতে সময় লাগেনা খুব। এর পর

৫০।৬০ খানা বই এর একটা সংগ্রহ তিন মাসের জন্য পাঠালাম একটি গ্রামে, দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে পড়ুয়ারা তা শেষ করে ফেলল অল্পদিনেই আর অভিযোগ করলেন যে তাঁদের আরও বই চাই। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'ল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তারপর গাড়ী চালাবার মতো যে মেঠোপথ তাতে ক'রে মোটর গাড়ী চালান বিশেষ বিপদজনক আর, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পত্রের খরচও কম নয়। উত্তর পূবে মাত্র একটী নদী, খাল বিলের কোন অস্তিত্বই নেই। গরুর গাড়ী, বা মোষের গাড়ী তাদের তো ১৮ মাসে বছর। কিন্তু উবল' গ্রামে এক ধরণের টাটু ঘোড়ায় টানা দু চাকার গাড়ী চলে আর তাতে বেশ ভারী ভারী মাল নিয়ে যাওয়া যায়। ভাবলাম এতে কেমন হয়? আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার কুটির শিল্প শাখার অভিজ্ঞ মিঃ ন্যান্সের কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি গাড়ীর একটি সুন্দর কাঠামো তৈরী করে দিলেন ; নক্সাটি ভারী সুন্দর। মাথার ওপর বাঁকানো ছাদ, তাতে জল-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যায় বইগুলোকে ; বইগুলো সাজানো যাবে তারই তিন সারি তাকে। ছোট্ট এই ঘরটীর মেঝেটা হ'ল বাঁশের তৈরী, তাকগুলো কাঠের, আর বাকিটা শক্ত বোর্ডের। এতে সমস্ত জিনিষটাই বেশ হালকা, অথচ টিঁকসই হ'ল। পাশের দেওয়ালে আনুভূমিক পাল্লা বসানো, গাড়ী চলবার সময় বন্ধ থাকে সেগুলি। গাড়ী থামতেই ওপরের পাল্লাটিকে উঁচু দিকে তুলে নেওয়া যায়, তাতে পড়ুয়াদের মাথায় রোদ পড়ে না। নীচের পাল্লাটি তলার দিকে মেলে রাখা যায়। তার ওপরই পড়ুয়ারা স্বচ্ছন্দে বই রেখে পড়তে পারেন নিজেদের খেয়াল খুসী মতো। ইউনেস্কো শিক্ষা সংস্থা স্থানীয় মিস্ত্রীদের সাহায্যে এই বিশেষ ধরণের গাড়ীটি তৈরী করালেন। সব শেষে আমন্ত্রণ করা হলো গ্রামের গ্রন্থাগারিকদের এই গাড়ীটিকে দেখবার জন্যে আর তার সাথে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের, খুঁটিনাটি শিক্ষা নেবার জন্যে।

গ্রন্থাগারিক শব্দটা অবশ্য অভিধানিক নয় এখানে মোটেই। গ্রামবাসীদের কাছে বই পেঁৗছে দেওয়া, সেগুলো বিলিকরা, তার একটা মোটামুটি হিসেব রাখা এই সব কাজে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরাই এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক। শিক্ষা সংস্থা যে সমস্ত চলতি মাসিক বা সংবাদপত্র সরবরাহ করেন সেগুলোও তাঁরা নিয়ে থাকেন এবং যারা পড়তে জানে না তাদের সেগুলো পড়ে শোনান্ এঁরাই ; এঁদের কেউ বা ধনী অথচ রুচিসম্পন্ন পাঠক, কেউ বা দোকানদার, যার দোকানে গ্রামের অধিকাংশ লোকেরা জমায়েৎ হয়। কেউ কেউ আবার গ্রাম্য পুরোহিত যাদের কাছে নানান্ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আসে অনেকে ; কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রের কিছু

কিছু কর্মীদের মত এদের অনেকেই সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। এই ধরণের পরীক্ষা সফল কেন প্রতিটি গ্রামেই এই একই ধরণের প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলা খুব অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আমি তো সন্দিহান নই মোটেই। এই অঞ্চলের দূরতম আর দুর্গমতম গ্রাম এই বন্ প্যাং। এখানে যখন আমাদের তৈরী গাড়ীটি আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে পেরেছে, তখন আর কি? 'গ্রামের লোকেরা পড়তে চায় না, তাদের সময় নেই, এমন অনেক কথাই আমাকে অনেক শুনতে হয়েছে। সে কথা কানে নিইনি মোটেই আমি, কারণ, গ্রামের লোকেরা যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে বই পড়তে এসেছে আমার বিশ্বাসের ভিত্তি সেই নিরীক্ষা। বন্ প্যাং এ পৌঁছবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তিরিশ জন পাঠকের সন্ধান মিলেছিল। ছাত্র-কর্মীরা আমাকে আরও জানালেন যে সন্ধ্যের দিকে মাঠ থেকে ফিরবার পর আরও গ্রামবাসী এসে এখানে পৌঁছবে। ফিরতির পথে সন্ধ্যা নামল। গাড়ীর চাকার অলস মন্থর ক্যাঁচ্‌কোচ আওয়াজ পথের চারপাশে ধ্বনিত হ'তে লাগল। মনে হ'ল এরা সবাই যদি বইয়ের খোঁজে আসতে থাকে তবে আমার সংগ্রহ আরও কিছু বাড়ানোর জন্যে তখুনি শিক্ষাকেন্দ্র যাওয়ার দরকার হবে। মন প্রশ্ন করল যা, ভাবছি তা-কি সত্যই হবে?

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের মনোজ্ঞ গ্রন্থ প্রদর্শনী

গত ১১ই মে সন্ধ্যায় হাওড়া ডিউক লাইব্রেরী ভবনে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত ৫ম বার্ষিক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। জেলা শাসক শ্রী বি বি মণ্ডল উহার উদ্বোধন করেন।

কলিকাতার ৩৩টী পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া পাঠাগার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কমিশনে পুস্তক ক্রয়ের সুযোগ করিয়া দেন।

এই প্রদর্শনী ১৮ই মে পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কোর্স (মে-জুলাই ১৯৫৮)

এই বৎসরের গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কোর্স যথারীতি জাতীয় গ্রন্থাগারে দ্বিপ্রহরে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় পৃথক দুই দল ছাত্রছাত্রী লইয়া ১২ই মে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশ হইতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এই কোর্সে ভর্তি হইয়াছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রন্থাগারিকদের এই শিক্ষা গ্রহণ করাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। শৃঙ্খলাপূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন আছে এই উপলব্ধি সুলক্ষণেরই সূচনা। আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই।

গ্রন্থাগার আইন

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছিল সম্মেলনে ইহা সংশোধিত হইবার পর পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাকে একটি পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পুস্তকের তিনটি অংশ থাকিবে। প্রথম অংশে গ্রন্থাগার আইনের ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশে সংশোধিত আকারে খসড়া আইন এবং তৃতীয় অংশে আইনটিকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশাবলী। এই পুস্তিকাটি ডাঃ এস আর রঙ্গনাথন লিখিয়াছেন। পরিষদ কার্যালয় হইতে পুস্তিকাটি বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ডাইরেক্টরীতে সন্নিবেশিত তথ্যকে সময়োপযোগী করিবার জন্য পরিষদ সমস্ত গ্রন্থাগারের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন সম্বলিত একখানি করিয়া "রিপ্লাই পোষ্টকার্ড" পাঠাইতেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব ইহার উত্তর পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরিত হইলে প্রকাশনা ত্বরান্বিত হইবে। যাঁহারা পোষ্টকার্ডটি পান নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ॥ ৪সি, প্রভুরাম সরকার লেন ॥ কলি—১৫ ॥

বিগত ২৭শে এপ্রিল পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। সম্পাদক তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির পর্যালোচনা করেন এবং গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, সহঃসভাপতি শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীধীরাজ কুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীনরসিংহ পাল, সহঃসম্পাদক শ্রীপাঁচকড়ি মণ্ডল ও শ্রীমনোরঞ্জন সেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীনিতাইচন্দ্র বসু। সহঃ গ্রন্থাগারিক শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত, শ্রীকেশবচন্দ্র পাল। কোষাধ্যক্ষ শ্রীবলাইলাল দে।

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োয়া ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে হাড়োয়ায় নববর্ষ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস। সভায় নৃত্য, গীত, আবৃত্তি এবং হাস্যকৌতুক ইত্যাদিতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

সন্তান সংঘ ॥ সংগ্রামগড় ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

গত ১৩ই এপ্রিল সন্তান সংঘে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীধ্রুবরঞ্জন দেবনাথ, সহঃসভাপতি শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী। সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দেবনাথ, সহঃসম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ও যোগেশচন্দ্র দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণ দেবনাথ (ছোট)।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলহাট ॥ হুগলী ॥

২৭শে এপ্রিল হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গণে পাঠাগারের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং কবি হেমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সর্বশ্রী মন্মথনাথ ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিবপ্রসাদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। পাঠাগারের সম্পাদক বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠাগারটিকে পল্লী পাঠাগাররূপে অনুমোদন করিয়াছে ; এজন্য সরকারের নিকট হইতে এককালীন ৪,০০০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং বার্ষিক ১,৯৮০ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইবে। বর্তমানে পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ২০৩ এবং পুস্তক সংখ্যা ৭,২০১।

কবি হেমচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভাপতি গ্রন্থাগার কিভাবে জনশিক্ষার সহায়ক হইবে তাহার সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। কবির জন্মস্থানে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ না হওয়ায় সভাপতি দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন ॥ হাওড়া ॥

গত ১৩ই এপ্রিল পাঠাগারের একাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন সাহিত্যিক শ্রীবিমল কর। প্রদর্শনী, বিতর্ক সভা, নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার ॥ বনডাহি ॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২৬শে মার্চ বনডাহি শিশির স্মৃতি পাঠাগারের ৫ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঝাড়গ্রাম, রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঝাড়গ্রাম রাজ-কলেজের অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়। সভায় শ্রীঅনন্তকুমার ঘটক, রাজকুমার বীরেন্দ্রবিজয় মল্লদেব, সুবোধরঞ্জন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগার ও পাঠক সম্বন্ধে কয়েকটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। উক্ত সভায় সাধারণ পাঠাগারের নূতনকার্য্য নির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়।

বিবিধ বার্তা

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ২৩শে মার্চ "জুবিলী লাইব্রেরী এণ্ড রামরঞ্জন টাউন হলে" বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার সহিত আলোচনায় জানা যায় যে, ঐ জেলায় ৪০টি গ্রন্থাগার সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং উহার মধ্যে ২০টি গ্রন্থাগার সরকার হইতে বার্ষিক ৪,০০০ টাকা সাহায্য পায়। বীরভূম জেলায় প্রথম শ্রেণীর একটিও গ্রন্থাগার নাই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাত্র ১টি গ্রন্থাগার আছে আর বাকি সমস্তই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার সম্প্রসারণকল্পে একটি নূতন ভবন নির্মিত হইতেছে। একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে উহার কার্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঐদিন বৈকাল ৫ ঘটিকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। সম্পাদক আনন্দগোপাল মিত্র জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে পরিষদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সরকারী পরিচালনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও করণীয় কার্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভায় গ্রন্থাগার পরিষদের চলতি বৎসরের কাজ হিসাবে জেলা গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি সামগ্রিক তালিকা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়।

বোম্বাইয়ে গ্রন্থ প্রদর্শনী

কিছুকাল পূর্বে স্থানীয় শ্রীমতী নথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটি চিত্তাকর্ষক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর

উদ্যোক্তা ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্হস্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং গ্রন্থাগারের কর্মচারীবর্গ। গার্হস্থ বিজ্ঞানেরও যে বৈশিষ্ট্য আছে এবং গ্রন্থাগারের বইগুলি যে পড়িয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, প্রদর্শনী দেখিয়া ছাত্রীরা সেই সব নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে।

যাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে, তিনি হইতেছেন ডাঃ যোসেফাইন ষ্টাব।

প্রদর্শনীটি ছাত্রীদের নিকট অন্য দিক দিয়াও শিক্ষণীয় ছিল। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছাত্রীদের গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা কার্ড, কাটালগ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, বই কি ভাবে সাজাইয়া রাখিতে হয় এবং তালিকা পুস্তক হইতে কিভাবে বই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় প্রভৃতি বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ॥ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ডি এম লাইব্রেরী কলিকাতা ॥ ১৩৬৪ ॥ ॥৵০ + ৩৯২ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য—দশ টাকা ॥

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য অধুনা একটি বিশেষ বিদ্যা গড়ে উঠেছে যাকে বলা হয় গ্রন্থাগার বিদ্যা। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্রই সক্রিয় সচেতনতা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নেই। তাই আজ সরকারী ও বেসরকারী আয়োজন ও প্রচেষ্টায় বিবিধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এবং তাদের সম্যক ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে বৃত্তিকুশলী কর্মীর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে গ্রন্থাগার-বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও এদেশে বেশ কয়েকটি সংগঠিত হয়েছে। এবং অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের মতো এ বিভাগেও আজ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয়।

কিন্তু এই বিদ্যাচর্চার জন্যে ইংরেজী পুস্তকের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। অথচ আজ আমরা এ বিষয়েও সচেতন যে আমাদের সকল বিদ্যাই

মাতৃভাষার মারফৎ আয়ত্ত হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, এই সচেতনতা আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মহোদয়কে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং যে ধরণের গ্রন্থ লিখতে তিনি প্রয়াস পেয়েছেন সে ধরণের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। শুধু এই একটি কারণেই তিনি অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হবার যোগ্য।

লেখক গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রায় সব বিভাগ ও দিক নিয়েই আলোচনা করতে চেয়েছেন। এইটাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রন্থের 'পূর্বাভাষ' থেকে জানা যায় যে, লেখকের উদ্দেশ্য হল তাঁর গ্রন্থটিকে একাধারে গ্রন্থাগার-বিদ্যার ছাত্রছাত্রী ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ছোট বড় গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী করা। কিন্তু ব্যাপার হল, গ্রন্থাগার-বিদ্যার ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের প্রয়োজন ঠিক এক নয়। ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি থাকে পাঠ্যতালিকা-অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রতি, যে বিষয়গুলি খানিকটা অহেতুকভাবে বিদেশের আদর্শ, বিধিব্যবস্থা, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তজ্জাত তত্ত্বে ও তথ্যে ঠাসা। অন্য পক্ষে গ্রন্থাগার-কর্মিগণের প্রয়োজন হল বিশেষ করে গ্রন্থাগার-বিদ্যার ব্যবহারিক দিকটা—কেমন করে আমাদের দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের গ্রন্থাগারগুলির সংগঠন ও পরিচালনার কাজে এই বিদ্যাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। লেখক এই দুই প্রয়োজনের নৌকায় পা দিয়ে বহুস্থানেই টাল সামলাতে পারেননি,—কখনো একদিকে ঝুঁকেছেন, কখনো অন্য দিকে। ফলে, তথ্য সমাবেশ ও পরিবেশনের বেলায় ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। তাছাড়া, লেখক গ্রন্থাগার-বিদ্যার প্রায় সব বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মোটেই সুবিচার করেন নি; গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বিষয়গুলি আরম্ভ করতে না করতেই শেষ করেছেন। বর্গীকরণ, রেফারেন্স লাইব্রেরী এবং বিব্লিওগ্রাফী সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য। লেখক Brown-এর *Manual of Library Economy*-কে আদর্শ ধরেছেন, কিন্তু Brown-এর বইতেও এতগুলি বিষয় নেই। সে বই ওদেশের পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনার দিকে দৃষ্টি রেখে লেখা বিষয়গুলি সেইভাবেই নির্বাচিত ও লিখিত।

যে গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ এক একটি এমন বিষয় নিয়ে লেখা যার ওপর গোটা বই লেখা চলে বা লেখা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে লেখা উচিত। অবান্তর কথা বৃথা জায়গা জোড়ে ও আসল বস্তুকে চাপা দেয়। লেখক এবিষয়ে তেমন সতর্ক হননি। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন,

"আমরা যদি জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকি তাহা হইলে সে ঘুম ভাঙ্গান সহজ নয়। আমাদের জাতীয় সরকারও এবিষয়ে ওয়াকিবহাল হইলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু পেটের চিন্তায় সরকার ব্যতিব্যস্ত, মাথার চিন্তার তাঁহাদের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না।" [পৃঃ ১২] এবং, ''লণ্ডনের উপকণ্ঠে হেণ্ডন সহরের পৌর গ্রন্থাগারের (Borough Library) প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জে, ই, ওয়াকার এই প্রসঙ্গে আমার সহিত আলোচনা করেন। তাঁহাদের সুন্দর ও মনোরম গ্রন্থাগারে তিনি প্রায় দুসপ্তাহ কাল এই সব বিষয়ে অনুশীলনের সুযোগ আমায় দেন এবং তাঁহাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারেও বেশ কয়েকদিন আনন্দে কাটে।" [পৃঃ ১৩] এই সমালোচনা ও আত্মপ্রচার পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একান্তই অবান্তর। এইভাবে গ্রন্থের অনেক স্থানেই অবান্তর কথার প্রয়োগ ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তক-জাতীয় গ্রন্থে এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

আর একটি কথা, লেখক পুস্তকের নাম দিয়েছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। গ্রন্থাগার-বিদ্যা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কেন—তার কোনো কারণ লেখক জানান নি। এ সম্পর্কে একটা আলোচনা প্রাসঙ্গিক হত। Butler-এর *An Introduction to Library Science* বইটি স্মরণ করা উচিত ছিল।

তবু লেখকের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। গ্রন্থাগার-বিদ্যা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করবার জন্যে এ গ্রন্থ যথেষ্ট উপযোগী। বিশেষ করে গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগ খুবই আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ তফশীলে ভারতীয় বিদ্যার সম্প্রসারণ গ্রন্থাগার-কর্মীদের খুবই সাহায্য করবে। পরিভাষা-সংকলনটিও মূল্যবান। কিন্তু তালিকাটি বর্ণানুক্রমিক না হওয়াতে ব্যবহার করতে কিছু অসুবিধে হবে। (গ্রস/১-১)

সম্পাদকীয়

আমাদের নববর্ষ

গ্রন্থাগার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল। নববর্ষে সম্পাদকীয়র মাধ্যমে পাঠকদের জন্য শুভকামনা, তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শেষে নতুন বৎসরের জন্য নতুন উৎসাহে কর্মে ব্রতী হবার অংগীকার করাটাই প্রচলিত রীতি। আমাদের বেলায়ও সেই রীতির ব্যতিক্রম নেই। প্রসংগতঃ শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমাদের এই শুভকামনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। পত্রিকা পরিচালনার সংগে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকেন যে পত্রিকা প্রকাশনের সমস্যার অন্ত নেই, বিশেষ করে সেই পত্রিকা যদি আদর্শবাদী কোন সংগঠনের মুখপত্র হয়। দুর্বল আথিক ভিত্তি, প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের অভাব তার সংগে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে কাগজের দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের জনৈক বিদগ্ধ সাহিত্যিকের কাছে সম্প্রতি আমরা গ্রন্থাগারের প্রবন্ধের জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তিনি মন্তব্য করে-ছিলেন যে এখনও নিয়মিতভাবে এধরণের একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এটা জেনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে "গ্রন্থাগারের" অস্তিত্ব আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এর জন্য স্বভাবতঃই আমরা আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ঋণী। শুধুমাত্র মামুলী ধন্যবাদের পালা শেষ করে এ ঋণ পরিশোধ করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

সমস্ত পত্রিকার আথিক ভিত্তির দৃঢ়তা নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর। দু তরফই এই ব্যবস্থায় লাভবান। সুতরাং এই প্রসংগে আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের দাক্ষিণ্যের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি। আমরা বইয়ের কারবারী। যত বেশী করে সম্ভব দেশের লোকের হাতে বই তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করাই আমাদের কর্মনীতির মূল কথা। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত গ্রন্থাগার এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগী। মুখ্যতঃ তারাই "গ্রন্থাগার" পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক, এবং এই সমস্ত গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গই "গ্রন্থাগারের"ও পাঠক। সুতরাং

"গ্রন্থাগারের" মাধ্যমে বইয়ের খবর প্রচার করা পুস্তক প্রকাশকদের পক্ষে অব্যবসায়ী-জনোচিত কাজ হবেনা। কথাটা প্রচারধর্মী ও খুব স্থূল মনে হলেও অসত্য বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ বিষয়ে আমরা অধিকসংখ্যক প্রকাশকদের সহযোগিতা পাবো এ আশা রাখি।

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন পাশ করবার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার ফলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই আইন পাশ করাবার জন্য জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন। এই ব্যাপারে "গ্রন্থাগারের" ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সমূহ "গ্রন্থাগার" মারফৎ ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করবার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই আমাদের নতুন বছরের অঙ্গীকার।

অনুরূপা দেবী

গত ৬ই বৈশাখ, ইংরাজি ১৯শে এপ্রিল বাঙলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক অনুরূপা দেবী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর হয়েছিল।

বাঙালা দেশের সাহিত্য জগতে দীর্ঘকাল ধরে তিনি তাঁর রচনাসম্ভার দিয়ে পরিপুষ্ট করে আসছিলেন। গল্প, উপন্যাস সাহিত্য সমালোচনা, সমাজ সমস্যামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর দেখতে পাই।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। তাই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বাক্য ও আচরণে অকপটতা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছি। এজন্য অনুরূপা দেবীর কর্মজীবন কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজ, শিক্ষা, জাতীয় চরিত্রোন্নয়ন বিষয়েও তিনি নিরলস কর্মী ছিলেন।

বেদনার্ত হৃদয়ে আমরা তার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৬৫ [২য় সংখ্যা

গ্রন্থবিদ্যা

॥ ৫ ॥

আদিত্য ওহদেদার

ছাপাখানার কাজ

(১)

ছাপার কাজের জন্যে চারটে জিনিসের একান্ত প্রয়োজন—

১। যা দিয়ে ছাপা হয়, অর্থাৎ টাইপ (Types)

২। যার ওপর ছাপা হয়, অর্থাৎ কাগজ (Paper)

৩। যার চাপে ছাপা হয়, অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র (Press)

৪। যার দ্বারা টাইপের অক্ষরগুলি অঙ্কিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ কালি Ink)

টাইপ

এদের মধ্যে গুরুত্বে টাইপই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ বই ছাপার কাজে টাইপের অভাবে অন্য বস্তুগুলি নিরর্থক।

টাইপ হল এক টুকরো চতুষ্কোণ ধাতু—যার একদিকে মাথার ওপর কোনো অক্ষর, কোনো সংখ্যা বা কোনো চিহ্নের নক্সা খোদাই অথবা ঢালাই করা থাকে।

টাইপের ধাতু হল সীসা। কিন্তু শুধু সীসার হলে টাইপ শক্ত মজবুত ও চোখালো হতে পারে না, তাই কিছু টিন (tin) ও এণ্টিমনি (antimony) ধাতু মিশেল দেওয়া হয় সীসার সঙ্গে। অনেক সময় অন্যান্য ধাতু, যেমন তামা (copper) মেশানো হয় বিশেষ ধরণের টাইপ পাবার জন্যে। বড় টাইপ প্রস্তুত করতে গেলে প্রায়ই ফাঁপা টাইপ করা হয় যাতে ধাতুর অপচয় না হয় এবং খরচও বাঁচে। খুব বড় টাইপ যা পোস্টার ছাপতে লাগে, তা তৈরী করা হয় শক্ত কাঠের টুকরো থেকে।

টাইপের আকারগত পার্থক্য নির্ভর করে টাইপের প্রস্থ (width) ও অবয়বের গভীরতার (depth) ওপর। এ দুটি দিক দিয়ে যতই পৃথক হোক না, সব টাইপ উচ্চতার দিক দিয়ে কিন্তু সমান হবে। এই উচ্চতা এক ইঞ্চির কিছু কম।

টাইপের তিনটে প্রধান অংশ আছে, ছাপাখানার ভাষায় তাদের বলে (১) ফেস্ (Face), (২) বিয়ার্ড (Beard), (৩) বডি (Body)।

ফেস্ঃ টাইপের যে মুখটায় ছাপ ওঠে সেই মুখকেই ফেস্ বলে। অর্থাৎ টাইপের ওপরকার নক্সাটা হল ফেস্। এই ফেস্ কিন্তু টাইপের সব মুখটা জুড়ে থাকে না, আশে পাশে সামান্য জায়গা ফাঁক রাখা হয়। এই ফাঁকটা থাকা দরকার, নইলে ছাপবার সময় টাইপগুলি পর পর সাজালে টাইপের নক্সা বা ফেসগুলি পরস্পর জোড়া লেগে যাবে, এবং ফলে দুটো অক্ষরের মাঝে যে ফাঁক থাকা প্রয়োজন, সেটা পাওয়া যাবে না।

দুটো টাইপ পর পর সাজালে মাঝখানে এই যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় "কাউণ্টার" (Counter)। এই ফাঁক বা কাউণ্টার যদি খুব অল্প হয় তাহলে ছাপার কালি সহজেই ফাঁক জুড়ে বসে, এবং ছাপার কাজ পণ্ড করে।

টাইপের যে সব নক্সার বা ফেসের খানিকটা অংশ টাইপের মুখ থেকে বাইরে ঝুলে পড়ে, সেই অংশকে বলা হয় "করণ্" (kern)। এই করণের সৃষ্টি করে ইটালিক (Italic) বা বাঁকা অক্ষর, যেমন *f. j. y. p* প্রভৃতি। করণ্ ওয়ালা টাইপ নিয়ে কাজ করা বেশ ঝামেলার ব্যাপার, এই টাইপ প্রায়ই নূতন করে তৈরী করতে হয়, কারণ লম্বমান করণ্গুলি সহজেই ভেঙে যায়।

বিয়ার্ডঃ টাইপের নক্সা বা ফেসের উপরিভাগ থেকে নিচে কাটা পর্যন্ত যে অংশ তাকে বলে "বিয়ার্ড"। এই বিয়ার্ড আবার দুভাগে বিভক্ত। ফেসের ঢালু অংশকে বলে "বেভেল" (Bevel), এবং ঢালুর নিচে যে সামান্য সমতল জায়গা থাকে তাকে বলে 'শোল্ডার" (Shoulder)। কাঁধের ওপর যেমন আমাদের মাথা, তেমনি এই শোল্ডারের ওপর থাকে টাইপের নক্সা বা ফেস্।

বডিঃ বডি হল টাইপের গোটা অবয়ব যা টাইপের ফেস্ বহন করে। একে "শ্যাঙ্ক" (Shank) ও বলা হয়।

টাইপের বডি বা অবয়বের আকার নানাপ্রকার হয়ে থাকে। এই সমস্ত আকারের বিভিন্ন নাম আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সব নামই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তারপর এই সমস্ত আকারকে চিহ্নিত করবার জন্যে একটা

গণিত নিয়ম চালু করা হল। এ নিয়মকে বলা হয় "পয়েন্ট" পদ্ধতি। টাইপের উচ্চতাকে নিয়ে এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। টাইপের উচ্চতার $\frac{1}{72}$ অংশ, যাকে মাপা হয় ইঞ্চিতে, তাকে বলা হয় এক পয়েন্ট। এই মাপ অনুসারে যদি কোনো টাইপের সমগ্র উচ্চতা হয় $\frac{10}{72}$ ইঞ্চি, তাকে বলব দশ পয়েন্টের টাইপ।

প্রচলিত কয়েকটি বিভিন্ন আকারের টাইপের পুরনো নাম ও আধুনিক "পয়েন্ট" সূচক মাপ দেওয়া গেল—

নাম	পয়েন্ট মাপ
পার্ল (Pearl)	৫
নন্‌প্যারেল (Non Pareil)	৬
মিনিয়ন্‌ (Minion)	৭
ব্রিভিয়ার (Brevier)	৮
বর্‌জাইস্‌ (Bourgeois)	৯
লং প্রাইমার (Long Primer)	১০
স্মল্‌ পাইকা (Small Pica)	১১
পাইকা (Pica)	১২

টাইপ যদি ভালো ঘষা-মাজা না হয়, তাকে বলে "বার্‌" (Burr)। যে সব টাইপের ফেস্‌ খোঁচা লেগে বিকৃত হয়েছে, ছাপা ভালো ওঠে না তাদের বলা হয় "ব্যাটার্ড" (Battered), অর্থাৎ ভাঙা টাইপ। আর টাইপের ফেস্‌ যদি কাগজের ফেঁসে, শিরিষে বা শক্ত কালিতে বুজে যাবার ফলে খারাপ ছাপা ওঠে, তাহলে তাকে বলব "পিক" (Pick)।

কাগজ

বইপত্র ছাপার কাগজ প্রায়ই আভাঁজা ও চারকোনা হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেককে তা বা শিট্‌ (Sheet) বলা হয়। এই তা বা শিট্‌ যত বড়ই হোক না কেন, তাকে বলব ব্রড-সাইড (Broad-side)। ব্রড-সাইডকে মাঝামাঝি সমান ভাবে ভাঁজ করলে পাই ফোলিও (Folio)—দু পাতা (leaves) বা চার পৃষ্ঠা মাপে, ফোলিও ভাঁজের এক পাতা হল ব্রড-সাইডের আর্ধেক। ফোলিও ভাঁজ করা কাগজকে আবার সমান দুভাগে ভাঁজ করলে পাই কোয়ারটো (Quarto) চার পাতা বা আট পৃষ্ঠা। মাপে, কোয়ারটোর এক পাতা হল ব্রড-সাইডের সিকি ভাগ। তেমনি, কোয়ারটো ভাঁজের কাগজকে যদি সমান

দুভাগে ভাঁজ করা যায় তাহলে পাব অক্টেভো (Octave)—আট পাতা বা ষোল পৃষ্ঠা।

ভাঁজ করা কাগজের নাম অনুসারেই বইয়ের আকারগত নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, অক্টেভো ভাঁজের কাগজে ছাপা বইকে বলি অক্টেভো সাইজের বই। এবং কাগজের ভাঁজের হিসেব জানা আছে বলেই, অনায়াসে বুঝতে পারি কোয়ারটো সাইজের বই অক্টেভো সাইজের বই থেকে বড়। তেমনি ফোলিও সাইজের বই কোয়ারটো সাইজের বইয়ের চেয়ে বড়।

মুদ্রাযন্ত্র

ছাপাবার জন্যে টাইপ সাজিয়ে তাতে কালি বুলিয়ে তার ওপর কাগজ বসালেই যে ছাপা হবে, তা নয়। কাগজের ওপর রীতিমত চারিদিকে সমান ভাবে চাপ দিলে তবে কাগজে ছাপ পড়ে। এই ছাপ দেবার যন্ত্রই হল প্রেস (Press) বা মুদ্রাযন্ত্র। মুদ্রাযন্ত্রে সাজানো টাইপ রাখার ব্যবস্থা ও কাগজ বসিয়ে চাপ দিয়ে ছাপ তোলার ব্যবস্থা দুইই আছে।

মুদ্রাযন্ত্র দু রকমের। হ্যাণ্ড প্রেস ও মেশিন প্রেস।

হ্যাণ্ডপ্রেস :—হ্যান্ড প্রেসই মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম অবস্থা। দেখতে অনেকটা লোহার টেবিলের মতো। যেখানে সাজানো টাইপ বসানো হয় তাকে বলে বেড্ (Bed)। এক সঙ্গে যত পাতার টাইপ এক তা কাগজে ছাপা হয় তাকে বলে ফর্মা (Forme)। টাইপের ফর্মা বেডে বসিয়ে তাতে কালি লাগানো হয়। তারপর তার উপর কাগজ চাপানো হয়। বেডের ওপর দিকে আছে একটা চারকোণা লোহার পাত যার আকার বেডের সমান। এই পাতকে বলে প্ল্যাটেন (Platen)। প্ল্যাটেনের সঙ্গে একটা হাতল লাগানো আছে, তা ধরে টানলে প্ল্যাটেন নিচে নেমে এসে কাগজের ওপর চাপ দেয়, এবং সে চাপের ফলে ছাপ ওঠে। হাতল আলগা করলেই স্প্রিংএর টানে প্ল্যাটেন যথাস্থানে ফিরে যায়।

কিন্তু ফর্মার ওপর শুধু এক তা কাগজ বসিয়ে তার ওপর প্ল্যাটেনের চাপ দিলে, চাপের ফলে কাগজ ছেঁদা হয়ে যেতে পারে এবং টাইপের মুখও ভোঁতা হতে পারে। এই আশঙ্কা দূর করবার জন্যে কাগজকে সরাসরি ফর্মার ওপর বসানো হয় না। কাগজ প্রথমে বসানো হয় একটা লোহার পাতের ওপর যা মোটা বনাত দিয়ে মোড়া থাকে। এই বনাত মোড়া পাতকে বলে টিম্পান (Tympan)। টিম্পানের সঙ্গে হিঞ্জ-কব্জার দ্বারা আঁটা আছে একটা ফ্রেম

যাকে বলে ফ্রিস্‌কেট (Frisket)। ফ্রিস্‌কেটের কাজ হল কাগজের চার ধার যেখানে কাগজ আছাপা সাদা থাকে, তাকে কালির স্পর্শ থেকে বাঁচানো। টিম্‌প্যানের ওপর কাগজ বসিয়ে তার ওপর ফ্রিস্‌কেট চাপালে, কাগজের সেই অংশ বাইরে থাকে যার ওপর ছাপ পড়বে। ফ্রিসকেট-বন্ধ কাগজকে নিয়ে টিম্‌প্যান ফর্মার ওপর বসে, তারপর প্ল্যাটেন নিচে নামে ও টিম্‌প্যানের ওপর চাপ দেয়। টিম্‌প্যান থাকাতেই প্ল্যাটেনের চাপে কাগজ বা টাইপের কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে না।

মেশিন প্রেস : হ্যান্ড বা হাত প্রেসে হাতলের সাহায্যে ফর্মা ও টিম্‌-প্যানকে প্ল্যাটেনের নিচে আনতে হয়, আবার হাতল টেনে প্লাটেন নামাতে হয়। মেশিন প্রেসে কোনো হাতল নেই, তার বদলে চাকার দ্বারা কাজ সারা হয়। এই চাকা ঘোরাবার জন্যে পাদানি থাকে, তাতে চাপ দিলে চাকা ঘোরে। আবার পাদানির বদলে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারাও চাকা ঘোরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্লাটেনযুক্ত এই মেশিনকে ট্রেডেল (Treadle) মেশিন বলা হয়।

আর এক রকম মেশিন আছে, যাতে চতুষ্কোণ প্লাটেনের বদলে গোল রোলার (Roller) বা সিলিন্ডার (Cylinder) ব্যবহার করা হয়। এই সিলিন্ডার ঘুরে ঘুরে টিম্‌প্যানের ওপর গড়ায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত ফর্মার ছাপ কাগজে তোলে। এই রকম সিলিংডারযুক্ত মেশিনকে বলে সিলিন্ডার মেশিন।

ছাপার কালি : ছাপার কালি ঘন ও চট্‌চটে। এই কালি টাইপের মুখে লাগানো হয় যে বস্তুর দ্বারা, তাকে বলে ছাপার রুল বা রোলার। ছাপার রুল গুড়, গ্লিসারিণ, শিরীষ ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে তৈরী। হাত প্রেসে হাতের সাহায্যেই ছাপার রুল ঘুরিয়ে টাইপে কালি মাখানো হয়। মেশিন প্রেসে এই রুল ঘোরে কলে। ছাপার কালি পাতলা আঁশের মতো টাইপের মুখে লেগে থাকে এবং তাতেই ছাপা হয়।

টাইপে কালি লাগানোর কাজটা দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিৎ। কারণ ভাল ছাপাইয়ের লক্ষণ হল কালির ছাপ প্রত্যেক পাতায় এবং প্রতি পাতার সর্বত্র সমান গাঢ় ও উজ্জ্বল থাকা।

ছাপাখানার দুটো বিভাগ। একটা কম্পোজিং (Composing) বিভাগ আর একটা প্রেস বিভাগ। কম্পোজিং বিভাগে টাইপ সাজানোর কাজ চলে। তারপর এই বিভাগ যে টাইপ সাজিয়ে দেয়, তা চলে যায় প্রেস বিভাগে। সেখানে টাইপের ছাপ কাগজে ওঠে।

এবার কম্পোজিং বিভাগে প্রবেশ করা যাক।

কম্পোজিং বা টাইপ গাঁথা ঃ কম্পোজিং বিভাগে টাইপ নিয়ে কারবার। টাইপ থাকে খোপকাটা কাঠের ডালায়, যাকে বলা হয় 'কেস' (Case)। কেসের মাপ হল সাধারণতঃ লম্বায় ৩২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, চওড়ায় ১৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ১$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। কেসের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে টাইপ গাঁথার কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন কম্পোজিটর।

কেস দু প্রকারের। আপার কেস ও লোয়ার কেস। লোয়ার অর্থাৎ নিচের কেস কম্পোজিটরের হাতের সামনে থাকে। ইংরেজি স্মল লেটার বা ছোট অক্ষরই বেশি ব্যবহার করতে হয়, তাই এই অক্ষরগুলি হাতের কাছে লোয়ার কেসে রাখা হয়। এ কেসে থাকে ৫৩টি ছোট বড় নানা আকারের খোপ।

আপার বা উপরের কেস থাকে লোয়ার কেসের ওপর দিকে হেলান অবস্থায়। এই কেসে রাখা হয় ক্যাপিট্যাল এবং স্মল-ক্যাপিট্যাল লেটার। এ কেসে থাকে ৯৮টি খোপ, যারা সকলেই আকারে সমান।

ছাপাখানার ভাষায় ক্যাপিট্যাল ও স্মল ক্যাপিট্যাল লেটারকে বলে 'আপার কেস' লেটার কিংবা 'ক্যাপ' ও 'স্মল ক্যাপ'। স্মল লেটার বা ছোট অক্ষরকে বলে 'লোয়ার কেস' লেটার। এ নামকরণের কারণটা সহজেই অনুমেয়।

আপার ও লোয়ার কেস মিলে হল এক জোড়া কেস। এতে থাকবে একই 'ফণ্ট'-এর টাইপ। ফণ্ট (fount) হল সমস্ত অক্ষরের জোট এবং অক্ষরগুলি হবে একই মাপের ও ছাঁচের।

অক্ষর ছাড়াও কেসে অন্যান্য টাইপ থাকে। সেগুলি হল ঃ

ডিপথং ঃ (Dipthong) পরস্পর সংযুক্ত দুইটি অক্ষর। আপার ও লোয়ার কেস লেটারের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে এমনভাবে তৈরী করা হয়। যথা, Æ, Œ, æ, œ।

পিনদ্ধ টাইপ ঃ (Ligatures) খোঁচযুক্ত টাইপ একত্রে সংযুক্ত করে ঢালা। যেমন, ff, fi, ffi, fl।

ফিগার ঃ (Figures) সংখ্যা, অ্যারেবিক কিংবা রোমান। যথা, 0,1,2,3 ইত্যাদি এবং I, II, III, IV ইত্যাদি।

ফ্র্যাক্সন ঃ (Fraction) ভগ্নাংশ। যথা, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{4}$ ইত্যাদি। এই সব ফ্র্যাকসনের টাইপ যতটা মাপের, তার দ্বিগুণ মাপের টাইপে যে সব ফ্র্যাকসন

থাকে তারা হল ১/৮, ৭/৮, ১৩/১৬ ইত্যাদি—অর্থাৎ দু' সংখ্যার ফ্র্যাক্সন। অন্যান্য ফ্র্যাক্সন দরকার হলে এই দু'রকম টাইপ সংযোগে কাজ চালানো যায়।

পয়েন্ট : (Points) পয়েন্ট হল "কমা" (Comma), "ফুলস্টপ" (Fullstop), "কোলন" (Colon), "ব্র্যাকেটস্" (Brackets) ইত্যাদি।

বাঙলা, নাগরি ইত্যাদি টাইপের বেলায় চারটে কেস নিয়ে একটি সেট্। এই এক সেট্ কেসের তিনখানা হল আপার, বাকি একখানা হল লোয়ার। আপার কেসগুলি সামনে, বাঁদিকে ও ডানদিকে সাজানো থাকে। লোয়ার কেসে থাকে বেশি ব্যবহৃত টাইপ, আপার কেসগুলিতে থাকে যুক্তাক্ষর ও অন্যান্য কম-ব্যবহৃত টাইপ।

ছাপাখানার কম্পোজিং বিভাগে টাইপের কেস পর পর সাজানো থাকে; কম্পোজিটরগণ কেসের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে টাইপ গাঁথেন। টাইপ গাঁথার আগে বই সংক্রান্ত একটা হিসেব করে নিতে হয়,—কী ধরণের টাইপ ও কাগজে বই ছাপা হবে এবং বইয়ের পাতা কত দাঁড়াবে। হিসেব কষাটা মোটেই শক্ত নয়। ধরা যাক, একটা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০০। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গড়ে ২০ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে গড়ে ১০টি শব্দ। পাণ্ডুলিপিতে মোট শব্দসংখ্যা দাঁড়াল ২০ × ১০ × ৩০০ = ৬০,০০০।

এখন হিসেব করতে হবে এই শব্দসংখ্যা ছাপতে কত পৃষ্ঠা লাগবে। ছাপাখানার ভাষায় টাইপের বডির পূর্ণ মাপকে বলে এম্ (Em) এবং তার অর্দ্ধেক মাপকে বলে এন্ (En অথবা আধ এম্। প্রতি অক্ষরের মাপ এক এম; একসংখ্যার ফ্রাকসন্ বা ভগ্নাংশ, যথা ১/২, হল এক এন্ বা আধ এম; কিন্তু দুই সংখ্যার ফ্রাকসন্, যথা ১/৩ কিংবা ২/৩, হল এক এম মাপের। এক ইঞ্চিতে ৬ এম পাইকা টাইপ ধরে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে টাইপের মাপ 'পয়েন্ট'-এ ধরা হয়। এই 'পয়েন্ট' পদ্ধতি আমেরিকা থেকে চালু হয়েছে। পয়েন্ট হিসেবে এক ইঞ্চি হল ৭২ পয়েন্ট। এই হিসেবে এক এম পাইকার মাপ হল ১২ পয়েন্ট।

ধরা যাক, যে কাগজে বই ছাপা হবে তার প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫ লাইন করে ছাপা হবে, এবং গড়ে প্রতি লাইনে ১০টা পাইকা টাইপে গাঁথা শব্দ ধরতে পারবে। তাহলে প্রতি পাতায় ছাপা হবে ২৫ × ১০ = ২৫০টি শব্দ। পাণ্ডুলিপির শব্দ সংখ্যা হল ৬০,০০০। অতএব বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে ৬০,০০০ ÷ ২৫০ = ২৪০।

কম্পোজিং ষ্টিক (Composing Stick)—টাইপ কম্পোজ বা গাঁথার সময়

কেস থেকে টাইপ বেছে বেছে নিয়ে যে পাত্রে রাখা হয় তাকে বলে কম্পোজিং ষ্টিক। এটি পেতলের তৈরী। এই পাত্রটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ তুলে নিয়ে ষ্টিকের ওপর সাজানো হয়। ষ্টিকের একদিকে লাইনের মাপ ঠিক রাখবার জন্যে একটা পঁ্যাচ আছে। এই পঁ্যাচ ঘুরিয়ে বইয়ের লাইনের মাপে ছাপার লাইনে ষ্টিকে বাঁধা যায়।

এক লাইন যতো এম মাপে গাঁথা হবে, অন্যান্য সব পুরো লাইন ঠিক ততো এম মাপের হওয়া চাই, নইলে মার্জিন অসমান হয়ে পড়বে। প্রতি পুরো লাইন সমান সংখ্যক এম-এ সাজানোকে বলে জাষ্টিফাই (Justify) করা। এর আর এক অর্থ হল, প্রতি লাইনে এমনভাবে টাইপ গাঁথতে হবে যাতে লাইনের শেষে হয় একটা গোটা শব্দ, নয় শব্দের একটা সুষম অংশ ধরে।

স্পেস ঃ ছাপা কোনো একটা পৃষ্ঠা যদি আমরা নিই, তাহলে দেখব প্রতি অক্ষরের পর সুতোর মতো সামান্য একটু ফাঁক আছে, দুটো শব্দের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক, এবং দুটো লাইনের মধ্যে ও অনুচ্ছেদ (প্যারা) শুরু হওয়ার আগে ও অনুচ্ছেদের শেষে ফাঁক তো আছেই। প্রতি অক্ষরের পর যে সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে তা হয় টাইপের গঠনের জন্যে—একথা টাইপের বিষয় বলতে গিয়ে বলেছি। শব্দের মাঝে ফাঁক দেবার জন্যে আছে ছোট ছোট নানা মাপের সিসের টুকরো। এদের বলে 'স্পেস।' স্পেস যদি মাথায় টাইপের সমান হয় তাহলে অক্ষরের সঙ্গে স্পেসের জ্যাবড়া ছাপও কাগজে উঠবে। তাহলে ফাঁক আর থাকে কোথায়। ফাঁক যাতে থাকে তাই স্পেসকে টাইপের চেয়ে মাথায় কিছু খাটো করা হয়। ফলে, কালি লাগালে টাইপে লাগে, কিন্তু স্পেসে লাগে না।

স্পেস পাঁচ মাপের—থিন স্পেস, মিডিল স্পেস, থিক স্পেস, আধ এম, এক এম।

এই পাঁচ মাপের স্পেস প্রয়োজনমত শব্দের মাঝে মাঝে বসিয়ে প্রতি লাইনের মাপ অবিকল এক রাখা বা জাষ্টিফাই করা হয়। এই স্পেস বসানোর ওপর ভালো কম্পোজ নির্ভর করে। যদি স্পেস এমনভাবে ব্যবহার করা হল যার ফলে প্রতি লাইনের নিচে একই স্থানে স্পেস বসছে, তাহলে ছাপা পাতার দিকে তাকালে দেখব একটা সাদা ফাঁক নদীর মত ওপর থেকে নিচে সোজা নেমে এসেছে। আবার স্পেস এমনভাবেও বসতে পারে যাতে এই ফাঁককে মনে হবে আঁকা-বাঁকা নদী। একটানা এমন সাদা ফাঁক নদীর মতো দেখতে হয় বলে একে বলে 'রিভার'

(river), কম্পোজ এমন হবে যাতে রিভার না দেখা দেয়। অতএব স্পেস গাঁথায় চাই যথেষ্ট কৌশল ও দক্ষতা।

ছাপা পাতা লক্ষ্য করলে দেখব যে, দুটি শব্দের মাঝখানে ফাঁক ছাড়াও অন্য রকমের ফাঁক আরও আছে। বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে এই সব ফাঁক সৃষ্টি করা হয়। এবং এই বিভিন্নতা অনুযায়ী ফাঁকের নামকরণও হয়েছে।

দুটো লাইনের মাঝখানে প্রয়োজন মতো ফাঁক রাখবার জন্যে ব্যবহার করা হয় সিসের পাত। এই পাতগুলিকে বলে লেড্ (Lead)।

প্যারা বা অনুচ্ছেদের আগে ও শেষে ফাঁক রাখবার জন্যে যে জিনিস ব্যবহার করা তাকে বলে কোযাড্ (Quad)। কোয়াড স্পেসের চেয়ে চওড়া।

একটা অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ শেষ হলে, সাধারণত যে পৃষ্ঠায় অধ্যায় শেষ হয়, তার অনেকটা খালি থাকে। এই অংশ সাদা রাখা হয় একরকম ধাতুর তৈরী ফাঁপা ও বৃহদাকার জিনিস দিযে, যাকে বলে কোটেসন (Quotation)।

যখন দুটো লাইনের মাঝখানে বেশী ফাঁকের প্রযোজন হয়, তখন সাধারণ মাপের লেড্ না বসিয়ে মোটা কাঠের লেড্ বসানো হয়। এই রকম মোটা কাঠের লেড্কে বলে রেগ্লেট্ (Reglet)।

বড্কিন্ঃ কম্পোজে ভুল টাইপ এসে পড়লে তাকে খোঁচা মেরে তুলে ফেলবার জন্যে কম্পোজিটরগণ একটা জিনিস ব্যবহার করেন, তাকে বলে বড্কিন্। এটি আর কিছুই নয, একটি মোটা লম্বা সূচ যার পেছনে বাঁট লাগানো আছে।

টাইপ ও স্পেস দিয়ে কম্পোজিটরগণ লাইনের পর লাইন গাঁথেন কম্পোজিং স্টিকে। স্টিক যখন ভরতি হয়ে যায় তখন খুব সতর্কতার সঙ্গে স্টিকে ভরতি টাইপ একটা বড় পাত্রে ফেলা হয়। এই পাত্রকে বলে গ্যালি (Galley)। এই গ্যালি থেকে যে ছাপ তোলা হয় তাকে বলে গ্যালি-প্রুফ। গ্যালি-প্রুফ দেখেই ছাপার ভুল সংশোধন করা হয়।

গ্যালি থেকে টাইপ ঢালা হয় ইম্পোজিং স্টোন-এ। ইম্পোজিং স্টোন হল একটা মসৃন ইস্পাতের পাটা বা টেবিল। এই ইম্পোজিং স্টোন-এ ফর্মার পাতাগুলি এমন কায়দায় সাজানো হয় যাতে কাগজে ছাপ তোলায় পর দেখা যাবে যে কাগজ ফর্মার মুড়লে পৃষ্ঠাগুলি ঠিক পর পর এসে গেছে। কাগজের দু পৃষ্ঠায় ছাপা হয় বলেই, ইম্পোজিং স্টোনে পাতা সাজানোর একটা বিশেষ কায়দা আছে। এই কায়দা অবশ্য নির্ভর করে যে ফর্মার কাগজ ভাজ করা হবে

তার ওপর। এই কায়দায় পাতা অনুযায়ী টাইপ সাজানোকে বলে ইম্পোজিসন (Imposition)।

পৃষ্ঠা অনুযায়ী যখন টাইপ ইম্পোজিং স্টোন-এ ঢালা হল, তখন যাতে টাইপগুলি না নড়ে চড়ে সেজন্যে তাদেরকে লোহার ক্রেম দিয়ে এঁটে রাখা হয়। এই ক্রেমকে বলে চেজ (Chase)। কিন্তু পাতা বসাবার পরেও চেজের চারপাশে কিছু ফাঁক থাকে। এই ফাঁক ভরাট করা চাই নইলে টাইপ নড়ে যাবে। ফাঁক ভরাট করা হয় কাঠের পাত দিয়ে, যাকে বলে ফারণিচার (Furniture)।

ফারণিচার বসানো হলেও চেজ সম্পূর্ণ আঁটা হয় না। চেজের চারিপাশে সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে। চেজ সম্পূর্ণ আঁটার ব্যবস্থা করা হয় কয়েন (Quoin) দিয়ে। কয়েন হল এক এক জোড়া পেতল বা ইস্পাতের পাত যার ভেতরে খাঁজ কাটা আর যা দেখতে গজালের মতো। চেজের চার ধারে এই কয়েন বসিয়ে চাপ দিয়ে চেজের গায়ে কষে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই চাপ পেয়ে চেজে টাইপ নড়ন-চড়ন হীন হয়ে গাঁথা থাকে।

চেজে টাইপ আঁটার পর, তাকে মেশিনে টাইপ বেডের ওপর রেখে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। মেশিন চললে এই বেড থেকে কাগজে ছাপা হতে থাকে।

মোটামুটি এই হল ছাপাখানার কাজ।

কম্পোজিশন ও মেশিন ঃ কম্পোজিশন বা টাইপ গাঁথার কাজ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত মানুষ হাতেই করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি যখন আমাদের সকল কর্মে গতি এনে দিল, তখন টাইপ গাঁথার কাজটা মন্থর হয়ে' হাতের ওপর নির্ভর থাকবে তা তো হয় না। আজ তাই যন্ত্র এসে টাইপ গাঁথার কাজকে করেছে দ্রুতগতিসম্পন্ন।

লাইনো টাইপ ঃ যন্ত্র যখন টাইপ গাঁথার ভার নিল, তখন সে তৈরী টাইপ নিয়ে কাজ করল না। সে একসঙ্গে দুই কাজ করার ভার নিল—পান্ডুলিপি অনুযায়ী টাইপের ছাঁচ গাঁথা এবং সেই ছাঁচ দিয়ে গলিত সিসে থেকে টাইপ ঢালাই করা। সুতরাং যান্ত্রিক টাইপ গাঁথার সর্বদাই টাটকা তৈরী টাইপে কাজ হয়। লাইনো টাইপ এইভাবে যান্ত্রিক টাইপ গাঁথার একটি মেশিন। এই যন্ত্র ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে অটমার মেরগ্যানথেলার (Ottmar Merganthaler) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এবং তারপর থেকে এর ব্যবহার চালু হয়ে আজকাল প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র অফিসেই এই যন্ত্র একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

এই মেশিনে যিনি কম্পোজ করেন তাঁকে বলা হয় অপারেটর। তিনি মেশিনের সামনে টুলের ওপর বসেন। টাইপরাইটারের যেমন কী-বোর্ড (Key-board) তেমনি একটা কী বোর্ড অপারেটরের হাতের কাছে মেশিনে লাগানো আছে। পাণ্ডুলিপি দেখে দেখে অপারেটর কী-বোর্ডের চাবি টেপেন। চাবি টিপলেই ম্যাগাজিন (Magazine) থেকে ম্যাট্রিক্স (Matrix) বেরিয়ে আসে।

ম্যাট্রিক্স হল টাইপের ছাঁচ, যা ছোট ছোট পেতলের টুকরো এবং যার ওপর হরফ খোদাই করা আছে। ম্যাগাজিন হল ম্যাট্রিক্সের ভাণ্ডার। চাবি টিপলে ম্যাগাজিন থেকে ম্যাট্রিক্স বেরিয়ে অ্যাসেম্বলি বাক্সে পড়ে। অ্যাসেম্বলি বাক্স (Assembly box) হল লাইনোটাইপের কম্পোজিং স্টিক। টাইপরাইটারের যেমন স্পেস্ ব্যাণ্ড আছে, যাতে চাপ দিয়ে একটা শব্দের পরে ফাঁক দেওয়া হয়, তেমনি এ মেশিনেও স্পেস্ ব্যাণ্ড আছে। একটা গোটা শব্দের ম্যাট্রিক্স জড়ো হলে স্পেস্ ব্যাণ্ডের পাতে চাপ দিয়ে শব্দের পরে আবশ্যকীয় ফাঁক দেওয়া হয়। এই ফাঁক সৃষ্টি করে ইস্পাতের ছোট ছোট টুকরো।

অ্যাসেম্বলি বাক্স যখন প্রায় ভরে আসে,—অর্থাৎ, ২ এম আন্দাজ খালি থাকে, তখন একটা ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টাটা সতর্ক-ধ্বনি। তখন অপারেটরকে হিসেব করতে হবে বাকি জায়গায় একটা গোটা শব্দ ঢুকবে কিনা। না ঢুকলে শব্দটা ভাঙতে হয়।

একটা লাইন যখন ভরে যায়, অপারেটর হাতলে চাপ দেন। ফলে গাঁথা ম্যাট্রিক্স বা টাইপের ছাঁচগুলো মোল্ড্ হুইলে চলে যায়। মোল্ড্ হুইলের পেছনেই গলা সিসের পাত্র। এই পাত্র থেকে গলা সিসে মোল্ড্ হুইলে পড়তে সিসের ওপর ম্যাট্রিক্সের ছাপ পড়ে। ব্যস, এক লাইন গাঁথা ম্যাট্রিক্সের অনুরূপ একখণ্ড টাইপ গাঁথা সিসের পাত তৈরী হয়ে গেল।

এখন মোল্ড্ হুইল ঘুরে যায়, এবং শ্লাগ্ (Slug) অর্থাৎ টাইপ গাঁথা সিসের খণ্ড হুইল থেকে মুক্ত হয়ে গ্যালিতে গিয়ে জমা হয়। গ্যালি থাকে মেশিনের সঙ্গেই আঁটা—অপারেটরের বাঁ পাশে।

শ্লাগ্ ঢালাই হলে ম্যাট্রিক্স্ ও স্পেস্ ব্যাণ্ডের টুকরোগুলি নিজের নিজের ভাণ্ডার বা কোটরে ফিরে যায়।

লাইনো মেশিনে ছাপার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়। কারণ এতে একসঙ্গে তিন লাইনের কাজ হয়। অপারেটর চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে এক লাইন

ম্যাট্রিক্‌স্‌ যখন অ্যাসেম্‌ব্‌লি বাক্‌সে জমা হচ্ছে, তখন মোল্‌ড্‌ হুইল দ্বিতীয় একটা লাইনকে ছাঁচে ফেলে শ্লাগ বানিয়ে নিচ্ছে, আর তৃতীয় একটা লাইনের ম্যাট্রিক্‌স্‌ মোল্‌ড হুইল থেকে তাদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

একজন লাইনো অপারেটর চারজন কম্পোজিটরের সমান কাজ করেন। এই দ্রুতগতির জন্যেই লাইনো মেশিনের চাহিদা খবরের কাগজের অফিসে এত বেশি।

বাংলা বর্ণমালার জটিলতার জন্যে বাংলা টাইপের সংখ্যা খুবই বেশি। হাতে কম্পোজের চারটি কেসের মোট টাইপ সংখ্যা হল ৫৬৩। বাংলা লাইনোতে এই টাইপ সংখ্যাকে কমিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে ২৩১-এ। অর্থাৎ ২৩১টা ম্যাট্রিক্‌স্‌ হলেই বাংলা কম্পোজ চলে। টাইপ সংখ্যার এই সঙ্কোচনকার্যে অনেক মাথা খাটাতে হয়েছে, এবং এই মাথা খাটানোর কাজে যে-একজন ব্যক্তির শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, তাঁর নাম হল সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা মুদ্রণ শিল্প তাঁর কাছে চিরঋণী।

লাইনো টাইপে ছাপার কাজে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে এতে ভুল অথবা সংশোধন সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া দরকার। প্রেস কপি নির্ভুল ভাবে তৈরী হওয়া উচিৎ—মায় কমা-দাঁড়ি পর্যন্ত। কারণ, লাইনোয় যদি কোনো সাজানো লাইনে একটা কমাও নূতন করে বসাতে হয় তা হলে গোটা লাইনটাই আবার কম্পোজ করতে হবে। যদি কোনো প্যারার প্রথম লাইনে একটি তিন অক্ষরের শব্দও বসাতে হয় তাহলে অনেক সময় গোটা প্যারাটাই নূতন করে কম্পোজ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রুফে ঘষামাজা করার আকাঙ্খা লাইনো টাইপের ক্ষেত্রে অচল।

মনোটাইপ—টাইপ গাঁথার আর একটা মেশিন হল মনোটাইপ। এ মেশিনে প্রত্যেকটি হরফ, প্রত্যেকটি স্পেস আলাদা আলাদা টুকরোয় ঢালাই হয়; লাইনোর মতো এক এক লাইন আস্ত শ্লাগ হয়ে বেরয় না।

মনোটাইপ মেশিনের দুটো অংশ – কী-বোর্ড ও কাস্‌টিং মেশিন। কী-বোর্ডের ওপর জড়ানো অবস্থায় কাগজ রাখার ব্যবস্থা আছে। চাবি টিপলে সেই কাগজে হরফের আয়তন অনুযায়ী ছোট ছোট ফুটো হয়ে যায়।

এই ছিদ্রযুক্ত কাগজ থেকে কাস্‌টিং মেশিনে টাইপ ঢালাই করা হয়।

মনোটাইপ মেশিনটি বেশ জটিল। কিন্তু এর গুণও যথেষ্ট। এতে প্রতি লাইন টাইপ গাঁথায় জাস্টিফিকেশন্‌ খুব পরিপাটি রূপে করা চলে। তারপর,

যেহেতু মনো টাইপে এক একটা অক্ষর ঢালাই হয়, এই অক্ষরগুলি আলাদা রাখা চলে হাতে টাইপ গাঁথার জন্যে। কিম্বা, পুরনো ও ভাঙা টাইপের জায়গায় এই মেশিনে প্রস্তুত নূতন টাটকা টাইপ সহজেই সরবরাহ করা যায়।

আর একটা সুবিধা হল এই যে, টাইপ ঢালাইয়ের জন্যে যে কাগজ ছিদ্রযুক্ত করা হয়, সে কাগজ যে কোনো কাস্টিং মেশিনে যেতে পারে। ফলে, যদি কোনো বই ছাপাতে তাড়া থাকে তাহলে সে কাগজ ভাগাভাগি ক'রে বিভিন্ন কাস্টিং মেশিনে পাঠিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টাইপ ঢালাই করিয়ে আনা সম্ভব হয়।

মনোটাইপ মেশিন টাইপের ছাঁচ গড়ে কাগজ ছেঁদা ক'রে। এই ছিদ্রযুক্ত কাগজ গুটিয়ে রেখে দিলেই ভবিষ্যতে আবার টাইপ ঢালাই করা চলবে। অনেক সময় একটা বইয়ের ম্যাটার (matter) ধরে রাখতে হয় কিছুদিন পরে আবার ছাপবার জন্যে। যেখানে হাতে কম্পোজ চলে, সেখানে ফর্মাগুলি নষ্ট করা হয় না, তুলে রাখা হয়। এতে ছাপাখানার অনেক জায়গা জোড়ে এবং টাইপে ধুলোবালি জমে টাইপ খারাপ হবারও আশঙ্কা থাকে। কিন্তু মনোটাইপের ছিদ্রযুক্ত কাগজ গুটিয়ে রাখতে কোনো হাঙ্গামা নেই। এই সব কারণে বই ছাপার বড় বড় প্রেসে আজকাল মনোটাইপের খুব আদর। এ মেশিন আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে—Tolbert Lanston কর্তৃক। কিন্তু বাজারে চালু হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ লাইনোটাইপ প্রচলনের এগার বৎসর পরে।

স্টিরিয়োটাইপ ও ইলেকট্রোটাইপ (Stereotype & Electrotype)

অনেক সময় কাজের সুবিধের জন্যে গাঁথা ফর্মার অবিকল নকল ফর্মা তৈরী করা প্রয়োজন হয়। যে ছাপাখানায় লাইনো বা মনোটাইপ মেশিন নেই সেখানে এক ফর্মা থেকে অনেক কপি এবং তাড়াতাড়ি ছাপতে হলে ফর্মার টাইপ নকল না করলে চলে না। এক টাইপ থেকে নকল টাইপ ঢালাই করার দুটি প্রচলিত পদ্ধতি হল স্টিরিয়োটাইপ ও ইলেকট্রোটাইপ।

স্টিরিয়োটাইপ পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন এডিনবরা অধিবাসী William Ged,–১৭২৭ খৃষ্টাব্দে। এই পদ্ধতিতে মূল টাইপ থেকে ছাঁচ তোলা হয় ব্লটিং ও টিস্যু কাগজ মারফৎ। ছাঁচ তোলার এই দ্রব্যকে বলা হয় ফ্লং (flong)।

ভিজে ফ্লং (ব্লটিং ও টিস্যু কাগজ) প্রথমে ফর্মার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারপর মজবুত ব্রুশ দিয়ে পিটিয়ে দিতে হয়। এইভাবে কয়েক পর্দা ফ্লং ফর্মার ওপর পেটানো হয়। তারপর এই ফ্লং শুকিয়ে নেওয়া হয়।

শুকনো ফ্লং এইবার ফর্মার ওপর থেকে তুলে নিলে মূল ফর্মার ছাঁচ পাওয়া যাবে। এই ছাঁচে গলিত ধাতু ঢেলে নকল ফর্মার টাইপ করা মুস্কিল কিছুই নয়।

ষ্টিরিয়োটাইপ ছাঁচ তোলা ও টাইপ ঢালাই করা যেমন সস্তা তেমনি একাজে সময়ও অল্প লাগে।

ইলেক্‌ট্রোটাইপ করতে খরচও বেশি লাগে, সময়ও বেশি নেয়। কিন্তু এতে কাজ খুব সূক্ষ্ম হয়, ফলে মূলের অবিকল প্রতিরূপ পাওয়া যায়। প্রথমে মূল ফর্মার ওপর কালো সিসের একটা আচ্ছাদন দিতে হয়; তারপর মোম গলিয়ে ঢালা হয়। যখন মোম শুকিয়ে যায় তখন মোমের পরত উঠিয়ে নিলেই টাইপের ছাঁচ পাওয়া যাবে। এবার এই ছাঁচ থেকে নকল ফর্মা পাওয়া যাবে electrolysis, অর্থাৎ তড়িদ্‌বিশ্লেষণের সাহায্যে। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তামার গুঁড়ো ছাঁচের মধ্যে জমে জমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই জমাট তামাই গড়ে তোলে নকল ফর্মা।

এইরকম ভাবে একটা মূল ফর্মার নকল কয়েকখানি ঢালাই করে নিলে ছাপাখানার কাজের সুবিধে হয়। সাধারণত বড় বড় ছাপাখানায় প্রেসের মেশিন থাকে একাধিক। একটা ফর্মা থেকে কপি তুলতে গেলে একটা প্রেস দিয়েই ছাপ তুলতে হয়—এতে যেমন একদিকে একই মেশিন বহুক্ষণ চালাতে হয় তেমনি অন্যদিকে ফর্মার ওপর চাপও পড়ে খুব এবং সব কপির ছাপ তুলতে সময়ও লাগে যথেষ্ট। একটা মেশিন বহুক্ষণ চললে মেশিন বিগড়োবার সম্ভাবনা শীঘ্রই দেখা দেয়; ফর্মায় বেশি চাপ পড়লে টাইপ নষ্ট ও ভাঙবার সম্ভাবনা থাকে; এবং ছাপতে সময় বেশি নিলে আর্থিক ক্ষতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু ফর্মার নকল ঢালাই করে নিয়ে একাধিক প্রেসে ফেলে ছাপলে কোন মেশিনই অধিকক্ষণ চলবে না, মূল টাইপগুলির ওপর চাপও বেশি পড়বে না, অধিকন্তু তাড়াতাড়ি অনেক কপি ছেপে বাজারে বই অল্পদিনের মধ্যেই বার করে দেওয়া চলে। যে সব বইয়ের খুব কাটতি এবং যার শুধু পুনর্মুদ্রণ করলেই চলে তাদের বেলায় এই ব্যবস্থা একান্তই প্রযোজ্য।

টাইপের শ্রী-ছাঁদ

ছাপার অক্ষরের শ্রী-ছাঁদ হাতের লেখাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। প্রথম যখন টাইপ ফণ্ট্ তৈরী করা হয় তখন মুদ্রণশিল্পীর লক্ষ্য ছিল লিপিকারের লেখাকেই নকল করা। জার্মেনীতে ছাপাখানার উদ্ভব হওয়ায় সেখানকার প্রচলিত গথিক (Gothic) লিপিকেই অনুসরণ করল টাইপের হরফ। ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রণশিল্পী ক্যাক্সটন যে সব বই প্রথম প্রথম ছাপেন তাদের গথিক লিপির সুস্পষ্ট ছাপ আছে। এই টাইপের হরফগুলি জ্যাবড়া, খাড়া-খাড়া ও কোণা-বিশিষ্ট—কোনো পেলবতা ও নিটোলতা নেই।

যাকে আমরা রোমান হরফ বলি, অর্থাৎ যে হরফে আজকাল সব ইংরেজি বই ছাপা হয়, এই রোমান হরফের টাইপ প্রথম তৈরী করেন Nicholas Jenson। ইনি ছিলেন ভেনিস সহরের অধিবাসী। অবশ্য এঁর তৈরী হরফে গথিকের কিছু আদল ছিল। এই হরফকে চেঁচে ছুলে আর একটু উন্নত করেন Aldo Manuzio, ওরফে Aldous Manutius (নামের এই বানানেই ভদ্রলোক বেশি পরিচিত)। কিন্তু রোমান হরফের যে আধুনিক রূপ পাই তার সৃষ্টি ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই শুরু। এই বৎসর ফ্রান্স-নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের (Louis XIV) অনুজ্ঞায় "Romains du Roi" নামে যে হরফ খোদাই করা হল সেই হরফই জন্ম দিল আধুনিক রোমান লিপির শ্রী ছাঁদ। এই মৌলিক রূপের ওপরই কারিগরি করে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন রোমান টাইপের শ্রী-ছাঁদ, যথা—Baskerville, Bodoni, Didot, Ibarra ইত্যাদি।

ইটালিক (Italic) বা বাঁকা হরফের শ্রী-ছাঁদ গথিক কিংবা রোমান হরফের মতো বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি। Aldous Manutius যে ভাবে প্রথম এই হরফের রূপ দান করেন সেই রূপ আজও চলছে। মাঝখানে এ রূপ বদলে নূতন কিছু করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল শিব গড়তে বাঁদরই গড়া হয়েছে। ফলে Manutius প্রবর্তিত হরফকেই বজায় রাখতে হল।

বাংলা টাইপের শ্রী

বাংলা টাইপও প্রথমে হাতের লেখাকেই অবিকল নকল করেছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ রচিত বাংলা গ্রামার—A Grammar of Bengali Language হল বাংলা হরফে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

বইখানি লেখা হয় ইংরেজিতে, কিন্তু বাংলা ভাষার উদাহরণগুলি বাংলা হরফে ছাপানো হয়। এই হরফগুলি দেখলেই বোঝা যাবে টাইপের ছাঁচ গড়া হয়েছে হাতের লেখার অনুকৃতি করে। ছাপা দেখলে মনে হয় যেন পুঁথির লেখা।

বাংলা টাইপ প্রচলিত হস্তলিপিকে অনুকরণ করায় পন্ডিতমহলে কেউ কেউ আক্ষেপ করেছেন। তাঁদের মতে বাংলা টাইপ তার প্রবর্তনকালে যদি পুরাতন তাম্রলিপি বা অনুশাসনের খোদিত লিপিকে অনুসরণ করত তাহলে বাংলা লিপি আজ দেবনাগর লিপি থেকে এতটা পৃথক হত না। পুরাতন তাম্রলিপির বাংলা অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষরের প্রায় অনুরূপ ছিল। সেই লিপিকে আদর্শ করলে বাংলা এবং দেবনাগর মিলে মিশে একটা মিশ্রিত লিপিতে পরিণত হত, এবং যা বহুজন-গ্রাহ্য হত। যদি মিলে মিশে নাও যেত, তাহলেও বাংলা লিপির রূপ এমন হত যা হিন্দি বা দেবনাগর লিপির পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারত। একই পাঠকের পক্ষে দুটি ভাষার লিপি বুঝতে পারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে উৎকৃষ্ট সুযোগ। এই সুযোগ নষ্ট হয়েছে বাংলা টাইপ হস্তলিপিকে অনুসরণ করেছিল বলে।*

অবশ্য এ অনুশোচনায় আজ আর কোনো ফল নেই। বাংলা টাইপের হরফ দেবনাগর লিপি থেকে আজ সত্যি সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলা টাইপের শ্রী-ছাঁদ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে চলছে তা আজকালকার কয়েকখানি ছাপাখানার কাজ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তবু বলা যেতে পারে যে তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে বাংলা টাইপ খোদাই শিল্প বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। এখনো এমন শিল্পী দেখা দেননি যাঁর তৈরী বাংলা টাইপ বাংলা দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে শ্রীমণ্ডিত হয়েছে।

* "It is much to be regretted that when first a fount of Bengali type was prepared, the letters were made after the model of the running hand or writing instead of this which may be called the *print* hand. Had the latter been taken, the difference between it and the Devanagari is so slight that gradually they would have become amalgamated, at any rate the reader would with facility have perused both, instead of deeming them, as now, distinct characters."

—**Journal of Asiatic Society,**
Jan, 1838, p. 48.

জাতীয় মানচিত্র

বিশ্বের সাধারণ মানচিত্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। গ্রন্থাগারে রেফারেন্স বই হিসাবে এই মানচিত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণ মানচিত্রে প্রধানতঃ ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একপ্রকার মানচিত্র আছে। তাহাতে শুধু একটি দেশের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ দেশের স্থান বিবরণ, ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, জলবায়ু, জমি ও উদ্ভিদের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি, রসায়ন, খনি, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও শিল্পের ক্ষেত্রে অধিবাসীদের অবদান কতটা তাহাই এই মানচিত্রে দেখান হয়। ইহাকে জাতীয় মানচিত্র বলে। বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলি, বিশেষতঃ যেখানে উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, এই মানচিত্র প্রস্তুত করিতেছেন। আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সংস্থা সম্প্রতি জাতীয় মানচিত্র সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কমিশন জাতীয় মানচিত্র অংকন, উহার মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে পরামর্শ দিবে। ছয়টি দেশের প্রতিনিধিসহ গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশনে ভারতবর্ষ আছে।

ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগারে এই মানচিত্র রেফারেন্স কাজের সহায়তা করিবে।

ভারত সরকার এই অত্যাবশ্যকীয় মানচিত্র প্রকাশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের শেষভাগে জাতীয় মানচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস পি চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। দেরাদুনস্থিত ভারতীয় সমীক্ষা বিভাগের মানচিত্র বিভাগের সহযোগিতায় মানচিত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ সালের শেষভাগে ২৬ খানি বহু বর্ণের মানচিত্র সহ হিন্দী সংস্করণটি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সম্প্রতি মানচিত্র প্রতিষ্ঠান ইংরাজী সংস্করণটি প্রকাশ করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১৮০টি প্লেট থাকিবে। এই মানচিত্রে ভারতের প্রাকৃতিক গঠন ও সামাজিক, আর্থিক কাঠামো নির্দেশ করা থাকিবে। এইবার প্রথম প্রাকৃতিক মানচিত্রে এদেশের প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল নির্দেশ করা থাকিবে।

এ দেশের ভূতত্ত্ব প্রভাবিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সবিস্তারে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। দেশের কোথায় কোন্ প্রকার খনি ও খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে তাহা প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। দেশের বারি সম্পদ পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা রচনায় যাহাতে সুবিধা হয় সে জন্য সম্বৎসর প্রবাহমনা নদী ও অন্যান্য নদী স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হইবে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে জমির সদ্ব্যবহার করা হয়, কোন্ অঞ্চলের জমি কোন্ দিকে ঢালু, মাটির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ—এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান চালান হইতেছে। ১ ইঞ্চি সমান ১ মাইল ধরিয়া ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৫০ খানি মানচিত্র থাকিবে।

ইহা ব্যতীত দেশের কোথায় কোন প্রকার খনি ও খনিজ দ্রব্য আছে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিতব্য প্রাকৃতিক মানচিত্রগুলিতে তাহা প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

ইংরাজী সংস্করণের অন্যান্য মানচিত্র নিম্নরূপ হইবে ঃ—

(ক) **সাধারণ ঃ** (১) ভারত ও ভূমণ্ডল (২) পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধ (৩) ভারত মহাসাগর (৪) আরব সাগর (৫) বঙ্গোপসাগর।

প্রাকৃতিক ঃ (১) বারিপাত (২) বারিপাতের সময় (৩) তাপ (৪) ভূসংস্থানতত্ত্ব (৫) ভূমির আকার (৬) ভূনিম্নস্থ বারি সম্পদ (৭) পয়ঃপ্রণালী (৮) প্রাণী সংক্রান্ত ভূবিদ্যা (৯) মৃত্তিকা ক্ষয় (১০) বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা (১১) ভূ-প্রস্তরতত্ত্ব (১২) বন্যার মানচিত্র।

(গ) **আর্থিক ঃ** (১) খাদ্যশস্য (২) গৃহপালিত পশুপাখী (৩) কুটির শিল্প (৪) বৈদ্যুতিক শক্তি (৫) ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি।

(ঘ) **সামাজিক ঃ** (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১৮৮১-১৯৫১) (২) লোক-

সংখ্যাতত্ত্ব (স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ও বয়সের বিভাগ) (৩) গ্রামাঞ্চলের বাড়ীর ঘনত্ব (৪) সহর গঠনের পরিকল্পনা (৫) বসবাসের ধাঁচ (৬) সাক্ষরতা ও ভাষা (৭) পুরাতত্ত্ব ও পরিব্রজন (৮) আদিবাসী (৯) শিক্ষা (১০) স্বাস্থ্য (১১) সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (১২) মহামারী আকারের বিভিন্ন ব্যাধি।

আগামী বৎসরের প্রথম ভাগে এই মানচিত্র প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় মানচিত্র প্রকাশ করিবার পরিকল্পনাও মানচিত্র প্রতিষ্ঠানের আছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কাটোয়ায় গ্রন্থাগার সম্মেলন

কাটোয়া শ্যামলাল লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ৮ই মে কাটোয়া টাউন হলে কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ননী রায় এবং পৌরহিত্য করেন স্থানীয় সর্বোদয় পাঠাগারের সম্পাদক নিত্যানন্দ ঠাকুর। সম্মেলনে ১৪টি গ্রন্থাগারের ২৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ পাঠাগারের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করিয়া আর্থিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। সভায় ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়: (১) পাঠাগারগুলির উন্নতি সাধন ও মহকুমার বিভিন্ন পাঠাগারের সহিত সংযোগ সাধন (২) জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য পাঠাগারগুলির সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং (৩) রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ও সংহত করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। মহকুমার পাঠাগারগুলির উন্নতিকল্পে এবং সরকারের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য ২১ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সংগঠনী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর ॥ ২৪ পরগনা

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের দ্বি-পঞ্চাশৎ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক তাহার বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করেন। গ্রন্থাগারে বর্তমানে ১৩ খানি মাসিক পত্রিকা, ৩ খানি সাপ্তাহিক, একখানি ত্রৈমাসিক ও দুইখানি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত ভাবে রাখা হইতেছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশী পত্রিকা এবং বিনা-মূল্যে অন্য কতগুলি পত্রিকাও পাওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থাগারটি ভাটপাড়া পৌরসভা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জিলা সমাজ শিক্ষা বিভাগ হইতে আলোচ্য বৎসরে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে।

গ্রন্থাগার-পক্ষ উদযাপন করিয়া প্রায় ১০০০৲ টাকা মূল্যের গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থাগার দিবসে এই পুস্তক ও পত্রিকার একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

নিম্নে গ্রন্থাগারের গ্রাহক ও পুস্তক আদান প্রদানের একটি পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইল :

	১৩৬২	১৩৬৩	১৩৬৪
(ক) সাধারণ বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা	১৬০	২০২	২৩২
,, ,, মাসিক গড়পড়তা পুস্তক আদান-প্রদান	×	৫৬৪৬	৫৫৭২
(খ) কিশোর বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা	২০	৩১	৫৩
,, ,, বাৎসরিক মোট পুস্তক আদান প্রদান	×	৩৭৭	৯৯১

১৩৬৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :

সভাপতি : শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, সহ-সভাপতি : শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক : শ্রীহরিদাস মণ্ডল, সহকারী গ্রন্থাগারিক : শ্রীসুনীল ঘোষ ও শ্রীঅমলকৃষ্ণ সাহা।

আজাদ হিন্দ পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি ॥

বিগত ২৭শে এপ্রিল উক্ত পাঠাগারের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী। সভায় ১৯৫৮ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী, সহঃ সভাপতি—অবনীধর গুহ নিয়োগী, শুক্রেশ্বর সান্যাল, বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক—শিশির কুমার মৈত্র, সহকারী—বীরেন্দ্র মোহন রায়।

বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার ॥ ৪, পাঁচকড়ি মোহন্ত লেন ॥ হাওড়া ॥

গত ১৬ই মার্চ পাঠাগারের বাৎসরিক সভা ও কার্যকরী সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। যথাক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। সভাপতি—তারকপদ চট্টোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—মণিলাল আটা ও ডাঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—কেশবলাল আটা, গ্রন্থাগারিক—হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—মতিলাল আটা।

গেলিয়া গ্রন্থাগার ॥ বাঁকুড়া

বিগত ২৫শে বৈশাখ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে গেলিয়া গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্র মন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ক্রমোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগার ॥ বাঁকুড়া।

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মিউজিক কলেজ হলে বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগারের নব-নির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। পাঠাগারের সম্পাদক ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের কার্য বিবরণীতে কি ভাবে গৃহ নির্মাণ সম্ভব হয় তাহা বর্ণনা করেন। দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবের পর স্থানীয় রবীন্দ্র সংসদের পরিচালনায় শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

ফ্রেণ্ডস ক্লাব ॥ জাগাছা ॥ হাওড়া

গত ২৭, ২৮, ও ২৯শে বৈশাখ জাগাছা ফ্রেণ্ডস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশুতোষ মল্লিক। প্রধান বক্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। সভার পূর্বে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বসন্ত কুমার স্মৃতি ভবন ॥ হাওড়া ॥

গত ৩০শে মার্চ্চ ১৯৫৮ ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর ৭৫তম সাধারণ সভায় ১৯৫৭-৫৮ সালের কার্য বিবরণী ও ১৯৫৭ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। মুদ্রিত কার্য বিবরণী হইতে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যটি উদ্ধৃত হইল ঃ

		১৯৫৬	১৯৫৭
সদস্য ও পাঠক সংখ্যা	(সাধারণ)	১৫৬০	১৬৭০
ঐ	(কিশোর)	২৫১	২৭৭
মোট পুস্তক	(সাধারণ)	১১,৯৬৯	১২,৭৩৯
ঐ	(কিশোর)	২২৯৮	২৪৬২
বাঁধানো পত্রিকা	(সাধারণ)	৮২২	৮৩৭
ঐ	(কিশোর)	৯৮	১০৪
মোট আদায়		১৬,৬২৭ ৻৫	১১,০৬২ – ৭১ ন.পু.
মোট ব্যয়		১২,৬৮৬ ৻১০	১০,০৯০ = ৬০ ন.প.
প্রাবেশিকী		৬৪৪৲	১,২২০৲
সদস্য ও পাঠকগণের চাঁদা		৬,১০২৷৵০	৬,৬৩৯৲
পৌরসভা সাহায্য		৬০০৲	৬০০৲
সরকারী সাহায্য		৪০০৲	২৫০৲
কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্যদের সাহায্য		১,৭৫০৲	×
পুস্তক ক্রয় (সাধারণ বিভাগ)		২,৪৮৬৸১০	৩০১২ – ৩৯ ন.প.
ঐ (কিশোর বিভাগ)		৫২৩৸৵০	২৫৬ – ৭৬ ন.প.
পত্র পত্রিকা ক্রয়		৭২৭ ৻৫	৭৩৮ = ২১ ন.প.

গ্রন্থাগারের বহুমুখীন আবেদনকে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যথাযথ স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাই ইহার কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র বই আদান প্রদানের সীমাবদ্ধ নাই। বিতর্ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজশিক্ষা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি স্থানীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি ॥ সেওড়াফুলী ॥ হুগলী ॥

গত ২৫শে মে ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ আচার্য যদুনাথ সরকারের মৃত্যুতে একটি স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন বিনয় কৃষ্ণ ঘোষাল। বিভিন্ন বক্তা আচার্য যদুনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। সভায় একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সমিতির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্যকরী সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত "সুবর্ণ জয়ন্তী উপসমিতি" আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারানুরাগী ও সংস্কৃতি অনুরাগী জনসাধারণের সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য কামনা করেন।

সদস্যগণের গ্রন্থপাঠের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রণীত নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি উল্লেখযোগ্য :—

			২৬৯৪
(ক) বাংলা নাটক	২৭৯ খানা	" উপন্যাস, গল্প ও রম্যরচনা	১৬৮১৯ "
" কবিতা	২৩১ "	" বিজ্ঞান	২২৯ "
" ভ্রমণ	৬৩৪ "	" গ্রন্থাবলী	২০১ "
" ইতিহাস	২২৩ "	" পত্রিকা	৪২৬ "
" জীবন	৩৬৮ "	" ইংরাজী উপন্যাস	৩৪৪ "
" ধর্মদর্শন	৩৬৪ "	ইংরাজী অন্যান্য	১৫৪ "
" সাহিত্য প্রবন্ধ	৫৯৫ "		
	২৬৯৪	মোট—	২০৮৬৭ "

(খ) দৈনিক গড় আদান-প্রদান সংখ্যা …… ৭৪ খানা

(গ) প্রতি ৪ জন উপন্যাস পাঠকে ১ জন অন্যান্য বিষয়ের পাঠক এবং প্রতি ৪০ জন বাংলা পুস্তক পাঠকে একজন ইংরাজী পুস্তকের পাঠক।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ হুগলী পল্লী পাঠাগার পরিকল্পনা ॥

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারী সহায়তায় জেলার তেরটি গ্রামের গ্রন্থাগারকে পল্লী পাঠাগাররূপে অনুমোদন দিয়াছেন। সদর মহকুমার খামারগাছি, মগরা ও বেলমুড়ি; আরামবাগ মহকুমার দেউলপাড়া, আরামবাগ, সালেপুর, কেশবপুর ও আনুড়; শ্রীরামপুর মহকুমার রাজবলহাট, শিয়াখালা ও মাখলা এবং চন্দননগর মহকুমার খালিসানী ও হরিপাল গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিটির জন্য ৩৫০০৲ টাকা গৃহনির্মাণ সাহায্য, ৪০০০৲ টাকা বার্ষিক পৌনঃপুনিক সাহায্য এবং একজন করিয়া বেতনভুক গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিয়ন রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। জেলায় এইরূপ আরও দশটি পল্লী পাঠাগার বর্তমান বৎসরের মধ্যে হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন :

নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার কর্তৃক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় : শৈলেশ্বর লাইব্রেরী, শ্যামলাল পাঠাগার, সাধুজন পাঠাগার, রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার, বিবেকানন্দ পাঠাগার, তোড়কোণা তরুণ সংঘ, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার, পূর্বাশা গ্রন্থাগার, ফরওয়ার্ড লাইব্রেরী, বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী ক্লাব।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

দিল্লী গ্রন্থাগার সংঘ :

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী গ্রন্থাগার সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে নয়াদিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে সেই এলাকাস্থিত জনসাধারণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার সৃষ্টি করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

অন্য একটি প্রস্তাবে বিদ্যালয় পরিচালকদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের বেতনের উপযুক্ত হার নির্ধারণ করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরকে ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের বিদেশ পঠন পাঠন সুযোগ দিবার জন্য অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়।

সম্প্রতি ভারত-সরকার বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Information Service) স্থাপন করিতেছেন। এই সমস্ত সংস্থার জন্য ভারতের শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারদিগকে সুযোগ দিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

অন্যান্য দেশের খবর

ইমানুয়েল লাইব্রেরী, ইতালী

সম্প্রতি ইতালীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার "ইমানুয়েল লাইব্রেরী"র কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারটিকে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তর স্বপক্ষে তাহারা যুক্তি দিয়াছেন যে গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫,০০০ খণ্ড পুস্তক গ্রন্থাগারে সংযোজিত হইতেছে। এই পুস্তকগুলির আনুমানিক ওজন প্রায় ২২,০০০ পাউণ্ড, ইতালীর প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঐ দেশে প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তকের একখানি করিয়া কপি এই গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। ইঞ্জিনীয়ররা আশঙ্কা করেন যে এই হারে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে গ্রন্থাগার গৃহটি ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রোম শহরে এই বিরাট পুস্তক সংগ্রহ রাখিবার বিকল্প গৃহ পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান গৃহটি রোমনগরীর অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ অট্টালিকা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গৃহটি নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৭১ সালে এই অট্টালিকায় গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন হয়।

যে পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারটিকে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত মর্মান্তিক। ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলায়ও কি অনুরূপ পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা আছে ?

এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনস

গত ৬ই হইতে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৭ টোকিও এবং ওসাকাতে ১২টি এশীয় দেশের প্রতিনিধিগণ এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনস গঠন করিবার জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ১২টি দেশ হইতে ৩৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ঃ

সিংহল, চীন, হংকং, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মালয়, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনাম।

অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, মেক্সিকো, এবং আমেরিকা এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই সম্মেলনে ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঃ—

সভাপতি ঃ শ্রীতকাজিরো কানামোরি, পরিচালক, ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরী, জাপান (জাপান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)।

সহঃ সভাপতি ঃ অধ্যাপক জি, এ, বার্ণারদো, ফিলিপাইন লাইব্রেরী এসোসিয়েশন।

শ্রী ডি, আর, কালিয়া, পরিচালক, দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী। (ইনি বর্তমানে আরব ষ্টেটস ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন সেন্টারের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত আছেন)

জনাব এম ডি সিদ্দিক খান গ্রন্থাগারিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক ঃ মিঃ তাকাশি আরিয়ামা, সম্পাদক, জাপান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন।

ফেডারেশন বিভিন্ন এশীয় দেশগুলির গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করিয়া এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুব শীঘ্র (ক) যে সমস্ত দেশ ফেডারেশনের সভ্য সেই দেশগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে এই ব্যাপারে ইউনেস্কোর সাহায্য লওয়া হইবে। (খ) একটি মাসিক সংবাদপত্র ও একটি অর্ধবার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইবে। সংবাদপত্রটি বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সংবাদগুলি প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকাটিতে গ্রন্থাগারের সমস্যাসমূহ আলোচিত হইবে। এবং প্রয়োজন মত এটিকে ষাণ্মাসিক অথবা মাসিক পত্রিকায় পরিবর্তিত করা হইবে। (গ) ফেডারেশনের সভ্য দেশগুলির মধ্যে গ্রন্থাগারিক বিনিময় ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হইবে। (ঘ) এশীয় দেশসমূহের যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে তাহাদের নিকট হইতে এশীয় দেশের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি ও অন্য আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইবে। (ঙ) ফেডারেশন ইফলার (ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনস্) অনুমোদনের জন্য আবেদন করিবে। (চ) এশীয় গ্রন্থাগারের উপযোগী পুস্তক বর্গীকরণ তালিকা এবং সূচীকরণ পদ্ধতি তৈয়ারী করিতে হইবে। (ছ) এশিয়ার যে সমস্ত দেশে গ্রন্থাগার সংঘ নাই সেই সমস্ত দেশে এই সংঘ স্থাপন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে।

১৯৫৫ সালের ৬ই হইতে ২৬শে অক্টোবর ইউনেস্কোর উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর যে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে ১৪টি এশীয় দেশের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারা এই ধরণের একটি ফেডারেশন স্থাপন করিবার জন্য খুব আগ্রহী হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে যে ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন যখন ভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থার সভাপতি ছিলেন তখন এই ফেডারেশন গঠন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে ইন্দোরে নবম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ডাঃ রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে মিলিত হইয়া এই ফেডারেশন গঠনের প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

নিখিল ইন্দোনেশীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন :

গত অক্টোবরে জাকার্তায় দ্বিতীয় নিখিল ইন্দোনেশীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার জন্য এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই সম্মেলনের পূর্বে জাকার্তায় মার্চ্চ মাসে এবং তুগু পুন্তাকে আগষ্ট মাসে গ্রন্থাগার সমস্যার উপর দুইটি আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছিল।

সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনার উপরে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। কুমারী সোয়েমার্জি কার্তদিরেদজা ইন্দোনেশীয়

লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি নভেম্বরে (১৯৫৭) টোকিওতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনসের সভায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন।

বিবিধ বার্তা

মালয়াম ভাষার নূতন অভিধান

কেরালা সরকারের উদ্যোগে যে রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি শ্রীএস কুঞ্জন পিল্লাই জানাইয়াছেন যে মালয়ালাম ভাষার শব্দসংখ্যা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষাও বেশী। মালয়ালম ভাষায় প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দ আছে। কেরালা সরকারের উদ্যোগে যে নূতন মালয়ালাম ভাষার অভিধান প্রস্তুত হইতেছে—তাহার কাজ আগামী তিন বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন। এই নূতন অভিধানে মালয়ালাম ভাষার সমস্ত শব্দগুলিই স্থান পাইবে।

ডাঃ ভগবান দাসের গ্রন্থ দান

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ ভগবান দাস তাহার ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিকে বেনারসের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দান করিয়াছেন। সংস্কৃত পুস্তকগুলি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরাজী পুস্তকগুলি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং হিন্দী পুস্তকগুলি মহিলামণ্ডলকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে বইয়ের আমদানী

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জানাইয়াছেন যে, ১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৭·২৫ লক্ষ টাকা

মূল্যের বই আমদানী করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বই এবং পুস্তিকার মূল্য ৬৩ লক্ষ টাকা এবং সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির মূল্য ১.৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে আমদানীকৃত বই এবং পত্রিকাদির মূল্য ছিল ১,১৪,৪০,০০০ টাকা।

ছদ্মনামে সমালোচনা

অনেক সমালোচকেরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নাম প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থ সমালোচনা করেন। এখন তর্ক উঠিয়াছে যে এইভাবে ছদ্ম নামের আড়ালে আত্মগোপন করা কি উচিত? "টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট" পত্রিকায় এই বিতর্কমূলক বিষয়টি লইয়া বিশদ আলোচনা হইয়াছে। গ্রন্থ লেখকেরা অনুযোগ করিয়াছেন যে এইভাবে নিজদের পরিচিতি গোপন রাখিয়া সমালোচকেরা অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। "টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের" সম্পাদক সমালোচকদের আত্মগোপন করিবার পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন, এবং অস্কার ওয়াইল্ডের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছিলেন যে সমকালীন সাহিত্যের সমালোচকদের সব সময়েই লেখকদের কাছে অপরিচিত থাকা উচিত। টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের সম্পাদক বলিতেছেন যে, লেখকের পরিচিতি অপ্রকাশ্য থাকিলে সমালোচনা নিরপেক্ষ হইবে। পক্ষান্তরে সমালোচকের নাম জানিতে পারিলে শুধুমাত্র গ্রন্থ লেখক ও পাঠকের কৌতূহল নিবারিত হইবে।

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রবাদ রত্নাকর—সত্যরঞ্জন সেন। প্রথম খণ্ড—স্বরবর্ণ। প্রকাশক—শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়, মণ্ডল প্রেস, ২৩, ডিক্‌সন লেন, কলিকাতা-১৪। ৩৪, ১৯৬ পৃষ্ঠা। ৩·৫০ টাকা।

লৌকিক গান-গাথা, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদির মতো প্রবাদও আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে—শ্রুতি আর স্মৃতির মাধ্যমে প্রাণ থেকে প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে। কালকে উপেক্ষা করে বহু প্রবাদ লোকের মুখে মুখে ফিরেছে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য তারা।

খুব বেশীদিনের কথা নয়, গত শতকেও, প্রবাদ বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত, আমাদের মা ঠাকুরমা কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, বচন আওড়াতেন। হায়, সে সব দিন কোথায় গেল! "আধুনিক" বাঙালীর কাছে এখন 'খনার বচন' দুর্বোধ্য, টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন হয়। এর কারণ? আধুনিক বাঙালী ভুলতে বসেছে বাংলাকে, বাংলাভাষাকে।—কথাটা হয়তো রূঢ়, তবু কিছুটা সত্য। প্রাণোচ্ছল বাংলাভাষার প্রকাশ তার প্রবাদ-প্রবচনে। 'শিক্ষিত' বাঙালী সেই জীবন্ত বাংলাভাষার অনুশীলন করে না, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। প্রাণের যোগ যেখানে না থাকে কেবল বুদ্ধির সেতু বাঁধা সেখানে চলে না।

বাঙালী, রসিক বাঙালী প্রবাদকে কোনদিন দূরে রাখে নি। হাজার বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদ-প্রবচনের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদের 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী' বা 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ' ইত্যাদি বচন কোন পাঠকেরই চোখ এড়িয়ে যায় না। লৌকিক সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবাদ-প্রবচন উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের মতন ছড়ানো আছে আর ভারতচন্দ্রে তার সীমাস্বর্গ। ইংরাজ যেমন তার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেক্সপীয়রের বাক্য উদ্ধৃত করে বাঙালীও তেমনি চলতে-ফিরতে ভারতচন্দ্রের শাণিত দীপ্ত বাক্য ব্যবহার করে। এই গৌরবময় ঐতিহ্যে কি আমরা বিস্মৃত হব?

বাংলা প্রবাদ বাঙালীর নিজস্ব। তার জীবনযাত্রা, সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়, সমাজ ব্যবস্থার বিচিত্র রূপ সব-কিছুই কোথাও বা চোখের জলে, কোথাও বা হাসির ছটায় গৃহীত হয়েছে এই প্রবাদগুলিতে। তাই বাংলাদেশকে যিনি

জানতে চান, কেবল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বা বাঙালীর ইতিহাস পড়লে হবে না, তাঁকে এই প্রবাদগুলি শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান করতে হবে।

এই 'শ্রদ্ধা'ই তো মূল কথা। 'প্রবাদ-রত্নাকরে'র গ্রন্থকার বাঙালী জীবন-যাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাংলা ভাষার অনুরাগী। তাঁর আন্তরিকতা, অনলস সাধনা আর অপরিসীম একাত্মতা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। কেবল প্রবাদ নয়, বহু চলতি কথা আহরণ করে যথাযথ ব্যাখ্যা ও টীকা সহযোগে তিনি আমাদের কাছে হাজির করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ব্যবহৃত উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দেখে। গ্রন্থের পরিধি সুন্দর নয়, তুলনামূলক আলোচনার জন্য তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী ইত্যাদি ভাষার বহু প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন। 'আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে'—এই সুপরিচিত উক্তি গ্রহণ করে লেখক নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

মাতৃভাষার 'বিশিষ্টার্থে বাক্য রচনা' করতে দেওয়া হয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ ছাত্রদের এবং বোধ হয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের উপকারে আসবে।

বর্ণানুক্রমে বইটিতে একটু শিথিলতা দেখা গেল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

'আকাশে ঝড় ওঠে, গোয়ালের গরু ছোটে'

এবং 'আকাশে গেরণ লাগলে সবাই দেখে' (৬০ পৃষ্ঠা)

—এই দুটির পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নি।

এই মহাকোষ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। আমরা ভবিষ্যৎ খণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ

সম্পাদকীয়

পাঠরুচির অনুসন্ধান

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অগ্রগামী দেশগুলিতে পুস্তক নির্বাচনের সহায়তার জন্য পাঠকদের পাঠরুচি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই ধরণের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা খুবই সাম্প্রতিক। ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরীর পরিচালনায় দিল্লীর নাগরিকদের পাঠরুচি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য সুরু হয়েছে। আগামী নভেম্বরে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

এই অনুসন্ধানের ফলাফলে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকেরাই লাভবান হবেন না। পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা এবং শিক্ষাবিদেরাও এর ফলাফল জানবার জন্য স্বভাবতঃই আগ্রহশীল হবেন। প্রকাশক ও বিক্রেতাদের অভিজ্ঞতা এই যে বিক্রীত হইয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রীদের রেফারেন্স ও পাঠ্যপুস্তক; প্রায় ১০ ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারে বিক্রী হয় এবং বাকী ১০ ভাগ ব্যক্তিগত পাঠ-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ক্রীত হয়। অর্থাৎ বই কেনা যাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক তাদের সংখ্যাই বেশী। দেশের জনসাধারণের পাঠতৃষ্ণা ব্যাপক না হলে ব্যক্তিগত ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না এবং অনুরূপভাবে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি না হলে সাধারণ গ্রন্থাগারে ক্রীত বইয়ের সংখ্যা হ্রাস পাবে। পাঠকদের রুচি সম্বন্ধে অবহিত হ'লে তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে বই প্রকাশ করা চলে। কিন্তু যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের বইয়ের লেনদেনের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় গল্প, উপন্যাস জাতীয় হাল্কা ধরণের বইয়ের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বেশী। প্রকাশকদের সম্বন্ধেও একটা অভিযোগ আছে যে পাঠ্যপুস্তক ও গল্প উপন্যাস প্রকাশে তারা বেশী আগ্রহশীল। পক্ষান্তরে জাতিসংঘের Statistical Year Book এর তথ্য অনুযায়ী প্রকাশন ব্যবসায়ে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকারী ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় ধর্মসম্বন্ধীয় বই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশিত হয়েছে। তা'হলে প্রকৃত চিত্র কি? এই ধরণের অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হবে। অবশ্য অঞ্চল ও সামাজিক অবস্থার ভেদে পাঠকদের রুচি ও প্রকৃতির পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরীর অনুসন্ধানের ফলে গোটা ভারতবর্ষের হদিশ পাওয়া যাবে না। সেজন্য প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার স্থানীয় প্রকাশকদের সংস্থা ও গ্রন্থাগারগুলির সহায়তায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই ধরণের অনুসন্ধান কার্য সুরু করতে হবে। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জেলা গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্যকেই সফল করবে।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৬৫ [৩য় সংখ্যা

জ্ঞানের উপর শুল্ক

মুরারি ঘোষ

'জ্ঞানের ওপর শুল্ক' (Tax on knowledge) কথাটা প্রথম চালু করলেন স্যার স্ট্যানলী আনউইন। স্যার স্ট্যানলী আনউইন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত প্রকাশক। এই সেদিনো তিনি 'আন্তর্জাতিক প্রকাশক সংস্থার' (International Publishers' Congress) সভাপতি ছিলেন। ইউনেস্কোর কল্যাণে এই Tax on knowledge কথাটা বেশ চালু হয়েছে শিক্ষাবিদ মহলে। কথাটার উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ সালে যখন মহাযুদ্ধ ঘোরতর আকার নিয়েছে। ইংলণ্ডে ব্ল্যাক আউট। বিকেলের পর রাস্তায় অন্ধকার। ঘরের আলো রাস্তায় যায় না। সিনেমা থিয়েটারও কিছু কিছু বন্ধ। রাত্রে মার্কেটিংএর অসুবিধে। রেষ্টুরেণ্ট, বারে আলোর রেশন। এ হেন কালে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ইংরেজ পরিবারে বই পড়ার চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গেল। যুদ্ধের কল্যাণে আর অন্য সমস্ত বাজারের মত বইয়ের বাজারও কর্মমুখর হয়ে উঠলো। লাইব্রেরীগুলোয় পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেল। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সন্ধানে সাধারণ পাঠকের অনুসন্ধিৎসু মন হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলো। তবু কিন্তু বই সুলভ হল না। বইয়ের বাজার থাকলেও তার উৎপাদন মূল্য ততদিনে যথেষ্ট বেড়ে গেছে। বেড়েছে কাগজের দাম, কালির দাম, সীসের দাম, ব্লকের খরচ—শ্রমের মূল্যও চতুর্গুণ হয়েছে। বইয়ের চাহিদা অনেক পরিমাণে বাড়লেও বইয়ের দাম আগের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেল। এরও ওপর আবার, বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপাবার ঘোষণা করলেন তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী স্যার কিংসলী উড। কিংসলী সাহেব দেখলেন বইয়ের বাজার বেশ গরম। তিনি ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের জরুরী কালে টাকার বিশেষ প্রয়োজন। এ হেন অবস্থায় অন্তত পণ্য দ্রব্য হিসেবে 'বুট আর বুকের' মধ্যে (Boot and

books) তিনি কোন পার্থক্য রাখতে রাজী নন। বুটের ওপর 'পারচেজ ট্যাক্স' বসলে বইয়ের ওপরও তা বসানো হবে।

কিন্তু যুদ্ধের সেই জরুরী অবস্থায় ইংরেজদের মত স্বদেশপ্রাণ জাতিও অন্তত বইয়ের ওপর কোন ট্যাক্স দিতে রাজি হল না। দেশ রক্ষার খাতিরে যে পাউণ্ডের শেষ ফার্দিংটি পর্যন্ত অশেষ মূল্যবান, ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবি মহল অন্তত বইয়ের ওপর থেকে তা সংগৃহীত হতে দিতে রাজী নয়। প্রবল আপত্তি জানালো ইংলণ্ডের প্রকাশক মহল। স্যার স্ট্যানলী আনউইন টাইমস্ পত্রিকায় এক চিঠি দিলেন :

"Emphasis has properly been placed on the fact that the tax on purchases will not be levied on food for the body, but in characteristically English fashion there has been no reference to food for the mind. I hope no one will have the temerity to suggest that it is not needed or that it is merely a luxury······It would indeed be ironical if it were completely be knocked out by a levy on the purchase of books—in effect by a tax on knowledge······It would be humiliating if in a war for freedom of thought, the sale of books in which man's highest thoughts are enshrined should be hampered by taxation." (The Times, London, 3rd May, 1940)

খাদ্যের ওপর ট্যাক্স বসানো চলে না, কেননা খাদ্য দেহের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু মনের খাদ্যের ওপর ট্যাক্স বসলে তাও যে সমান ক্ষতিকর। খাদ্য যতটা সহজ লভ্য হবে, জ্ঞানও তদনুপাতে সহজলভ্য হওয়া চাই। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থাতেও জ্ঞানার্জনের মূল্য যেন না বেড়ে যায়। তাতে চিন্তার দৈন্য স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। আর তা কোনকালেই কাম্য নয়—এমন কি যুদ্ধের সময়েও। বিশেষ করে এ যুদ্ধ যখন স্বাধীন মতবাদ বিকাশের জন্যই যুদ্ধ। এই হল স্যার আনউইনের সমগ্র চিঠির মূল বক্তব্য।

এমন সুন্দর করে বক্তব্য পেশ করায় তা স্বভাবতই বুদ্ধিজীবি মহলে চাঞ্চল্য এনে দিল। দেশীয় প্রকাশক সংস্থা ছাড়াও ইংলণ্ডের বহু চিন্তাবিদ মনীষি বইয়ের ওপর বিক্রয়কর বসানোর বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুললেন। ক্যান্টারবেরীর প্রধান ধর্মযাজক, সাহিত্যিক জে, বি, প্রীষ্টলী, কবি মেসফিল্ড, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার এডিংটন, রয়াল সোসাইটির সম্পাদক অধ্যাপক হিল প্রমুখ বুদ্ধিজীবিরা সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন

গড়ে তুললেন। টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় (২২শে জুন, ১৯৪০) সম্পাদকীয় বেরুল। তার সারমর্ম হল, বইকে পণ্য হিসেবে ধরে নিয়েই তার ওপর করভার চাপানো হচ্ছে। নিছক পণ্য দ্রব্য হিসেবে ধরে নিলেও বইকে অন্য পণ্যের সংগে এক পংক্তিতে বসানো যায় না। অবশ্য প্রতিটি পণ্যের বিভিন্ন জাত-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ থাকবে। তবু এক পরমার্থিক মূল্য হিসেবে সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদার মাপকাঠিতে বইকে সাধারণ পণ্যের সংগে একীভূত করা চলে না। দৈহিক খাদ্যের সরবরাহের মতই মানসিক খাদ্যের সরবরাহ অনায়াস লভ্য হওয়া চাই এবং তা ট্যাক্স বসানোর আওতার বাইরে।

আন্দোলনের ঢেউ পার্লামেণ্টে গিয়ে পেঁছোলো। সেখানে তীব্র বিতর্ক আর মন্তব্যের মধ্যিখানে অর্থমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, বইয়ের ওপর আর করভার চাপানো হবে না।

আমরা জানি ইংরেজ ন্যায়নীতির (sense of Justice) স্থান কাল পাত্র বেশ প্রখর। ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে যা সম্ভব হল না—ভারতের শাসক হিসেবে সেই সরকার এক বছর বাদেই ভারতবর্ষে তা চালু করলেন। বইয়ের ওপর বিক্রয়কর ভারতবর্ষে প্রথম বসলো ১৯৪১ সালেই। যেন এদেশে মানসিক খাদ্যের প্রয়োজন দৈহিক খাদ্যের মত জরুরী নয়। কিংবা এদেশে বইয়ের মূল্য বেশী হলেও শিক্ষার সংকোচ হবে না। জ্ঞানের প্রসার বাধা প্রাপ্ত হবে না। এমন নির্লজ্জ ন্যায়নীতি ছিল বলেই পৌনে দুশো বছরের বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষে শতকরা শিক্ষিতের হার হয়েছিল ১২·৪। যুদ্ধের পরেও বইয়ের ওপর করভার নামানো হল না। স্বাধীন ভারতীয় সরকার ১৯৫২ সালে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। তাও বিশেষ জনমতের চাপে, শিক্ষাবিদদের নিরন্তর বিরুদ্ধতায়। ১৯৫২ সালে Essential Goods Act পাশ হল। এই আইনের আওতায় বই ও সাময়িক পত্রকে আনা গেল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বই বা সাময়িক পত্রের ওপর বিক্রয়কর বসানো হবে না বলে ঘোষণা করা হল।

কিন্তু আইনের ফাঁক রয়ে গেল ঠিকই। যে সব প্রদেশে এ আইন পাশ হবার আগে থেকেই অত্যাবশ্যকীয় জিনিস গুলোর ওপর বিক্রয়কর চাপানো ছিল তা তুলে নেবার ভার সেই সব প্রদেশের সরকারের মর্জির ওপর নির্ভর করবে। আমাদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াচ্ছে, এই হল সরকারী ঘোষণা। তবু এই আইনের ফাঁক দিয়েই, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রদেশের সরকার বইয়ের ওপর বিক্রয়কর চালু রাখলো। যুদ্ধের জরুরী

অবস্থায় ইংলণ্ডে যা গ্রাহ্য হয়নি আজো তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে আইনের মাধ্যমে জিইয়ে রাখা হল।

বলা হয়, বইয়ের উপর থেকে বিক্রয় কর তুলে দিলে এক নির্দ্দিষ্ট সরকারী আয় কমে যাবে। কাগজ আর বই বিক্রি মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় বারো লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। এই বারো লক্ষ টাকার ঘাটতি তাঁরা মেটাবেন কি দিয়ে? সে রাস্তা অবশ্যই সরকারী কর্তাদের ভেবে চিন্তে বার করার দায়। জনসাধারণের সামনে সেই প্রশ্ন তুলে ধরে মুখ চাপা দেওয়া যাবে না। কোন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের শিক্ষা সংকোচের নীতি রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শের নিশ্চয়ই বিরোধী। সারা পৃথিবীতে যখন বইয়ের সুলভ সরবরাহ ও সহজলভ্যতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তখন বিক্রয় করের আওতা থেকে বইকে মুক্তি দিতেই হবে। পৃথিবীর কয়েকটা রাষ্ট্রে এখনো বই বা সাময়িক পত্রের উপর কিছু কিছু কর ভার চাপানো আছে। অবশ্য কোন ঘোষিত-আদর্শ কল্যাণমূলক দেশ বা সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন কাণ্ড পাওয়া যাবে না। এতে কোন বিতর্কের সুযোগ নেই যে বিক্রয় করের আওতা থেকে বই মুক্ত হলে কেবল বইয়ের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন আর শিক্ষার প্রসার হবে না! মধ্যযুগে আমরা জিজিয়া করের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম—আর আজ এই কর আমাদের দিতে হচ্ছে যেহেতু শিক্ষার দায় আমরা গ্রহণ করেছি।

আমাদের দেশে পাবলিক লাইব্রেরী নেই। সাধারণের বই পড়ার নেশা বিশেষ মূল্য সাপেক্ষ। হয় কিনে পড়তে হবে নয়তো কোন নির্দ্দিষ্ট মাসিক হারে অর্থব্যয়ে কোন কোন গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে মনের খিদে মেটাতে হবে তাই প্রতিটি বই পড়ার পেছনে আমাদের এক একজন মানুষের গড়পড়তা খরচ অন্য শিক্ষিত দেশের মানুষদের থেকেও অনেক অনেক বেশী। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার আনুষঙ্গিক খরচ ছাড়াও ব্যক্তিগত শিক্ষার মান বজায় রাখতে গিয়েও আমরা খরচান্ত। সরকারী ব্যবস্থায় একে শিক্ষা সংকোচের নীতি বলতে কোন আইন সভার সদস্য আপত্তি জানাবেন? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না শিক্ষার ব্যাপকতার দিক দিয়ে হিসেব করলে (ইউনেসকোর বিচারে) ভারতবর্ষই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দেশ যে দেশের সরকার সবার চাইতে বেশী সংখ্যক অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষদের দ্বারা পরিচালিত। আমাদের আইন সভার সদস্যেরা এক একজনে শতকরা কত শিক্ষিত লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন খেয়াল রাখেন কি?

'জ্ঞানের উপর শুল্ক' কেবল বইয়ের উপর বিক্রয় করের বেড়াজাল নয়।

আরো নানান রকমের করের আওতায় আমাদের বই কেনার স্পৃহা কমে আসছে। এসব কর মূলত আমাদের বইয়ের উপরই দিতে হচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই এই ধরণের কর চালু আছে—কেবল দু একটা দেশ ছাড়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী শুল্ক দিতে হয় বইকে। তা প্রায় সবদেশেই। বাণিজ্যের এই বাধা অপসারিত হলে বইয়ের পড়তা খরচ অনেক কমে যাবে। তাতে পৃথিবীর প্রতি শিক্ষিত মানুষেরই লাভ। বইয়ের সুলভ সরবরাহ ত্বরান্বিত হবে। এ কাজে আজ 'ইউনেসকো' হাত দিয়েছে। যে সব দেশে বিদেশী বইয়ের আমদানীর উপর নানারকম বাধার দেওয়াল তোলা আছে,—করের বেড়াজালে তার সহজলভ্যতা দুরূহ করা হয়েছে—সে সব বাধা নিষেধের পরোয়ানা তুলে দেওয়ার জন্যে 'ইউনেসকো' খুব তৎপর। ১৯৫২ সালে 'ইউনেসকো' এক প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছিলঃ "Agreement on the Importation of Educational Scientific and Cultural Materials: A Guide to its Operation"। এ প্রস্তাবে পৃথিবীর দশটা দেশ মোটে সামিল হয়েছে। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে আমাদের সরকারকেও চাপ দিতে হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত সংগতিপন্ন মানুষকেও বিশ্বের অতি আধুনিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। বিদেশী বাণিজ্যের বাধার প্রাচীর সরিয়ে বিশেষ দরকারী বইটি চট্ করে এদেশে ঢোকে না। বড় বড় লাইব্রেরী-গুলোর বইয়ের সম্ভার দেখে দুঃখই বাড়ে। শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার পর্দা আরো উঁচুতে তোলা এক বিশেষ সমস্যা। তাই বিংশ শতকেও আমাদের সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা আধুনিক মন নিয়েও জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যের অনেক পেছনে পড়ে আছেন। যতদিন জ্ঞানের উপর নানারকম শুল্ক দিয়ে যেতে হবে ততদিন আমরা শিক্ষার রেসের শেষ ঘোড়া।

ছাপা বইয়ের উপর নানারকম সরকারী বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তীব্রতম আওয়াজ তুলেছিলেন মিল্টন। সপ্তদশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বই, 'এ্যারিওপ্যাজিটিকা'। সে বইয়ের কয়েকটা পংক্তিতে বলা হয়েছে।

"Truth and understanding are not such wares as to be monopolized and traded in by tickets, and statutes and standards. We must not think to make a staple Commodity of all the knowledge in the land, to mark and license it like our broad cloth and our wool packs". (Areopagitica : Milton)

মার্ক্স ও বলেছেন, যে মুহূর্তে তুমি কোন চিন্তা বা ধারণা প্রকাশ করলে সেই মুহূর্তেই তা আর তোমার রইলো না সর্বজনের সম্পত্তি হয়ে গেল। ঠিক এই ধারণাতেই মিল্টন পুরোপুরি সমর্থনীয়। জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কোন লাভ-জনক পণ্য দাঁড় করানো চলে না। তবু সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে ছাপা বইয়ের উপর নানারকম নিষেধাজ্ঞা আর করভার চাপানো ছিল। সমগ্র য়ুরোপে জ্ঞানের ওপর শুল্ক দিতে হত প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকেই। ইংলণ্ডে বই বা সাময়িক পত্রকে করভার থেকে মুক্তি দিতে প্রখর হয়েছিলেন নামজাদা সাহিত্যিকেরা। নাম উল্লেখ করতে পারি উইলিয়ম কবেট, চার্লস ডিকেন্স, সি ডি কলেট, আর রিচার্ড কবডেনের। ফ্রান্সে কণ্ঠ প্রখরতর করেছিলেন মিরাবো আর ভল্তেয়ার। এ যুগে সে আন্দোলন এখনো কি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে ?

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন

শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

'ছদ্মনাম' কখন কোন সময় কোন পথ ধরে এসেছিল, বলা শক্ত তবে সাহিত্যক্ষেত্রে ছদ্মনামের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল হতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লেখকরা 'ছদ্মনাম' কেন গ্রহণ করেন তার কোন প্রকৃত কারণ নেই।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশ ও কার্যকারণে লেখকেরা ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করে গেছেন—এবং এখনও করছেন। নিজের আসল নাম গোপন করার ইচ্ছায় কখন বা তাঁদের একজনেই একাধিক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হন, আবার কখন বা পুরাণো নামকরা লেখকের নামকেই নিজের নাম বলে ঘোষণা করেন।

ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে বহু লেখক ল্যাটিন নাম গ্রহণ করে নিজের মতামত বা লেখা প্রকাশ করতেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বেশীর ভাগ লেখকেরই 'ছদ্মনাম' ছিল।

ছদ্মনামের মধ্য থেকে আসল নাম আবিষ্কারের সমস্যা প্রথম প্রকটিত হয় রেনেসাঁস যুগে। মধ্যযুগে অনেক ধর্ম্মযাজক তাঁদের ধর্ম্মীয় মতামত পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে কয়েকজন সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মযাজকদের নাম গ্রহণ করেন, এবং রেনেসাঁস যুগে ধর্ম্মসংস্থার বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলন

চলছিল, তাদের নেতারা অতীত ধর্ম্মপুস্তক ও মতামতের অকৃত্রিমতার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং 'ছদ্মনাম' সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্য হ'তে অনেক কিছু আমাদের সাহিত্যে গ্রহণ করেছি এমন কি "ছদ্মনাম" প্রচলন পর্যন্ত কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন দেখা যায় না, কিন্তু ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী হতে এর প্রচলন দেখা যায়।

খেয়াল, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, আত্ম বিশ্বাসের অভাব, সমালোচকের হাত হতে মুক্তি পাওয়া প্রভৃতি অনেক কারণেই লেখকেরা "ছদ্মনাম" গ্রহণ করে থাকেন।

ছদ্মনামের এই বাতিক হয়তো লেখক বা সাধারণ পাঠকের কাছে মনোজ্ঞ, কিন্তু সাহিত্য সমালোচক ? বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের কাছে এটা অস্বস্তিকর তথা সমস্যা সংকুল।

"ভানু সিংহ" যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই ছদ্মনাম একথা আজ বোধ হয় সকলেই জানেন, কিন্তু ভানু সিংহের ব্রজবুলি ভাষার গানগুলি যখন ১২৮৪-৮৮ ও ১২৯০ সালে "ভারতী"তে বার হচ্ছিল তখন অনেকেই জানতেন না যে "ভানু সিংহ" রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম। রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলি ভাষায় প্রাচীন পদকর্ত্তাদের অনুকরণে লিখিত "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" কবিতাটি প্রাচীন কবির লেখা বলে উল্লেখ করেছিলেন আবার পরে নিজের লেখা বলে স্বীকারও করেছিলেন এবং সেটা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে বলেছেন—"ভানু সিংহ" যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্ম্মাণীতে ছিলেন, তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "ভানু সিংহ"কে তিনি প্রাচীন পদকর্ত্তারূপে যে• প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে "ভানু সিংহ" রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম এ কথা বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি জানা থাকত তবে ডাঃ

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগ্যে যা ঘটুক না কেন, পন্ডিতগণ নিশ্চয়ই এত বড় ভুল স্বীকার করতেন না।।

অতএব ছদ্মনামে বিভ্রান্ত কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিক বা সমালোচকগণই নন জ্ঞানী গুণী পন্ডিতগণও বটে। ছদ্মনামের করাল কবলে পতিত পন্ডিতগণ অনেক সময় আসল পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল" বইখানি লিখে প্রথম বাংলা সাহিত্যে যুগ পরিবর্ত্তন ঘটান কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় "প্রমথ নাথ শর্ম্মা" এই ছদ্মনামে লিখিত "নববাবুর বিলাস" পুস্তকখানির অনুকরণে উক্ত পুস্তকখানি লেখা। কাজেই তাঁদের অনুমান যদি সত্যি হয় তবে "ছদ্মনাম" গ্রহণের কারণ স্বরূপ আর একটি নজির পাওয়া গেল বই কি ?

রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল একথা বলিনা, তবে তিনি যে বৈষ্ণব মহাজনদের ভয়েই "ভানু সিংহ" ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন একথা বোধ হয় অনেকেই বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথ আরও পাঁচটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই নামগুলিতে তাঁর কৌতুক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

১। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। আন্নাকালী পাকড়াশী

৩। অকপট চন্দ্র ভাস্কর

৪। দিকশূণ্য ভট্টাচার্য

৫। শ্রীমতী কনিষ্ঠা

আবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে, অনিলাদেবী, অনুপমা দেবী, অপরাজিতা দেবী প্রভৃতি মহিলার নাম গ্রহণ করেছেন। এই নামগুলিতে বোধ হয় এটাই প্রমাণ করে যে তিনি হয় মহিলাগণকে সমাজের উচ্চ আসনে বসাতে চেয়েছিলেন নয়তো সেই বাংলা সাহিত্যের আমূল পরিবর্ত্তনের যুগে ঝড়ের সম্মুখীন হ'তে হবে নিশ্চিত জেনে মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। "বেণু" (আশ্বিন ১৩৩৬) পত্রিকায় "পরশুরাম" ছদ্মনামে "নূতন প্রোগ্রাম" প্রবন্ধটি দেখা যায় কিন্তু এই "পরশুরাম" কজ্জলী বা গড্ডালিকার "পরশুরাম" নয়। এ হ'লো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ শরৎচন্দ্র "পরশুরাম" ছদ্মনামে "বেণু"তে "নূতন প্রোগ্রাম" প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

"পরশুরাম" বলতে চিনি রাজশেখর বসুকে কিন্তু শরৎচন্দ্রকেও যে ঐ একই নামে চিনতে হবে এমন ধারণা হয়তো অনেকেই করেন না, তা হলে "নূতন প্রোগ্রাম" পড়ে পাঠক মহলে হৈ হট্টগোল হবে কি ?

হবে বৈ কি, কেউ বলবেন "পরশুরাম" শরৎচন্দ্রের লেখা চুরি করেছেন, এ লেখা পরশুরামের কখনই হতে পারে না। আবার কেউ বলবেন—না, ওটা পরশুরামেরই অর্থাৎ রাজশেখর বসুর লেখা, কিন্তু ছদ্মনামের এই সকল ঝঞ্ঝাট দূর করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কমলাকান্ত" ছদ্মনামে "বঙ্গদর্শনের" পৃষ্ঠায় যে রসের সঞ্চয় করে গেছেন তা আর কে না দেখেছেন ? আবার প্রমথনাথ বিশীকে "কমলাকান্ত" ছদ্মনামে (বা ঢঙে) আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়, কৌতুক রস পরিবেশন করতে। একদিন উক্ত নামে যে বিভ্রাট ঘটাবে না এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে ?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে "ছদ্মনাম" গ্রহণের সংখ্যায় প্রথম স্থান রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সৈয়দ মুজতবা আলী ও প্রমথনাথ বিশী তৃতীয় শরৎচন্দ্র ও সুশীল রায় এবং চতুর্থ স্থান বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রাণতোষ ঘটক। এঁদের প্রত্যেকেই একাধিক "ছদ্মনাম" গ্রহণ করে বহুরূপী সেজেছেন।

লেখক "ছদ্মনাম" গ্রহণ হেতু পাঠকগণকেও কখন কখন অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাঁদের পক্ষে লেখক পরিচিতি অতি অবশ্য প্রয়োজন—এবং এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকগণ যদি পাঠককে সাহায্য করতে সমর্থ না হন তবে জ্ঞান চর্চ্চার পথ ব্যাহত হবে না কি ?

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ক্ষুধা মেটাবার জন্য গ্রন্থাগারিকগণ সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন কিন্তু পাঠক মহল হ'তে যখন ছদ্মনামের উপর প্রশ্ন এসে পৌঁছায় তখন গ্রন্থাগারিককে অযথা এক বিরাট সমস্যার সন্মুখীন হ'তে হয়।

আবার লেখকগণ যদি কখন আসল নামে, কখন ছদ্মনামে পুস্তক লেখেন, তবে গ্রন্থাগারিকগণকে পুস্তক নির্বাচন ক্ষেত্রে ও আর এক সমস্যার সন্মুখীন হ'তে হয়। যেমন একজন লেখক তার আসল নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং পাঠক মহলে উক্ত লেখকের উক্ত বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা হবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ছদ্মনামে একটি সাহিত্য রচনা করেন তবে লেখক অপরিচিত হওয়ায় সে পুস্তকের চাহিদা পাঠক

মহলে নাও হ'তে পারে চিন্তা করে অনেক সময় গ্রন্থাগারিকগণ পাঠকগণকে ভাল পুস্তক হ'তে বিমুখ করতে বাধ্য হন। কারণ গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সকল পুস্তক পড়ে দেখে নির্বাচন করা সম্ভব নয় এবং সর্ব্বক্ষেত্রে এরূপ সুযোগও পাওয়া যায় না।

আবার লেখক যখন একাধিক ছদ্মনাম গ্রহণ করেন তখন গ্রন্থাগারিকে প্রতি ছদ্মনামের উপর একটি করে (ছদ্মনাম আসল নাম হ'তে বেশী পরিচিত হ'লে আসল নামের উপর একটী) অতিরিক্ত 'পত্রক (Card) লিখতে হয়, এবং এতে শুধু গ্রন্থাগারিকগণেরই অযথা সময় নষ্ট হয় না পাঠকগণেরও বটে। তাছাড়া অতিরিক্ত 'পত্রক' ব্যবহারে পত্রকাধারের কলেবর বৃদ্ধি, স্থানের অভাব ওপয়সার অপচয় হয়ে থাকে।

এই প্রসংগে একটি কথা বলা দরকার, অতীতের ইতিহাসেও দেখা গেছে এবং বর্তমানেও দেখা যায় যে একই নামে একাধিক লেখক সাহিত্য রচনা করেছেন বা করছেন, যেমন অতীতের চন্ডীদাস এবং বর্তমানের তারাশঙ্কর বন্দেপাধ্যায় প্রভৃতি। এরূপ ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের লোকেরা ততটা অসুবিধা বোধ না করলেও পরবর্ত্তী কালে এ বিষয় সমস্যা ও মত বিরোধ দেখা দিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দিয়েছেও তাই, যেমন—ভনিতা বিচারে দেখা যায় বিভিন্ন বৈষ্ণবপদের শেষে বড়ু চন্ডীদাস, দ্বিজ চন্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস, দীনক্ষীণ চন্ডীদাস ও আদি চন্ডীদাস। কিন্তু এই সকল চন্ডীদাস কি এক, অভিন্ন না পৃথক পৃথক চন্ডীদাস? এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আজও পাওয়া যায় না তাই চন্ডীদাসকে নিয়ে আধুনিক কালে মতবিরোধ দেখা যায় যথা—বৈষ্ণব পদাবলী যুগের ভক্ত মনীষিগণের ধারণা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন কাব্য এবং পদাবলী সাহিত্য একই চন্ডীদাসের রচনা।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—অপরিণত বয়সে চপলতা হেতু যে চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মত 'অতি অশ্লীল' কাব্য রচনা করেছেন সেই চন্ডীদাস পরিণত বয়সে অপূর্ব প্রেম ভাব সমৃদ্ধ হ'য়ে পদ সাহিত্য রচনা করেছিলেন," কিন্তু বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে একাধিক চন্ডীদাসের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, তাই অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মতে "রাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলার ঐতিহাসিক প্রমাণ সিদ্ধ কবি চন্ডীদাস দুই জনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাস চৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের কবি, আর পদাবলী রচয়িতা দীন চন্ডীদাস চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগের কবি।"

আবার অন্যান্য পন্ডিতগণের মতে চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি চন্ডীদাসই "দীন", "দীন ক্ষীন" কিংবা "দ্বিজ" বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করে ছিলেন এবং ঐ সব কয়টি "বিরুদ"ই একই ব্যক্তির পরিচয়, কেবল বড়ু চন্ডীদাস নামেই একজন পৃথক কবি ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন তাহারই রচিত।

বর্ত্তমানে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় নামে দুজন লেখকের অস্তিত্ব দেখা যায়, একজন "গণদেবতা" ও "আরোগ্য নিকেতন" রচয়িতা এবং অপরজন "প্রান্তিক" ও "রূপান্তর" রচয়িতা। অবশ্য লেখকদ্বয় নিজেদের মধ্যে এর একটা সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন যথা—"গণদেবতার" পরবর্ত্তীকালের রচনাতে বহুল পরিচিত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় 'শ্রী' হীন হবেন এবং 'প্রান্তিক' বা "রূপান্তর" রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় "শ্রী" ধারণ করবেন, কিন্তু উক্ত তারাশঙ্করদ্বয়কে নিয়ে পরবর্তীকালে একদিন হয়তো চন্ডীদাসের মতই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এরূপক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তী লেখকের "ছদ্মনাম" গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত বলে মনে হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন যেমন বেশী তেমন সমাধানের উপায়ও প্রচুর এবং ছদ্মনামের উপর প্রচুর পুস্তক পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ সুযোগ নেই।

ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ যাহাই হউক না কেন এর সমাধান চাই। তাই চাই এ বিষয়ের উপর প্রচুর সংবাদ এবং এ বিষয় বঙ্গীয় প্রকাশক সভা সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁদের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার কারণ সাহিত্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন প্রচুর।

গ্রন্থপঞ্জী :—দীনেশ চন্দ্র সেন : বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের কথা, ভুদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, Taylor & Mosher : Bibliographical history of anonyma & pseudonyma.

গ্রন্থ প্রকাশন পরিসংখ্যান, ১৯৫৫

১৯৫৫ সালে গ্রন্থ প্রকাশনে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকারী পাঁচটি দেশের ও নিম্নস্থান অধিকারী পাঁচটি দেশের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিষয় বিভাগ অনুযায়ী প্রদত্ত হইল। বিষয় বিভাগে ইউনিভার্সাল ডেসিমেল বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতরূপে বিষয় সূচিত হয়ঃ

০—সাধারণ; ১—দর্শন, ২—ধর্ম; ৩—সমাজবিজ্ঞান, ৪—ভাষা; ৫—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ৬—ফলিতবিজ্ঞান; ৭—শিল্প চারুকলা; ৮—সাহিত্য; ৯—ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি। যে সমস্ত পুস্তকের কোন বিষয় নির্দেশিত হয় নাই এখানে তাহা পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে।

বন্ধনীর মধ্যে ১৯৫৪ সালের আনুমানিক লোকসংখ্যা (হাজারে) দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশিত মোট পুস্তক সংখ্যার নীচে প্রথম সংস্করণের পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সোবিয়েত রাশিয়ার সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। রাশিয়ার মোট পুস্তকের মধ্যে ৩৩৮১১ খানি বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য। পুস্তক ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান যথাক্রমে জাতিসঙ্ঘের (United Nations) Statistical Year Book, (১৯৫৬ ও ১৯৫৭) ও Demographic Year Book (১৯৫৫) হইতে লওয়া হইয়াছে।

এই তথ্য হইতে দেখা যায় সোবিয়েত রাশিয়ায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের পুস্তক সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে প্রকাশিত সমগ্র পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। আলোচ্য বৎসরে এই দেশে দর্শন, ধর্ম ও ইতিহাসের কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষ কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এই ধরণের পুস্তকের সংখ্যা জাপানে অধিক। নিম্নস্থান অধিকারী দেশ পাঁচটিতে ভাষা সংক্রান্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। হাইতিতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে সাক্ষরের সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশনে এই দেশ চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছে।

বিষয়	রাশিয়া (২১৬০০০)	জাপান (৮৮০০০)	গ্রেট বৃটেন (৫০৭৮৫)	ভারতবর্ষ (৩৭৭০০০)	আমেরিকা (১৬২৪০৯)
০	১৬৭৯	৪০৫	৯৯	৬৩৮৯	৩৮৭
১	×	৬৪৬	৩৬৯	২১৫	৩১৪
২	×	৩৫৮	১০৭৪	২৫৪২	৮৪৯
৩	৯৪৫৯	২৫৭৫	৩১০৫	১৮৩০	১০৯১
৪	১৪৯৭	৭০৩	৮০৭	১৪৭৯	১৬৮
৫	৩৭৩৬	৭৬৭	১২০৫	৯৩০	৮০১
৬	২৮৬২৯	২৯৪৫	৩১৭২	১৮৭৮	১৭৪৬
৭	১৯৬৭	১১২৭	১১৬৫	৫৭৭	৬৫০
৮	৬৪৪৯	৫৮১৫	৬৯৬৭	১৮৮১	৪৭১১
৯	×	৮৬৬	১৯৯৯	৮৩৮	১৮৬৪
অন্যান্য	১৩১৬	৫৪৪৬	×	×	×
মোট	৫৪,৭৩২	২১,৬৫৩	১৯,৯৬২	১৮,৫৫৯	১২,৫৮৯
১ম সংস্করণ	—	১৩,০৬২	১৪,১৯১	১৪,৬৮৯	১০,২২৬

বিষয়	মনাকো (২২)	উরুগুয়ে (২৬১৫)	তিউনিশিয়া (৩৬৮০)	সিঙ্গাপুর (১১৬৮)	হাইতি (৩৩০৫)
০	×	২	২	১	১৪
১	×	২	×	×	×
২	১	২	৩	১০	১
৩	২	২২	১৬	৭	৩
৪	×	×	×	×	×
৫	১	৩	৪	৩	×
৬	৪	১২	১১	৪	২
৭	৪	২	৯	৪	×
৮	৬৫	১৬	১	৭	৭
৯	১৯	২	৯	১১	৪
অন্যান্য	×	২	×	×	×
মোট	৯৬	৬৫	৫৫	৪৭	৩১

গ্রন্থাগার সংবাদ

ইন্টালী ইনষ্টিটিউট ॥ ২।১ ডিহী ইন্টালী রোড ॥ কলিকাতা-১৪ ॥

গত ২৯শে জন্ন ইন্টালী ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া ন্তন কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঃ

সভাপতি—শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর, সম্পাদক—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক—শ্রীঅচ্যুত মুখোপাধ্যায়, সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীউমাকান্ত পাইন।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী ॥ ১এ ইব্রাহিম রোড ॥ কলিকাতা-২৩ ॥

ইসলামিয়া লাইব্রেরীর দ্বাত্রিংশত্তম (১৯৫৭ সাল) বার্ষিক বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উদ্ধৃত করা হইল ঃ—বিভিন্ন বিভাগ ঃ (১) অবৈতনিক পাঠকক্ষ—এই পাঠকক্ষ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সকলকেই দৈনিক সংবাদ পত্র ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পাঠ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে পাঠকের সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৭৫ জন। (২) পুস্তক আদান প্রদান বিভাগ—আলোচ্য বৎসরে ১৮,০৭০ খানি (দৈনিক গড়পড়তা ৬৫ খানি) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। (৩) সাহিত্য বিভাগ—এই বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার কল্পে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। (৪) শিশু বিভাগ—এই বিভাগে মোট ১,১১২ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ও পুস্তকের সংখ্যা (ইংরাজী, বাংলা ও উর্দু) যথাক্রমে ৪১১ ও ৪৩২৩। গ্রন্থাগারে কয়েকখানি মূল্যবান আরবী ও পারসী ভাষার পুস্তক আছে।

কর্পোরেশন প্রদত্ত জমির উপর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

জীবন মিলন লাইব্রেরী ॥ ২০ ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬ ॥

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্য শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ১লা জুন '৫৮ তারিখে উক্ত গ্রন্থাগারের ত্রিচত্তারিংশত্তম বাৎসরিক সভা

অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী ও হিসাব আলোচনান্তে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৫৮-৫৯ সালের কর্ম পরিষদ গঠিত হয় :—

সভাপতি—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, সহ-সভাপতি—শ্রীমনতোষ সাহা ও শ্রীনৃত্য-গোপাল সরকার, সম্পাদক—শ্রীরামচন্দ্র ভড় যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীঅজিত বসাক, গ্রন্থাগারিক—শ্রীহরনারায়ণ দাস, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবাসুদেব বসাক, হিসাব পরীক্ষক—মেসার্স জি, এম, পাল এণ্ড কোং।

জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়াগ্রাম ॥ বর্ধমান ॥

গত ২৯শে জুন পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব যথারীতি গৃহীত হয়। বর্তমান বৎসরের জন্য অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে : সভাপতি—শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র, সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়।

এই পাঠাগার বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পল্লী পাঠাগার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাঠাগারে সদস্য ও পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৮ ও ২২২৬। পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩১৭৩। সাধারণ পাঠকক্ষে উপস্থিত পাঠকের সংখ্যা দৈনিক গড়ে ১৬ জন।

গত ৪ঠা জুলাই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

বাসুদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় সমিতি সমূহের সোনামুখীস্থ পরিদর্শক প্রদত্ত ১৯৫৭ সালের কার্যবিবরণী হইতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদত্ত হইল :

সভ্যসংখ্যা—১৪০। নিয়মিত গৃহীত পত্রপত্রিকার সংখ্যা—১০। আলোচ্য বৎসরে ৬৩৫৯ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয়। পাঠকক্ষ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গ্রন্থাগারে একজন বেতনভুক গ্রন্থাগারিক আছেন। গ্রন্থাগারটি শ্রীশ্রীঠাকুর বাসুদেবজী সেবক সমিতির পরিচালনাধীন।

জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ রামরঞ্জন টাউন হল ॥ সিউড়ী ॥ বীরভূম ॥

গত ২৮শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীশুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য এম, এ মহোদয়। সভার প্রারম্ভে বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীত গীত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিম সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া একটী মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ চাতরা, শ্রীরামপুর ॥ হুগলী ॥

গত ৩১শে মে চাতরা কালীতলা প্রাঙ্গনে "বিবেকানন্দ পাঠাগার" নামে একটি নতুন পাঠাগারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীশৈলেন কুমার দত্ত বলেন যে পাঠাগারকে এমনভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে ইহার মধ্যে কোনরকম রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রবেশ না করে।...... নিছক "নাটক নভেলের" আস্তনা গ্রন্থাগারের নামের উপযুক্ত নয়। সভাপতি শ্রীমজুমদার দেশের জনসাধারণের পাঠস্পৃহার তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যাল্পতার উল্লেখ করেন।

গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ পাঠাগার ॥ গোস্বামী মালিপাড়া ॥ হুগলী ॥

গত ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৫ পাঠাগারের ষষ্ঠবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৩৬৫ সালের জন্য ১৫ জন সদস্যসহ নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক পদে যথাক্রমে ডাঃ বিশ্বনাথ গোস্বামী ও শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী ॥ ১৭।১।২ মনসাতলা লেন ॥ কলিকাতা-২৩

মহাকবি শ্রীমধুসূদনের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীরণের মানসে ১৯১৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবধি কালের বন্ধুর পন্থায় সুচিন্তিত পদবিক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠান আজ কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্ররূপে আজ সর্বজনের সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থাগারের ত্রিচত্বারিংশত্তম (১৯৫৭ সাল) বার্ষিক কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদত্ত হইল ঃ

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ৪২৪ খানি বাঁধানো মাসিক পত্রিকা সহ ১১,৮২৯ খানি। তন্মধ্যে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৩৩৯, ৪০৮৫ ও ৮ খানি। সাধারণ পঠন বিভাগে ৫ খানি দৈনিক ও ৩০ খানি অন্যান্য পত্র পত্রিকা আছে। পুস্তক তালিকা মূলতঃ ভাষা অনুসারে বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাগে বিভক্ত এবং হস্তলিখিত ও বাঁধানো। প্রত্যেক ভাষাগত তালিকা পুনরায় বিষয় অনুসারে এবং লেখকের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৮৬ জন। আলোচ্য বৎসরে ১৯,২৫০ খানি (দৈনিক গড়ে ৭০) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। সাধারণ পঠন বিভাগে গড়ে দৈনিক ৭২ জন পাঠক সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ পাইয়াছেন। গ্রন্থাগারের "মধুচক্র" বিভাগের পরিচালনায় লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত "মধুমিলন" ও "মধুস্মৃতি" উৎসব এই বৎসর যথারীতি পালিত হয়।

২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার ॥ বিদ্যানগর ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ১লা জুন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্র নাথ বসু জেলা পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার ॥ তারাগুনিয়া ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গত ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত ও গৃহীত হয়। পাঠাগারের বর্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়ঃ—সভাপতি—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, সহকারী সভাপতি—শ্রীপ্রমথ নাথ নাগ চৌধুরী ও শ্রীভবানী শঙ্কর নাগ চৌধুরী, সম্পাদক—শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক—শ্রীজহরলাল ঘোষ, গ্রন্থাগারিক—শ্রীনারায়ণ প্রসাদ সুর। বর্তমানে পাঠাগারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পল্লী পাঠাগার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ॥ জলপাইগুড়ী ॥

গত ২৫শে জুন কেন্দ্রীয় পাঠাগার রেসকোর্সে নবনির্মিত বাস ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নূতন গৃহে মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকিবে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র ও পত্রিকার জন্য এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্যও পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে।

পাঠাগার সোমবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

জেলা গ্রন্থাগার সংঘ ॥ পশ্চিম দিনাজপুর ॥

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পাঠাগার সংঘের ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উদ্ধৃত হইলঃ

বিভিন্ন বিভাগঃ—(১) সাধারণ পাঠকক্ষ—দৈনিক পাঠকের সংখ্যা গড়পড়তা ১৩০। পাঠগৃহে ৭৯ খানি সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র পত্রিকা আছে। (২) পুস্তক আদান প্রদান বিভাগ আলোচ্য বৎসর ২৫,১৪৩ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয়। অবধূত রচিত "মরুতীর্থ হিংলাজ" বইখানির খুব চাহিদা দেখা যায়। (৩) মহিলা বিভাগে পাঠিকার সংখ্যা খুবই নগণ্য। (৪) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিভাগ—এই বিভাগের মারফৎ জেলার বিভিন্ন অংশের ৬৯টি সদস্য

গ্রন্থাগারগুলিতে আলোচ্য বৎসর ২১২ দফায় ৭,৬৭৫ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ঃ আজীবন ১৬, সাধারণ—৩২, প্রতিষ্ঠান—৬৯। গ্রন্থাগারের মোট ৬,৮৯০ খানি পুস্তকের বিষয় বিভাগ এইরূপ ঃ সাধারণ—১২৭, দর্শন—১১৮, ধর্ম—২৩৮, সমাজ বিজ্ঞান—২৬৫, ভাষা—৬০, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—১১০, ফলিত বিজ্ঞান—৭৩, শিল্প—৮১, সাহিত্য ৫,১৮০, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি—৬৪২।

বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের শতকরা হার ঃ সাহিত্য—৮২%, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি—১০%, অন্যান্য—৭%।

বিবিধ বার্তা

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ

ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম পুস্তক সংরক্ষিত আছে। এই পুস্তকে মোট এগার পৃষ্ঠা আছে। ইহার আয়তন এক বর্গ ইঞ্চির একের কুড়ি ভাগ। ইহাতে প্রার্থনা স্তোত্র লিখিত আছে।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান বৎসর হইতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের এক বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র স্নাতকেরাই এই পাঠক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন। বর্তমানে আসন সংখ্যা ৩০।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ডিপ্লোমা কোর্সের একটি অতিরিক্ত বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই বিভাগে আনুমানিক পঞ্চাশ জন ছাত্র লওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগে সর্বসময়ের জন্য দুইজন লেকচারার গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন : গ্রন্থাগার বিভাগ

ডিসেম্বরের (১৯৫৭) শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত দ্বাত্রিংশত্তম নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের গ্রন্থাগার বিভাগের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন। এই উপলক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন কার্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকার উপর একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হইয়াছিল।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ রঙ্গনাথন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কেন্দ্র হইবে গ্রন্থাগার।

সভায় বিদ্যালয়, ও কলেজের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি এবং জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আরও অধিক সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রী কে, এম, শিবরমণ ১৯৫৮ সালের নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

পুস্তক পার্শেলের হার

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পুস্তক আদান প্রদানের সুবিধার জন্য ভারত সরকার রেলওয়ে পার্শেলযোগে পুস্তক প্রেরণের হার ১লা এপ্রিল ১৯৫৮ সাল হইতে অর্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে পুস্তক আমদানী ও রপ্তানী

১৯৫৭ সালে ৫৭টি দেশ হইতে ১১১০৩৩৭৫ টাকা মূল্যের পুস্তক এবং ৩৪টি দেশ হইতে ৫৫১৬৫৮ টাকা মূল্যের পত্রপত্রিকা ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক (৫৮৮৯২২১ টাকা) এবং পত্রপত্রিকা (২৭১৫০২ টাকা) আমদানী হইয়াছে আমেরিকা হইতে। গ্রেটবৃটেন হইতে ৪৬৩৭৫৭৮ টাকা মূল্যের পুস্তক এবং ৩৪৫৩২ টাকা মূল্যের পত্র পত্রিকা আসিয়াছে। সর্বাপেক্ষা কম পুস্তক (৫ টাকা) এবং পত্র পত্রিকা (৮ টাকা) আসিয়াছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া ও এডেন হইতে। জাপান হইতে আমদানীকৃত পত্রপত্রিকার মূল্য ১৯১৫৫৮ টাকা, অর্থাৎ গ্রেটবৃটেন হইতে অনেক বেশী।

এই বৎসরেই ভারতবর্ষ হইতে ৮৯টি দেশে ৫০৫১৩১৬ টাকা মূল্যের পুস্তক এবং ২৭টি দেশে ৩২৮৮৭৩ টাকা মূল্যের পত্রপত্রিকা রপ্তানী হইয়াছে। বার্মাতে সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক (১১২৩৫৫৯ টাকা) এবং পত্র পত্রিকা (২০০৪৩১ টাকা) রপ্তানী হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা কম পুস্তক (৪ টাকা) ও পত্র পত্রিকা (৪১ টাকা) গিয়াছে যথাক্রমে কলম্বিয়া ও নেদারল্যাণ্ডসে।

(সূত্র : Monthly Statistics of Foreign Trade in India (Dept. of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta, December 1957.)

অন্যান্য রাজ্যের খবর

কেরালায় গ্রন্থাগার আইন

কেরালা সরকার মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের অনুরূপ একটি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন।

গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ এসোসিয়েশন

গত ৫ই এপ্রিল ১৯৫৮ গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যথারীতি বার্ষিক কার্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য সভাপতি সর্দার সোহন সিং ও শ্রী বি, এল, ভরদ্বাজ ও কুমারী সন্তোষ ঘিংগড়া যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন।

দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার

দিল্লীতে ভারত সরকারের অনেক বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই কম। ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে এই ধরণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১৬। ইহার মধ্যে তিনটি গ্রন্থাগার পাঠকদের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করেন না : দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী (ইউনেস্কো) নগাফগড় এবং মেহেরালীস্থ সরকারী গ্রন্থাগার। ১৯৫৬ সালে এই তিনটি গ্রন্থাগারে সরকারী

সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২;১০,০০০, ১৮,১৮২ এবং ৪২১০ টাকা। নিম্নলিখিত সাতটি গ্রন্থাগারেও সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়ঃ হার্ডিঞ্জ মিউ- নিসিপ্যাল পাব্লিক লাইব্রেরী, মারওয়াড়ী পাব্লিক লাইব্রেরী, শ্রীমহাবীর জৈন লাইব্রেরী, নাজিরিয়া লাইব্রেরী, জহরলাল নেহেরু লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, বল্লভভাই প্যাটেল লাইব্রেরী। অন্য ৬টী গ্রন্থাগারের নাম বিড়লা লাইনস্ লাইব্রেরী, পার্শ্বনাথ জৈন লাইব্রেরী, রঘুমল বেদিক লাইব্রেরী, বর্ধমান পাব্লিক লাইব্রেরী, ফতেপুরী লাইব্রেরী, সমাজ শিক্ষা বিভাগ লাইব্রেরী। এই গ্রন্থাগার সমূহে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৩৭,৮০০। ১৯৫৫-৫৬ সালে পুস্তক আদান প্রদানের সংখ্যা ৮,১৪,৩১৬ এবং পাঠকের সংখ্যা ২৩,৬২,৭২৫।

দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এপ্রিল, ১৯৫৮ হইতে ইংরাজী ভাষায় Library Herald নামে একটি নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপৃথ্বীনাথ কাউলা এই পত্রিকার সম্পাদক। বাৎসরিক চাঁদার হার ১০ টাকা। পত্রিকাটির ঠিকানাঃ মারওয়াড়ী পাব্লিক লাইব্রেরী, চাঁদনী চক, দিল্লী—৬।

দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী

গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮ 'দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

মধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে নবগঠিত মধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়ে- শনের কর্মকর্তাদের নাম দেওয়া হইল ঃ

সভাপতি—শ্রীপটাসকর, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল। সহঃ সভাপতি—ডাঃ শর্মা (শিক্ষামন্ত্রী, মধ্যপ্রদেশ) শ্রী মন্দলই (রাজস্বমন্ত্রী), শ্রী দুবে (বিধান সভার অধ্যক্ষ) শ্রীমাতাপ্রসাদ (বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) শ্রী মিশ্র (সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) এবং শ্রী শুক্লা (মুখ্য গ্রন্থাগারিক, জব্বলপুর) সাধারণ সম্পাদক—শ্রী শ্রীবাস্তব (বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক)।

অন্যান্য দেশের খবর

সোবিয়েত রাশিয়ার গ্রন্থাগার

১৯৫৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়ায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩,৯৪,০০০। ইহার মধ্যে ১,৪৪,০০০টি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ১,১৬,০০০টি গ্রাম্য গ্রন্থাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তকের মোট সংখ্যা ১,৫০৯,০০০,০০০। এই দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগার মস্কোস্থ লেনিন জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৮০ লক্ষ পুস্তক আছে। এখানে কর্মীর সংখ্যা ২,০০০।

রাশিয়ায় প্রতি ১০০ জন পাঠকের জন্য ৭৩৪ খানি অর্থাৎ মাথাপিছু ৭·৩ খানি পুস্তক আছে।

উচ্চ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের জন্য মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং খারকভে তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে। ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫০। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের জন্য ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা ১৩,০০০। ডাকযোগে উচ্চস্তরে ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৫৩৩ এবং ১৭,০০০।

শিশু, ছাত্র, গৃহিণী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক জনসাধারণের জন্য বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারগুলির উদ্যোগে নিয়মিত আলোচনা চক্রের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে যোগদানের জন্য লেখকদের আমন্ত্রণ জানান হয়।

সুইডেনের পুস্তকবাহী নৌকা

স্টকহোম, আর্কিপেলেগো এবং উপকূলস্থ অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহের জন্য নৌকার (Bokbaten অর্থাৎ Book-boats) সাহায্য লওয়া হয়।

জর্ডানে নূতন সাধারণ গ্রন্থাগার

ইউনেস্কোর সহায়তায় সম্প্রতি জর্ডানে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ সাধন সম্ভব হইয়াছে। আম্মান, নবুলাস, জেরুসালেম এবং ইরবিদে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইউনেস্কোর পক্ষ হইতে গ্রন্থাগার-গুলির জন্য প্রাথমিক সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৩০০০ ডলার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদ কথা

ডাঃ রঙ্গনাথনের বক্তৃতা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ১৮ই মে হইতে ২৩শে মে পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। ডাঃ রঙ্গনাথন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন ঃ

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নব রূপায়ণ (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য) (২) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য) (৩) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের কাজ (বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জন্য) (৪) সহজ উপায়ে পুস্তক বর্গীকরণ (গ্রন্থাগারিকদের জন্য) (৫) জেলা গ্রন্থাগারের কর্মপরিধি বিস্তরণ (জেলা গ্রন্থাগারিকদের জন্য) (৬) গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

এই বক্তৃতামালা বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় বক্তৃতার জন্য সুবন্দোবস্ত করায় গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা

বিগত জুন মাসের ১লা হইতে ১২ই পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করা হয়। ঐ জেলার গ্রন্থাগার সঙ্ঘের কর্মসচিব ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় জিলার বিভিন্ন অংশ হইতে যোগদানকারী ২৫ জন শিক্ষার্থীকে লইয়া বহরমপুরের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র জেলা গ্রন্থাগারে এই শিবিরের কার্য চলে। শিক্ষার্থীগণ সকলেই বিশেষ উৎসাহ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের শিক্ষাদানের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠন ও যোগাযোগ বিভাগের আহ্বায়ক শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দে গ্রহণ করেন। শিবিরের কার্য সমাপনান্তে, ১২ই জুন সায়াহ্নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাসের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ জিলার সমাহর্তা মহাশয় শিক্ষার্থীগণকে অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন। জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক ও এই শিবির পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক ঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৭। ৩২ পৃঃ মূল্য ১৲ টাকা।

"বই" "লেখক" ও "গ্রন্থাগার" এই তিনটির অস্তিত্বের কারণ হচ্ছে পাঠক। 'বই' 'লেখক' ও 'গ্রন্থাগারের' ও পাঠকের মাঝখানে রয়েছে গ্রন্থাগারের কর্মী। বই, লেখক, গ্রন্থাগার ও পাঠকের মাঝখানে মধ্যস্থ হয়ে কাজ করতে হবে কর্মীকে। সুতরাং কর্মীর দায়িত্ব যে কত বড় তা সকলেই বুঝতে পারছেন।" (পৃঃ ৩) আলোচ্য পুস্তিকার লেখকের এই মন্তব্য থেকেই এর মূল বক্তব্যের সুরটি ধরা যাবে। পনেরটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখক গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও "ব্যবহার বিধি" (code of conduct) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

নাগরিক বোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার অভাব আমরা প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করে থাকি। এই "জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট" (!) যদি গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজে কর্মে প্রতিফলিত হয় তবে আশঙ্কার কথা।

গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিকতম রীতি পদ্ধতি ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু শেখানো হয় না "ব্যবহার বিধি।" লেখক বলছেন, "অনেকে হয়তো বলবেন সকলেই এ সব কথা জানে। সে কথা ঠিক নয়—অনেকে এসব জানলেও অনেকে এসব বিষয়ে সচেতন নয়।" কথাগুলি অত্যন্ত খাঁটি। অনেক সময় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে আমরা নিজেদের ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইনা। এই বইখানি তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আয়নার কাজ করবে। এতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে যাচাই করবার সুযোগ মিলবে। লেখকের প্রতিটি মন্তব্যের সাথে পুরোপুরি মতে হয়তো মিলবে না কিন্তু সামগ্রিক বক্তব্যের সাথে বিরোধ হবে না।

লেখকের ভাষাটি খুবই ঝরঝরে। বত্রিশ পাতা নিমেষে শেষ হয়েও মনের উপর ছাপ রেখে যায়। কয়েকটি রেখাচিত্র সংযোজনে বইটি আরও সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

নাম চয়নিকাঃ শ্রীমিহিরকুমার দাস। গ্রন্থমন্দির, ১২১।বি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ৭৯,৫ পৃঃ ; মূল্য ১২ আনা।

বইখানি সত্যই বিচিত্র। বাংলা ভাষায় স্ত্রী-পুরুষের যত নাম আছে বা হওয়া সম্ভব তার প্রায় সবই এই বইখানিতে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত হয়েছে।

পরিশিষ্টে পুরুষের ডাকনাম, মেয়েদের ডাকনাম, সাধু-সন্ন্যাসীর নাম এবং জন্মরাশি অনুসারে নামকরণ পদ্ধতি এবং নামের বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নব-জাতকের নামকরণ নিয়ে বিড়ম্বনার অন্ত নেই। এই বইখানি সে সমস্যার সমাধান করবে।

লেখকের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। নূতনত্ব হিসাবে বইখানি নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে। মেয়েদের নামের ভিতর ঋতু নামটি দেখলাম না।

সোমপ্রকাশঃ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র। সম্পাদকঃ ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ও সজল রায় চৌধুরী। দক্ষিণ বারুইপুর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ৬ ছয় আনা।

নিত্য নতুন পত্র পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত অভিযোগ এই যে এরা ব্যাঙের ছাতার মত। কিন্তু সাধারণ ভাবে বাংলা দেশে ভাল পত্র পত্রিকারই আয়ুষ্কাল বড় কম। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুনত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এমন পত্রিকাও যথোচিত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রকাশ বন্ধ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পূর্বাশা, ক্রান্তি প্রভৃতি পত্রিকার নাম করা চলে।

সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি আছে এমন কাগজের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। সেগুলি মারফৎ নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। পক্ষান্তরে ' ব্যাঙের ছাতার" মত নতুন নতুন পত্রিকার মধ্যে কতকগুলি হয়তো বা গতানুগতিক, কিন্তু এদের মধ্যে চমক লাগানো মাল মসলারও অভাব নেই। বাংলা দেশে উৎসাহী কর্মী আছেন, কৃতী স্রষ্টাও আছেন, সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন পাঠকেরও অভাব নেই, অভাব হ'ল অর্থের। তাই উৎসাহী কর্মীরা আর্থিক বিপত্তির ঝুঁকি

নিয়েও যখন নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেন আমরা সেই নবজাতকদের অভিনন্দন জানাই, এই আশায় যে নতুন জিনিষ কিছু পাবো। আলোচ্য নতুন পত্রিকা "সোমপ্রকাশ" আমাদের নিরাশ করে নি। "সোমপ্রকাশ" নামটি ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক "সোমপ্রকাশ" স্বাধীন ও বলিষ্ঠ মত প্রকাশের সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্তমান পত্রিকার প্রকাশকেরা এই আদর্শের উত্তর-সাধক হবার দাবী রাখেন।

প্রকাশিত কয়েকটি সংখ্যার জন্য পরিচালক মণ্ডলী সাধুবাদ পাবার উপযুক্ত বলে সপ্রমান করতে পেরেছেন। প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে "নিম্নবঙ্গের অতীত ও আটঘরা" এবং "পুরাতাত্ত্বিকের চোখে হরিনারায়ণপুর" ২৪ পরগণার সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় সংখ্যায় ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্যের মূল্যবান তথ্য ও উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ প্রবন্ধে "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের স্বল্প আলোচিত একটি দিকের আভায পাওয়া যায়। গল্প ও কবিতার সঙ্কলনও উল্লেখযোগ্য।

অরুণ দাশ গুপ্ত

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকতা—পেশা, না প্রয়োজন ?

বই, বই পড়া, আর গ্রন্থাগারিকের জন্মলগ্ন একই, অথচ গ্রন্থাগারিকের যথার্থ পরিচয় কিংবা কোন্ লক্ষণ তাঁকে বিশিষ্টতা দেয়, সাধারণের কাছে তার কোন স্পষ্ট ঠিকানা নেই। একজন যন্ত্রবিদ্ বা চিকিৎসক অথবা কোন স্থপতি ও কাব্যস্রষ্টা যেমন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, গ্রন্থাগারিক ঠিক তা নন।

বস্তুতঃ সাধারণের কাছে গ্রন্থাগারিকের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং তার বিশিষ্ট প্রকাশ প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত না হ'লে গ্রন্থাগার পরিচালনাকে উপজীবিকা বলে মেনে নেওয়া কঠিন হবে, এবং এই কাজে অ-পেশাদার কর্মীদের ভীড়ও হঠানো যাবে না।

এর সত্যিকারের কারণ কি ? গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের অ-পেশাদারী মনোবৃত্তি, না গ্রন্থ, গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থাগারিকের প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ? আমরা মনে করি, প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টির উদ্ভব। এই হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে আজকের গ্রন্থাগারিকের কাঁধে। আজ তাঁকে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে সামাজিক পঠনপাঠন ও জ্ঞানানুশীলনের পন্থা নির্দেশ করতে হবে।

আপন উপজীবিকার মর্যাদা দৃঢ়ভিত্তিক করতে হবে তাঁকে, যাতে গ্রন্থাগারিকের ভবিষ্যৎ শুধু নিরাপদ নয়, সমৃদ্ধ ও উন্নততর হয়ে উঠতে পারে।

অতীত যুগের গ্রন্থাগারিকরা যে পরিমাণ আগ্রহ আর নিষ্ঠা নিয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন, ঠিক সে পরিমাণ যত্ন নিয়ে গ্রন্থ সম্পদকে সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগাতেন না। গ্রন্থ সংরক্ষণ অবশ্যই আজকের দিনের যে কোন গ্রন্থাগারের প্রাথমিক কাজ কিন্তু চরম লক্ষ্য নয়।

গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা যথার্থ উপজীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে আনা যেত অনেক আগেই, যদি গ্রন্থাগারের দ্বিবিধ ভূমিকা—সংরক্ষণ আর বিতরণ-অনুসারে তাদের দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হ'তো। এমন কি ব্রিটিশ মিউজিয়মের মতো পুরোপুরি সংরক্ষণধর্মী গ্রন্থাগারের মধ্যেও গ্রন্থ পঠন পাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একে বলা যেতে পারে গ্রন্থের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসারণ। গ্রন্থাগারিকের এই পরস্পর বিরোধী কার্যক্রম—সংরক্ষণ ও বিতরণ একই সঙ্গে নিতে হয়।

বস্তুতঃ, মানুষের মহত্তর জীবনবোধের প্রেরণা তাকে সর্বদাই পাশব থেকে ঐশী বৃত্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সমস্ত গ্রন্থসম্পদের অবাধ ও মুক্ত বিতরণ, জ্ঞানানুশীলনের অগ্রগতির তথা প্রতিটি সাধারণ মানুষের কল্যাণের একমাত্র সহায়ক এবং এর সুপরিকল্পিত পন্থা নির্দেশের চেয়ে মহত্তর কাজ আর কিছুই হ'তে পারে না। গ্রন্থাগারিককে তাই মানুষের বহুকষ্টার্জিত জ্ঞান সম্পদকে আগলে বেড়ালেই চলবে না। যন্ত্রবাহক না হয়ে হ'তে হবে যন্ত্রসাধক। সমাজ তার কাছে অনেক কিছু আশা করে।

"গ্রন্থাগার তার উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে পারে সুতীক্ষ্ণ মেধা শক্তি-সম্পন্ন এবং সুসম বিচারবোধ বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায়। শুধুমাত্র পুঁথিসর্বস্ব ভারবাহী অপূর্ণতা বা কোন বিশেষ সংস্কারাচ্ছন্ন একদেশদর্শিতা ও তজ্জনিত অবাঞ্ছিত আনুকূল্য মানসিক বিকারেরই নামান্তর। গ্রন্থগারিককে এ সমস্ত দোষমুক্ত হ'তে হবে। তার মধ্যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য ও সুবিবেচনার সমন্বয় ঘটবে এবং তার লক্ষ্য হবে জ্ঞানের অগ্রগতি।"

British Library Association এবং University of London School of Librarianship এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরী রিচার্ড টেডার ১৮৮২ সালে বলেছিলেন, "গ্রন্থাগারিকের কাজ ক্রমশঃই বৈজ্ঞানিক রীতি নির্ণীত রূপ নিচ্ছে এবং গ্রন্থাগারিকেরা যে পরিমাণে তাঁদের উপজীবিকার শিক্ষা-বিস্তারের ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তুলতে পারবেন, জনসাধারণের কাছে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ততই আদরণীয় ও গ্রহণীয় হ'য়ে উঠবে।

গ্রন্থাগারিকের পদ পেতে হ'লে যখন বিশিষ্ট শিক্ষা ও বিশিষ্ট গুণাবলীর একান্ত প্রয়োজন, তখন অন্যান্য পেশার তুলনায় কাঞ্চনমূল্য এত কম কেন? গ্রন্থাগারিকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয় নিশ্চয়ই। বরং এর বিপরীতটাই সত্যি। বস্তুতঃ বহুদিন থেকেই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সহজ এবং 'অকাজের কাজ' হিসাবে চলে আসছে। অনলস কর্মনিষ্ঠা বা উদ্যম নয়, অলস জ্ঞান সমৃদ্ধির অচল বিলাস।

যে কাজ যে কোন শিক্ষিত (বা, বহুক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত) লোকের দ্বারাই সম্ভবপর বলে ধরে নেওয়া হয়, তার কাঞ্চনমূল্য যথোচিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই বিশিষ্ট রীতিতে সুশিক্ষিত এবং সুনিপুণ কর্মীর প্রয়োজন এসে পড়ছে—তখন এঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সন্দেহ নেই। একজন সুদক্ষ ও নিপুণ কর্মীর সেই মূল্য দাবী করার অধিকার আছে—যা কোন সখের কর্মীর ধারণাতীত।

টেডার সাহেবের এই উক্তি ভারতের গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের গ্রন্থাগারিকদের উৎসাহ দেবে অবশ্যই।

কোন একক শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট হ'লে যেমন সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থাগুলো তার প্রভাব এড়াতে পারে না, শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় তাদের মধ্যে, তেমনিই লণ্ডন বা নিউইয়র্কের গ্রন্থাগারিকেরা যদি অসহযোগ সুরু করেন তবে তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত বুদ্ধিজীবি সমাজে দেখা দেবে।—প্রকাশক ছাত্র, ও শিক্ষক সমাজও রেহাই পাবে না তার থেকে। আমরা অবশ্যই গ্রন্থাগারিকদের এই অপকীর্তিতে প্রণোদিত বা উৎসাহিত করছি না। পরন্তু, জাতির অগ্রগতিতে তাঁরা যে অপরিহার্য, এই কথাটি যেন তাঁরা তাঁদের কর্মধারার মধ্য দিয়ে জন-সাধারণকে বুঝিয়ে দেন ও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা যোগ্য স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

বস্তুতঃ এঁদের একক ভূমিকা এবং অবদান বাস্তব মূল্যায়ন সাপেক্ষ নয় বলেই দুরূহ।

গ্রন্থাগারিকের স্বাতন্ত্র তাঁর বিশিষ্ট কর্মে। মুক্ত স্বাধীন চেতনার স্বপ্ন স্বর্গে, সুখশান্তি ভরা জীবনের অমৃতলোকে উন্নীত হওয়ার মহৎ ও অপরিহার্য সমস্যার সম্মুখীন যে সাধারণ মানুষ, তার মৌলিক প্রশ্নের সদুত্তর একমাত্র জ্ঞানে তথা গ্রন্থে। একমাত্র গ্রন্থাগারিকই তাকে জানবার এবং জেনে বাঁচবার পন্থা নির্দেশ করতে পারেন। সুতরাং বিভিন্ন সমস্যার যথার্থ ও দ্রুত সমাধানের জন্য এঁদের সাহায্য অপরিহার্য।

আধুনিক জনচেতনার জটীল গ্রন্থিমোচনে যাঁর বুদ্ধি ও সুচতুর নির্দেশনা সর্বাধিক সহায়ক গ্রন্থাগারিকের বিশিষ্ট ভূমিকা তাঁকেই অর্পণ করা যেতে পারে এবং এই গুণেই তিনি গুণী।

অনন্ত পারং কিল শব্দশাস্ত্রং। গ্রন্থ সংখ্যাও তাই ক্রমবর্ধমান। অনাগত কালের মুদ্রিত সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় তাই অসম্ভব বললেও চলে।

বই বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে তার সংরক্ষণ বিতরণের সমস্যাও। সমাজ মানসের বিকাশে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ক্রমশঃই অধিকতর প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ছে।

গ্রন্থাগারিকের উপজীবিকা শুধু বিস্তৃততর স্বীকৃতিই দাবী করে না, মহত্তর উন্নততর ও সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার শপথেও সে আবদ্ধ।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] শ্রাবণ ঃ ১৩৬৫ [৪র্থ সংখ্যা

শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালয়

আমেদাবাদ

এম, এম, প্যাটেল *

১৯৩১-৩২ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন উগ্ররূপ ধারণ করেছিল। আমেদাবাদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শিক্ষালয় এবং শিক্ষালয় সংলগ্ন গ্রন্থালয় এবং অন্যান্য সংগৃহীত সামগ্রী সম্বন্ধে কি কর্তব্য, কর্তৃপক্ষ এই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। গুজরাত বিদ্যাপীঠ এবং সবরমতী আশ্রমের পুস্তক সম্বন্ধেও ঠিক এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমের সব গ্রন্থগুলি আমেদাবাদ পৌর প্রতিষ্ঠানকে এই শর্তে দিতে রাজী হলেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠান একটি গ্রন্থালয়ে এই গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ করবেন এবং এই গ্রন্থালয়ের দ্বার সমস্ত জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত রাখবেন। অনান্য সংগৃহীত দ্রব্যাদির জন্য একটি সংগ্রহশালাও সৃষ্টি করতে হবে। স্বর্গীয় গণেশ বাসুদেব মাভলংকর তখন পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রমুখ ছিলেন এবং স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ ব্রজরায় দেশাই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। তারা উভয়েই গান্ধীজীর এই প্রস্তাবকে সাদরে অভিনন্দন জানালেন এবং গ্রন্থালয় পরিচালনা ভার আমেদাবাদ পৌর-

---

* প্রবন্ধটির লেখক শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালয়ের গ্রন্থাগারিক। ইনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একজন অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। সম্মেলনে গুজরাতী কবিতা বাংলায় এবং বাংলা কবিতা গুজরাতীতে ভাষান্তরিত করে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি 'গ্রন্থাগারের' জন্য এই প্রবন্ধটি লিখেছেন।

প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে রাজী হ'ল। এই সময় স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিশ্বনাথ পাঠকের প্রচেষ্টায় শ্রীরসিকলাল মানেকলাল শেঠ তাঁর পিতার স্মরণার্থে গ্রন্থালয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করতে স্বীকৃত হলেন। এই ভাবে যখন গ্রন্থালয়টির একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের উগ্রতায় ভাঁটা এল। তখন স্থির করা হ'ল যে গুজরাত বিদ্যাপীঠের গ্রন্থগুলি সেখানেই থাকবে, কিন্তু সবরমতী আশ্রম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বজায় রইল। ১৯৩৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় মহাত্মাজীর পূত হস্তে গ্রন্থালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল। এই অনুষ্ঠানে শ্রীরসিকলাল মানেকলাল শেঠ এবং গান্ধীজী যা বলেছিলেন তা আমাদের নিয়ত প্রেরণা জোগাবে। শেঠ শ্রীরসিকলাল বলেছিলেন, "আমার স্বর্গীয় পিতার পুণ্য স্মৃতি কোন সংস্থার সঙ্গে চিরস্থায়ী হয় তা আমি ভাবছিলাম। এই সময় সবরমতী আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের গ্রন্থগুলি পৌর প্রতিষ্ঠানকে দান করবার সিদ্ধান্তে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবার সুযোগ পেলাম। আমার মনে হয় এই সংস্থার নাম 'শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালয় এবং গান্ধী জ্ঞান মন্দির' রাখা হোক। আমার আর একটি প্রস্তাবও আছে যে এ সংস্থার কার্যকরী সমিতিতে তিনজন সাহিত্যিককে নেওয়া হোক।"

গান্ধীজী কিন্তু কোন সংস্থার সঙ্গে নিজ নাম যুক্ত করবার অনুমতি দিলেন না। গান্ধীজী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবার সময় বললেন, "পুস্তকালয়ের জন্য বেতন দিয়ে একজন কুশলী গ্রন্থালয়ী রাখতে হবে যিনি সমস্ত গ্রন্থ সম্ভারের সুষ্ঠু সংরক্ষণ করতে পারবেন। এই পুস্তকালয়ে হরিজনদের আসতে দেবে। যদি তারা চায় তাদের বই দিয়ো। অনেক জৈন ভদ্রলোকদের বাড়ীতে দেখেছি যে অনেক ভাল ভাল বই শুধু রেশমের কাপড়ে বাঁধা থাকে। এ দেখে আমার চোখে জল আসে।"

বাপুজী আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমরা তা যথা সম্ভব পালন করবার প্রয়াস পেয়েছি। তিনি আমাদের মধ্যে আজ আর নেই। যদি থাকতেন তা হ'লে এই পুস্তকালয় ও সংগ্রহশালা দেখে খুসী হতেন, এবং তাঁর আশীর্বাদ এই দুই সংস্থার উপর ঝরে পড়ত। আজ আমাদের মনে হয় শেঠ শ্রীরসিকলাল এই সংস্থার সঙ্গে গান্ধীজীর নাম যুক্ত করবার যে প্রস্তাব করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাপুজী অবশ্য স্বাভাবিক সৌজন্য ভরে সেই প্রস্তাবকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থালয় গড়ে উঠল ঃ

বাপুজী কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উৎসবের পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হ'ল। এই সময়ের মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠান গ্রন্থালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সুরু করেছেন, গান্ধীজীর গ্রন্থসংগ্রহ পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে এসে পৌঁছে গেছে, এবং শেঠ শ্রীরসিকলালের প্রতিশ্রুত অর্থও পাওয়া গেছে। একটি আদর্শ গ্রন্থালয় স্থাপন করতে যে তিনটি জিনিষের প্রয়োজন তা সবই আছে। এবার কেবল গ্রন্থালয়টির দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উদ্ঘাটন করাই বাকী রইল। ১৯৩৮ সালের ১৫ই এপ্রিল মুক্ত ভারতের স্থপতি সর্দার বল্লভ-ভাইএর শুভহস্তে "শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালয়ের" দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। আমেদাবাদে একটি আদর্শ গ্রন্থালয়ের সৃষ্টি হ'ল।

আমেদাবাদ গ্রন্থাগার ভবন

কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থালয়ের পুস্তক সমূহের সংরক্ষণ এবং গ্রন্থালয়কে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য একজন গুণী ও কর্মনিষ্ঠ গ্রন্থালয়ী নিয়োগ করবার আবশ্যকতা অনুভব করলেন। শ্রীকিকুভাই দেশাই গ্রন্থালয়ের প্রথম গ্রন্থালয়ী হ'বার গৌরব লাভ করেন। গ্রন্থালয়ের সাফল্যের জন্য গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থালয় কর্মী এই তিনের সুসমন্বয় প্রয়োজন। এই আদর্শ এই গ্রন্থালয়ে সফল হয়েছে।

বিকাশের পথে যাত্রা ঃ

কয়েক বৎসরের মধ্যেই গ্রন্থালয়ের কাজ বেড়ে যাওয়ায় আরো বেশী জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শ্রীরসিকলাল পুনরায় উদার হস্তে ১২৫০০০৲ টাকা দান করলেন। এই অর্থে গ্রন্থালয়ের যে নতুন অংশ তৈরী হ'ল শ্রীরসিকলালের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মাতার নামে সে অংশের নাম হ'ল "শ্রীমতী সুভদ্রা বেন মানিকলাল বাচনালয়"। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার নতুন করে গ্রন্থালয়ে জায়গার অভাব অনুভূত হ'ল। এবারও সাহায্যের জন্য শ্রীরসিকলালের কাছে আবেদন জানানো হল। তিনি নিরাশ করেন নি। তৃতীয় বারে তিনি ১২৫০০ টাকা দান করলেন। এবার তার পুত্র কিশোরের নামে "বাল-কিশোর বিভাগের" সৃষ্টি হ'ল। ১৯৫৬ সালের ১৪ই জুন এই বিভাগের উদ্বোধন করলেন বোম্বাইয়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই।

"বাল-কিশোর বিভাগ" এখন কিশোর কিশোরীদের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিভাগে সদস্য সংখ্যা এর মধ্যে ২০০০ এ পৌঁছে গেছে। এখন বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। তবে শীঘ্রই এই ব্যবস্থা চালু করবার প্রচেষ্টা চলেছে। এই বিভাগটি আরামপ্রদ উপকরণে সজ্জিত এবং গৃহের মনোরম রং ও গ্রন্থসম্ভার কিশোর কিশোরীদের স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ করে। তা' ছাড়া বাল-গ্রন্থালয়ে আসঙ্গ পদ্ধতি (open system) রাখায় বালকেরা খুসী মত বই খুঁজে নিয়ে পড়ে। এতে এদের পাঠস্পৃহা বেড়ে যায়।

সম্প্রতি পৌর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ রাখবার জন্য পৃথক একটি দোতলা ঘর তৈরী করা হয়েছে। এই গৃহে আনুমানিক ১ লক্ষ পুস্তকের স্থান সঙ্কুলান হবে। গ্রন্থালয়ের মোট পুস্তক সংখ্যা এখন ৭০,০০০। প্রতি বৎসর ৩৫০০ থেকে ৪০০০ গ্রন্থ গ্রন্থালয়ে সংযোজিত হয়। এ ছাড়া গ্রন্থালয়ের বাচনালয় বিভাগে (Reading Room) দেশ বিদেশের প্রায় ৪০০ শত সাময়িক পত্রিকা আছে।

গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বাড়ছে পাঠকের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। মোট পাঠক সংখ্যা এখন ৬,০০০ এ দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থের বার্ষিক পরিক্রমণ (Circulation) বেড়ে এখন ১,২৫,০০০ পর্যন্ত পৌঁচেছে। পাঁচ বৎসর পূর্বেও এই সংখ্যা ছিল ৭৫,০০০ থেকে ৮০,০০০।

এই গ্রন্থালয় স্থানীয় জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এই গ্রন্থালয়ের যাঁরা সদস্য ছিলেন এবং এখনও আছেন তাঁরা যখন

এসে বলেন যে তাঁদের জীবনের সফলতার জন্য এই গ্রন্থালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ তখন মনে হয় গ্রন্থালয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

প্রায় এক বছর হল গ্রন্থালয় ১৩ ঘণ্টা খোলা থাকছে। বাচনালয় বছরের ৩৬৫টি দিন খোলা থাকে। সম্প্রতি গ্রন্থাগারে আসঙ্গ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

প্রাতঃস্মরণীয় বাপুজী আশ্রমের গ্রন্থ দান করে এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গ্রন্থালয়ের বীজ রোপন করেছিলেন। শেঠ শ্রীরসিকলাল মানেকলাল গ্রন্থালয় ভবন দান ক'রে সে বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন এবং আমেদাবাদ পৌর প্রতিষ্ঠানের উদার আর্থিক সাহায্যের বারি সিঞ্চনে এই বীজ থেকে বিরাট মহীরূহের সৃষ্টি হ'ল। আমেদাবাদের জনগণ এই বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল আস্বাদনে পরিতৃপ্ত।

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই গ্রন্থালয় ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রন্থালয়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নেবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে।

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম*

বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছদ্ম নাম	আসল নাম
১। অকপট চন্দ্র ভাস্কর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩। অপরাজিত দেবী	ঐ
৪। অনুপমা দেবী	ঐ
৫। অমলা দেবী	ললিতানন্দ গুপ্ত
৬। অ-কৃ-ব	অজিতকৃষ্ণ বসু
৭। অ-আ-ই	প্রাণতোষ ঘটক
৮। অমরু	সুশীল রায়
৯। অমিতাভ	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
১০। অবধূত	কালিকানন্দ অবধূত
১১। আন্নাকালী পাকড়াশী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২। আনন ঘোষাল	পঞ্চানন ঘোষাল
১৩। আনন্দসুন্দর ঠাকুর	প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
১৪। ইন্দ্রজিৎ	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৫। ইন্দ্রমিত্র	অরবিন্দ গুহ
১৬। উদয়ভানু	প্রাণতোষ ঘটক
১৭। উদয়ন	সুশীল রায়
১৮। এককলমী	পরিমল গোস্বামী
১৯। ওমর খৈয়াম	সৈয়দ মুজতবা আলী
২০। কমলাকান্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২১। কমলাকান্ত শর্মা	প্রমথনাথ বিশী

---

* বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল প্রবন্ধটি আষাঢ় ১৩৬৫-র গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে। ছদ্মনামের সঙ্কলনটি মূল প্রবন্ধের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হ'ল।

ছদ্ম নাম	আসল নাম
২২। কপিঞ্জল	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
২৩। কলেজ বয়	জগদীশ ভট্টাচার্য
২৪। কালকূট	সমরেশ বসু
২৫। কালপেঁচা	বিনয় ঘোষ
২৬। কাল পুরুষ	সুবোধ ঘোষ
২৭। স্কট টমসন	প্রমথনাথ বিশী
২৮। গুরুধন	সুরেন্দ্রনাথ সেন (ডি-পি-আই)
২৯। চন্দ্রহাস	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০। চা-কর	মনোরঞ্জন গুহ
৩১। চিত্রগুপ্ত	মনোমোহন ঘোষ
৩২। জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৩। জবালি	বিমল মিত্র
৩৪। টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
৩৫। টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র)	চুণিলাল মিত্র
৩৬। দিকশূন্য ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭। দিবাকর শর্ম্মা	রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
৩৮। দীপক চৌধুরী	নীহার ঘোষাল
৩৯। ধনঞ্জয় বৈরাগী	তরুণ রায়
৪০। নবকুমার কবিরত্ন	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৪১। নীলকণ্ঠ	দীপ্তেন্দ্রনাথ সান্যাল
৪২। নন্দী ভৃঙ্গী	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৪৩। নন্দী শর্ম্মা	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৪। নিরপেক্ষ	অমিতাভ চৌধুরী
৪৫। নিশাচর	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪৬। প্রিয়দর্শী	সৈয়দ মুজতবা আলী
৪৭। পরশুরাম (১)	*শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮। পরশুরাম (২)	রাজশেখর বসু
৪৯। পাঁচু ঠাকুর	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০। পঞ্চানন্দ	ঐ

	ছদ্ম নাম	আসল নাম
৫১।	পত্রনবীশ	রমাপদ চৌধুরী
৫২।	পরীক্ষিৎ	রণজিৎ সেন
৫৩।	প্রজাপতি	নিত্যানন্দ সাহা
৫৪।	প্র-না-বি	প্রমথনাথ বিশী
৫৫।	প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত	সুশীল রায়
৫৬।	প্রমথনাথ শর্মা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৭।	বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৮।	বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
৫৯।	বিপ্রমুখ	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৬০।	বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৬১।	বেদুইন	দেবেন দাস
৬২।	বিরূপাক্ষ	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
৬৩।	বুদ্ধু ভুতুম	নির্মল চৌধুরী
৬৪।	বিক্রমাদিত্য	অশোক গুপ্ত
৬৫।	বিজ্ঞান ভিক্ষু	ললিত মুখোপাধ্যায়
৬৬।	ব্যোপদেব শর্মা	জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
৬৭।	বোধিসত্ত্ব মৈত্র	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
৬৮।	বেতাল ভট্ট	কালিদাস রায়
৬৯।	ভানু সিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭০।	ভীষ্মদেব খোসনবীশ	বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭১।	ভাস্কর	জ্যোতির্ময় ঘোষ
৭২।	মহাস্থবির	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
৭৩।	মৌমাছি	বিমল ঘোষ
৭৪।	যুবনাশ্ব	মনীশ ঘটক
৭৫।	যাযাবর	বিনয় মুখোপাধ্যায়
৭৬।	রঞ্জন	নিরঞ্জন মজুমদার
৭৭।	রায় পিথোরা	সৈয়দ মুজতবা আলি
৭৮।	রূপদর্শী	গৌরকিশোর ঘোষ
৭৯।	রৈবত	অজিত দত্ত

ছদ্ম নাম	আসল নাম
৮০। রোদ্দুর	রামেন্দ্র দেশমুখ্য
৮১। লীলাময় রায়	অন্নদাশঙ্কর রায়
৮২। শঙ্কর	মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
৮৩। শঙ্কর নাথ রায়	প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য
৮৪। শীলভদ্র	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৫। শ্রীম (মাস্টার মশাই)	মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত
৮৬। শ্রীমতী কনিষ্ঠা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮৭। শ্রীশান্তানু	শান্তি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৮৮। শ্রীবাসব	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৮৯। শ্রীখেলোয়াড়	পুষ্পেন সরকার
৯০। শ্রীযুত দশ অবতারে এক অবতার	রাম সর্বস্ব বিদ্যাভূষণ
৯১। সত্যপীর	সৈয়দ মুজতবা আলী
৯২। সুদর্শন চৌধুরী	নারায়ণ চৌধুরী
৯৩। সমুদ্রগুপ্ত	পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী
৯৪। সম্বুদ্ধ	অমূল্য কুমার দাশগুপ্ত
৯৫। সংযুক্তা দেবী	শান্তাদেবী ও সীতাদেবী (যুগ্মভাবে)
৯৬। সত্য সুন্দর দাস	মোহিতলাল মজুমদার
৯৭। সতুবদ্যি	শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত
৯৮। স্বপনবুড়ো	অখিল নিয়োগী
৯৯। হরিদাস নামানন্দ	সতীশ চন্দ্র রায়
১০০। হরিদাসী নামানান্দ	ঐ
১০১। হাতুড়ী	প্রমথ নাথ বিশী
১০২। হর্ষদেব	বিমল কর
১০৩। হুতোম	কালী প্রসন্ন সিংহ

——

ভারতীয় মানক সংস্থা ও গ্রন্থাগার

ভারতীয় মানক সংস্থা ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানক সংস্থা থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুর মান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়টিকে যাচাই করে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন কারখানায় কিছু পরিমাণ সালফিউরিক এসিড কেনা হবে। কি কি গুণ সম্পন্ন হলে এই এসিডে কারখানার অভিষ্ট কার্য সিদ্ধি হবে তা সংস্থা নির্ধারিত মানের পক্ষে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। যিনি এই সালফিউরিক এসিড উৎপাদন করেছেন তিনি যদি এই মানের সঙ্গে মিল রেখে তা তৈরী করেন তবে উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়েরই সুবিধা হয়। সংস্থা প্রণীত মানের উপর নির্ভরশীল থাকলে উভয় পক্ষের কাজ সহজতর হবে, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে, এই মান নির্ধারণের ব্যাপারে মানকসংস্থা শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।

আজ মান নির্ধারণের কাজ কেবলমাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ চলেছে।

ভারতীয় মানক সংস্থা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত মান প্রণয়ন করার জন্য মানকসংস্থার 'ডকুমেণ্টেশন' বিভাগীয় সমিতি ও তার সন্ধানে কতগুলি উপসমিতি গঠিত হয়েছে। এই বিভাগীয় সমিতিটিকে সংক্ষেপে E C 2 বলা হয়। এর উপসমিতিগুলির নাম ঃ

E C 2 : 2—Documentary Reproduction

E C 2 : 3—Book and periodicals

E C 2 : 5=Alphabetization and Abbreviations for Titles of Periodicals.

E C 2 : 7=Transliteration

E C 2 : 8—Library Technique

প্রয়োজনমত আরও উপসমিতি গঠিত হইবে। ডাঃ এস আর রঙ্গনাথন বিভাগীয় সমিতির সভাপতি।

এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত মানগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :

I. S. 4—1949 Practice for make-up of Periodicals

I. S. 18—1949 Abbreviation of titles of Periodicals

I. S. 382—1952 Practice for Alphabetic Arrangement

I. S. 790—1956 General Structure of Preliminary pages of a Book

I. S. 791—1956 Half-Title Leaf of a Book

I. S 792—1956 Title-Leaf of a Book

I. S. 793—1956 Author Statement in the Title—Page of a Book

I. S. 794—1956 Practice for table of contents.

I. S. 795—1956 Canons for Making Abstracts.

I. S. 796— Glossary of Cataloguing Terms.

শেষোক্তটি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পরিষদ কথা

মালদহে শিবির শিক্ষণ কেন্দ্র

পরিষদের সংগঠন ও সহযোগিতা শাখার উদ্যোগে বিগত জুন মাসের ১৩ই হইতে ২৪শে তারিখ পর্যন্ত মালদহ বি. আর. সেন জেলা গ্রন্থাগারের একটি শিবির শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। মালদহের সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মীরবহর মহাশয়ের আমন্ত্রণে এই শিবিরের কার্য পরিচালনা করা হয়। শিবিরটি পরিচালনা করেন সংগঠন ও সহযোগিতা শাখার আহ্বায়ক এবং তাঁহাকে সাহায্য করেন পরিষদ গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশোক বিশ্বাস, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীমোহনলাল পোদ্দার। পাঁচজন মহিলা সহ মোট ২৬ জন গ্রন্থাগার কর্মী এই শিবিরে শিক্ষালাভ করেন। বি. আর. সেন, গ্রন্থাগারের প্রায় ৪,০০০ পুস্তকের বুক বোর্ড ও সূচী এই শিক্ষার্থিগণ কর্তৃক নির্মিত হয়। অবশ্য এই ৪,০০০ পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলি একই পুস্তকের প্রতিলিপি ছিল। শিবিরের কর্মিগণ শিক্ষাগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

শিবিরের শিক্ষা সমাপনান্তে ২৪শে জুন সায়াহ্নে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করা হয়। পরিষদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সমিতির আহ্বায়ক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থাগার সংগঠনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেন।

এ্যাড্রেসোগ্রাফ যন্ত্র

পরিষদ হইতে চিঠি-পত্র এবং গ্রন্থাগার প্রেরণের সুবিধার্থে সভ্যদের নাম ঠিকানা মুদ্রণের জন্য একটি এ্যাড্রেসোগ্রাফি যন্ত্র ক্রীত হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতি কার্য এখনও শেষ হয় নাই। আষাঢ় সংখ্যা 'গ্রন্থাগার' প্রেরণের সময় আংশিকভাবে এই যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় শ্রাবণ সংখ্যা প্রেরণের সময় প্রস্তুতি কার্য শেষ হইবে।

সভ্যদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া মোড়কের উপর মুদ্রিত নাম ঠিকানা নির্ভুল আছে কিনা লক্ষ্য করেন। যদি কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে খুব শীঘ্র মোড়কটি ও সঠিক ঠিকানা পরিষদের দপ্তরে পাঠাইয়া দেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

নর্থ ইন্টালী কমলা লাইব্রেরী ॥ ৬, পামার বাজার রোড, কলিকাতা-১৫ ॥

নর্থ ইন্টালী কমলা লাইব্রেরীর ৪৭তম (১৯৫৭-৫৮) বাৎসরিক কার্য-বিবরণীতে আর্থিক অভাবের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সভ্যসংখ্যা ও পৌর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস এই অর্থাভাবের কারণ। বর্তমান সভ্যসংখ্যা ২৩৭। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে সভ্য সংখ্যা যথাক্রমে ২৬০ ও ৩০০ ছিল। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত পুস্তকের সংখ্যা আনুমানিক ৯০০০। আলোচ্য বৎসর ২০৪৭ খানি বই সভ্যদের মধ্যে আদান-প্রদান হইয়াছে। সম্পাদক অভিযোগ করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ২৩ খানি পুস্তক "বহু পত্রালাপ ও মৌখিক অনুরোধ সত্ত্বেও সভ্যদের নিকট হইতে ফেরত পাওয়া যায় নাই।" পাঠকক্ষে প্রধান প্রধান দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। দৈনিক পাঠকের সংখ্যা গড়পড়তা ৭৫।

নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিউট ॥ ২৭।২৮, স্যার গুরুদাস রোড, ১৩, জয়নারায়ণ টি, পি, লেন, কলিকাতা-১১ ॥

এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ইহা উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, বহু পুরাতন জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পুস্তক এবং পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও উন্নত ধরণের আধুনিক গ্রন্থাগার যে রীতিতে পরিচালিত হয়, তাহা এখনও এই পরিচালনার কার্যে অবলম্বিত হয় নাই। অন্যান্য বহু কারণের ভিতর অর্থাভাবই ইহার প্রধানতম কারণ।"

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৮,৯৫৭। আলোচ্য বৎসর আনুমানিক ৬,০৪৮ খানি পুস্তক সভ্যদের মধ্যে লেন-দেন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের গৌরীমোহন মিত্র পাঠাগারে ৪৭ খানি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩০ জন পাঠক উহা পাঠ করেন।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯০১ সালে স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্বাচল ॥ ৩০, অবিনাশ কবিরাজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥

পূর্বাচল উত্তর কলিকাতার একটি সাংস্কৃতিক গ্রন্থাগারের পাঠকরা কি ধরণের বই পছন্দ করেন, সম্প্রতি তাহারা ইহার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাদের বার্ষিক স্মারক উৎসব পত্রিকায় (১৩৬৫) প্রকাশিত "পূর্বাচল আয়োজিত পরিসংখ্যান থেকে কি পেলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হইল ঃ

গ্রন্থাগারের পাঠকরা বা যে কোন পাঠকই কি ধরণের বই পড়তে চান বা পছন্দ করেন তার একটা মোটামুটি হিসাব নেওয়া আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছা।

গোটা বাংলা দেশের পাঠকদের কাছ থেকে পরিসংখ্যান নেওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সবকিছু করা বাঞ্ছনীয়। তবু আমরা যতদূর সম্ভব সংযত হয়ে একটা পরিসংখ্যান পত্র তৈরী করি। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে, কলকাতার বহু গ্রন্থাগারে ও ব্যক্তিগতভাবে অনেককেই পরিসংখ্যান পত্র পাঠান হয়।

আমরা আশা করব ভবিষ্যতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা ঐ রকম কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সুসংগত ভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে সক্রিয় ভাবে পরিসংখ্যান নেওয়ার কাজে সচেষ্ট হবেন। এই আন্দোলনের শোভাযাত্রার পুরোভাগে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি পেছন থেকে কোন জয়ধ্বনি বা সমর্থন না পেয়েই। কার্যক্ষেত্রে নেমে যে অভূতপূর্ব সমর্থন পেয়েছি তার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকেই আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিসংখ্যানকে অনেকে ভাল চোখে দেখেন না। কারণ সংখ্যা দিয়ে পাঠক রুচি ও মান নির্ধারণ করা যায় না। এর কারণ অধিকাংশ ব্যক্তিরাই নিজের বাস্তব রুচির সঠিক উত্তর দেন না।

আমরা জানি, প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকই বলে দিতে পারেন পাঠকরা কি কি ধরণের বই পছন্দ করেন। তবু আমরা সরাসরি পাঠকদের কাছ থেকেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছি।

জবাব চেয়েছি শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। অনেকেই বিষয়টি চিন্তা করেছেন এবং তাদের মন্তব্য যা লিখেছেন তা অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

পরিসংখ্যানের জবাব দিয়েছেন শতকরা ২০ জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৫ জন। প্রৌঢ়রা খুব কমই অংশ গ্রহণ করেছেন।

বাংলা বই পড়েন শতকরা ৯০ জন। বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই পড়েন শতকরা ৫ জন।

কি কি ধরণের বই পছন্দ করেন তার ক্রম—

(১) উপন্যাস (২) ভ্রমণ (৩) রহস্য রোমাঞ্চ (৪) রম্য রচনা (৫) কবিতা (৬) ছোট গল্প (৭) প্রবন্ধ (৮) জীবনী।

রাজনীতি, নাটক, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতি তেমন টান নেই। তবে অনুবাদের চাহিদা বেশী। বিজ্ঞান ও ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকও অনেকে চেয়েছেন।

বেশীর ভাগ লোকেরই ভ্রমণ ও উপন্যাস ভাল লাগে। প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র, তারপরই অবধূত।

প্রায় লোকেই রাত্রে ও ছুটির দিন বই পড়েন। মেয়েরা কিছু কিছু দুপুরে বই পড়েন।

বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ছাত্র, ছাত্রীরা ও চাকুরেরা। ব্যবসায়ী শতকরা তিনজন।

রাইটার্স কাউন্সিল লাইব্রেরী ॥ ২৩৫, রাসবিহারী এভিন্যু ॥ কলিকাতা-২৯ ॥

বিগত ৩০শে জুন গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃণাল পালচোধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন আয়র্লন্ডের থোমন্ড রাজ্যের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

গত ২০শে জুলাই বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভা হয়। পরিষদের সভাপতি জেলা শাসক সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ, পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ ও বর্তমান বর্ষের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচন হয়।

সভার প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ চোধুরী পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলিয়া এই সভা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু সভাপতির রুলিং বাতিল করিয়া দেয়।

বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠের পর ঐ সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হয়। নির্বাচনের পূর্বে পুনরায় পাঠাগারের ভোটাধিকার সম্পর্কে তীব্র আলোচনা হয়। সভাপতির অভিমত ব্যক্ত হইলে নারায়ণ চৌধুরী, জহর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্যগণ সভাস্থল ত্যাগ করেন। নির্বাচনের ফলাফল :—

সহসভাপতির পদে শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য ১১৭ ভোট পাইয়া শ্রীপ্রমথ বক্সীকে (৬০) পরাজিত করেন। সাধারণ সদস্য পদে আশুতোষ মিশ্র ১২০ এবং শ্রীকৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০ ভোট পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীবিজয় পালকে (৩৮) পরাজিত করেন। গ্রন্থাগার সদস্য পদের জন্য সদর মহকুমা হইতে মোজাম্মেল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। অপর দুইটি মহকুমা হইতে কোন প্রার্থী না থাকায় আসন শূন্য আছে।

(দৃষ্টি, বর্ধমান। ৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৬৫ সাল)

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ॥ হাওড়া ॥

জেলা পাঠাগার সংঘ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৫৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম দেওয়া হইল : সর্বশ্রী অবলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদাপ্রসাদ মণ্ডল, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবানন্দ দাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পতিতপাবন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যসাধন হালদার, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার মজুমদার, অমূল চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র আইচ, অলককুমার সেনগুপ্ত, মদনমোহন দত্ত, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জহরলাল বসু, সন্তোষকুমার দাশ, ননীগোপাল দেব, প্রণবকুমার বসু, দীপকচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি, বাসুদেব রায়, কাশীনাথ ঘোষ, অরুণকুমার মিত্র, অমিতাভ বসু।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী ॥ পোঃ বাণীপুর ॥ হাওড়া ॥

বিগত ২৭-৭-৫৮ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক মুরারিমোহন রায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন উক্ত বিবরণীতে তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীসুরথমোহন পাল মহাশয় কর্তৃক গ্রন্থাগারের নামে দশ কাঠা জমি দান, হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা কর্তৃক গ্রন্থাগারকে পল্লী গ্রন্থাগার হিসাবে অনুমোদন ও উক্ত পরিকল্পনা

লিলুয়া সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ॥ ৩, কুন্দন লেন, লিলুয়া ॥ হাওড়া ।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩৭ জন, মোট পুস্তক সংখ্যা ৫৪১। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ সকলের নিকট উন্মুক্ত। এখানে ৭ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ।

১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পরিবেশিত হইল ঃ

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
সদস্য সংখ্যা	২১১	২১৯
পুস্তক সংখ্যা	২৬০৬	২৭৭০
বাঁধান পত্র পত্রিকার সংখ্যা	২১৫	২১৫
বাৎসরিক পুস্তক আদান প্রদান	১৫৬০০	১২৭৮১

৩১শে মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত বাংলা পুস্তকের বিষয় বিভাগ ঃ

সাধারণ—১৩, দর্শন—৭, ধর্ম—৭৬, অর্থনীতি—৪, বিজ্ঞান—২২, কলা—২০, সাহিত্য—২০৭৩, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি—১৩৬৪, সাহিত্য সমালোচনা—১৯৩, নাটক—১২৮, কবিতা—১১৫, শিশু সাহিত্য—২৭৩, ইতিহাস, ভুগোল, জীবনী ইত্যাদি—১৫৫।

বিবরণীতে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ

"বিগত কার্যবিবরণীতে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণ কার্যের সামান্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সদস্য পাঠাগারগুলিতে পুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি মোটর ক্রয় করা হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক সরবরাহ সুরু হয় নাই। বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য আমরা পরিষদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।"

বর্তমান কর্মপরিষদের সভ্যগণ ঃ সভাপতি—ব্যোমকেশ মজুমদার। সম্পাদক—বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক—ফণীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—অনিল বন্দোপাধ্যায়।

বিবিধ বার্তা

অবাঞ্ছিত পাঠক ঃ

গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ কি শুধু জ্ঞান পিপাসু পাঠককে আকর্ষণ করে ? গ্রেট বৃটেনের Liskerad এর আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিক Mr. P. Wightman এর অভিজ্ঞতা অন্যরকম। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে Liskerad Reading Room এ একদল লোক কেবল ঘুমাইতে অথবা গল্প করিতে আসে। Daily Mail, Daily Herald এবং Daily Express এই তিনখানি দৈনিক পত্রিকাই ইহাদের আকর্ষণের বস্তু। Mr. Wightman এর মতে এই তিনখানি পত্রিকায় সাধারণতঃ অসামাজিক ও অপরাধমূলক সংবাদ ফলাও করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেজন্য তিনি পরীক্ষামূলকভাবে এই তিনখানি পত্রিকা পাঠকক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিয়া তাহার বদলে Connoisseur, Discovery, New Scientist এবং National Geographic Magazine পত্রিকা রাখেন। নিজ কার্যের সমর্থনে তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে লিখিত এক পত্রে মত প্রকাশ করেন যে যদিও গ্রন্থাগার স্বর্গে লইয়া যাইবার একমাত্র রাস্তা নয় তবুও পাঠকের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার অনেক কিছু করিতে পারে। কিন্তু জনমত দেখা গেল গ্রন্থাগারিকের বিরুদ্ধে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পত্রিকাগুলি পুনরায় পাঠকক্ষে ফিরিয়া আসিল।

Luton গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র পাঠকে কেন্দ্র করিয়া বাজী ধরা, তর্ক বিতর্ক এমন কি হাতাহাতিও হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পুলিশের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এখন পুলিশ প্রত্যহ তিনবার করিয়া এই সমস্ত "অবাঞ্ছিত" পাঠকদের বাছিয়া বাহির করিয়া পাঠকক্ষ হইতে সরাইয়া দিয়া যায়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকের ক্ষতি ঃ

গ্রন্থাগারের পুস্তকের যাহারা ক্ষতি করেন তাহাদের সম্বন্ধে সকলেই কঠোর মন্তব্য করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন গ্রন্থাগারিক পেশার কেহ এই অপকর্ম করেন তাহাদের নিন্দা করিবার ভাষা কোথায় ?

লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের (গ্রেট বৃটেন) Liason পত্রিকার জুন সংখ্যায় লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গ্রন্থাগারের সাময়িক পত্রিকা হইতে পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া লইবার ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

কাগজ তৈয়ারীর নূতন উপাদান ঃ

দেরাদুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালাইয়া লিখিবার ও ছাপাইবার উপযোগী কাগজ তৈয়ারী করিতে চীর বৃক্ষ ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই বৃক্ষ বহির্হিমালয়, শিবালিক পর্বতমালা এবং প্রধান প্রধান হিমালয় নদী, উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই বৃক্ষের আঁশ খুব লম্বা। ইহা বর্তমানে রেলের পাড়ল (sleeper) তৈরী করিতে ব্যবহৃত হয়।

লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের এসোসিয়েট ঃ

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে চাকুরীর ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের এসোসিয়েটদের ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বাংলা রুশ অভিধান ঃ

সোবিয়েৎ পাঠক সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃই বাংলা সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলা দেশের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাসের পরিচয় লাভেচ্ছু সোভিয়েৎ পাঠকদের সুবিধার জন্য মস্কোর রাষ্ট্রীয় অভিধান প্রকাশন ভবন একটি বাংলা-রুশ অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন।

এই অভিধানে আধুনিক বাংলা ভাষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত ৩৮,০০০টি শব্দ ও বাক্যাংশের রুশ প্রতিশব্দ ও অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিশিষ্টে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের, ভৌগোলিক নামের একটি তালিকা বঙ্গাব্দ-শকাব্দ প্রভৃতি বর্ষ গণনার ও পঞ্জিকা নির্ণয়ের বঙ্গীয় ও ভারতীয় রীতিপদ্ধতির ব্যাখ্যা এবং বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই বাংলা রুশ অভিধান প্রকাশিত হইবার ফলে বাংলা ভাষা জানা সোভিয়েৎ ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা সংবাদপত্র, পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠে বিশেষ সুবিধা হইবে। সর্বাধিক উপকৃত হইবেন তাঁহারা—যাঁহারা বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের রুশ অনুবাদের কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, একটি সংক্ষিপ্ত রুশ-বাংলা ও বাংলা-রুশ অভিধানও এই প্রকাশন ভবন কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

অন্যান্য দেশের খবর

অষ্ট্রীয়ার প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

এই বৎসর এপ্রিল মাসে ভিয়েনা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ভিয়েনার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য এই প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার চালু করিয়াছেন।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মোটর গাড়ীটি ছয় চাকা যুক্ত, ইঞ্জিন সমেত ইহার দৈর্ঘ ৪০ ফুট ও বিস্তার ৮ ফুট। ইঞ্জিনের অংশটি আলাদা করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা আছে।

গাড়ীটি তিনটি কক্ষে বিভক্ত। ইঞ্জিনের দিকের কক্ষে গ্রন্থাগারিকের দপ্তর। ইচ্ছা করিলে তিনি চালকদের পার্শ্বেও বসিতে পারেন। মধ্য অংশে বই রাখিবার জায়গা এবং গাড়ীর পিছনে দরজার দিকের অংশে পাঠকক্ষ। পুস্তক আদান প্রদানের কাউণ্টার দ্বারা এই দুই অংশকে পৃথক করা হইয়াছে। পাঠকক্ষে লিখিবার জায়গাসহ দশখানি চেয়ার আছে। এই কক্ষে কাপড় চোপড়, টুপি এবং ছাতা রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। একটি বোতাম টিপিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে গ্রন্থাগারিক অথবা বাহির হইতে পাঠকেরা গ্রন্থাগারের দরজা খুলিতে পারেন।

গাড়ীটিতে উপযুক্ত আলো এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। বিস্তরণ কর্মের জন্য গাড়ীতে ফিল্ম ও লাউড স্পীকার আছে।

এই গ্রন্থাগার হইতে বর্তমানে ১৮টি জেলার ২১টি বিতরণ কেন্দ্রে মাসে দুইবার করিয়া পুস্তক সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৬,০০০।

বুলগেরিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার

বুলগেরিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯৪৪ সালে ছিল ৬,৯৯৫। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় দুইগুণ হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে পুস্তকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ১৯৪৪ সালে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩৯,৪৫,০০০ এবং বর্তমানের সংখ্যা হইল ১,৫৩,৩৬,০০০ অর্থাৎ প্রায় চারিগুণ বাড়িয়াছে। ১৯৫৬ সালে ২,২৮,০০,০০০ খানি পুস্তক এই সমস্ত গ্রন্থাগারে আদান প্রদান হইয়াছে অর্থাৎ জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু গড়ে তিনখানি করিয়া বই।

বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নিঃশুল্ক।

গ্রন্থ সমালোচনা

ভারতের মুক্তি সন্ধানী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৫·০০ টাকা। পৃষ্ঠা ২৭৩।

দীর্ঘ পরাধীনতার পর ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে! একদিনে হয় নাই। গ্রন্থকার তাঁহার ' মুক্তির সন্ধানে ভারত" নামক পুস্তকে ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র আঁকিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে—জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল মনীষী এই বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদান করিয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার স্বর্ণযুগ—এই যুগেই বাংলার সুসন্তানগণ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প ও জাতীয়তার প্রচার প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের ফলই সমগ্র দেশ পরবর্তীকালে ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবন কথা আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং দেশের তরুণেরা ইহাদের সহিত পরিচিত হইলে স্বাধীন ভারতের নানা উন্নয়ন কার্যে আরও উৎসাহ পাইবেন।

এই গ্রন্থে বারোটী জীবন-কথা স্থান পাইয়াছে। যথা—রামগোপাল ঘোষ (১৮২৪-১৮৬৮), ব্যবসায়ী ও বক্তা, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১), সাংবাদিক, রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), আদর্শ শিক্ষক ও সাহিত্যিক, নবগোপাল মিত্র (ন্যাশনাল নবগোপাল বলিয়া খ্যাত) ,শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০—১৯১১), অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং পরম বৈষ্ণব, মনমোহন বসু (১৮৪৪-১৮৯৬) প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং জাতীয়তা প্রচারক, আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) শিক্ষাব্রতী, দেশনায়ক ভারত সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)

জাতীয়তার জনক, অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২) স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) শিক্ষাব্রতী এবং জন-নেতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯০৭)—হিন্দু ক্যাথলিক খৃষ্টান প্রসিদ্ধ 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক এবং ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, বিদেশে জন্মিয়াও ইনি ভারত সেবা পরায়ণা এবং ভারতগত প্রাণ।

প্রত্যেকটী জীবনকথা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুলিখিত। স্বাধীন ভারতে পূর্বগামী স্বদেশভক্তগণের কর্ম ও সাধনার আদর্শ যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। জগতের এবং স্বদেশের নূতন পরিবেশে এরূপ গ্রন্থ পাঠকের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা যোগাইবে। আমরা এই গ্রন্থের বিপুল প্রসার কামনা করি।

—অনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদকীয়

নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি

শীঘ্রই পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণের দ্বাবিংশ বার্ষিক পরীক্ষা সুরু হবে। এই পরীক্ষায় যাঁরা সাফল্য লাভ করবেন তাদের ভিতর অনেকেই গ্রন্থাগারিক বৃত্তি অবলম্বন করবেন আশা করা যায়। কারণ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

পরিষদ পরিচালিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিভংগী অন্য যে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে একটু স্বতন্ত্র। পরিষদের মূল লক্ষ্য রাজ্যব্যাপী সর্বসাধারণের উপযোগী সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পেঁৗছাতে হলে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৩৭ সালে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

মূলতঃ সমাজ সেবার মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন না করলে ভবিষ্যতে হয়তো আশা-ভঙ্গজনিত হতাশা মানসিক শান্তিকে ব্যাহত করবে। আজ এই প্রশ্ন নিয়ে ভাববার সময় এসেছে এই জন্য যে সর্ব-সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আজ দেশের সরকারের কাছে তথা জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা ও শাখা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। দেশের জনসমাজের সংগে এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সাক্ষাৎ সম্পর্ক। আজ যারা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষায় কুশলী হয়ে এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের দায়িত্ব তাই অপরিসীম।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অগ্রসর দেশগুলির গ্রন্থাগারিকদের ভিতরও আজ মাঝে মাঝে একটা হতাশাব্যঞ্জক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সেদেশে জনসমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারের অবদান সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও তাঁরা দেখেছেন যে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাঁদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাদের দরদ কেবল মাত্র মৌখিক—কেবলমাত্র নির্বাচনী বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই অনেক

গ্রন্থাগারিক জীবনের মধ্যাহ্নে এসে প্রথম জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেন। তখন নিজের বৃত্তির উপর সাময়িকভাবে অথবা চিরকালের মতই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নিজকেই প্রশ্ন করেন, "গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কী? আমি কেন গ্রন্থাগারিক হ'লাম?"

আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে নবগঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদেরও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। তারা অনুভব করতে পারেন যে শিক্ষার্থী জীবনে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বৈজ্ঞানিক কলা কৌশলগুলি আয়ত্ত্ব করেছেন কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবার বা সেই আদর্শকে অনুসরণ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ নেই। একদিকে জনসাধারণ হয়তো তাঁর প্রবর্তিত বিধি ব্যবস্থা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করছেন না—তাঁকে সমালোচনায় জর্জরিত করে তুলছেন, অন্যদিকে পরিচালকদের মহল থেকে মধ্যে মধ্যে এমন নির্দেশাবলী আসে বা গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যুক্তিসংগত প্রস্তাবগুলি এমনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনেও অনুরূপ প্রশ্ন উঠবে। যদি গ্রন্থাগারের মূলভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা পরিষ্কার থাকে এবং নিজের পেশা ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচলিত আস্থা থাকে তবে এই আত্মজিজ্ঞাসা দুর্বলতার লক্ষণ নয়।

গ্রন্থাগারিকের সংখ্যার স্বল্পতা এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব আংশিকভাবে এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। বছরে একবার করে সম্মেলনে মিলিত হওয়া ছাড়া পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নেই। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা এত নগণ্য যে তার মাধ্যমে ভাব বিনিময়ের সুযোগ নেই। পাশ্চাত্য দেশে পত্র পত্রিকার প্রাচুর্য থাকলেও সেখানে গ্রন্থাগারের মৌলিক প্রত্যয় অপেক্ষা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নততর কলা কৌশল সম্পর্কিত আলোচনার আধিক্য দেখা যায়।

কেউ গ্রন্থাগারিক হতে চান। গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেই তিনি গ্রন্থাগারিক হতে পারেন। এই ব্যবস্থার ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কলা কৌশল শিক্ষা সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এই বৃত্তির প্রতি কি পরিমাণ বিশ্বাস আছে তা পরীক্ষা করবার সুযোগ মেলে না। এর ফলেই অনেক কৃতী ছাত্র উত্তরকালে নিজ বৃত্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। গ্রন্থাগারিক বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে সমাজসেবা। এর জন্য

একাগ্রতার প্রয়োজন। অল্প বেতনে অধিক সময় কাজ করা এই বৃত্তির পুরস্কার। চিরজীবনের মত সফলতার সংগে এই কার্যে ব্রতী থাকতে হলে গ্রন্থাগারিককে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে গ্রন্থাগার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য—গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের মঙ্গলের জন্য। কতজন গ্রন্থাগারিক নিজকে বিচার করেছেন যে তিনি এই বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন কিনা?

"আমি বই ভালবাসি", "আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিকতম কলা কৌশলে পারদর্শী" এই দাবী গ্রন্থাগারিক হবার যথেষ্ট যোগ্যতা নয়। সে জন্যই যখন কোন পাঠক গ্রন্থাগারিক প্রবর্তিত বিজ্ঞান সম্মত কোন বিধি ব্যবস্থার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন অথবা গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর কেউ সে ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তখন গ্রন্থাগারিকের মনে হবে তার এতদিনের শিক্ষা বিফল। বই ভালবাসা পুস্তক সংগ্রাহকের (Book collector) যোগ্যতা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কলা কৌশল গ্রন্থাগারিক পেশার ছাড়পত্র, কিন্তু শেষ কথা নয়। বই পড়ার আনন্দকে অন্যের সংগে ভাগ করে নিতে হবে, বইয়ের ভিতর যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করবার জন্য অন্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে। আজীবন এই ত্যাগের জন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই। দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য আমরা যাদের উপর নির্ভরশীল যেমন ডাকতার কর্মী, ট্রামবাস চালক বা জল সরবরাহ ব্যবস্থার কর্মী, তাদের প্রতি আমরা সব সময় সজ্ঞানে ঋণী বলে অনুভব করি না—একাজ তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য বলেই মনে হয়। কোন কারণে এদের সেবা যদি ব্যাহত হয় তখনই তাদের সম্বধে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়। গ্রন্থাগারিকের জনসেবা ঠিক অনুরূপভাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থাগারিক নিজকে জনসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে মনে করবেন —জনসমাজের সর্ববিধ কার্যাবলীর সংগে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হবে। সে জন্য গ্রন্থাগারের চারি দেয়ালের মধ্যে নিজ কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জনসমাজের সামগ্রিক জীবনের সংগে নিজকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই কার্যে সফল হলেই গ্রন্থাগারটি সমাজজীবনের স্থায়ী কার্যকরী শক্তি হয়ে উঠবে। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কারণ কি এবং কেন তিনি গ্রন্থাগারিক এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন। •

ভ্রম সংশোধন

অনবধানতাবশতঃ বর্তমান সংখ্যায় কতগুলি গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কিছু ছাপা হইবার পর কয়েক স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনমত সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন ঃ

পৃঃ ৯৮ ক্রমিক সংখ্যা ৬১, দেবেন দাস স্থলে দেবেশ রায়।

পৃঃ ৯৮ ক্রমিক সংখ্যা ৬৭ মৈত্র স্থলে মৈত্রেয়।

পৃঃ ১০০ পংক্তি ১৯ সন্ধানে স্থলে অধীনে

পৃঃ ১০০ পংক্তি ২০ EC 9 স্থলে EC 2

,, ,, ২৩ Book স্থলে Books

,, ,, ২৪ Alphabetigation and Abbrerіations স্থলে Alphabetization and Abbreviations

,, ,, ২৬ Translateration স্থলে Transliteration

পৃঃ ১০১ সর্বত্র 1.5 স্থলে I.S.

,, পংক্তি ৫ Abbreriation স্থলে Abbreviation

,, ,, ৭ Priliminary স্থলে Preliminary.

,, ,, ১৩ Ptactical স্থলে Practice

,, ,, ১৪ Comons স্থলে Canons.

,, ,, ১৫ Glossars স্থলে Glossary

পৃঃ ১০২ এ্যাড্রেসোগ্রাফ যন্ত্র শীর্ষক সংবাদে পংক্তি ২ এ্যাড্রেসোগ্রফি স্থলে এ্যাড্রেসোগ্রাফ

(পৃঃ ১০৬ শেষাংশ)

অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। এই বিবরণী ও বিগত বর্ষের পরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বর্তমান বৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইয়াছেন ঃ—

সভাপতি—নীরদ বরণ পাল, সহঃ সভাপতি—ডাঃ মুরারিমোহন রায়, সাধারণ সম্পাদক—সলিল কুমার পাল, সহঃ সম্পাদক—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারটি ১৯১৯ সালে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] আশ্বিন ঃ ১৩৬৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্কুল লাইব্রেরী (৩)

পরিকল্পনা ও পরিচালনা

জন স্মিটন

স্কুল লাইব্রেরী সংগঠন করতে গেলে আমাদের প্রথমেই ভাবতে হবে সমস্ত লাইব্রেরীর জন্য একটি পৃথক্ কক্ষ থাকা বেশী সুবিধাজনক, না লাইব্রেরীর বই-গুলিকে বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন ক্লাস ঘরে বণ্টন করা বেশী সুবিধাজনক।

সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবস্থাই দেখা যায়। প্রত্যেক ক্লাসে রাখা থাকে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই আর কিছু অবসর যাপনের বই। এই বইগুলো ক্লাসে ব'সে পড়াও যায় কিংবা বাড়ীতেও নিয়ে যাওয়া যায়। যদিও ক্লাস ঘরে থাকায় বইগুলো ছেলেদের পক্ষে ইচ্ছামত পাওয়ার সুবিধা হয় তবুও লাইব্রেরীকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে ভাগ করায়, এদের সংরক্ষণ করা হয় কঠিন এবং অব্যবহার্য বইগুলিকে নিষ্কাশন করা আর নূতন বই সংগ্রহ করা বিষয়ে একটি নিয়ম অনুসরণ করাও হয় দুরূহ। ক্লাস লাইব্রেরীর উপযোগিতা আছে— কিন্তু এইগুলো স্কুল লাইব্রেরীর অনুকল্প হ'তে পারে মনে ক'রলেই ভুল হবে। ক্লাস লাইব্রেরীগুলোকে পৃথক্‌ভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে— তাদের জন্য টাকার ব্যবস্থাও হবে আলাদা। অবশ্য একথা বাহুল্য যে স্কুল লাইব্রেরী সংগঠনের নীতি অনুযায়ীই ক্লাস লাইব্রেরীগুলোকেও গ'ড়ে তুলতে হবে।

অনেক স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুসৃত পন্থা অবলম্বন ক'রে স্কুল লাইব্রেরীকে বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ের বইগুলিকে সেই সেই বিষয়ের পাঠ-কক্ষে রাখা হয়। এইভাবে ইতিহাসের বইগুলো, ইতিহাস-কক্ষে, বিজ্ঞানের বইগুলো বিজ্ঞান-কক্ষে যায় এবং শেষ পর্যন্ত

এইগুলো পৃথক গ্রন্থ-সংগ্রহে পরিণত হয়। এই জাতীয় পুস্তক-সংগ্রহ সবিশেষ মূল্যবান্। বিশেষ ক'রে যদি যে শিক্ষকের প্রযত্নে এটা গ'ড়ে ওঠে তিনি উৎসাহী হন, নিজের বিষয়ের বই সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ রাখেন এবং নিজের সংগৃহীত বইগুলোকেও এই সঙ্গে সংযোজিত করেন। কিন্তু এই সংগ্রহ যতই মূল্যবান্ হোক না কেন আর এরূপ সংগ্রহ যতগুলিই বিদ্যালয়ে থাকুক্ না কেন, বিদ্যালয়ে ব্যাপক একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত কারণে অনুভূত হবে ঃ—

(১) আজকালকার দিনে খুব কমই বিষয় আছে যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ইতিহাসের বইতে ভূগোল, শিল্পকলা, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় এসে যায়। বস্তুতঃ কোন বিষয় ভাল ক'রে পড়াতে গেলেই আলোচনা বিষয়ান্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'য়ে ওঠে। এই বিষয়ান্তর ব্যাপ্তির অনুযায়ী পাঠের ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে সমস্ত স্কুলের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয়।

(২) বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ একত্রিত করা হ'লে মনুষ্যের জ্ঞান-রাজ্যের একটা পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়—এবং বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক সংগ্রহের চেয়ে তা' মানুষের ঢের বেশী কাজে লাগে। গ্রন্থাগারের উপযোগিতা গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার অনুপাতে বর্ধিত হয়।

(৩) উচ্চ স্তরের যে সব প্রবন্ধ রচনা ক'রতে হ'লে একাধিক বিষয়ের জ্ঞান দরকার হয় সেগুলো কেন্দ্রীভূত গ্রন্থাগারের সাহায্যে রচনা করা অনেক সহজ।

(৪) যে সমস্ত ছাত্র ইতিহাসের বিশেষ অধ্যয়নে রত অথচ শিল্পকলা সম্বন্ধে আগ্রহশীল, পুস্তক সংগ্রহ পৃথক্ পৃথক্ করা হ'লে, তাদের পক্ষে উভয় বিষয়ের বই পাওয়া অসুবিধাকর।

(৫) বইগুলোকে ক্লাস হিসাবে বা বিষয় হিসাবে আলাদা আলাদা জায়গায় রাখা হ'লে সমস্ত স্কুলের প্রয়োজনে সর্বদা সেগুলি পাওয়া অসুবিধাজনক।

(৬) লাইব্রেরীর বইগুলোকে আলাদা ক'রে ফেললে তাদের সবগুলোর উপর তদারক করা কঠিন।

(৭) অনেক বইতেই বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থাকার ফলে পৃথক্ বিষয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলতে হ'লে অনেক বইয়ের বহু প্রতিলিপি সংগ্রহ ক'রতে হয়। তা'তে অনেক অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির ফল অকারণ অর্থব্যয় হয়।

সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে ক্লাস-লাইব্রেরী ও বিষয় লাইব্রেরীর অনুকূলে

যত যুক্তিই দেখান যাক্ সমস্ত স্কুলের একটি লাইব্রেরী সংগঠনের অনুকূলে যুক্তি তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তাই শিক্ষা দপ্তর প্রচারিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সম্পর্কিত নিয়মাবলীতে বলা হ'য়েছে সব স্কুলে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক্ কক্ষ নির্দিষ্ট রাখ্‌তে হবে।

অনেক ভাল স্কুলেই বিজ্ঞানের জন্য স্কুল বাড়ীর একটি অংশ পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট রাখা হ'য়েছে। ভাল স্কুলে লাইব্রেরীর জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা না থাকার কোনও কারণ নেই। গ্রন্থাগার অংশে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি থাকা উচিত ঃ—

(ক) মূল লাইব্রেরী, এখানে বইগুলি সংরক্ষিত থাক্‌বে। (খ) পাঠকক্ষ, এখানে থাক্‌বে সাময়িক পত্র আর কোষ গ্রন্থ; এখানে সমস্ত ক্লাসের সব ছেলে এক সঙ্গে ব'সে (Project) পরিকল্পিত সমস্যা সম্পূরক অধ্যয়ণ বা কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে ততখানি স্থান থাকা প্রয়োজন (গ) এক বা একাধিক পাঠকক্ষ, যেখানে ছোট ছোট দলে ছেলেরা অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা ক'র্‌তে পার্‌বে এবং (ঘ) গ্রন্থাগারের দপ্তরশালা—এখানে থাক্‌বে বই রাখার মত প্রচুর আলমারী, আসবাব পত্র এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কর্মীদের স্থান ও উপকরণ। এই অংশ গ্রন্থাগারের পশ্চাদ্‌ভাগে রাখা যেতে পারে।

অবশ্যই উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল সেটা আমাদের আদর্শ এবং খুব কম বিদ্যালয়ই এই মান অনুযায়ী জায়গার ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারবে। কিন্তু স্কুল যদি গ্রন্থাগারের জন্য একখানি মাত্র ঘর ও সাধারণ আসবাবপত্রের ব্যবস্থাও ক'র্‌তে পারে—ত'া হ'লেও কেন্দ্রীভূত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন করাই উচিত, কেননা বিকেন্দ্রীকৃত কয়েকটি পুস্তক সংগ্রহের চেয়ে এ ঢের বেশী কার্যকরী।

স্কুল লাইব্রেরীর স্থান বিষয়ে ন্যূনতম প্রয়োজন হ'চ্ছে এ রকম একটা ঘর যেখানে একটা পুরা ক্লাসের সব ছেলে বস্‌তে পারবে আর থাক্‌বে সমস্ত বই রাখবার মত প্রচুর জায়গা। প্রত্যেক ছেলের জন্য ছোট ছোট টেবিল দেবার জায়গাও থাকা চাই। বইগুলো দেয়ালের ধারে'ধারে রাখ্‌তে পারলে ভাল হয়। সাধারণতঃ বলা হয় যে, ভাল স্কুল লাইব্রেরীতে ছেলে পিছু ৮।১০ খানা বই থাকা দরকার। সুতরাং ৫০০ ছেলের স্কুলে বই থাক্‌বে ৪০০০ থেকে ৫০০০। স্কুল লাইব্রেরীর তাক ৪½ থেকে ৫ ফুটের বেশী উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং একটা পুস্তকাধারে ৫টার বেশী তাক থাকা সম্ভব নয়। ৪০০০ বই রাখতে হ'লে ৫০০ ফুট তাক দরকার। একটা আধারে ৫টি তাক থাকার হিসাবে ১০০ ফুট লম্বা পুস্তকাধারে এই বই রাখা যেতে পারে। ২০ ফুট × ৩০ ফুট কিংবা দরজা জানালার স্থান বাদ দিয়ে ২৫ ফুট × ৩০ ফুট ঘরে এই আধারের স্থান হ'তে পারে। এই ঘরকে কখনই অসম্ভব বড় বলা যেতে পারে না। পুস্তকাধারের জায়গাটুকু বাদ দিলে এই ঘরে আরও ৬৫০ বর্গ ফুট জায়গা পাওয়া যাবে। চেয়ার, টেবিল, সূচীর আধার প্রভৃতির জায়গা রেখেও এতে ৩০—৩৫টি ছাত্রের ক্লাসের সব ছেলের জায়গা অনায়াসেই দেওয়া যাবে। এখানে কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের কথাই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ ৫০০ ছেলের স্কুলের জন্য লাইব্রেরী ঘরের আকার ১২৫০ বর্গ ফুট করার সুপারিশই করা হয়।

লাইব্রেরী কক্ষের আভ্যন্তরীণ সজ্জার বন্দোবস্তের মধ্যে আলোকের বন্দোবস্তই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কক্ষের অভ্যন্তরের প্রতিটি অংশ স্বাভাবিক আলোকে আলোকিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রস্থে ২০ ফুটের চেয়ে দীর্ঘতর কক্ষের দুই পার্শ্বেই জানালার প্রয়োজন। এই জানালা পুস্তকাধারের উচ্চতম তাক অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত হইতে পারে।

পুস্তকাধারগুলি, পুস্তক আদান-প্রদানের স্থান এবং অন্যান্য আসবাবপত্র এরূপভাবে বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে গ্রন্থাগারিক সমস্ত গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন ক'র্‌তে পারেন।

আসবাবপত্র, বিশেষ ক'রে পুস্তকাধার, চেয়ার এবং টেবিল ছেলেদের ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে নির্মাণ ক'র্‌তে হবে। কিন্তু সব টেবিল এক রকম হবার দরকার নেই, ৫ ফুট × ৩½ ফুট টেবিলে ছয়টি ছেলে ব'সে প'ড়্‌তে পার্‌বে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের জন্য টেবিলের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি এবং নিম্ন মাধ্যমিকের জন্য ২৬ ইঞ্চি হ'লেই অধিকাংশের প্রয়োজন মেটাতে পার্‌বে। ৩০ ইঞ্চি টেবিলের জন্য ১৮ ইঞ্চি উঁচু এবং ছোটদের জন্য ১৪ ইঞ্চি থেকে ১৬ ইঞ্চি উঁচু চেয়ার করান দরকার। সূচীর আধার, সাময়িকপত্র সংরক্ষণের আসবাব এবং অপরাপর উপকরণ যে কোন ব্যবসায়ীর তালিকা থেকেই পছন্দ ক'রে কেনা যেতে পারে। গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রধান দুটো মূল ভিত্তি অবশ্য বর্গীকরণ ও সূচীকরণ। আমরা আগেই ব'লেছি যে স্কুল লাইব্রেরী সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। যদি কোনরূপ অসুবিধা না ক'রে স্কুলের অধ্যয়ন সমাপনান্তে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হ'তে হয়,

তা' হ'লে উভয় প্রতিষ্ঠানের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতি একরূপ হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্কুল লাইব্রেরীতে গ্রন্থবর্গগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ করা হ'লে বিশেষ কিছু এসে যায় না বটে কিন্তু সূচীগুলি বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন এবং বিন্যাস অনুবর্ণ (Dictionary) না হ'য়ে অনুবর্গ (Clasified) হ'লেই ভাল হয়। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর উপর বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদ্ সৃষ্টির জন্য ক্রমেই অধিকতর দাবী করা হ'চ্ছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়গুলোর সাজাবার পক্ষে অনুবর্গ-সূচী অনুবর্ণ-সূচী অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী।

বর্গীকরণ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে প্রচলিত কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থগুলিকে বিভক্ত করতে হবে। কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এ বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম নেই, কিন্তু ঐ অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেইটি অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে কোলন বা ডিউইর পদ্ধতির অন্যতরই অবলম্বনীয়। নিজেদের মনগড়া কোন বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে না, কেননা, কিছুদিন পরেই সমস্ত বইকে প্রচলিত পদ্ধতিতে পুনরায় সাজাবার প্রয়োজন দেখা দেবে। ব্রিটেনের বি, এন্, বি, কিংবা আমেরিকার লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেসের মত বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকলে, তাদের অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করা নিশ্চয়ই সুবিধাজনক।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হবে। এই নিয়ম যতদূর সম্ভব সরল ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়বিধ পাঠকেরই গ্রন্থাগার ব্যবহারের পক্ষে বাধা সৃষ্টি না হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে এই নিয়ম প্রস্তুত ক'রতে হবে। ছিন্ন এবং অব্যবহার্য পুস্তকগুলির গ্রন্থন, নিষ্কাশন বা পুনরানয়নের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের যা' যা' সাধারণ কাজ সে সমস্তও স্কুল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের করণীয়। এ ছাড়াও তাঁর একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে—তা' হ'চ্ছে ছাত্রদের মধ্য থেকে সাহায্যকারী শিক্ষিতও গঠিত ক'রে নেওয়া যে শুধু লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে পারবে না প্রয়োজন হ'লে দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়ে কাজও ক'রতে পারবে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সব চেয়ে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্কুলের মধ্যে গ্রন্থাগার যাতে যথোপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হয় তার বন্দোবস্ত করা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উভয়তই পরিকল্পনানুযায়ী সমস্যা

পরিপূরণের জন্য অধ্যয়নের বা প্রবন্ধ রচনার জন্য লাইব্রেরীর ব্যবহার ছাড়াও পৃথক লাইব্রেরীর কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। অবশ্যই সব সময়ই গ্রন্থাগারে বই, সূচী এবং অন্যান্য নির্ঘণ্টগুলির ব্যবহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে, এই ব্যবস্থা বিশেষ ক'রে সেই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজন যেখানকার ছেলেরা যে সব বাড়ী থেকে আসে সেখানে উপযুক্ত বই নেই বলে বইয়ের ব্যবহার শেখবার সুযোগ বা বইয়ের প্রতি অনুরাগ গড়ে ওঠবার সুযোগ নেই। সেখানে এর গুরুত্ব আরও বেশী।

লাইব্রেরীর জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখবার উদ্দেশ্য হবে (১) বইয়ের যত্ন নিতে শেখানো—বোঝাতে হবে বই তৈরী হয় কেমন করে এবং বই ব্যবহার করতে হয় কি ভাবে।

(২) গ্রন্থাগারের ব্যবহার শেখাতে হবে পরিকল্পিত শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। শেখাতে হবে—

(ক) নির্ঘণ্ট ও সূচীপত্রের গুরুত্ব ও ব্যবহার।

(খ) অভিধান, বর্ষপঞ্জী এট্‌লাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভাল কোষ গ্রন্থের ব্যবহার।

(গ) গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত বর্গীকরণ পদ্ধতি।

(ঘ) সূচীর ব্যবহার।

(ঙ) (ছবি, পরিসংখ্যান ও বিষয় ব্যাখ্যাপক চিত্র প্রভৃতি) বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের আপেক্ষিক মূল্য নিরুপণ করা।

(চ) শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগে নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করা, সাধারণ বক্তৃতা নির্মাণ করা বা আলোচনায় অংশ নেওয়া।

(ছ) ব্যক্তিগত ভাবে বা ক্লাসের সকলে মিলিত ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী (সামাজিক বা স্থানীয় বিষয় সম্বন্ধীয়) এই সব শিক্ষা দৃঢ় করে তুলতে হবে স্থানীয় সাধারধ গ্রন্থাগার দেখা ও পরিচয়ের মাধ্যমে।

গ্রন্থাগারকে কখনই কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সাধারণ ক্লাসের মত মনে করা উচিত নয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ছেলেদের মনে বইয়ের ও পাঠের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা। পড়িয়ে বা বুঝিয়ে এই উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ করা যাবে না। তাই ছাত্র ও বইয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত ও স্বাধীন সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। স্কুলের সাধারণ পাঠ্য পড়ানোর থেকে এ জাতীয় কাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ছেলেদের আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে প'ড়তে

উৎসাহিত করতে পারলেই এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এই জন্যই পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করার সময় আমি "বিনোদ-সাহিত্যে"র (Recreational book) উপর এত জোর দিয়েছিলাম।

স্কুল লাইব্রেরীতে কল্পনা-সাহিত্য আর প্রাণ-সাহিত্য উভয় ধরণের পুস্তকই থাকা দরকার। আর কেবলমাত্র আনন্দের জন্যই ছেলেকে পড়তে উৎসাহিত করা দরকার। "কেবলমাত্র আনন্দ" কথাটা আমি ইচ্ছা পূর্বকই ব্যবহার করছি-কেননা "ঘুষ দিয়ে শেখানো" প্রথায় আমি বিশ্বাস করি না।

আমার গ্রন্থাগারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় সব চেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় বলে আমি মনে করি কয়েক বৎসর আগে "Wilson Libray Bulletin"এ প্রকাশিত আমেরিকার কোন শিশু গ্রন্থাগারের দীর্ঘাবকাশ কালীন এক প্রতিযোগিতার বিবরণ। অবকাশের সময় ছেলেরা যে সমস্ত বই নিত তার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হ'ত।

স্কুল খোলবার ঠিক আগেই ঐগুলো পরীক্ষা করা হ'ত। যে সব ছেলে অন্যূন দশখানা বই নিয়েছিল তাদের বিনা পরিচয়ে ষ্টীমার-ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যে ১০ খানা বই নিয়েছে তা'কে mateদের প্রাপ্য সুযোগ দেওয়া হ'ল। ২০ খানা বই নিলেCaptainএর এবং ২৫ খানা বই নিলে Pilotএর যোগ্যতা দেওয়া হ'ত এবং তার সঙ্গে বাঁশী বাজাবার সম্মানও দেওয়া হ'ত। আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি যে সব ছেলে ষ্টীমারে যাবার যোগ্যতাও অর্জন ক'রতে পারে নি, তাদের মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল যার তুলনায় pilotএর সম্মান-পাওয়া ছেলের জ্ঞান অনেক কম। ছেলেদের ঘুষ দিয়ে বই নেওয়ান যায়, বই পড়ান যায় না।

ছেলেদের বই পড়াতে হ'লে আমাদের অন্য পন্থা অবলম্বন ক'রতে হবে। অধিকাংশ ছেলেই প্রতিষ্ঠা চায়। পাঠচক্র সংঘঠন ক'রে যদি ছেলেদের অধীত বইয়ের সংক্ষিপ্তসার লিখতে উৎসাহিত করা যায়, তা'হলে ফল হ'তে পারে। এখানে ছেলেরা যদি মিথ্যাও লেখে তা' হ'লেও তাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার অভ্যাস হবে। তা'ছাড়া পড়া বইয়েয় সম্বন্ধে ছেলেদের আলোচনা ক'রতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে—তাদের গ্রন্থাগার কেনবার জন্য নূতন বইয়ের নাম ব'লতে ও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করবার জন্য বা শিক্ষকের প্রশংসা পাবার জন্য পড়ার চেয়ে আনন্দের জন্য পড়ার গুরুত্ব অনেক বেশী। ছেলেদের প্রয়োজনীয় সব রকম বইই স্কুলে রাখ্‌তে হবে আর স্কুলে ব'সে পড়ার আয়োজনের মতই বাড়ীতে বই দেবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে।

উপসংহারে আমি আবার School Libray Associationএর Report থেকে উদ্ধৃত ক'রে ব'ল্‌বে ঃ—

"বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজ হ'চ্ছে লক্ষ্যরাখা যাতে ছেলেদের পড়া ক্রমান্বয়ে উন্নত ধরণের হয়। তাঁর পথ অনুপ্রেরণার, অনুশাসনের নয়, বঙ্কিম সরল নয়।

যত বেশী সম্ভব স্কুলের নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়েও তাই লাইব্রেরীতে ব'সে পড়বার এবং সেখান থেকে বই পাবার সুযোগ থাকা দরকার। এটাকে ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌লেই ছেলেরা এর মূল্য অনুধাবন ক'র্‌বে। আমরা ছেলেদের বাড়ীতে বই দেবার একান্ত পক্ষপাতী। জানি এতে বইয়ের ক্ষতি হবে এবং বই হারাবে। কিন্তু অর্থের এ ক্ষতি স্বীকার করা উচিত। বাৎসরিক ব্যয়ের বরাদ্দের মধ্যে এই ক্ষতির স্থান থাকা উচিত।

তর্জমা করেছেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক কপি রাইট বিধি

সাহিত্য ও শিল্প কর্মের সংরক্ষণের জন্য বার্ণ সম্মেলনে গৃহীত বিধি নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক বিধিটি ব্রাসেলস্‌-এর সম্মেলনে যেভাবে অনুমোদিত হইয়াছে তাহাতে ভারত সম্মতি দিয়াছে। গত ২১শে আগষ্ট (১৯৫৮) ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান-দলিলে স্বাক্ষর করেন। উহা ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) সুইস কনফেডারেশনের সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ২১শে অক্টোবর (১৯৫৮) হইতে ঐ সম্মতি-দলিল কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বার্ণ সম্মেলনে গৃহীত বিধিই কপিরাইট সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক বিধি। ১৮৮৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বার্ণ সহরে এই বিধি গৃহীত হয় এবং ১৮৯৬ সালে প্যারী নগরীতে উহার পূর্ণতা সম্পাদন করা হয়। পরে ১৯০৮ সালে বার্লিন সহরে, ১৯২৮ সালে রোম নগরীতে, এবং ১৯৪৮ সালে ব্রাসেলস্‌ সহরে উহা সংশোধন করা হয়।

প্রথম হইতেই ভারত বার্ণ সম্মেলনের সদস্য আছে। ১৯৪৮ সালে ব্রাসেলস্‌-এ গৃহীত বিধিতে ভারত স্বাক্ষর করিয়া থাকিলেও, ভারতীয় কপিরাইট আইন ব্রাসেলস্‌-এ গৃহীত বিধির সহিত সম্পূর্ণ সংগতিযুক্ত না হওয়ায়, ঐ বিধি ভারত স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। ১৯৫৭ সালের কপিরাইট আইন ১৯৫৮ সালের ২১শে জানুয়ারি কার্যকরী হয়। ইহার ফলে ভারত ব্রাসেলসে গৃহীত বিধিতে সম্মতি দিতে পারিয়াছে। অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ফ্রান্স ও ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল, গ্রীস, ইসরাইল, ইতালি, লিচেনষ্টাইন, লুক্সেন-বার্গ, মরক্কো, মোনাকো, ফিলিপাইনস্‌, পর্তুগাল ও পর্তুগাল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া, তুরষ্ক, বৃটেন, ভ্যাটিক্যান সিটি ও যুগোশ্লাভিয়া ব্রাসেলসে গৃহীত বিধি সমর্থন করিয়াছে বা উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

ব্রাসেলসে গৃহীত বিধিতে অনেক নূতন, বিষয় প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে— যেমন, সিনেমাকে সাহিত্যের মত সমানভাবে বিচার করা হয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং বিচার ক্ষেত্রে প্রদত্ত বক্তৃতা সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে একমাত্র কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কোন দেশে একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ইউনিয়নভুক্ত এক বা একাধিক দেশে উহা প্রকাশিত হইলে উহা যুগপৎ প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কোন পুস্তকের যথেষ্ট সংখ্যক কপি জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইলে উহা "প্রকাশিত পুস্তক" বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন স্থাপত্য শিল্প যে দেশে নির্মিত হইয়াছে সেই দেশকেই ঐ শিল্পের উৎপাদক দেশ বলিতে হইবে, ঐ শিল্পের সৃষ্টিকর্ত্তার দেশকে নহে। ইউনিয়নের বহির্ভুক্ত দেশের শিল্প স্রষ্টার দ্বারা যে দেশে তাঁহার শিল্প প্রথম প্রকাশিত হয় সেই দেশ যদি তাঁহার অধিকার রক্ষায় বিধিনিষেধ আরোপ করে, তবে ইউনিয়নের অন্যান্য দেশ তাঁহার ব্যাপক রক্ষায় বাধ্য থাকিবে না।

বিধিতে মঞ্জুরীকৃত নিম্নতম অধিকার রক্ষা মেয়াদ হইল শিল্পীর আয়ুষ্কাল ও তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসর। তবে চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে নহে। যুগ্ম শিল্পীর শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকার রক্ষা মেয়াদ শেষ জীবিত শিল্পীর মৃত্যুর দিন হইতে হিসাব করিতে হইবে।

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও সাময়িকপত্র হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিবার এবং কোন্ প্রবন্ধ বা সাময়িক পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া সংক্ষিপ্ত সংবাদে দেওয়ার অধিকার ঐ বিধিতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার কতকগুলি সর্ত্তে তাঁহার গ্রন্থের অভিনয় ও বেতার প্রচারের ক্ষমতা অপরকে দিতে পারিবেন। কাহাকেও রচনা আবৃত্তি করিতে দেওয়ার ক্ষমতা গ্রন্থকারের থাকিবে।

বার্ণ সম্মেলনভুক্ত দেশসমূহের সরকারদের মধ্যে যে সব বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাঠাইতে হইবে।

পরিষদ-কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৮ সালে গৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক। **সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ** (গুণানুসারে)

১০০ নন্দিতা পাল
৯২ অমিতা মিত্র
{ ৮ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
{ ৪৭ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী
১১৯ রঞ্জনকুমার সেন

খ। **সাধারণভাবে উত্তীর্ণ** (রোল নং অনুযায়ী)

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
১	বিধানগোবিন্দ অধিকারী	১৭	সন্তোষ বসু
২	রেণুকা আইচ	১৮	সুনীত বসু
৩	অসীমা বাগচী	২০	অজিতকুমার ভট্টাচার্য
৪	বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	অনিলকুমার ভট্টাচার্য
৫	দেবনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	মীরা ভট্টাচার্য
৬	দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯	নিখিলকুমার ভট্টাচার্য
৭	গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	সদানন্দ ভট্টাচার্য
৮	গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩	বি কে রাও ভোঁসলে
১২	পুলিনবিহারী বড়ুয়া	৩৫	আরতি বিশ্বাস
১৩	বিশ্বজিতকুমার বসু	৪০	মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
১৪	ঝুমুর বসু	৪১	রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
১৬	রাধানাথ বসু	৪২	শুক্লা চক্রবর্তী

রোল নং	নাম
৪৩	সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী
৪৪	মায়া চট্টোপাধ্যায়
৪৬	অচিন্ত্য চৌধুরী
৪৯	অরুণকুমার দাস
৫১	লীলা দাস
৫২	নন্দিতা দাস
৫৪	শঙ্করলাল দাস
৫৭	অরুণা দাশগুপ্ত
৬৩	সুমিত্রা দত্ত
৬৪	দীপালী দত্ত চৌধুরী
৬৫	বিজয়কৃষ্ণ দেব
৬৮	জল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়
৬৯	শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক
৭০	ছায়া ঘোষ
৭১	হাসি ঘোষ
৭২	হিরন্ময় ঘোষ
৭৩	কৃষকান্ত ঘোষ
৭৫	প্রতিমা ঘোষ
৭৭	সুনীলবরণ গোস্বামী
৮১	সুলেখা গুপ্ত
৮৩	দেবসাধন হালদার
৮৪	কৃষ্ণাকুমারী যাদব
৮৫	আদিত্য নারায়ণ কুচলায়ন
৮৯	মীরা মজুমদার
৯০	নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল
৯১	অলক কুমার মিত্র
৯৩	গীতা মিত্র
৯৪	মঞ্জুরী মিত্র

রোল নং	নাম
৯৬	রেবা মুখোপাধ্যায়
৯৮	কেয়া পাল
১০৬	আরতি রায় বর্মণ
১০৭	দীপু রায়চৌধুরী
১১০	নমিতা সাহা (চৌধুরী)
১১১	নারায়ণ চন্দ্র সাহা
১১২	হিরন্ময় সান্যাল
১১৩	কল্পনা সরকার
১১৪	নারায়ণী সরকার
১১৬	চঞ্চল কুমার সেন
১১৮	মুকুল সেন
১২২	প্রতিমা সেনগুপ্ত
১২৩	প্রদ্যোত কুমার সেনগুপ্ত
১২৬	জগদ্বন্ধু শেঠ
১২৭	বিজয় বাহাদুর সিং
১২৮	অমিতা সিংহ
১২৯	দীপালী সিংহ রায়
১৩১	ভেনারেবেল এম পন্নিসেরী থেরো
এন ১৩৫	সবিতা ভট্টাচার্য
এন ১৩৮	রমা বিশ্বাস
এন ১৪২	অঞ্জলী দাস
এন ১৪৮	শীতল প্রসাদ লাহিড়ী
এন ১৫০	মহম্মদ শামসুদ্দীন
এন ১৫১	ভক্তি মুখোপাধ্যায়
এন ১৫৭	ইলা সেন
এন ১৫৮	রামদুলার সিংহ

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হইবে। বিগত দুই বৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গ্রন্থ প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কলিকাতা ও নিকটবর্তী গ্রন্থাগারগুলির সহায়তায় প্রাচীর পত্র এবং চিত্রাবলীর মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা খুবই আকর্ষণীয় হইয়াছিল। 'গ্রন্থাগার দিবস' সম্বন্ধে যাবতিয় সাহায্য পরিষদের সান্ধ্য অফিসে সাদরে গৃহীত হইবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষার (১৯৫৮) ফলাফল সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়

(১) **দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়**

প্রথম বিভাগ ঃ ৮জন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীমীরা বসু।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ ১১ জন।

তৃতীয় বিভাগ ঃ ৫ জন।

(২) **বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়**

প্রথম বিভাগ ঃ ৫ জন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীজিতেন্দ্র বর্মা।

তৃতীয় বিভাগ : ১ জন

(৩) **আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়** (সার্টিফিকেট)

প্রথম বিভাগ ঃ ১৬ জন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীসম্পতলাল শর্মা।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ ৩০ জন।

তৃতীয় বিভাগ ঃ ৫ জন।

(৪) **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**

প্রথম বিভাগ ঃ—মৃগেন্দ্রমোহন কর, সুজাতা সেন, গুরুণেক সিংহ, অজিতকুমার ঘোষ, বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ—রানুকুমার দাশগুপ্ত, দেবকুমার চক্রবর্তী, রমা দত্ত (ভাদুড়ী), সাবেরা তায়েব, প্রতীভা সরকার, সরোজ গোপাল হাজরা, অহীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, দিলীপকুমার দাশগুপ্ত, রিয়াজুদ্দিন চৌধুরী, মীরা রায়চৌধুরী, নন্দিতা ঘোষ, বিমলাভূষণ গুপ্ত, আশীষকুমার সেন, ক্ষীরোদমোহন সরখেল, ঊর্ম্মীলা রায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, শ্যামলকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস, সন্ধ্যা বসু, মীরা মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোতকুমার রায়।

তৃতীয় বিভাগ ঃ—মনোরঞ্জন রায়, নরোত্তম আঢ্য, রমা সেন, সুভাষ সমাজদার, বিনয়ভূষণ চৌধুরী, আরতী নন্দী, ওয়াজীর সিংহ, অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র রায় ।

(খ) লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ঃ

(১) **দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন** (নভেম্বর, ১৯৫৭—সার্টিফিকেট)

প্রথম বিভাগ ৫

দ্বিতীয় বিভগ ২

তৃতীয় বিভাগ ৭

এই সংস্থা গত তিন বৎসর যাবৎ এই শিক্ষণকার্য পরিচালনা করিতেছেন। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মীদের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও এই শিক্ষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে নাই তবুও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এই শিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে ! ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৭, ১১০, ১২৬ এবং ১২৭। ১৯৫৭ সালে আসন সংখ্যা ছিল ২১। ১৯৫৮ সালে ২৯ জন ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে সালের আবেদনকারীর মধ্যে ৭২ জন গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত আছেন।

(২) **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ** (সার্টিফিকেট)

সম্মান সহকারে (শতকরা অন্যূন ৬০ নম্বর) উত্তীর্ণ ৫

সাধারণভাবে (শতকরা অন্যূন ৪০ নম্বর) উত্তীর্ণ—৭৮

বিশদ ফলাফলের জন্য পরিষদ সংবাদ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৩৭ সাল হইতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। বর্তমানে তিনটি বিভাগে শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য হইতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষণ লাভ করিতে আসেন। এই বৎসর সিংহল হইতে আগত জনৈক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

ভর্তি হইবার নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্‌টারমিডিয়েট পাশ। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য সর্বসময়ের জন্য একজন রীডার এবং একজন লেকচারার নিয়োগ করা হইবে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন সর্বক্ষণের জন্য লেকচারার নিয়োগ করা হইয়াছে।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

পাঞ্জাব

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতি সন্তোষজনক। চণ্ডীগড়ে অবস্থিত রাজ্য গ্রন্থাগার এবং আম্বালা, জলন্ধর এবং ধর্মশালা এই তিনটি জেলা গ্রন্থাগারের কার্যাবলী জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত একবৎসরের মধ্যে রাজ্য গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ এবং নিজস্ব ভবনে গ্রন্থাগারটিকে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ পর্যন্ত পুস্তক সংখ্যা ২৯,২৭২। সরকার শীঘ্রই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কেরালা

কেরালা সরকার গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ এবং আসবাবপত্র ক্রয় করিবার জন্য গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্‌সম্পর্কিত

নিয়মাবলী কেরালা গেজেটে (২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৮) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নির্মীয়মান গ্রন্থাগার ভবনের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় সরকার বহন করিবেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যে নূতন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ করিতেছেন তাহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নাম অনুযায়ী নেহরু গ্রন্থাগার নামে পরিচিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই জন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সমপরিমান অর্থ ব্যয় করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভের আশা রাখেন।

মধ্যপ্রদেশের জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার উদ্যোগে সম্প্রতি "বিদ্যালয় গ্রন্থাগার" সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছে। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীএ, পি শ্রীবাস্তব এই আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন।

মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের উনত্রিশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা ডাঃ এস আর রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে ৫ই জুলাই, ১৯৫৮ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতির ভাষণে ডাঃ রঙ্গনাথন মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটির গত দুই বৎসর যাবৎ কোন সভা না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কমিটিতে মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির বারংবার অনুরোধেও কোন ফল হয় নাই। তিনি Director of Public Instructions এবং Director of Libraries এই দুইটিকে পৃথক দপ্তর করিবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। রাজ্য গ্রন্থাগারটি Director of Libraries এর পরিচালনাধীন হইবে।

এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে দুইটি প্রস্তাবে সরকারকে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের ত্রুটি গুলি দূর করিবার অনুরোধ জানান হয় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী একজন গ্রন্থাগারিককে রাজ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করা হয়। তিনিই Director of Libraries হইবেন এবং কোন বিভাগ প্রধানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

আলোচ্য বৎসরের জন্য ডাঃ রঙ্গনাথন সভাপতি এবং শ্রীকে এম শিবরামন, শ্রীকে চন্দ্র শেখরন এবং শ্রীএস এম ফসিল সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সহঃ সভাপতিবৃন্দের মধ্যে আছেন ডাঃ এ রামস্বামী মুদালিয়ার এবং মাননীয় বিচারপতি বসির আহম্মেদ সৈয়দ।

মধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীপটাশকরের সভাপতিত্বে গত ৩রা জুলাই ১৯৫৮ রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় মধ্যপ্রদেশ সরকারকে পাঁচ জন সদস্যসহ একটি লাইব্রেরী কমিটি নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। ইহার মধ্যে অন্ততঃ দুইজন কুশলী গ্রন্থাগারিক হইবেন। এই কমিটি নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবেন :

(১) রাজ্যে গ্রন্থাগারের চাহিদা নিরূপণ

(২) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করিবার পন্থা নির্ধারণ।

(৩) রাজ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবার খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

(৪) মধ্য প্রদেশের জন্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করা।

অন্যান্য দেশের খবর

নিউইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরী

নিউইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরী বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত গ্রন্থাগার। ইহার অনুলয়ী বিভাগ (Reference Dept.) দৈনিক প্রায় ১০,০০০ প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রতিদিন গড়পড়তা ৪০০ নতুন বই ও ৬৫০ খণ্ড নতুন পত্রিকা এই গ্রন্থালয়ে সংযোজিত হয়। কর্মীর সংখ্যা ২০০০। অনুলয়ী বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ৩,৬০০০,০০০। গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ ভাবে বেসরকারী অর্থে পরিচালিত।

পাকিস্তান

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকারকে ২০টি বৃত্তির জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বয়স ৩০০ বৎসর। ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০০,০০০। প্রত্যেক বৎসর আনুমানিক ৩০০,০০০ পুস্তক গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়। ২,০১০ খানি বিদেশী পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে আসে। গ্রন্থাগারের ৪৫টি পাঠকক্ষে ১৯০০ জনের এক সঙ্গে পড়াশুনা করিবার বন্দোবস্ত আছে।

রুমানিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

রুমানিয়ার গ্রন্থাগারিকেরা সম্প্রতি নিজদের পেশার উন্নতি বিধান এবং দেশে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য রুমানিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠন করিয়াছেন। এই সংস্থা রুমানিয়া সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার সংগঠন কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে জনসভা এবং সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের অবহিত করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

সম্প্রতি এই সংস্থা Indrumar Bibliologic নামে গ্রন্থাগার সংগঠন, গ্রন্থপঞ্জী এবং ডকুমেন্টেশন সম্বন্ধে রুমানিয়া ও অন্যান্য দেশের প্রকাশন সমূহের একটি সটীক পঞ্জী প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবিধ বার্তা

ইউনেস্কোর প্রচেষ্টার ফলে Universal Postal Union (UPU) বই, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মুদ্রিত পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে ডাক মাশুল হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় এই বৎসর অক্টোবর মাস হইতে এই সুবিধা কার্যকরী হইবে। এই ব্যবস্থায় Book Post মারফৎ ৫ কিলোগ্রাম (১১ পাউন্ড) ওজনের মাল পাঠানো চলিবে। পূর্বে ৩ কিলোগ্রাম পর্যন্ত পাঠানো চলিত।

*　　*　　*　　*

এখন হইতে সংবাদপত্রের ন্যায় বিমান ডাকের হারে বইও পাঠানো চলিবে। অন্ধদের ব্যবহারপোযোগী বই পাঠাইতে কোন ডাক মাশুল লাগিবেনা। UPU সদস্যদেশগুলিকে পুস্তক, পত্র, পত্রিকা প্রভৃতিকে বহিঃশুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যও অনুরোধ জানাইয়াছেন।

*　　*　　*　　*

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের স্থান সম্বন্ধে ভিয়েনাতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৮ই হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) পর্যন্ত একটি আলোচনা চক্রের বৈঠক হইবে। সুইস জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক Dr. P. Bourgeois এই আলোচনা চক্রের পরিচালক। আলোচনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে: (১) জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগঠন (২) জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থপঞ্জী সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী (৩) আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সহযোগিতা।

*　　*　　*　　*

ফোর্ড ফাউন্ডেশন Indian Statistical Institute কে ৭২,৩০০ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সাহায্যের একাংশ এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হইবে।

অনুবাদ করিবার যন্ত্র

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন এক ভাষায় কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন একটি ভাষায় অনুবাদ করিবার যন্ত্র পাওয়া যাইবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কবেক কলেজের "নিউমারিকাল অটোমিশন" বিভাগের অধ্যক্ষ সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অনুবাদ করিবার জন্য এই রকম কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকায় কেবল খুব সহজ ধরণের অনুবাদ করিবার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন মূল যন্ত্রটি প্রস্তুত করিতে প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। অবশ্য পরে ইহার নকল প্রস্তুত করিতে প্রতিটির জন্য ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার কার্য পরীক্ষামূলক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ শব্দ অনুবাদ করা যাইবে।

অনুবাদ কার্য বিশেষ গ্রন্থাগার গুলির কর্তব্যের অন্যতম অঙ্গ। এই যন্ত্র কার্যপোযোগী হইলে যে সমস্ত বিশেষ গ্রন্থাগার এই ব্যয় সাপেক্ষ যন্ত্রটি সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ সমালোচনা

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী : অধ্যাপক অমিতাভ সেন। প্রাপ্তিস্থান—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১০৭ পৃঃ মূল্য ২৲ টাকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যা এখনও অপ্রচুর। মাতৃভাষার মাধ্যমেও যে বিজ্ঞানের জটিল রহস্য সহজবোধ্য ক'রে প্রকাশ করে চলে একথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখবার প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বদাই স্বাগত জানাই।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে কোপারনিকাস, ব্রুনো, ব্রাহী, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আইনষ্টাইন প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাতজন মনীষীর জীবনী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ না করলে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সেজন্য বিজ্ঞানের ছাত্র এবং কৌতুহলী পাঠকের চাহিদা মেটানর জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাস সংকলন করবার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক সমর সেনের "বিজ্ঞানের ইতিহাস" পুস্তকের দুই খণ্ড এই ধরণের পুস্তকের সার্থকতা প্রমাণিত করেছে। সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সম্বন্ধে একক ভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। অধ্যাপক অমিতাভ সেনের এই প্রচেষ্টাকে সেজন্য অভিনন্দন জানাই।

প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের ধারা এবং পরবর্তী সাতটি পরিচ্ছদে সাতজন মনীষীর জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লেখকের ভাষা খুব স্বচ্ছ, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার উপযোগী।

এই বইখানি কৌতুহলী পাঠক ছাড়াও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি।

পরিশেষে লেখকের নিকট একটি বক্তব্য। মুখবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিজ্ঞান অতি প্রাচীন এবং এই প্রসঙ্গে আর্যভট্টের গ্রহ সমূহের কক্ষ প্রদক্ষিণ এবং ভাস্কর আচার্যের মহাকর্ষ সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল নয় কি?

—অরুণ দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয়

ভারতীয় নাম বিভ্রাট

গ্রন্থাগারের পুস্তক সূচী, টেলিফোন ডাইরেক্টরী এবং জীবনীকোষ সংকলন করতে ভারতীয় ব্যক্তি নাম বিন্যস্ত করতে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক এবং সাধারণ ভাবে এগুলির ব্যবহারকারীরা তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে পাবার জন্য সাধারণতঃ এগুলি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতীয় নাম বিন্যস্ত করবার কোন মান নির্ধারিত না হবার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় মুখ্যতঃ ব্যবহারকারীদের তার ফলভোগ করতে হয়। মনে করুন ভি, কে, কৃষ্ণমেননের লেখা বই অথবা তার টেলিফোনের নম্বরের সন্ধান চাই। এখন গ্রন্থাগারের সূচীতে অথবা টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে কি "কৃষ্ণমেনন" অথবা "মেনন" এ খুঁজব? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে তার নাম কোথাও "কৃষ্ণমেনন ভি, কে" অথবা "মেনন, ভি, কে, কে" এই ধরণে লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি কোন মান প্রচলিত থাকত তা'হলে এ বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

কিন্তু ভারতীয় নামের প্রমাণীকরণের সমস্যা অনেক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় নামের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের নামের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং নামের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেটি কার্যকর (potent) সেটিকে বিন্যস্ত করবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দেশের নামগুলি সম্বন্ধে এ সমস্যা নেই। নামের শেষ অংশটিকে প্রথমে দিয়ে অন্য অংশগুলি তারপর বসিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যে ভারতীয় নামের বেলায় অচল তা উপরের একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়।

সাধারণতঃ ভারতীয় নাম নিম্নলিখিত শব্দগুলিক একটি বা কয়েকটি শব্দ নিয়ে গঠিত :

(১) পারিবারিক নাম—একটি শব্দ অথবা দুটি শব্দ সমন্বিত।

(২) পিতার নাম।

(৩) ব্যক্তিবাচক নাম (নিজ নাম)—একটি অথবা দুটি শব্দ সমন্বিত।

(৪) জন্মস্থান অথবা পিতৃপুরুষের নিবাসের নাম।

(৫) ধর্মীয়, পিতৃপুরুষের পেশা অথবা পাণ্ডিত্যসূচক কোন শব্দ।

অঞ্চল ভেদে নামের সংগঠনের নিম্নলিখিত বিভিন্নতা দেখা যায় ঃ—

পশ্চিম অঞ্চল ঃ মহারাষ্ট্র এবং গুজরাত অঞ্চলের নাম দুই অথবা তিন শব্দ সমন্বিত। প্রথমে ব্যক্তিবাচক নাম তারপর পিতার নাম এবং শেষে পারিবারিক নাম যেমন ঃ

কানাইলাল মানেকলাল মুন্সী, জীবরাজ এন, মেহ্‌তা, গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

পূর্ব অঞ্চল ঃ বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রথমে ব্যক্তিবাচক নাম পরে পারিবারিক নাম। যেমন জ্যোতি বসু। অনেক সময় ব্যক্তিবাচক নাম দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। যেমন ঃ বিধানচন্দ্র রায়, বিমলাপ্রসাদ চালিহা, হরেকৃষ্ণ মহাতব। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সামগ্রিকভাবে দুটি শব্দ দিয়েই ব্যক্তিবাচক নামের অর্থ সূচিত হয়।

উত্তরাঞ্চল ঃ এটি মুখ্যতঃ হিন্দী ভাষী অঞ্চল। পূর্ব অঞ্চলের ন্যায় এখানেও ব্যক্তিবাচক নামের শেষে পারিবারিক নাম সংযোজিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলের কোন কোন অংশে বর্তমানে পারিবারিক নাম বর্জন করবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যেমন কংগ্রেসের নেতা শ্রীমন্নারায়ণ তাঁর পারিবারিক নাম অগ্রবাল আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করেছেন।

এই অঞ্চলের শিখ ধর্মাবলম্বীর নামের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

দক্ষিণাঞ্চল ঃ এই অঞ্চলের নামই সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথম পিতৃপুরুষের নিবাস অথবা জন্মস্থানের নাম অথবা পিতার নাম তারপর ব্যক্তিবাচক নাম এবং শেষে ধর্মীয়, পিতৃপুরুষের বৃত্তি অথবা পাণ্ডিত্যসূচক কোন একটি শব্দ নিয়ে এই অঞ্চলের নাম গঠিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে নাম ব্যবহারের স্বকীয়ত্ব। যেমন অনেকে নিজ নামের কোন অংশ ইচ্ছামত দুভাগে ভেঙে নেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রমণের পুরো নাম চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ। নিজ নাম "ভেঙ্কটরমণ"কে তিনি ভেঙে 'রমণ' শব্দটিকে আলাদা করে নিয়েছেন। এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের নাম সমস্যা আরও জটিলতর হয়েছে।

এ ছাড়া রয়েছে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের নাম সমস্যা !

ভারতীয় নাম দিয়ে কাজ করবার মুখ্য সমস্যা হ'ল নামের কার্যকর (potent) অংশটিকে নির্ধারণ করা। নামের বর্ণানুক্রম বিন্যাসের সময় এই অংশটিকে ব্যবহার করতে হবে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের নামে পারিবারিক নামই ব্যক্তি নামের কার্যকর অংশ। ভারতীয় নামের কার্যকর অংশ স্থিরীকৃত হলেও পরবর্তী অংশের অনুক্রমেও যে বিভিন্নতা দেখা যায়। সে সম্বন্ধে একটি নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারতীয় নামের সমস্যার সমাধান করতে হলে এই সমস্ত নামের প্রমাণীকরণের প্রয়োজন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি মাত্র নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত নামের যে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা আছে সেগুলি অনুধাবন করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক নিয়মাবলীর প্রয়োজন হবে।

এশীয় নামের সমস্যা নিয়ে ডাঃ রঙ্গনাথন ১৯৫৩ সালে Unescoর নিকট একটি বিবরণ পেশ করেছেন। অবশ্য এটি এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি। ভারতীয় মানক সংস্থার "আই, এস, আই বুলেটিন" পত্রিকায় (১২০—১২৫ পৃঃ, ১৯৫৬ সাল) এটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর "ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড" পুস্তকে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধুনালুপ্ত "এ্যাবগিলা" পত্রিকায় (১৩৭—১৩৯ পৃঃ, ১৯৫৪ সাল) শ্রীশাকসেনার প্রবন্ধে যুক্ত প্রদেশের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় মানক সংস্থাও ভারতীয় নামের প্রমাণীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন।

প্রতিটি অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকগণ যদি নিজ অঞ্চলের নামের সংগঠনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ভারতীয় মানক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেন তবে এ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজতর হবে।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] কার্তিক : ১৩৬৫ [৭ম সংখ্যা

গ্রন্থাগার বিলের খসড়া

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত বিগত দ্বাদশ অধিবেশনে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে প্রবর্তনের জন্য একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল উপস্থাপিত করেন। বিলটি সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হয়। যথাযথ সংশোধনের পর খসড়া বিলটি সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার্থ সারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং বিলটির একটি বঙ্গানুবাদ পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্মেলন সুপারিশ করেন।

খসড়া বিলের বঙ্গানুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্ব ও আশু প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্বে 'গ্রন্থাগারে' কয়েকবার বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিল সম্পর্কিত কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন অথবা প্রশ্ন থাকিলে পরিষদ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

পরিষদের সকল সদস্য বিশেষ করিয়া প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন খসড়া বিলটির প্রচার ও জনসাধারণের বিবেচনার জন্য সাধ্যানুযায়ী জনসভা, পাঠচক্র ইত্যাদির আয়োজন করেন এবং অনুষ্ঠান-বার্তা সংবাদ পত্রাদিতে প্রেরণ করেন।

রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার আইন

ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনা, পরিচালনা এবং তাহার মাধ্যমে নগর, পল্লী এবং অন্যান্য ধরণের গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের অপরিহার্যতা অনুভূত হইতেছে।

অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা গেল ঃ—

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১১ সংক্ষিপ্ত আখ্যা

(১) এই আইন "গ্রন্থাগার আইন ১৯৫৮" নামে অভিহিত হইবে।

বিষয় বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধভাবের কিছু না থাকিলে এই আইনে ঃ

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

১। "রাজ্য গ্রন্থাগারিক" বলিতে রাজ্য গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য রাজ্য সরকার নিযুক্ত আধিকারিককে বুঝাইবে।

২। "সাধারণ গ্রন্থাগার" বলিতে এই আইন অনুযায়ী সৃষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত অথবা পরিচালিত কোন গ্রন্থাগার এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত শাখা ও গ্রন্থ বিতরণ কেন্দ্রকে বুঝাইবে।

৩। "বিভাগীয় গ্রন্থাগার" বলিতে রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত অথবা পরিচালিত গ্রন্থাগারকে বুঝাইবে।

৪। "অনুমোদিত গ্রন্থাগার" বলিতে উপরিউল্লিখিত গ্রন্থাগার ব্যতীত অপরাপর যে সকল গ্রন্থাগার, রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গ্রন্থাগার বলিয়া স্বীকৃত হইবে সেই সকল গ্রন্থাগারকে বুঝাইবে।

৫। "বহিরাবস্থিত গ্রন্থাগার" বলিতে উপরিউল্লিখিত গ্রন্থাগার ব্যতীত রাজ্যস্থ অন্য সমস্ত গ্রন্থাগারকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

২১ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (ইহার পর শুধুমাত্র ''মন্ত্রী'' বলিয়া উল্লিখিত হইবে) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ হইবেন।

২১১ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য

রাজ্যে প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থাপনা এবং এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংস্থা সমূহের ক্রমোন্নতির বিধান এবং ইহার অধীনস্থ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যাহাতে স্ব স্ব এলাকায় জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি যথাযথ অনুসরণ করেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

২২ রাজ্য গ্রন্থাগারিক

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিজ কর্তব্য সুসম্পাদনে সহায়তার জন্য গ্রন্থাগারিক পেশার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজনকে সর্বসময়ের রাজ্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহার চাকুরীর সর্তাদি নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থার ব্যবস্থা করিবেন।

২২১ রাজ্য গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সর্তাধীন থাকিয়া রাজ্য গ্রন্থাগারিক

(১) রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবেন;

(২) লেখস্বত্ব আইনের (Copyright Act) সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, নির্দেশনা দিবেন এবং উক্ত আইনের দ্বারা সরকারের নিকট জমাপ্রাপ্ত পাঠযোগ্য পুস্তকাদি ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করিবেন;

(৩) স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনানুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতা ব্যবহারের ও কর্তব্য সম্পাদনের তত্ত্বাবধান করিবেন;

টীকা ঃ—বোধ হয় কয়েক বৎসরের জন্য কলিকাতা ও হাওড়ায় কেবলমাত্র দুইটি অনুমোদিত শহরাঞ্চল থাকিলে চলিবে।

৩১১ শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

পৌর পরিষদ অথবা পৌর নিগম সেই অনুমোদিত শহরাঞ্চলে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ হইবে। (এখন হইতে শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত।)

৩১২ পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

অনুমোদিত পল্লীঅঞ্চলের জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিতদের লইয়া গঠিত হইবে।

(১) জিলা বিদ্যালয় পর্ষৎ এর দ্বারা নির্বাচিত তিনজন সদস্য।

(২) ঐ অঞ্চলের অন্তর্গত ৫০,০০০ অথবা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রতিটি পৌর সভার দ্বারা নির্বাচিত এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত একজন করিয়া সভ্য।

(৩) ঐ এলাকার অন্যান্য সমস্ত পৌর সভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত তিনজন সদস্য।

(৪) ঐ এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা নির্বাচিত তিনজন সদস্য।

(৫) ঐ এলাকার অন্তর্গত সমস্ত কলেজের ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অধ্যক্ষদিগের দ্বারা নির্বাচিত দুইজন সদস্য।

(৬) ঐ এলাকার অন্তর্গত অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহের নির্বাচিত দুইজন সদস্য।

(৭) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য।

(৮) জিলা গ্রন্থাগারিক এবং

(৯) জিলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক।

৩১২১

পদাধিকার সম্পন্ন সভ্য ব্যতিরেকে পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সদস্যরা তাহাদের নির্বাচন অথবা কর্মনিযুক্তির তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল পর্যন্ত আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

৩১২২

পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সভাপতি উক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৩১২৩

পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগারিক ইহার সম্পাদক হইবেন।

৩২ কর্তব্য

নিজ নিজ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য হইবে।

৩২১ উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই আইন প্রযুক্ত হইবার তারিখ হইতে এক বৎসর কালের মধ্যে অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অথবা অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃক নির্ধারিত এই ঐ উদ্দেশ্যে তৈয়ারী নিয়মাবলীর দ্বারা সর্তাধীন স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যায়ক্রমে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবনা করেন তাহা দেখাইয়া একটি পরিকল্পনা (এখন হইতে 'উন্নয়ন পরিকল্পনা' রূপে অভিহিত) তৈয়ারী ও উপস্থাপিত করিবেন।

৩২২ প্রচার

নিজ নিজ উন্নয়ন পরিকল্পনা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবার পূর্বে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যেভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে অথবা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে প্রচারার্থে প্রকাশিত করিবেন এবং এই সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক যে কোন পরামর্শ বিবেচনা করিবেন।

৩২৩ অনুমোদন

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে কোন পরমার্শ প্রাপ্তির দিন হইতে দুই মাসের মধ্যে বিবেচনা করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সহিত

(৪) পুস্তক সংগ্রহ, বর্গীকরণ, গ্রন্থসূচী প্রণয়ণ প্রভৃতি নৈর্বক্তিক প্রায়োগিক কাজকর্মের কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং রাজ্যের সাধারণ, শিক্ষায়তনীয়, বিভাগীয়, অনুমোদিত ও বহিরাবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের পাঠযোগ্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির নির্বাচন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪১) রাজ্য গ্রন্থাগারিক-নিবন্ধক রক্ষা করিবেন ;

(৫) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ও কাজকর্মের একটি বাৎসরিক বিবরণী পেশ করিবেন ;

(৬) সাধারণভাবে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিবেন, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিবেন ও এই আইনানুসারে কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁহার উপর আরোপিত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করিবেন।

২৩ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতি

এই আইন দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত-ব্যাপারে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পরামর্শদানের জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতি থাকিবে।

২৩১ সভ্যপদাধিকার

রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতিতে থাকিবেন—

(১) মন্ত্রী ;

(২) স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অথবা তাঁহার সহকারী ;

(৩) রাজ্য গ্রন্থাগারিক ;

(৪) শিক্ষা অধিকর্তা অথবা তাঁহার সহকারী ;

(৫) রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত দুই ব্যক্তি ;

(৬) বিভাগীয় অধিকর্তা ও কর্মসচিবদিগের মধ্য হইতে সরকারের দ্বারা নিযুক্ত এক ব্যক্তি ;

(৭) রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির দ্বারা নিযুক্ত এক ব্যক্তি অথবা তাহার সহকারী ;

(৮) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতিব দ্বারা নিযুক্ত ও এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এক ব্যক্তি অথবা তাহার সহকারী ; এবং

(৯) মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ

২৩২ সভাপতি এবং সম্পাদক

রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি হইবেন মন্ত্রী এবং সম্পাদক হইবেন রাজ্য গ্রন্থাগারিক।

২৩৩ কার্যকাল

পদাধিকার সম্পন্ন সদস্য ব্যতিরেকে রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির অন্যান্য সদস্যরা তাহাদের নির্বাচন অথবা কর্ম-নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল পর্যন্ত আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

২৩৪ সভা ও কর্ম পদ্ধতি

উপযুক্ত নিয়মাবলীর দ্বারা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির শাসনতন্ত্র, সাময়িক ও অন্যান্য সভাসমূহ ও তৎসম্পর্কীয় কর্মপদ্ধতি, কার্যাবলী ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

৩১

সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ অথবা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রতিটি পৌর অঞ্চলে একটি করিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (এখন হইতে অনুমোদিত শহরাঞ্চল বলিয়া অভিহিত) এবং অনুমোদিত শহরাঞ্চল বাদ দিয়া প্রতিটি জিলা পর্যন্তের জন্য একটি করিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (এখন হইতে অনুমোদিত পল্লী অঞ্চল বলিয়া অভিহিত) থাকিবে।

পরামর্শক্রমে, ঐ অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশু ও ভাবী প্রয়োজনের প্রতি নজর রাখিয়া রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুমোদিত পরিকল্পনাটির যথাযথ প্রচারের জন্য নির্দেশ দিবেন।

৩২৪ বিলোপ সাধন

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একটি শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জনসংখ্যা ৫০,০০০ হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অথবা কর্মক্ষমতা সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণের জন্য ইহার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সমূহের বিলোপ সাধন করিতে পারেন এবং ইহার আয়ত্তাধীন অঞ্চলকে উপযুক্ত পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সহিত যুক্ত করিতে পারেন এবং শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি এবং গ্রন্থাগার কর্মচারীদের পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত করিতে এবং গ্রন্থাগারের কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহের স্থানান্তরণ হইতে উদ্ভূত সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৩২৫ অনুমোদন স্বীকৃতি ও প্রত্যাহার

জন সংখ্যা ৫০,০০০ অতিক্রম করিলে অনুমোদিত পল্লী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত একটি পৌর প্রতিষ্ঠান রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট আপন অঞ্চল অনুমোদিত পল্লী অঞ্চল হইতে প্রত্যাহার করিয়া শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রূপে অনুমোদন লাভের জন্য আবেদন করিতে পারেন এবং স্বীকৃতি লাভের পর রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবেন যাহাতে অবশ্যই পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ হইতে নিজের নিকট গ্রন্থাগার সম্পত্তি ও গ্রন্থাগার কর্মচারীবৃন্দের স্থানান্তরিত করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সম্পর্কিত এবং গ্রন্থাগারের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সমূহের স্থানান্তরণ হইতে উদ্ভূত অন্যান্য সকল বিষয়ের অতিরিক্ত বিবরণ থাকিবে।

৩৩ স্থানীয় গ্রন্থাগার আদেশ

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ "স্থানীয় গ্রন্থাগার আদেশ" শীর্ষক

একটি নির্দেশনামা জারী করিবেন। এই নির্দেশনামায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয়, কারাগার, হাসপাতাল বিতরণ কেন্দ্রসহ যে সমস্ত শাখা গ্রন্থাগার স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য তাহা নির্দেশিত হইবে। এই আদেশে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সেই অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন এবং কোন কোন পর্যায়ে তাহা কার্যকরী করিবেন তাহার সংজ্ঞাও নির্ধারণ করিবেন।

৩৩১ সংশোধন

কোন অঞ্চলের জন্য "স্থানীয় গ্রন্থাগার আদেশ" ইহাতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ইহার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও ক্ষমতা সমূহ নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই আদেশের সংশোধন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে এই সর্তে সংশোধন করিতে পারিবেন যে ইহা সংশোধিত করিবার পূর্বে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিজ্ঞপ্তি দিবেন এবং ঐ বিজ্ঞপ্তি দিবার দুইমাসের মধ্যে ইহার নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবেন।

৩৪ কর্তব্য কর্মে অবহেলা

যদি রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আপন আধিকারিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণীতে অথবা যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভিযোগ দ্বারা অথবা অন্যান্য ভাবে নিঃসন্দেহ হন যে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই আইন দ্বারা আপনার উপরে ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনে বহুল পরিমাণে অপারগ হইয়াছেন তাহা হইলে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ঐ কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া একটি নির্দেশ জারী করিতে পারিবেন এবং রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলে ঐ সমস্ত কর্তব্য পুনরানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এইরূপ যে কোন নির্দেশ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পক্ষে আবেদনক্রমে উচ্চতর হুকুমনামা দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া কার্যকরী হইবে।

৩৫ কর্তব্য সমূহ ও ক্ষমতাবলী

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁহার অন্তর্গত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্থাপন, সংগঠন ও পরিচালনার জন্য অথবা এই আইনের অন্তর্ভূক্ত যে কোন কর্তব্য করিবার জন্য ঃ

(১) যথোপযুক্ত সজ্জিত গৃহ, পুস্তক, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, মানচিত্র, 'গ্রামফোন রেকর্ড,' পাণ্ডুলিপি, 'ম্যাজিক' লণ্ঠন, 'সিনেমা রীল', মাইক্রোফ্রিম সমূহের এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির ও উহাদের অভিক্ষেপণ ও পঠনের জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিবেন ;

(২) জমি অথবা অন্যান্য সম্পত্তি সমূহ সংগ্রহ, ক্রয় অথবা ভাড়া করিবেন এবং গৃহাদি নির্মাণ ভঙ্গ, পুনর্নিমাণ, পরিবর্তন, সংস্কার ও সংযোজন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক দ্রব্যাদি উপযুক্তভাবে সরবরাহ করিয়া তাহা সজ্জিত করিবেন ;

(৩) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অগ্রিম অনুমোদন লইয়া তাঁহাদের অনুমোদিত সর্তসমূহের ভিত্তিতে যে কোন গ্রন্থাগারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন ;

(৪) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অগ্রিম অনুমোদন লইয়া নিজ ব্যবস্থিত যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার বন্ধ করিয়া দিতে এবং এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করিতে পারেন ;

(৫) এই আইনের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার উপযোগী বক্তৃতাবলী ও অনুরূপ কাজকর্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন ;

(৬) এই আইনের সহিত যুক্ত কোন উদ্দেশ্যের জন্য দান ও উপহার গ্রহণ করিতে পারেন ;

(৭) এই ব্যাপারে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রচিত নিয়মাবলীর সর্তাধীন থাকিয়া গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের সহিত জড়িত প্রশ্ন সমূহ আলোচনার জন্য সম্মেলন সংগঠন করিতে অথবা তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির ঐ সম্মেলন অথবা প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার ব্যয়সহ, এইরূপ কোন সম্মেলন অথবা প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে অথবা চাঁদা দিতে পারিবেন ;

(৮) এই ব্যাপারে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রচিত নিয়মাবলীর সর্তাধীন

থাকিয়া, বেতনপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করিতে, শাস্তি দিতে ও কর্মচ্যুত করিতে পারেন ;

(৯) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লইয়া এই আইনের উদ্দেশ্যের প্রসারক অন্যান্য কাজকর্ম করিতে পারেন।

৩৬ সম্পত্তি ন্যস্তকরণ

কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অথবা রক্ষিত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত হইবে।

৩৬১ জমি অধিকার আইন দ্বারা জমি অধিকার

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ত অধুনা প্রযুক্ত "জমি অধিকার আইনে" জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় জমি এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আইন দ্বারা তাহা দখল করা যাইবে।

৩৬২ জমি হস্তান্তরকরণ

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অগ্রিম অনুমোদন লইয়া আপনার যে কোন জমিজমা ও গৃহাদি বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং ঐ বিক্রয় অথবা বিনিময় লব্ধ অর্থ অন্যান্য গৃহাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করিবেন অথবা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লইয়া যে সমস্ত উদ্দেশ্যে এই আইনানুসারে মূলধন অর্থ বিনিয়োগ করা যায় সেই জন্য এই অর্থ ব্যবহার করিবেন ।

৩৭ বয়স্ক শিক্ষার সহিত সম্পর্ক

যেস্থলে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুসারে ইহার আয়ত্তাধীন অঞ্চল, তাহার কোন অংশে অথবা কোন শ্রেণী নিরক্ষতার জন্য ইহার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে অসমর্থ—সেইস্থলে এইরূপ নিরক্ষরতার অবস্থা, ইহা দূর করিবার অন্যান্য পরিকল্পনা, এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের তহবিল ব্যতীত অন্য অর্থের প্রাপ্যতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের অনুসন্ধান করিতে পারেন।

৩৭১ নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনা

অতঃপর পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ঐ অনুসন্ধানের বিবরণী বিবেচনা করিবেন এবং কিভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে চাহেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তাব করেন সেই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনা ও অনুমোদন লাভের জন্য পেশ করিবেন।

৩৭১ অপরের সহিত সহযোগিতা

উপরোক্ত ক্ষমতা সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুরূপ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

(১) বয়স্ক-শিক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থার সাহিত আপনাকে যুক্ত করিবেন ; এবং

(২) এই প্রকার ব্যক্তিবৃন্দ ও সংস্থা সমূহকে ইহার জমি, গৃহাদি, আসবাবপত্র, এবং পাঠযোগ্য ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সম্পত্তি ব্যবহার করিতে দিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন।

কিন্তু রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত পরিকল্পনায় যেরূপ আছে, তাহা ব্যতীত এই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা দান করিবেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থানীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও পল্লী গ্রন্থাগার সমিতি

৪১ উপসমিতি

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আরোপিত বাধা নিষেধ ও অনুমোদিত ব্যবস্থা সমূহের আয়ত্তাধীন থাকিয়া ;

(১) স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমিতি সমূহ নিয়োগ করিতে পারেন এবং

(২) কর ধার্য অথবা করের হার পরিবর্তন করিবার অথবা অর্থ ঋণ করিবার অথবা জমিজমা ও গৃহাদি বিক্রয় করিবার অথবা 'বাজেট' পাশ করাইবার অথবা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী পেশ করিবার অধিকার

ব্যতীত এইরূপ যে কোন সমিতিকে আপনার পক্ষ হইয়া যে কোন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার দিতে পারিবেন।

৪২ স্থানীয় গ্রন্থাগার সমিতি

যে অঞ্চলে একটি শাখা গ্রন্থাগার চালু আছে সেই অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থানীয় প্রয়োজন সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য পৌর পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ইহাদের সমপর্যায়ভুক্ত সংস্থা দ্বারা নিয়োজিত একটি সমিতিকে পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গ্রন্থাগার সমিতি বলিয়া স্বীকার করিবেন।

৪৩ পল্লী গ্রন্থাগার সমিতি

পল্লী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রয়োজনসমূহ সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ও ইহার প্রত্যেকটি অথবা কয়েকটি বিতরণকেন্দ্রের জন্য একটি করিয়া পল্লী গ্রন্থাগার সমিতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৪ সভার কার্যবিবরণীর সারাংশ পাঠাইবার অধিকার

অনধিক এক টাকার বিনিময়ে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের, স্থানীয় গ্রন্থাগার সমিতির অথবা একটি পল্লী গ্রন্থাগার সমিতির সভা ও কার্য বিবরণী ইহার দ্বারা উপকৃত অঞ্চলের যে কোন করদাতার নিকট উন্মুক্ত থাকিবে এবং যে কোন করদাতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ অথবা কোন অংশের প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়

৫১ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধার হিসাবে কার্য করিবার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিবেন।

৫২ লেখস্বত্ত আইনানুগ কর্তব্য ও ক্ষমতাসমূহ

রাজ্য গ্রন্থাগারিক, পুস্তক-জমা (সাধারণ গ্রন্থাগার) আইন ১৯৫৪, (১৯৫৪এর ২৭ নং), ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে

তদনুসারে ন্যস্ত ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার করিবার জন্য আধিকারিক নিযুক্ত হইবেন ; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তাঁহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য একটি রাজ্য লেখস্বত্ত সংস্থা রক্ষা করিবেন ।

৫২১ লেখস্বত্ত সংগ্রহ

পুস্তক-জমা (সাঃ গ্রঃ) আইন ১৯৫৪ (১৯৫৪এর ২৭ নং), ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে তদানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রিত জিনিষ-পত্র একখানি করিয়া রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অথবা পৃথক ভাবে অবস্থিত লেখস্বত্ত গ্রন্থাগার হিসাবে রাজ্য শাখা গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে কিন্তু কোন বিচারালয়ের অনুরোধে ঐ স্থলে প্রদর্শনের জন্য ব্যতীত ইহা ধার দেওয়া হইবে না ।

৫২২ ঋণযোগ্য পুস্তক

এই আইনের দ্বারা আদায়ীকৃত অতিরিক্ত এক বা একাধিক পুস্তক রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ মধ্যে যুক্ত হইয়া সাধারণ অবস্থায় ঋণের জন্য পাওয়া যাইবে ।

৫২৩ বিবরণী

রাজ্য লেখস্বত্ত সংস্থার কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

৫৩ অন্ধদিগের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার

অন্ধদিগের জন্য পুস্তক প্রণয়ণ, পুস্তক, রেকর্ড এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অন্ধদিগের জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার রক্ষা করিতে পারেন ।

৫৩১ সহযোগিতা

অন্ধদিগের জনা রাজ্য গ্রন্থাগার জাতীয় ও অন্ধদিগের জন্য অন্যান্য রাজ্য গ্রন্থাগারগুলির সহিত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক চুক্তিবলে ইহার উপর আরোপিত কাজকর্ম করিতে পারেন ।

৫৩২ বিনামূল্যে ডাক পরিবহন

ডাক বিভাগ বিনা মাশুলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত অন্ধ পাঠকদিগের মধ্যে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন ।

৫৩৩ বিবরণী

অন্ধদিগের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৪ রাজ্য আন্ত-গ্রন্থাগার ঋণ বিভাগ

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি রাজ্য আন্ত-গ্রন্থাগার লেন-দেন বিভাগ রক্ষা করিতে পারেন।

৫৪১ রাজ্য-মধ্যে বিস্তৃতি

অংশ গ্রহণকারী রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সর্তাধীনে থাকিয়া, রাজ্য আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন সংস্থা আন্তঃ রাজ্য অথবা আন্তর্জাতিক লেন-দেন পরিকল্পনায় যোগদান করিতে পারিবেন।

৫৪২ রাজ্যের বাহিরে বিস্তৃতি

রাজ্য আন্ত-গ্রন্থাগার লেন-দেন বিভাগ যে কোন আন্ত রাজ্য লেন-দেন পরিকল্পনা অনুসারে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার লেন-দেনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

৫৪৩ বিবরণী

রাজ্য আন্ত-গ্রন্থাগার লেন-দেন বিভাগের কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে ॥

৫৫ রাজ্য গ্রন্থ-বিদ্যা বিভাগ

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি রাজ্য গ্রন্থ-বিদ্যা বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন।

৫৫১ রাজ্য মধ্যে সহযোগিতা

রাজ্য গ্রন্থবিদ্যা বিভাগ ইহার কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সরকার বিভাগ সমূহ, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও পণ্ডিত সংস্থাগুলির ন্যায় অন্যান্য সংগঠন সমূহ গ্রহণ করিতে পারেন।

৫৫২ রাজ্যের বাহিরে সহযোগিতা

রাজ্য গ্রন্থবিদ্যা বিভাগ অন্যান্য রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সমধর্মী বিভাগ ও সংস্থা সমূহের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন এবং অংশ গ্রহণকারী বিভাগ ও সংস্থা-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে নিজেদের ন্যস্ত আরোপিত গ্রন্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় কাজকর্ম করিতে পারেন।

৫৫৩ বিবরণী

গ্রন্থবিদ্যা বিভাগের কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৬ রাজ্য প্রায়োগিক কর্তব্যকর্ম সংস্থা

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহ এবং স্বীকৃত সর্তে এই ব্যবস্থায় যোগদানে ইচ্ছুক , অন্যান্য বহিরাবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের জন্য পুস্তক সংগ্রহ, বর্গীকরণ এবং গ্রন্থসূচী করণের ন্যায় কেন্দ্রীভূত যান্ত্রিক কর্তব্যকর্মের জন্য একটি রাজ্য যান্ত্রিক কর্তব্যকর্ম সংস্থা রক্ষা করিবেন।

৫৬২ সহযোগিতা

প্রায়োগিক কর্তব্যকর্ম সংস্থা অন্যান্য রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমধর্মীয় সংস্থা সমূহের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে প্রায়োগিক কাজকর্মের আপনার উপর ন্যস্ত অংশ সমাধা করিবেন।

৫৬২ বিবরণী

প্রায়োগিক কর্তব্যকর্ম বিভাগের কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা

৬ গ্রন্থাগার কর

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের অগ্রিম অনুমোদন লইয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অধিভার (surcharge) রূপে সম্পত্তি কর, গৃহকর অথবা এই প্রসঙ্গে নামিত অন্য কোন করের প্রত্যেক সম্পূর্ণ টাকার প্রতি সরকার নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা কম নহে, এই পরিমাণ গ্রন্থাগার কর আদায় করিতে পারিবেন।

৬২ সংগ্রহের ব্যবস্থা

ঐ অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহে দেয় করের ন্যায় গ্রন্থাগার কর সংগৃহীত হইবে।

৬৩ গ্রন্থাগার অনুদান

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বারা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত অর্থ দিবেন :

১ বাৎসরিক অনুদান : গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিবার ব্যয় নির্বাহের জন্য, পূর্বতন আর্থিক বৎসরে সংগৃহীত স্থানীয় গ্রন্থাগার করের তিনগুণের কম নহে, এই পরিমাণ অর্থ ; এবং

২ বিশেষ অনুদান : জমি এবং গৃহ সংগ্রহ, গৃহাদি নির্মাণ এবং তাহা সুসজ্জিত করিবার জন্য, প্রাথমিক পুস্তকসংগ্রহ ক্রয়ের জন্য এবং এই আইন অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ কার্য সম্পাদন করিবার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ।

৬৩১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের জন্য অনুদান

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থাকে নিম্নলিখিত অর্থদানের ব্যবস্থা করিবেন :

১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের জন্য বাৎসরিক অনুদান ;

২ সম-পেশাদার গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য বাৎসরিক অনুদান ;

৩ রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অধ্যয়নরত ছাত্রদের বৃত্তি দিবার জন্য বাৎসরিক অনুদান ;

৪ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তন ও সম-পেশাদার গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার সাজ সরঞ্জামের জন্য বিশেষ অনুদান।

৬৪ গ্রন্থাগার তহবিল

এই আইনের ধারা অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগার তহবিল রক্ষা করিবেন।

৬৪১ গ্রন্থাগার তহবিলে জমা

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে ঃ

১ গ্রন্থাগার কররূপে সংগৃহীত অর্থ ;

২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হইতে প্রাপ্ত কোন অনুদান ;

৩ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান সমূহ ;

৪ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান সমূহ ;

৫ গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী অনুযায়ী সংগৃহীত অর্থ ;

৬ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

৬৫ ঋণ করিবার ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অনুমোদন লইয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সরকার অনুমোদিত সর্তে এবং বন্ধকে অর্থ ঋণ করিতে পারিবেন।

৬৬ রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল

একটি রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল থাকিবে এবং ইহা হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি নির্বাহ হইবে ঃ

১ রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বেতন, তাঁহার সংস্থা এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ব্যয়সমূহ ;

২ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির সভার ব্যয়সমূহ ;

৩ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষগুলিকে দেয় অনুদানসমূহ ;

৪ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তন সমূহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেয় অনুদানসমূহ ;

৫ অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে দেয় সম-পেশাদার গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য দেয় অনুদান সমূহ ;

৬ গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দেয় অনুদানসমূহ ;

৭ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

কর্তৃক আয়োজিত অথবা অনুমোদিত সম্মেলন ও প্রদর্শনী সমূহের ব্যয়, এবং

৮ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও প্রদর্শনী সমূহকে অর্থসাহায্য এবং ইহাতে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ব্যক্তিদের যোগদানের জন্য অর্থব্যয়।

৯ এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য সমস্ত প্রকার ব্যয়।

৬৬১ অর্থের ব্যবস্থা

রাজ্যের বিধানসভা রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিলের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিবেন।

৬৬২ রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল

রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে ঃ

১ রাজ্য বিধানসভা প্রদত্ত অর্থ ;

২ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদানসমূহ ;

৩ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী অনুসারে সংগৃহীত অর্থ ;

৪ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং

৫ কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

৬৭

এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিভাগের ধারা সমূহের বিরোধী না হইলে সরকার স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে দেয় নির্ধারিত অন্যূন বার্ষিক অনুদানের পরিবর্তে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের কর্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন এবং কেবল কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহান্তে সংবিধিবন্ধ বার্ষিক অনুদানের উদ্বৃত্ত অর্থ মাত্র স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে দিতে পারেন।

৬৮ হিসাব ও নিরীক্ষা

৬৮১

এই আইনানুসারে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিজ হিসাব রক্ষা করিবেন।

৬৮২

এই আইনানুসারে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিজ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবহার, মান ও বিবরণী

৭১ সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থিত কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকারের জন্য অথবা লেন-দেন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক ঋণ করিবার জন্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে কোন অর্থ আদায় করা হইবে না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী নহেন এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থের বিনিময়ে অথবা বিনামূল্যে পুস্তক ঋণ দিতে পারেন।

৭২ গ্রন্থাগার নিয়মাবলী

এই আইনের এবং এই আইনানুযায়ী রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলীর ধারাসমূহের শর্তাধীনে থাকিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন ঃ

১ ইহার কর্তৃত্বাধীন সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ইহার দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ;

২ সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ, তাহার আসবাবপত্র এবং তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি অপব্যবহার, ক্ষতি এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ;

৩ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে পুস্তক অথবা অন্য কোন দ্রব্যাদির ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রত্যাভূতি (guarantee) অথবা জামিনের প্রয়োজনীয়তার জন্য।

৪ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের আধিকারিক অথবা কর্মচারীদের, এই আইন অথবা ইহা অনুযায়ী রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলীর কোন

ধারা লঙ্ঘনকারীকে গ্রন্থাগার হইতে অপসারণ অথবা বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা দিবার জন্য ;

৭৩ অপরাধ ও শাস্তি

কোন ব্যক্তি

১ যদি কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে অথবা এই আইন অনুযায়ী পরিচালিত সংস্থায় বসিয়া অন্য ব্যবহারকারীদের বিরক্তি উৎপাদন অথবা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন, অসংযত ব্যবহার করেন অথবা উগ্র এবং গালিগালাজপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেন ; অথবা

২ যদি যথাযথ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও গ্রন্থাগার বন্ধ হইবার নির্ধারিত সময় অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন,

তবে তিনি অচিরে গ্রন্থাগার গৃহ হইতে অপসারিত অথবা বহিষ্কৃত হইবেন এবং অনধিক দশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৩১ সংক্ষিপ্ত বিচার

এই আইনের ৭৩ ধারায় উল্লিখিত অপরাধসমূহের ১৮৯৮ সালের দণ্ডপ্রণালী সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় অনুযায়ী বিচার হইবে।

৭৪ পরিদর্শন

এই আইনের উদ্দেশ্য সমূহ যথাযথ পূরণ হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাহার আধিকারিক অথবা কোন নিযুক্তক দ্বারা কোন সাধারণ গ্রন্থাগার অথবা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পরিচালিত অন্য কোন সংস্থা পরিদর্শন করাইতে পারিবেন ।

৭৫ প্রকাশ্য তদন্ত

এই আইনের বিধান অনুসারে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে প্রয়োজন বোধে কোন প্রকাশ্য তদন্ত দ্বারা রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিবার অধিকার থাকিবে।

৭৫১ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

প্রকাশ্য তদন্তের বিবরণ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত হইবে, এবং এই বিবরণ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বিবেচিত হইবে।

৭৬ বিবরণ ইত্যাদি

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই আইন অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় বিবরণ দাখিল এবং সংবাদাদি প্রেরণ করিবেন।

৭৭ বিবরণী

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তালিকা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাখা গ্রন্থাগার. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এবং বিতরণ কেন্দ্র সমূহের তালিকা; রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় সমূহ সম্পর্কিত সংবাদাদি সহ এই আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্মপ্রগতির বিবরণ; রাজ্য গ্রন্থাগারিকের বার্ষিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

নিয়মাবলী এবং উপবিধি

৮১ নিয়মাবলী প্রণয়ন

এই আইনের উদ্দেশ্য সমূহকে কার্যকরী করিবার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিয়া এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৮১১ নিয়মাবলীর বিষয়সমূহ

পূর্বোক্ত ক্ষমতা সমূহের সাধারণত্ব হানি না করিয়া এই নিয়মাবলীতে বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকিবে:

১ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ

২　স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ উন্নয়ণ পরিকল্পনার এবং প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রচার ব্যবস্থা নির্ধারণ

৩　রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রায়োগিক কার্যাবলীর কেন্দ্রীকরণ

৪১　রাজ্য গ্রন্থাগারিক—নিবন্ধন রক্ষা

৪২　রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার. স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বেতনভুক আধিকারিক ও কর্মচারী এবং সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং সরকার পরিচালিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের পেশাদার কর্মীদের নিয়োগ, যোগ্যতাদি এবং চাকুরীর শর্ত নির্ধারণ

৫　স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য অনুদান নির্দিষ্টকরণ

৬　গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বৃত্তিসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তন এবং সম-পেশাদারদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানকারী অনুমোদিত সংস্থা সমূহের জন্য অনুদান নির্দিষ্টকরণ

৭　স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ

৮　হিসাব নিরীক্ষা, করদাতাদের নিরীক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হিসাব বহি ও প্রমাণক পরীক্ষা, হিসাব বহিতে অন্তর্ভূক্ত অথবা ইহা হইতে পরিত্যক্ত কোন হিসাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার শর্তাদি নির্ধারণ এবং নিরীক্ষিত হিসাবে এবং ইহার সংযোজনী বিবরণ প্রকাশন

৯　এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য বিষয়সমূহ।

পরিষদ সংবাদ

কেতুগ্রামে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

গত ২৪শে অক্টোবর হইতে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত কেতুগ্রাম জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার (২নং) আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেতুগ্রাম উদয়ন সংঘে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন। পরিষদের বিশিষ্ট কর্মী শান্তি ভট্টাচার্য শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং যুগ্ম সম্পাদক অরুণ দাশ গুপ্ত, গ্রন্থাগারিক অশোক বিশ্বাস এবং কর্মী সুকুমার চৌধুরী শিবির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। কেতুগ্রাম অঞ্চলের নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার হইতে ১৩ জন কর্মী এই শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করেন ঃ

(১) উদয়ন সংঘ (২) তরুণ সংঘ (৩) কিশোর সংঘ (৪) সীতাহাটী সংগঠন সংঘ (৫) বাহারণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি (৬) রাজুর বয়েজ ক্লাব লাইব্রেরী (৭) আরগণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি (৮) কেউগুড়ি পল্লী মঙ্গল সমিতি।

শিক্ষাদানের মাধ্যমে উদয়ন সংঘ গ্রন্থাগারটিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠিত হয়। কেতুগ্রামবাসীদের জীবনে গ্রন্থাগার যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনা ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসী এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগার পরিচালনার উপযোগিতার মধ্যে শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিষদের কর্মীগণ পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণে পরিষদ নীতিকে তাহা যথেষ্ট প্রভাবিত করিবে।

শিক্ষান্তে ২রা নভেম্বর বৈকালে কাটোয়ার মহকুমা শাসক ডি এন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কেতুগ্রাম জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার (১নং) আধিকারিক অমরেশ ঘোষ। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য এই ধরণের শিক্ষা শিবিরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ২নং সংস্থার

আধিকারিক শ্রীএ, কে, বিশ্বাস, ১নং ও ২নং সংস্থার সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীনিখিল চক্রবর্তী ও শ্রীবিনয় উকীল এবং মহকুমা প্রচার অধিকারিক শ্রীডি এন মল্লিক ।

সভায় ২নং সংস্থার মহিলা সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীমতী আলোরানী ঘোষ এবং পল্লীর অধিবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদের পক্ষ হইতে যুগ্ম সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত কেতুগ্রাম জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাকে শিক্ষণ শিবির পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনে আরও অধিক সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। সংস্থার পক্ষ হইতে শ্রীবিনয় উকীল এবং উদয়ন সংঘর পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত পরিষদকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

১৯৫২ সালে পরিষদ প্রকাশিত ডাইরেক্টরীর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সকলে অবহিত আছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রশ্নাবলী সংবলিত রিপ্লাই পোষ্টকার্ড প্রেরণের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। অনেক গ্রন্থাগার খুব তৎপরতার সহিত প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন। যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও রিপ্লাই কার্ড-খানি উত্তর সহ ফেরৎ পাঠান নাই তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন যথাশীঘ্র সম্ভব তাহা পাঠাইয়া দেন। কারণ সঙ্কলনের কার্য আরও অধিক অগ্রসর হইলে এই তথ্যাদি সংযোজন করা সম্ভব হইবেনা।

ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে ও ২৮শে মার্চ ইষ্টারের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করিবেন। স্থান ও সম্মেলনের বিষয় সম্পর্কে সদস্যগণের মতামত আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদককে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কিশোর গ্রন্থালয় ॥ ৬২।৫।১ই বিডন ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬ ॥

বিগত ১১ই অক্টোবর ১৯৫৮ কিশোর গ্রন্থালয়ের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রভাত কিরণ বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁহাদের ভাষণে শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ ২ কে সি বসু রোড ॥ কলিকাতা ॥

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কাজী আব্দুল ওদুদ। প্রধান অতিথি শরৎচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সাহিত্য আকাশকুসুম নয়, সাহিত্য হইবে বাস্তব প্রকৃতির ছবি, সাহিত্যে লেখকের হৃদস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যাইবে। সাহিত্যে বিধান থাকা দরকার। যে সাহিত্যে বিধান আছে, সে সাহিত্য চিরস্থায়ী। শরৎচন্দ্র ঠিক সেই ভাবে সাহিত্যকে আঁকিতে চাহিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীদেব শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা ও মানব প্রেমিকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সাধুজন পাঠাগার ॥ বনগ্রাম ॥ ২৪ পরগণা ॥

বিগত ২৮শে আশ্বিন সাধুজন পাঠাগারের ২৪তম বার্ষিক উৎসব ডাঃ জীবন রতন ধর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার হইতে শুভেচ্ছা বাণী প্রেরিত হইয়াছিল।

পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫১৭২ এবং সভ্য সংখ্যা ২৭২ জন।

অক্ষয় গ্রন্থাগার ॥ শান্তিপুর ॥ নদীয়া ॥

গত ১লা ও ২রা অক্টোবর শান্তিপুর অক্ষয় গ্রন্থাগারের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :

সভাপতি : কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী।

সম্পাদক : পুলক গোস্বামী। সহঃ সম্পাদক : সুনীত সাহা।

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিক "লেখা ও রেখা" তৃতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াছে।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ শান্তিপুর ॥ নদীয়া ॥

সম্প্রতি শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক কিশোর মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীঅমল চক্রবর্তী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরসভার সভাপতি শ্রীবিশ্বরঞ্জন রায়। উক্ত প্রদর্শনীতে শান্তিপুরের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবি, স্কেচ, মডেল ও বিভিন্ন সংগ্রহ রাখা হয়। কিশোর মেলা উপলক্ষে লাইব্রেরী ময়দানে নৃত্য, ব্যায়াম প্রদর্শনী, বহুরূপী প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর ॥

বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থাগার মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারে সম্প্রতি নিম্নলিখিত দানগুলি গৃহীত হইয়াছে :

দাতা	সংগ্রহ
(১) অমরেন্দ্রলাল খাঁ (নাড়াজোল)	নাড়াজোল রাজবংশের সংগৃহীত বহুসংখ্যক প্রাচীন ও মূল্যবান পুস্তক।
(২) নারায়ণগড় রাজবংশ	সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষার প্রাচীন পুঁথি।
(৩) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য)	অনেক বৎসরের বাঁধানো কলিকাতা গেজেট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্য বিবরণী।

দাতা	সংগ্রহ
(৪) সুধাংশু কুমার ও গগন মিত্র	পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ।
(৫) রেভারেণ্ড এইচ সি লং (আমেরিকান ধর্ম্মযাজক) এবং মিস্ রুথ ডামেল্স। ইহারা ৪০।৪৫ বৎসর মেদিনীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন।	ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ।
(৬) স্বর্গীয় ভাগবৎ চন্দ্র দাসের বংশধরগণ	স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পৌরাণিক ও দার্শনিক পুস্তকাবলী।

এই প্রকার দানে তথ্যানুসন্ধানে রত বিদ্যোৎসাহীদের উপযোগী গ্রন্থাগার হিসাবে যে ইহা গড়িয়া উঠিবে তাহা সন্দেহাতীত।

ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী লেন ॥ হাওড়া ॥

গত ৫ই অক্টোবর '৫৮ পাঠাগারের উদ্যোগে "বিশ্বশান্তি আন্দোলন ও তার ভবিষ্যৎ" এই পর্যায়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত মৈত্র এবং অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী ॥

২৩শে অক্টোবর প্রগতি পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়ঃ সভাপতি—যতীন্দ্র কুমার মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক—চিত্তরঞ্জন সন্নমত, সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—সুধীর রঞ্জন ভৌমিক।

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়ঃ সদস্য সংখ্যা—সাধারণ বিভাগঃ ৯০, শিশু বিভাগঃ ২২, মহিলা বিভাগঃ ৩০। পুস্তক সংখ্যা—সাধারণ বিভাগঃ ৪১২, শিশু বিভাগঃ ১৫১। পত্র পত্রিকা—৮ খানি।

অন্যান্য রাজ্যের সংবাদ

দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

দিল্লী পুস্তক বিক্রেতা সংঘ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ভারতীয় মূল্যের যে হার নির্ধারণ করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি এক ডলারের এবং এক শিলিঙের মূল্য যথাক্রমে ৪·৫০ টাকা এবং ০·৭০ টাকা ধার্য করিবার যে সুপারিশ করেন এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির ২রা এপ্রিলের সভায় তাহা অনুমোদিত হয়। সমিতি এই হার চালু করিবার জন্য পুস্তক বিক্রেতা সংঘ এবং সমিতির একটি যুক্ত সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী কোয়েম্বাটুর স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রী জি সুব্রমানিয়ম কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য ইহাই প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, ইহার গাড়িটীতে ৮০০ খানি বই সাজাইয়া রাখা যায় এবং আরও অতিরিক্ত ৫,০০০ বই বহন করিবার ব্যবস্থা আছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারটি দৈনিক অন্তত ছয়টি পল্লী ভ্রমণ করিবে এবং সপ্তাহের ছয়দিন কাজ করিয়া প্রায় ১৫০টি পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করিতে পারিবে।

অন্যান্য দেশের সংবাদ

পাকিস্তান

দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশনে উৎসাহিত করিবার জন্য ইউনেস্কো এবং পাকিস্তান সরকারের যুক্ত উদ্যোগে করাচীতে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হইয়াছে। পাকিস্তান শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন সহঃসচিব এবং ইউনেস্কোর ডাঃ আখতার হোসেন এই কেন্দ্রের পরিচালক। ইনি হিন্দী এবং উর্দু সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক এবং সমালোচক। এই কেন্দ্র

হইতে বার্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ পাকিস্তান এবং সম্ভব হইলে ইরাণ দেশের কার্য পরিচালনা করা হইবে। মুখ্যতঃ বাংলা, বর্মীয়, সিংহলী, তামিল হিন্দী এবং উর্দু ভাষার পুস্তকের মধ্যে এই কেন্দ্রের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকিবে।

এই কেন্দ্র হইতে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবেনা। সহজবোধ্য ভাষায় উন্নত পদ্ধতিতে পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশক এবং বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করিবে।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনা অংশ হিসাবে অশিক্ষা দূরীকরণের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে তাহার সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে ক্রমবর্ধমান পুস্তকের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইউনেস্কো এই কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

সিংহল

সম্প্রতি সিংহলে এক বৎসর স্থায়ী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যজনক সমাপ্তি হইয়াছে। সিংহলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা এই প্রথম। এখন পর্যন্ত সিংহলে কুশলী গ্রন্থাগারিকের চাহিদা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় স্থায়ীভাবে কোন শিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার প্রচেষ্টা করা হয় নাই। সিংহলের সরকারী বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কলম্বো পরিকল্পনার সহযোগিতায় সিংহলের শিল্পোন্নতির কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী বিভাগের গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ছয় জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে দুই জনের গ্রন্থাগার কার্যে অভিজ্ঞতা আছে। সরকারী বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটিকে সংগঠন করিবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিশেষ গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর মধ্যে এই শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বর্গীকরণের ডিউই এবং ইউ ডি সি পদ্ধতি এবং সূচীকরণের জন্য আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এবং লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অবশ্য সিংহলের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পদ্ধতিগুলির পরিবর্তন করা হয়।

এই শিক্ষাকেন্দ্রে আমেরিকার রীতি পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হইলেও সিংহলে সাধারণভাবে বৃটিশ পদ্ধতিগুলি চালু আছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য এই বৎসরই দুইটি শিক্ষাকেন্দ্রে দুই সপ্তাহ ধরিয়া ৪৬ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে এই শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাকী সকলে সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত।

৩০ ঘণ্টা বক্তৃতা এবং ৩০ ঘণ্টা বর্গীকরণ ও সূচীকরণ কার্যে ব্যবহারিক শিক্ষা দান করা হয়।

পাকিস্তান

করাচী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সায়েন্স অ্যালামনি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে "পাকিস্তান লাইব্রেরী রিভিউ" নামে একটি সাময়িক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থা, উর্দু ভাষার রেফারেন্স পুস্তক, পাকিস্তান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির প্রাপ্তিস্থান ঃ রাইটার্স এম্পোরিয়াম (পাক), সুলেমানিয়া মসজিদ, ক্লেটন কোয়ার্টার্স পোষ্ট বক্স ৯৪ করাচী—১। চাঁদার হার ৫৲ টাকা অথবা ১ ডলার ২০ সেণ্ট অথবা ৮ শিঃ ৬ পেঃ

সোবিয়েত রাশিয়া

ইউনেস্কোর একটি বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৫৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়াতে মিনিটে ৭,৫০০০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৮৫টি ভাষায় প্রায় ১,১০০ খানি পুস্তক সোবিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫৮ সালের চাঁদা অনেকের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। বাকি, চাঁদা তাঁহাদের অনতিবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নচেৎ তাঁহাদের নিকট 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় সরকারের দান

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি জানান যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৩৬,৮৩,৬৯৭ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২৬,৮৩,৬৯৭ টাকা সাহায্য হিসাবে এবং ১০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য এককালীন ১৯,২৬,৭০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ আছে।

উৎকৃষ্ট কাল কালি

নয়াদিল্লীর জাতীয় পদার্থ বিদ্যা গবেষণাগারে সম্প্রতি বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট কাল কালি তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

ভারতে প্রিন্টিং ডুপ্লিকেটিং এবং অন্যান্য অনুরূপ কালি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শুধু সংবাদপত্র ও আনুসঙ্গিক ছাপার কাজেই বৎসরে ২০ লক্ষ পাউণ্ড রোটারি কালি লাগে। বর্তমানে এর বেশীর ভাগই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। ভারতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু এই কালি তৈরি হয় কিন্তু এগুলির উৎকর্ষ বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বেশীর ভাগ কালির দোষ হইল তাহাদের স্থায়িত্ব নাই। কালি রাখিলে রংএর তলানি পড়িতে থাকে।

জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কালির সঙ্গে এমন কয়টি জিনিষ মিশান হয় যাহার ফলে তলানি পড়ে না এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া কালি ঠিক থাকে।

গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া কালি তৈরির খরচ সম্বন্ধেও জানা গিয়াছে। গবেষণাগারে তৈরি ডুপ্লিকেটিং, প্রিন্টিং ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কালি বাজারে অনুমোদিত হইয়াছে।

"লাইব্রেরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া"

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার সমূহের তালিকা "লাইব্রেরীজ ইন ইন্ডিয়া" বইখানির সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার কার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।
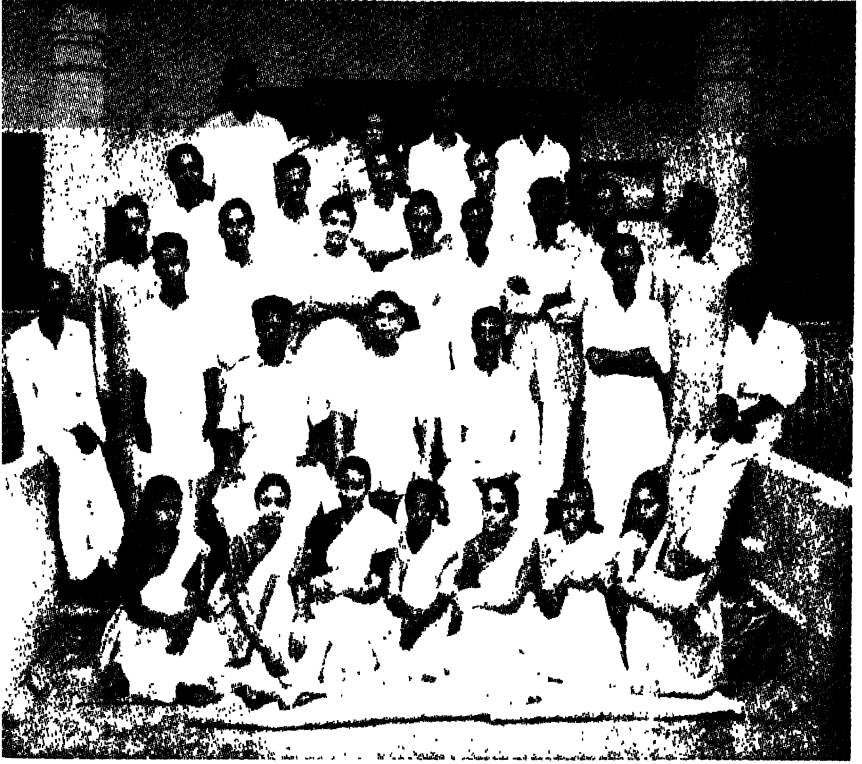
ত গ্রীষ্মে মালদহে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায়
নুষ্ঠিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষার্থীগনের সম্মিলিত চিত্র। মধ্যে উপবিষ্ট জেলা সমাজ শিক্ষা
াধিকারিক শ্রীঅতুলচন্দ্র মীরবহর ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিবির পরিচালক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার

নাম	স্থাপনের তারিখ
রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার (মেদিনীপুর)	১৮৫১
হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (চুঁচুড়া)	১৮৫৪
কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৫৮
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৬৯
জনাই পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৬০
আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৭০
চন্দননগর পুস্তকাগার	১৮৭১
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৭১
কালনা মেয়ো লাইব্রেরী	১৮৭২
বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী	১৮৭৬
রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৭৬
তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৮২
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী	১৮৮৩
কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট	১৮৮৪
শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৮৪
বালী সাধারণ গ্রন্থাগার	১৮৮৫
চৈতন্য লাইব্রেরী	১৮৮৯
বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার	১৮৯১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার	১৮৯৩

পরিষদ সভাপতির আবেদন

প্রমীলচন্দ্র বসু

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কয়েকদিন পরেই পরিষদের তেত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবে। মহাকালের যাত্রাপথের মাপকাঠিতে তেত্রিশ বৎসর সময় হয়তো গণনার মধ্যে আসে না। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর দেহাশ্রয়ী মানুষের কাছে চল্লিশ বছর সময় উপেক্ষণীয় নয়। মানুষের গড়া স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, যে প্রতিষ্টানের অস্তিত্ব মাত্র মানুষের সদিচ্ছা প্রসূত সমর্থনের ধারাবাহিকতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তার পক্ষে, একাদিক্রমে প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ বেঁচে থাকা যে একটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয়, তা' আমাদের চতুর্দিকে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর উৎপত্তি ও অবলুপ্তির প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেই বোঝা যায়।

মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগকে অবলম্বন ক'রে পরিষদের সৃষ্টি হয়। পরিষদের প্রথম পর্যায়ের কর্ণধারদের অধিকাংশই আজ আর ইহ জগতে নেই। তাঁদের মধ্যে এখনও দু' একজন যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের পক্ষে এই পরিষদের জন্য আত্মতৃপ্তি অনুভব করার সংগত কারণ নিশ্চয় আছে। অল্প কয়েকজন সহকর্মী নিয়েই তাঁরা কাজ শুরু করেন। এমন কি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই পরিষদ পুনর্গঠিত হয় তখন এর সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশের নীচে ছিল; আর আজ এর সভ্য সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। পরিষদের কর্মধারার ব্যাপকতা ও বিভিন্নতাও আজ বিচিত্র ও বহুমুখী; পরিষদের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছাব্রতী নবীন কর্মীরা পর্যায়ক্রমে এর দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে এই প্রতিষ্ঠানকে যে ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছেন একথা চিন্তা ক'রে পরিষদ-প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের পক্ষে পরিষদের জন্য গর্ব বোধ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার আমার পক্ষে, আর সকলের পক্ষে এই চিত্রের আর একটা দিক উদ্ঘাটনের প্রয়োজনও আছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে গ্রন্থাগার যে সর্বজনের এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে প্রয়োজন, এ সত্য আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করেনি, স্বীকৃতিলাভ তো ক'রেইনি। তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের

দিনের গ্রন্থাগার পরিষদের সাফল্যকে অভূতপূর্ব ব'লে মনে হ'লেও, আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পরিষদের এখনও বিলম্ব আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকের দিনে আমরা জানি গ্রন্থাগার আর স্থান বিশেষের অলঙ্কার মাত্র নয়, গ্রন্থাগার জাতির চিন্তা ও কার্যের সর্বক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। আজকের দিনের গ্রন্থাগারের দ্বার আর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, বা পণ্ডিত জনের জন্যই উন্মুক্ত নয়, এ দ্বার আজ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধণী-নির্ধন, নারী-পুরুষ-শিশু সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকের জন্য অবাধে উম্মুক্ত। অর্থাৎ আমরা আজ জানি যে গ্রন্থাগারের উপর দাবী ও অধিকার আজ সমাজের সর্বজনের। কিন্তু দাবী ও অধিকারের সাথে কর্তব্য ও দায়িত্ব যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে কথা কি আমরা সর্বদা স্মরণ করি ? নিশ্চয় তা' করি না। নইলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য সংখ্যা আজ আর এক সহস্রে আবদ্ধ না থেকে বহু সহস্রে পরিণত হ'তো।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের জয়যাত্রার পথ যাতে সর্বজনের সহায়তায় রচিত হয় সেজন্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিদের কাছে আমার আবেদন যে তাঁরা জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত ক'রে তুলুন। পশ্চিম বংগের জনসাধারণের কাছে আমার এই আবেদন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মনে ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা লাভ করার যে স্বাভাবিক দাবী ও অধিকার তাঁদের আছে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সে কথা স্মরণ ক'রে তাঁরা অনতিবিলম্বে এই পরিষদের সভ্যভুক্ত হ'য়ে তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন এবং সংগে সংগে তাঁদের করণীয় কর্তব্যও পালন করুন।

যে সকল গ্রন্থাগার এখনও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এবং এই পরিষদের সাথে যুক্ত হন নি তাঁদের নিজেদের স্বার্থে এবং পশ্চিম বংগের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাঁরা অবিলম্বে এই পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন, তাঁদের কাছেও আমার এই আবেদন।

সম্পাদকীয়

খসড়া গ্রন্থাগার বিলের প্রচার

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর রাজ্য। পশ্চিম বঙ্গের জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য ছোট বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তা সাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত প্রচেষ্টা ও উদ্যমেই গড়ে উঠেছে— সরকারী অর্থানুকুল্যে বা রাজা মহারাজাদের দাক্ষিণ্যে নয়। ভারতের প্রথম গ্রন্থাগার পরিষদ এই রাজ্যেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আইনের ক্ষেত্রেও বঙ্গদেশ অগ্রণী। আজ থেকে আটাশ বছর পূর্বে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় বাংলা দেশের আইন সভায় একটি গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এবং বড়লাটের অসম্মতির জন্যে সে বিল উত্থাপিত হয়নি একথা সকলেই জানেন। সে সময়ে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ না হতে দেওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। এদেশের লোকেরা শিক্ষায় সচেতনতা লাভ করুক এটা তৎকালীন বিদেশী শাসকেরা নিশ্চয় চাইতেন না। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার এবিয়ে সচেষ্ট হবেন একথা মনে করিয়ে দিতেই লজ্জা বোধ করি।

বছর চারেক আগে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় একটি গ্রন্থাগার বিল পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য সভায় উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনিও তাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ভারতের একাধিক রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ এখনও এব্যাপারে নিশ্চল। এবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। গত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে খসড়া বিলটি উপস্থাপিত করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রঙ্গনাথন। তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন জেলার দুই শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী ও সমাজ সেবী। এ প্রচেষ্টার সাফল্য এখন নির্ভর করছে জনমতের ওপর, সে জন্যে প্রয়োজন বিলটির ব্যাপক প্রচার। পরিষদ সম্পাদক তাই সকল কর্মীকে যথাসাধ্য সচেষ্ট হতে আবেদন জানিয়েছেন।

সাধারণের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেছে। রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলির কর্মপরিধি ক্রমেই

সম্প্রসারিত হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে গ্রন্থাগার স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধু অবসর বিনোদনের উপকরণ যোগান দেওয়া ছাড়াও সর্বজনের রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক সমতাবোধ তথা সমাজের সামগ্রিক অভ্যুন্নতির পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ হয়েছে। তাই বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত প্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান আথিক অসচ্ছলতার নিরসন হওয়া আশু প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আইন ব্যতিরেকে ঈপ্সিত আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। খসড়া বিলে বর্তমান অবস্থার বিকল্প হিসাবে একটি রাজ্যব্যাপী আইনানুগ সংস্থাধীনে সুপরিকল্পিত সর্বাত্মক ও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তাতে একদিকে অর্থের অসাচ্ছুল্য দূরীকৃত হবে। অপরদিকে সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ের দ্বিত্ব ও অপচয় ঘটবে না।

খসড়া বিলের বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত বিলের বিরোধীতা করে কেউ কেউ একটা ধুয়া তুলেছেন যে 'করভার প্রপীড়িত' দেশবাসীর ওপর আবার একটা 'গ্রন্থাগার কর' চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা নেহাতই একটা সস্তার বুলি ও বিভ্রান্তিজনক। এর সদুত্তরে পরিষদ কর্মীরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বলেছেন যে রাজ্যব্যাপী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকাংশ ব্যয়ভার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। এবং নামমাত্র হারে একটি কর বিত্ত অনুযায়ী সংগৃহীত হবে। উক্ত কর চালু থাকলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে গ্রন্থাগার বাবদ যে অর্থব্যয় করেছেন তা কোনও কারণে হ্রাস পেলে অথবা বন্ধ হবার উপক্রম হলে প্রস্তাবিত রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এখনই তো অর্থের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার বাবদ অর্থ ব্যয় বন্ধ করবার প্রয়োজন যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া অজানিত আপৎকালে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। কাজেই সর্বদিক বিবেচনা করে প্রস্তাবিত বিলে যে গ্রন্থাগার কর প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। তাতে সাধারণ লোকে করভারগ্রস্ত হয়ে পড়বে এ আশঙ্কা অমূলক।

খসড়া বিলের একটি দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা গেল। প্রয়োজনে সবিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে। খসড়া বিলটির অধ্যয়ন ও প্রচার পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীর একটি নৈতিক দায়িত্ব।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৬৫ [৮ম সংখ্যা

গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী

প্রমীল চন্দ্র বসু

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একদা সুপরিচিত লাল-বাল-পাল (পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বাংলা দেশের বিপিনচন্দ্র পাল)—এই তিন ব্যক্তির অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের জন্ম শত বার্ষিকী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। বিপিনচন্দ্র যে একজন অসাধারণ বাগ্মী বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন এ সংবাদ আজকের দিনে হয়তো অনেকে জানেন। কিন্তু বে-সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, যা' নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সরকারী 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' (National Library) পরিণত হয়েছে, সেই গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা কালে বিপিনচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর কাল যে সেই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সচিব ছিলেন সে কথা সম্ভবতঃ অনেকে বিস্মৃত। তা না হলে তাঁর জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের কার্যসূচীর সাথে জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সাধিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল ; এবং কয়েক বৎসর পূর্বে জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত সুন্দর স্মারক গ্রন্থে তাঁর চিত্র অথবা অন্ততঃপক্ষে নামের উল্লেখ সম্ভবতঃ স্থান পেত। বিলম্বে হ'লেও 'কখন না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া ভাল'—এই ইংরেজী প্রবাদ বাক্য অনুসরণে জাতীয় গ্রন্থাগারে বিপিনচন্দ্রের একখানি প্রতিকৃতি স্থাপিত হ'লে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে বিপিনচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা শ্রীরামচন্দ্র পাল

আইনজীবি ছিলেন। মাতার স্নেহসিক্ত অথচ কঠোর শাসনের মধ্য দিয়ে বিপিন চন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ ক'রে শিক্ষকতা বৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রায় চা'র বৎসর যাবৎ কটক, শ্রীহট্ট, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পর তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে সম্পাদকের সাথে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি ট্রিবিউন পত্রিকার কার্য পরিত্যাগ করেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিপিন চন্দ্রের জীবনের ঘটনার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার 'টাউন হলে' সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সার জন পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কলিকাতা শহরে একটি পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবানুসারে শীঘ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয় এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। গ্রন্থাগারটি অবশ্য চাঁদামূলক গ্রন্থাগার হিসাবেই স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারের নিয়ম অনুসারে যাঁরা গ্রন্থাগার তহবিলে তিনশত টাকা দিতেন তাঁরা গ্রন্থাগারের স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার হতেন এবং অন্যান্য চাঁদাদানকারীরা নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক চাঁদা দিতেন। গ্রন্থাগারে প্রথম স্থায়ী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন টোনী নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক। গ্রন্থাগারের প্রথম অবস্থায় প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক (সাব-লাইব্রেরিয়ান) ছিলেন। পরে তিনি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। প্যারীচাঁদের পর তাঁর ভ্রাতৃব্য গোপীকৃষ্ণ মিত্র গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করেন। তৎপরে জনৈক অবসর প্রাপ্ত এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ঐ পদে নিযুক্ত হন। উন্নতি ও অবনতির নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে গ্রন্থাগারটি এই সময়ে বিশেষ দুরবস্থায় পতিত হয়। কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান ও গবর্ণমেণ্টের সাথে অনেক আলাপ-আলোচনার পর গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত

গবর্ণমেন্ট ও গ্রন্থাগারের এক যুক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের অংশীদার ও চাঁদাদাতাদের নির্বাচিত ছয়জন এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধি ছয়জন—মোট এই বার জন সদস্য-সমন্বিত এক সংসদের (কমিটি) উপর গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং পৌর প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারকে তার দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য আট হাজার টাকা সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখ থেকে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে এই নূতন সংসদ গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। নূতন সংসদ এই ব্যবস্থায় পুনর্গঠিত গ্রন্থাগারের তৎকালীন একজন অবসর প্রাপ্ত প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিকের স্থলে একজন কম বয়সী নবীন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা সমীচীন বিবেচনা ক'রে ঐ পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা দরখাস্ত আহ্বান করেন। ট্রিবিউন পত্রিকার কার্য ত্যাগ করার পর বিপিনচন্দ্র এ পর্যন্ত অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না। সংবাদপত্রে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সচিব (Secretary) এবং গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর তিনি ঐ পদের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রণ আইনে মুদ্রণের স্বাধীনতা সংকোচক ধারাগুলির বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মনে বিশেষ ক্ষোভ ছিল। স্যার চার্লস মেটকাফ ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক বৎসর কাল অস্থায়ীভাবে ভারতের বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি মুদ্রণ আইনসমূহের স্বাধীনতা অপহারক ধারাগুলির পরিবর্তন সাধন ক'রে মুদ্রণ বিষয়ে স্বাধীনতার অবকাশ দেওয়ায় ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। এ বিষয়ে সকলের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্থির হয় যে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থায়ী নিদর্শন হিসাবে কলিকাতায় মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং নামে একটি ভবন নির্মিত হবে এবং সেখানে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য সভায় একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি কিছুদিন এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কার্য করেন। অতঃপর কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটি এবং আরও অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের[১] সম্মিলিত উদ্যোগে ও প্রয়াসে কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রান্ড রোডের সংযোগ স্থলে সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখণ্ড জমিতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে

ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তাবিত মেটকাফ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী যে সময়ে স্থাপিত হয় তখন ডাঃ এফ, পি, ষ্ট্রং নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ১৩নং এসপ্লানেড রো ভবনের নীচের তলাটা বিনা ভাড়ায় গ্রন্থাগারের জন্য ছেড়ে দেন। গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সেখানে আর স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আবাস স্থলে গ্রন্থাগারকে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর মেটকাফ হলের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হ'লে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হলের দ্বিতলে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীকে পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়। মেটকাফ হ'লে স্থানান্তরিত হবার পর কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ক্রমে জনসাধারণের কাছে সাধারণতঃ মেটকাফ হল নামেই পরিচিত হ'য়ে উঠলো। বিপিনচন্দ্র যখন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও সচিবের পদের জন্য আবেদন পত্র পাঠালেন তখন এই লাইব্রেরী মেটকাফ হ'লেই প্রতিষ্ঠিত।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের বেতনের হার ১০০—১০—২০০ টাকা ব'লে উল্লেখ করা ছিল। এই বেতনের জন্য বিপিনচন্দ্রের যে এই পদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এমন নয়। প্রধানতঃ আত্মশিক্ষার সুযোগ লাভের আকর্ষণেই তিনি এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। তখনকার দিনে এই লাইব্রেরী দেশী ও বিদেশী বিদ্বান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংগম ক্ষেত্র ছিল। এই সময়ে নূতন ব্যবস্থায় পুনর্গঠিত লাইব্রেরী কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ, লী। শোভাবাজারের রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ছিলেন সহকারী সভাপতি। এতদ্ব্যতীত জেলা জজ মিঃ এইচ বিভারিজ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীজয়-গোবিন্দ লাহা, মিঃ এইচ, এম, রুস্তামজি, মৌলভী সিরাজ উল-ইসলাম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কলিকাতার প্রতিপত্তিশালী বিদেশী বণিক সম্প্রদায় এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা এই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রতেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই সকল সম্ভ্রান্ত, পদস্থ, বিদ্বান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ এই পদের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিপিনচন্দ্র সহ দুশ উনিশজন প্রার্থী এই পদের জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আবেদনপত্র সমূহ বিবেচনার জন্য নিযুক্ত এক সাব কমিটি এই সকল আবেদনকারীদের মধ্যে ছয় জনকে প্রাথমিক নির্বাচন করেন। এই ছয়জনের মধ্যে কাউন্সিলের

সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে বিপিনচন্দ্র এই পদের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের বারজন সদস্যের মধ্যে কতজন বিপিনচন্দ্রের পক্ষে ভোট দেন তা জানা না থাকলেও সভাপতি মিঃ লী, মিঃ বিভারিজ প্রভৃতি যে তাঁর পক্ষে ছিলেন এবং অন্যতম বাঙালী সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় যে তাঁহার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন তা অনুমান করা যায়। কারণ বিপিন-চন্দ্রকে ঐ পদে নিয়োগের প্রশ্নে শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এই অভিযোগ উপস্থিত করেন যে বিপিনচন্দ্রতো তাঁদের সাথে দেখা করেন নি। কাজেই তিনি এমন কে একজন বিশেষ ব্যক্তি যে তাঁকে এই পদে নিয়োগ করতে হবে? জবাবে বিভারিজ সাহেব বলেন যে অন্যান্য আবেদনকারীরা তাঁদের যেভাবে উত্যক্ত ক'রেছেন তা' স্মরণ ক'রলে এবং বিপিদচন্দ্র যে তা' না ক'রে নিজের যোগ্যতার বিচারের উপরই নির্ভর ক'রে ছিলেন সে কথা বিবেচনা করলে, কাউন্সিলের সদস্যদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে বিপিনচন্দ্র ঐ পদের জন্য নির্বাচিত হন এবং ২০শে আগষ্ট তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

নূতন কর্মক্ষেত্রকে বিপিনচন্দ্র জনসেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হিসাবেই গ্রহণ ক'রলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ ক'রছে যে অতি বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব হয়ে উঠছে না। বিপিনচন্দ্রের পুত্রের কাছে শুনেছি যে বিপিনচন্দ্র এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের বলতেন যে কোন বিষয়ে সন্ধান পেতে হ'লে কোন গ্রন্থ দেখতে হবে গ্রন্থাগারিকের কার্য করার সময়ে সহজে সে উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করতেন এবং তাঁর নিজস্ব নির্ধারিত উপায়ে পাঠকদের সাহায্য করতেন। কাজেই শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক না হ'য়েও পাঠককে সাহায্য করার জন্য তিনি নিজেই বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পন্থাই অবলম্বন ক'রেছিলেন একথাই বলা চলে।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহের এক উন্নত ধরণের গ্রন্থসূচী (catalogue) প্রণয়নের প্রয়োজন বহুদিন থেকেই সংশ্লিষ্ট সকলে অনুভব ক'রছিলেন। বিপিনচন্দ্রের নিয়োগের পূর্বেই এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংবাদপত্র মারফৎ প্রার্থীদের আবেদনপত্র আহ্বান করা হ'য়েছিল। এ বিষয়ে অল্পবিস্তর দক্ষ ও অভিজ্ঞ বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই কাজের জন্য আবেদনপত্র

প্রেরণও করেছিলেন। ইতিমধ্যে বিপিনচন্দ্র গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদে নিযুক্ত হবার পর তিনি কয়েকজন অতিরিক্ত কেরাণীর সাহায্য পেলে নিজের নির্ধারিত কাজ ব্যতীত সানন্দে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের কাজও ক'রবেন সে কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন। কাউন্সিল তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে তাঁকে ঐ কাজের ভার দিলেন। এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের পূর্ব অনুসৃত জটিল রীতি পরিত্যাগ করে তিনি বিভারিজ সাহেবের পরামর্শক্রমে গ্রন্থকার ও বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সহজে বোধগম্য অভিধান-ভিত্তিক এক গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর একটি নিঃশুল্ক পাঠ বিভাগ খোলা হয়। বিপিনচন্দ্র ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এই সময়ে গ্রন্থাগারের আর্থিক বর্ষ এপ্রিল মাসে আরম্ভ হ'য়ে পর বৎসরের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্যন্ত চলতো। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস ব্যতীত ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দের যে বৎসর সে বৎসরের পুরা-কাল তিনি গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে তিনি পদত্যাগ করেন। বিপিনচন্দ্রের কার্য গ্রহণের মাসে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই পাঠ বিভাগের পাঠকের উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ৫১৭ এবং দৈনিক গড়পড়তা উপস্থিতি সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৭১ এবং ৯৫.৫। কাজেই এই সময় নিঃশুল্ক পাঠগৃহটি যে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর বিপিনচন্দ্র গ্রন্থাগারিকের পদ ত্যাগ করেন এই পাঠ বিভাগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসের মোট পাঠক সংখ্যা ২,২৬৮তে নেমে আসে এবং দৈনিক গড়পড়তা পাঠকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬.৬ এ। ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারে ১৫ মাসে (জানুয়ারী ১৮৯০—মার্চ্চ ১৮৯১) সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩৬০; ১৮৯১—৯২ খৃষ্টাব্দে ১২ মাসে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৬৪; ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে ও পর মাসে ঐ সংখ্যা আবার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫২তে। ১৯৯০—৯১ খৃষ্টাব্দে ১৫ মাসে (জানুয়ারী ১৮৯০ থেকে মার্চ্চ, ১৮৯১ পর্যন্ত) পুস্তক লেনদেনের সংখ্যা ছিল ২৫,৮৪৬; পরবর্তী বৎসরে (১৮৯১—৯২ খৃষ্টাব্দে) ১২ মাসে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮,১২৪ এবং তৎপরবৎসরে অর্থাৎ ১৮৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দে হয় ৩০,৬১৮।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে বিপিনচন্দ্রের কার্যকালে প্রাদেশিক সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি এই পাবলিক লাইব্রেরীকে প্রদানের সরকারী প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে একদিকে প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যদিকে লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদাদাতাদের মর্যাদার লড়াই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা সরকার অন্য কোন সর্ত উল্লেখ না ক'রে বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি গ্রন্থাগার গৃহে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না প্রথমে মাত্র এই সর্তে ঐ সকল গ্রন্থ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীকে দেবার প্রস্তাব করেন, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে (২৬শে জুন)। ১৪ই জুলাই তারিখে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে সরকারের এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি মিঃ লী সরকারকে জানিয়ে দেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারি হিসাবে বিপিনচন্দ্র সরকারকে জানান যে সরকারের প্রস্তাব মত বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থ গ্রহণে পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিল প্রস্তুত আছেন। অতঃপর ২৬শে মে তারিখে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতিকে এক নূতন শর্তের কথা জানালেন। তিনি জানালেন পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিলে সরকার পক্ষের কোন প্রতিনিধি না থাকায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি পাবলিক লাইব্রেরীতে দেওয়া হ'লে সরকারের স্বার্থ দেখবার জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে একজন সদস্য হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিলে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে কাউন্সিলের কোন আপত্তি আছে কিনা তিনি তা' জানতে চাইলেন। ১৩ই আগষ্ট তারিখে পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি বাংলা সরকারকে জানালেন যে লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদা দাতাদের এক বিশেষ সভায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হলে ও কোন বিষয়ে কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হলে কেবলমাত্র বেঙ্গল লাইব্রেরী সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ভোট দিবার ক্ষমতা থাকবে। প্রত্যুত্তরে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে সরকার পক্ষ থেকে পাবলিক লাইব্রেরীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিনাসর্তে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে গ্রহণ না করলে তাঁকে আদৌ

কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করা হবে না। অতঃপর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য পাবলিক লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী ও চাঁদা দাতাদের নিকট উপস্থিত করা হবে বলে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেন। কাউন্সিলের সদস্যেরা সকলে অথবা অনেকে সম্ভবতঃ বিনাশর্ত্তে শাস্ত্রী মহাশয়কে কাউন্সিল সদদ্য হিসাবে গ্রহণের পক্ষে ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বিপিনচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী হিসাবে বাংলা সরকারকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন তা'তে সরকারকে জানান যে ফেব্রুয়ারী মাসে লাইব্রেরীর বার্ষিক সভার অধিবেশনে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি মহারাজা স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর বিনা শর্তে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিল সদস্যের পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন ক'রবেন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদা দাতাদের এক সাব কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়। তাঁরা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দেব ৬ই জুলাই তারিখে এই সিদ্ধান্ত করেন যে যদি কাউন্সিলে স্বত্বাধিকারী ও চাঁদা দাতাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছয় থেকে বাড়িয়ে সাত করা হয়, তা'হলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিনা শর্তে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ৮ই আগষ্ট তারিখে কাউন্সিলের এক সভায় সাব কমিটির এই সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়।

কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেন যে যেহেতু একজন সরকারী প্রতিনিধি অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে কাউন্সিলে স্থান পেলে কাউন্সিলে লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদা দাতাদের প্রতিনিধির সংখ্যা অপেক্ষা লাইব্রেরী বহির্ভূত অন্য প্রতিনিধিদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হবে এই আশঙ্কায় স্বত্বাধিকারী চাঁদা দাতারা কাউন্সিলে একজন সরকারী প্রতিনিধি সদস্য গ্রহণের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন সেহেতু কাউন্সিলের সভাপতি সরকারকে কাউন্সিলে একজন সরকারী প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য সসম্মানে অনুরোধ জানাবেন। তদনুসারে লাইব্রেরীর সভাপতি মিঃ জে, জি, রিচি সরকারের নিকট ১২ই আগষ্ট তারিখে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রের শেষ অংশে তিনি বলেন যে যদি তাঁর মতে সরকারী প্রস্তাব খুবই সংগত প্রস্তাব তথাপি স্বত্বাধিকারী ও চাঁদাদাতাগণ কর্তৃক এ প্রস্তাব গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ তাঁদের সম্মতি ব্যতীত এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকাদি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিকে দিবার জন্য সরকার যে সর্ত দিয়েছেন সে সর্ত প্রত্যাহার

করে নেবার জন্য তিনি সরকারকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছেন। বলা বাহুল্য সরকার এ অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন নি। ৩০শে আগষ্ট তারিখের একপত্রে সরকার পক্ষ থেকে পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতিকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিল বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানকে সরকার প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলের সদস্যরূপে গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাদির যথোচিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীকে বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকাদি প্রদান করা আর সম্ভব নহে। অতঃপর এ বিষয়ের এখানেই যবনিকা পাত হয়।

বিপিনচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হিসাবে খুব বেশী দিন কাজ করেন নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কাজে যোগদান করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে কোন সময়ে এই কাজ ত্যাগ করেন। প্রথমাবধি প্রতিপত্তিশালী কোন কোন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না নানা সূত্রে এরূপ অনুমান করা যায়। গ্রন্থাগারিকের পদে তাঁর নিযুক্তির সময়েই কাউন্সিলের কোন সদস্যের বিরূপ মনোভাবের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের কার্যকালের প্রথম অবস্থাতেই অডিট রিপোর্টে কোন কোন তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হয়। লাইব্রেরীর ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দের হিসাব জনৈক ইংরেজ এবং একজন বাঙ্গালী হিসাব পরীক্ষক যুগ্মভাবে পরীক্ষা ক'রে যে যুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তা'তে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য থাকলেও বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক স্বতন্ত্র মন্তব্যে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে আরও তীব্র সমালোচনা করেন। বিপিনচন্দ্র অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের যথোচিত উত্তর দেন। গ্রন্থাগারটির পুনর্গঠনের পর গ্রন্থাগারের যে পাঠ বিভাগ খোলা হয় সে বিভাগ সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকতো। বিপিনচন্দ্রের উপর সমস্ত গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কাজেই তাঁর সহকারী কর্মীরা ঠিকমত কাজ ক'রছেন কিনা তা' দেখবার জন্য গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগের জন্য নির্ধারিত কাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়েও তিনি অতর্কিতভাবে গ্রন্থাগারে আসতেন। সেজন্য অনেক সময়ে তাঁর গ্রন্থাগারে যাতায়াতের ধরা বাঁধা সময় ছিল না। কাউন্সিলের কোন সদস্য একদিন গ্রন্থাগারে এসে দেখেন বিপিনচন্দ্র গ্রন্থাগারে নেই।

তিনি বিপিনচন্দ্রের হাজিরার খাতা চেয়ে পাঠালেন। খাতায় কোন কোন দিন তিনি দ্বিপ্রহরে এসেছেন লেখা থাকায় তিনি সেই খাতাতে বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বিপিনচন্দ্র এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ন এবং তাঁর একজন সহকারীকে বলেন যে ঐ সদস্যকে যেন তিনি জানিয়ে দেন যে সদস্য মহোদয় যদি তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটান অথবা অফিসের খাতাপত্রে কিছু লেখেন তা' হলে তিনি (বিপিনচন্দ্র) ঐ সদস্যকে গ্রন্থাগার থেকে বার ক'রে দিতে বাধ্য হবেন। যদি বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু অভিযোগ থাকে তিনি তা' কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত ক'রতে পারেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, তা' হ'লে একমাত্র কাউন্সিলই সে ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রতে পারেন; কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তা' করতে পারেন না। কাউন্সিলের অধিবেশন না হ'লে একমাত্র কাউন্সিলের সভাপতি কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে পারেন—অন্য কোন সদস্যের সে অধিকার নেই। বিপিনচন্দ্রের এই তীব্র মন্তব্য এবং দৃঢ় মনোভাব সদস্যদের কারও কারও কাছে প্রীতিপ্রদ হয় নি—যার ফলে গ্রন্থাগারের কার্যে ইস্তফা দেওয়াই তিনি শ্রেয় মনে ক'রলেন এবং তদনুসারে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও সচিবের পদ ত্যাগ ক'রলেন। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের অশোভন ও অন্যায় আচরণের কাছে মাথা নত না ক'রে তিনি পদত্যাগ ক'রে সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা বোধের মান সমুন্নত রেখে গেছেন এজন্য তিনি চিরদিন গ্রন্থাগারিকদের শ্রদ্ধাভাজন হ'য়ে থাকবেন।

১। মেটকাফ টেষ্টিমোনিয়াল এবং এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি।

২। এই সময়ে কাউন্সিলের মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সত্ত্বাধিকারী ও চাঁদা-দাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং অবশিষ্ট ৬ জন কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত হতেন।

স্কুল লাইব্রেরী (৪)

গ্রন্থাগার ও পুস্তকের ব্যবহার শিক্ষা

জন স্মিটন

এই পর্যায়ের প্রথম তিনটি বক্তৃতায় আমরা বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, পুস্তক-নির্বাচন এবং বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি। আমাদের শেষ বক্তৃতায় গ্রন্থাগারে যে কাজ আমাদের ক'রতে হয় আমরা তার আলোচনা ক'রব। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে আমরা বার বার বিশেষ ক'রে বলবার চেষ্টা ক'রেছি যে ছেলেদের মনে বইয়ের প্রতি ভালবাসা তথা আনন্দের জন্য পড়বার ইচ্ছা জাগ্রত ক'রে তুলতে না পারলে পড়াশুনার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আমাদের প্রথম আলোচনায় আমরা যাঁর লেখা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রেছিলাম সেই Beatrice Ward তাঁর "Design of Books" প্রবন্ধে অভিমত দিয়েছেন- "চলচ্চিত্রের নূতন এবং বিশেষ ছবিকে এক জাতীয় বই মনে করার পেছনে বেশ যুক্তি আছে। একে সাধারণ বই থেকে পৃথক ক'রে দেখলে আমরা সহজেই স্বীকার ক'রতে পারব যে প্রকৃত বইয়ের পাঠক—বর্তমান, অতীত এবং সর্বকালেই সংখ্যার হিসাবে কম। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এদের পাওয়া যায় বটে তবে তাদের সকলের মধ্যে একটি সাধারণ গুণ বর্তমান থাকে—তা' হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধ'রে পাঠ্যবস্তুর উপর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা। আগের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেরাণী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরা সীমাবদ্ধ নয়। ভিক্টোরীয় যুগে আমাদের পূর্বসূরীরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমস্ত লোককে পুস্তক পাঠক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে তুলবার যে ধারণা পোষণ করতেন—আজকের দিনে আমাদের ধারণা তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট। মার্কনি বা এডিসনের অভ্যুদয় যদি না হ'ত এবং আমাদের সময়ে যদি এই প্রচেষ্টা আরব্ধ হ'ত তা হ'লে কোন সাধারণ বই প্রথম ছাপবার সময়ই আমাদের অন্ততঃ দশ লক্ষ প্রতিলিপি ছাপতে হ'ত। আমার সন্দেহ হয় আজকের দিনের পুস্তক-পাঠকের প্রকৃত সংখ্যা পঞ্চদশ শতাব্দীর চেয়ে বেশী নয়। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের তুলনায় পুস্তক

পাঠকের হার ক্রমান্বয়ে কমে শতকরা ১০০ ভাগ থেকে আজ প্রায় ১০এ দাঁড়িয়েছে—কেন না পুস্তক-পাঠ আজ আর কোন বিশেষ বৃত্তির সঙ্গে সংসৃষ্ট নয়।"

বস্তুতঃ যখন শতকরা দশজনের অক্ষর পরিচয় ছিল—তখন তারা সকলেই সারা জীবন নিয়মিত বই প'ড়ত। এখন পৃথিবীর শতকরা ১০০ জন লোকের অক্ষর পরিচয় থাকলেও তাদের দশ জনের মধ্যে নয়জনই স্কুল ছাড়ার পর আর পড়াশুনা করে না—ফলে ৫০০ বছর পূর্বেও পাঠকের হার জন সংখ্যার তুলনায় যেমন ছিল আজও প্রায় তাই-ই আছে। অক্ষর-জ্ঞান সর্বজনগত হওয়ায় এর মূল্য গেছে কমে এবং যাদের এই জ্ঞান আছে তারা তার চর্চা করে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্কুল লাইব্রেরীগুলোকে দেখতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের সহযোগিতায় এই গ্রন্থাগারগুলোকে নিয়মিত পাঠক-সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে হবে।

গ্রন্থাগারের আরও একটা প্রয়োজনীয় কর্তব্য আছে। পাঠানুরাগ সৃষ্টি করা ছাড়াও গ্রন্থাগারকে ছাত্রদের শেখাতে হবে কেমন ক'রে বই ব্যবহার ক'রতে হয়—স্কুল জীবনে এবং পরবর্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে কেমন করে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করতে হয়। এখন এই দুটো কর্তব্য কেমন করে সাধিত হতে পারে?

আমি আগের বক্তৃতায় বলেছি এই দুই কাজের জন্যই দরকার যত্ন করে বাছা যথোপযুক্ত বইয়ের সংগ্রহ। আমি বলেছি বই নির্বাচন করবার জন্য গ্রন্থাগারিককে পাঠকদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, তাদের পছন্দ অপছন্দ জানতে হবে এবং তাদের চাহিদার গুণাগুণ বিচার করতে হবে। অবশ্যই ভাল গ্রন্থাগারিক কৌশলপূর্ণ উপদেশের সাহায্যে পাঠকদের রুচিকে উন্নত করতে সমর্থ হবেন।

বই পড়তে শেখান'র সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি সুস্পষ্ট এবং এবিষয়ের মূল নীতিগুলোর উল্লেখ সহজেই করা যেতে পারে। Ernest Grunshaw তাঁর লেখা "The Teacher Librarian" গ্রন্থে এবং C. A. Stott তাঁর "School libraries ; a short manual" গ্রন্থে এ বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন।

Stott মোটামুটি এই নীতিগুলো বলেছেন :—

(১) গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষা কিংবা সেই শিক্ষার প্রয়োগের জন্য বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর রুটিনেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এই সময়, বই পড়ার বা যে কাজ অন্য যে কোন সময়ই করা যায় তার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়।

(২) এই সময়টাতে একটা আনুষ্ঠানিক ভাব আনবার প্রয়োজন নেই বটে কিন্তু সব সময়েই এই সময়টাকে যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

(৩) তাত্ত্বিক উপদেশ হবে সংক্ষিপ্ত এবং সব সময়ই তার পরে থাক্‌বে কোন ব্যবহারিক অনুশীলন।

(৪) প্রত্যেক ছাত্রের গ্রন্থাগার শিক্ষার জন্য পৃথক নোট্‌খাতা থাকবে।

Grunshaw এই বিষয়ে বলেন Library Period বল্‌তে সেই সময়টাকে বোঝায় যখন গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষক বইয়ের ব্যবহার এবং গ্রন্থাগার রীতি সমূহ শিক্ষা দেবেন। কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে ছেলেরা গ্রন্থাগারে বসে যখন পড়াশুনা করে—শিক্ষক সঙ্গে থাকলেও সেই সময়কে Library Period বলা যাবে না। সুতরাং "গ্রন্থাগার-বিষয়ক শিক্ষার সময়" এবং "গ্রন্থাগারে শিক্ষার সময়" বলতে আমরা বিভিন্ন জিনিষ বুঝি। যদিও স্কুলের পাঠ্য-বিষয়ের সম্বন্ধেও Library Periodএ প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যেতে পারে—তবুও এই সময়ের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেদের বই ব্যবহারের শক্তির অনুশীলন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় অনেক বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেদের কলম্বাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া যেতে পারে। অন্য ক্লাসে আবিষ্কারের যুগ সম্বন্ধে যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে এই সময়ে গ্রন্থাগারিক এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন। এতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধনের পক্ষেও সাহায্য হবে।"

বইয়ের ব্যবহার শেখাতে হলে বেশ ভাল করে তৈরী একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্কুল পাঠ্য অন্যান্য বিষয়ের মতই এটাকে একটা সামগ্রিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখা দরকার। এর লক্ষ্য হওয়া উচিত গ্রন্থাগারে নিয়োজিত মূল নীতিগুলো শিক্ষা দেওয়া। বইয়ের যত্ন, বর্ণানুক্রম প্রভৃতি দিয়ে হবে এই শিক্ষার আরম্ভ এবং ক্রমান্বয়ে শেখাতে হবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রধান প্রধান প্রয়োগ। বইয়ের সজ্জা, সূচী, বর্গ এবং কোষ-গ্রন্থের ব্যবহার শেখানো ছাড়াও লক্ষ্য থাকবে গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাস এবং গ্রন্থের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চার করা। এই জ্ঞানের ফলে বইয়ের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা বাড়বে। ভূমিকা, সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বইয়ের বিভিন্ন অংশগুলোর

তাৎপর্য গ্রহণের শিক্ষা—জ্ঞানের সাধন হিসাবে বইয়ের উপযোগিতা প্রণিধানে সাহায্য করে।

এই পরিকল্পনায় প্রতি ব্যক্তির গ্রন্থাগার ব্যবহারে দক্ষতা সঞ্চারের জন্য অনুশীলনের সুযোগ দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শুধুমাত্র বই কেমন ভাবে পর পর সাজান থাকে, সূচীতে বইয়ের বিষয় কীভাবে বর্ণিত হয় কিংবা পত্রকের সাহায্যে কেমন করে ঈপ্সিত বিষয়টি খুঁজে বের করতে হয়, এর তাত্ত্বিক উপদেশ পেলেই ছেলেরা বই ব্যবহার করতে শিখবে না। প্রত্যেক ছেলেকে অনুশীলনের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে অনুশীলনের জন্য বিষয় ঠিক করে দেওয়া ভাল।

Library Period এর জন্য অন্ততঃ ৪০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। ক্লাস থেকে লাইব্রেরীতে যেতে আস্‌তে এই সময়ের খানিকটা ব্যয়িত হবে। এর চেয়ে দীর্ঘতর সময়ের Period করা ঠিক হবে না। কেননা অনেক ছেলের পক্ষেই এর চেয়ে বেশী সময় একসঙ্গে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হবে। আর একটি শ্রেণীর কয়েকজনের মনঃ সংযোগ নষ্ট হ'য়ে গেলে সকলের মনোযোগ নষ্ট হ'তে দেরী লাগ্‌বে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষার স্তর নিরূপণ করা উচিত, কিন্তু তাই ব'লে মেধাবীদের সুবিধার জন্য এই স্তর এত উচ্চ মানের হওয়া উচিত নয় যাতে সাধারণের পক্ষে তাল রাখা কঠিন হয়। মেধাবীদের ব্যবহারিক কাজ বেশী দিয়ে ব্যাপৃত রেখে পশ্চাৎপদদের কাছে ব্যাখ্যা করে তত্ত্বগুলো বোঝালে সামঞ্জস্য রাখা যায়।

এই পরিকল্পনা গঠনের সময় এক দিকে স্কুলের কাজের সঙ্গে গভীর যোগ রক্ষার কথা অন্য দিকে ছেলেদের ব্যক্তিগত রুচির কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। দ্বিমুখী প্রভাবের ফলে ছেলেদের কুশলতা যাতে দ্রুত উৎপন্ন হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দু' বিষয়েই সমান মন দেওয়া দরকার। এক দিকে ছেলেদের গ্রন্থাগার-প্রচলিত রীতিগুলো শেখানো হবে, অপর দিকে গ্রন্থাগারকে ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে লাগাতে হবে। অবশ্য এই দু'রকম কাজকে একমুখী করে তোলা সব সময় সহজসাধ্য নয়।

শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম বিষয় হবে—গ্রন্থাগার পরিচিতি। এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবেঃ (১) গ্রন্থাগারের বিন্যাস (২) কাহিনী পুস্তক, কাহিনীতর পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার অবস্থান এবং (৩) গ্রন্থাগারের

কার্যকাল, নিয়মকানুন, পুস্তক গ্রহণের পদ্ধতি। অবশ্য এই সঙ্গে কাহিনীর বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে বিন্যাসের পদ্ধতিটিও বুঝিয়ে দিতে হবে।

উপরের প্রশ্নগুলোর আলোচনা ক'রলেই প্রথম পাঠের সমাপ্তি ঘটবে। অন্য বিষয়গুলোও কয়েকটা পাঠের মধ্যে শেখাতে হবে। এই সমস্ত বিষয়ের ক্রম সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক ক'রতে হবে। বর্গীকরণ ও সূচীকরণের পাঠের বন্দোবস্ত এমন রাখতে হবে যাতে দুটো বিষয়ই একসঙ্গে শেখানো যায়। বর্গীকরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকলে সূচী নির্মাণ পদ্ধতির জ্ঞান কখনই যথাযথ হ'তে পারে না।

৩৯টি পাঠের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এই রকম হ'তে পারে—

১। গ্রন্থাগার পরিচিতি

২। বর্ণানুক্রম—তত্ত্ব

৩। বর্ণানুক্রম—প্রয়োগ

৪। কাহিনীমূলক পুস্তক, কাহিনীতর বিষয়ক পুস্তক : ইহাদের অর্থ, এইগুলি বোঝার জন্য অনুশীলন

৫। বইয়ের যত্ন

৬। সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশ—এই বিষয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারে গমনের কিংবা সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের ভাষণের ব্যবস্থা ক'রতে হবে

৭। বর্গীকরণ—১ : ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রাথমিক পরিচয় এবং বর্গীকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

৮। বইয়ের অঙ্গ—১ : মলাট ও আখ্যা-পত্র

৯। আখ্যা-পত্র সম্বন্ধে অনুশীলন : আখ্যা-পত্রে লিখিত তথ্য সমূহের [যথা গ্রন্থকার-নাম, প্রকাশ-তিথি] ব্যবহার।

১০। কাহিনীতর পুস্তকের সন্ধান : আধারে পুস্তকের বিন্যাস

১১। বইয়ের কথা

১২। আধুনিক গ্রন্থ-নির্মাণ পদ্ধতি

১৩। কোষ গ্রন্থ : ১ম পাঠ, কোষ গ্রন্থের প্রকার

১৪। বইয়ের অঙ্গ ২—নির্ঘণ্ট

১৫। সংক্ষেপিত আকার ১—i. e. e g., প্রভৃতি প্রচলিত সংক্ষেপিত রূপের ব্যাখ্যা ও পরিচিতি

১৬। গ্রন্থকার-সূচী

১৭। আখ্যা-সূচী

১৮। গ্রন্থকার-সূচী ও আখ্যা-সূচীর অনুশীলন

১৯। সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচী সম্বন্ধীয় অনুশীলন + পাঠ-কক্ষের বহিঃস্থ পাঠ, বিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যার প্রয়োগ

২০। গ্রন্থকার ও আখ্যা-বিষয়ক অনুশীলন

২১—২৩। বর্গীকরণ [২-৪] প্রধানতঃ ব্যবহারিক শিক্ষা + অধীত পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থাগার পুস্তক-বিন্যাসের অনুশীলন।

২৪। বইয়ের অঙ্গ—৩—ভূমিকা ও সূচীপত্র

২৫। পুস্তক নির্বাচন

২৬। বিষয়-সূচী

২৭। বর্গীকরণ—৫, বিষয়নাম

২৮। বর্গীকরণ—৬, প্রধান বিষয়গুলির সম্বন্ধে অনুশীলন

২৯। বইয়ের অঙ্গ—৪—উপক্রমণিকা।

৩০। বর্ণানুক্রমিক সূচী।

৩১। সূচী-পত্রকে (card-catalogue) নিবন্ধ বিষয়।

৩২। কাহিনীতর যিষয়ক পুস্তক সন্ধান।

৩৩। সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী।

৩৪। কোষ গ্রন্থ-২, বিশ্বকোষ।

৩৫। কোষ গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুশীলন।

৩৬। কোব গ্রন্থ-৩, বর্ষপঞ্জী।

৩৭। সংক্ষেপিতরূপ-২ ; অনুশীলন।

৩৮-৪০। পুনরালোচনা।

যে সমস্ত পাঠে পুস্তকের ব্যবহার শেখানো হবে তার মাধ্যমে যাতে নিম্নলিখিত তিন বিষয়ে দক্ষতা জন্মে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার।

(১) কেমন করে তথ্য অনুসন্ধান ক'রতে হয়।

(২) বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য কী বই বা কী জাতীয় বই দেখা দরকার।

(৩) এক বিষয়ের বিভিন্ন বইয়ের তুলনামূলক আলোচনা।

প্রথম দক্ষতার জন্য দরকাব কোন বিষয়ের সাধারণ বিবরণ থেকে বিশেষ বিবরণে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা। প্রথমে যে কোন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ

করা দরকার তারপর ধীরে ধীরে বিশেষ বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ ক'রতে হয়।

পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ ঠিক যে বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, তার সঠিক নির্বচন, তার পরে ঐ বিষয়ে কোন্ কোন্ বই সাহায্য ক'রতে পারে তা' নিরূপণ এবং সর্বশেষ এক বা একাধিক পুস্তক নির্বাচন।

তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ বিষয়ক অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কেননা এই অভিজ্ঞতাই লিখিত বিবরণগুলির তুলনামূলক বিচারে এবং স্বতন্ত্র মত গঠনে সাহায্য করে। এর ফলেই আমরা নির্বিচারে কোন সংবাদপত্র, গ্রন্থকার বা প্রমাণের অভিমত গ্রহণ করবার সময় ভেবে দেখি। আমরা যে কোন বিষয়ের বর্ণনা নিয়ে আরম্ভ করতে পারি। আমাদের প্রথমেই ঐ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও মন্তব্যগুলোকে আলাদা করতে হবে। তারপর আমরা একই বিষয়ের অন্য বর্ণনা পরীক্ষা করব। একটা সাধারণ ফুটবল খেলা নিয়েই এই অনুশীলন আরম্ভ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করতে হবে কোন্ কোন্ ঘটনা এই দুই বর্ণনার মধ্যেই বিবৃত র'য়েছে এবং কোন্‌গুলো মাত্র একটায় আছে, আর একটায় নেই, এই সব ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলি ঠিক হওয়া স্বাভাবিক, এদের মধ্যে কী কী মন্তব্য আছে এবং বিবরণগুলো পড়লে একটা আর একটার চেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করবার কোন হেতু আছে কিনা। এই বিষয়ে অনুশীলনের জন্য দুইটি সহরের মধ্যে ফুটবল খেলার বিবরণ দুইটি তত্রত্য স্থানীয় পত্রে যেভাবে বিবৃত হ'য়েছে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ ও জাতির দৃষ্টিতে একই বিষয় যেরূপ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ ক'রতে পারে, প্রথম থেকেই ছাত্রদের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকর্ষণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তগুলো অবশ্য সহজ এবং স্পষ্ট হওয়া দরকার। এইভাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'রতে শেখানো যায় এবং কোন বিষয়ের আপাতঃপরিদৃশ্যমান রূপের দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে তার প্রকৃত মূল্য বিচার করার ক্ষমতা জন্মে!

ছাত্রকে বহির্জগতে তার আপন স্থান বেছে নিতে গ্রন্থাগার আর যে ভাবে সাহায্য করিতে পারে—তা' হচ্ছে তার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা, গ্রন্থাগারের নিয়মিত কার্য্যে, পুস্তক আদান প্রদানে, পাঠকদের সাহায্য করায়—তা'র সাহায্য

গ্রহণ করা। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের "Building Bulletin" থেকে অংশ উদ্ধৃত ক'রে আমরা এ আলোচনা শেষ ক'রব।

"বিদ্যালয়ের জ্ঞানোন্মেষের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কেন্দ্রস্থল অধিকার করা কর্তব্য। পাঠের অনুসন্ধানের এবং অনুশীলনের সুবিধার জন্য এর দ্বার সর্বসময় উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। শান্ত এবং উপযুক্ত পরিবেশ—যেখানে অধ্যয়ন ও পাঠ্যগ্রহণের স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায়, সেইখানে হবে এর অবস্থিতি। আরামপ্রদ যথোপযুক্ত আসবাবপত্রে হবে এর সজ্জা। কতকগুলি গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং গ্রন্থ আদান-প্রদানের কেন্দ্র মাত্রের চেয়ে এর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব যে অনেক বেশী একথা প্রণিধান করা আবশ্যক।"

ভারতে কাগজের চাহিদা

ভারতবর্ষে চাহিদা অনুযায়ী এখনও কাগজ উৎপন্ন হইতেছে না। বর্তমানে মাথাপিছু বাৎসরিক ২ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহৃত হয়। ১৯৬১ সালে মোট চাহিদার পরিমাণ ৫৭৮,০০০ টন হইবে আশা করা যায়। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার, চালু ১৯টি মিলের প্রসারের এবং নতুন ২২টি মিল স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত নতুন মিল স্থাপনের জন্য দরখাস্তর অনুমোদন অপেক্ষাধীন রহিয়াছে। শীঘ্রই মহীশূরের ভাণ্ডেলীতে একটি মিলে বাঁশ হইতে দৈনিক ৬০ টন করিয়া কাগজ উৎপন্ন হইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ একটি মিলে দেশলাই শিল্পের জন্য দৈনিক ২০ টন করিয়া কাগজ উৎপন্ন হইবে।

ভারতবর্ষের একমাত্র নিউজ প্রিন্ট কারখানায় বর্তমানে দৈনিক ৫০ টন করিয়া কাগজ উৎপন্ন হয়।

ঘণ্টায় দশ লক্ষ পাতা পড়িয়া ফেলার অভিনব বস্তু

বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল সাহিত্যের দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয় পঠন ও বিশ্লেষণের জন্য সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা এক অভিনব যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক ঘণ্টায় বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল তথ্যাদি ও সাহিত্যের দশ লক্ষ পাতা পড়িয়া শেষ করা যায়। তথ্যাদি বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইগুলিকে অনুবাদ করার জন্য এক বিশেষযন্ত্র রহিয়াছে।—তাস

গ্রন্থাগার সংবাদ

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে পাঁচদিনব্যাপী বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনের সভা উদ্বোধন করেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। সর্বশ্রী বি এস কেশবন, গোপাল হালদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর রাধাবিনোদ পাল। দ্বিতীয় দিনে কবি নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে এক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের বহু প্রখ্যাত কবি

সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। তৃতীয় দিনে এক আলোচনা সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা। চতুর্থ দিনে এক মনোজ্ঞ শিশু উৎসব অনুষ্ঠিন হয়। শেষ দিনে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে উৎসবের সমাপ্তি হয়। এতদুপলক্ষে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ একটি সুন্দর সচিত্র স্মরণী প্রকাশ করেন। লাইব্রেরীতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলীর একটি প্রদর্শনী উৎসবটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার ॥ টাকী ২৪ পরগণা ॥

গত ১লা ডিসেম্বর টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার পরিচালিত "বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় এক জনসভা অনষ্ঠিত হয়। সভায় টাকী রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন ছাত্র আবৃত্তিকে অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষাকেন্দ্রের সমাজশিক্ষা শিক্ষক শ্রীসরোজ দত্ত নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবসেয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণকে স্বাক্ষর হইয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালিবার আহ্বান জানান। সভাপতি মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দিতে আহ্বান জানান।

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগার ॥ তারাগুণিয়া ॥ ২৪ পরগণা ॥

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে শ্রীপ্রমথ নাথ নাগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত ৩০শে নভেম্বর বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের জীবন, বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, দেশপ্রীতি ও সাহিত্যিক অবদান প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী ক্ষিতিনাথ সুর, মাখনলাল ঘোষ, নারায়ণ প্রসাদ সুর, অসীম রায়, জগন্নাথ দত্ত, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবন কৃষ্ণ মণ্ডল। সভাপতি মহাশয় বর্তমান ছাত্র ও যুবকদের আচার্য্য বসুর আদর্শ অনুসরণের আবেদন জানান।

সম্মিলনী আনন্দ মঠ ॥ ইছাপুর ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ৩০শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 'সম্মিলনীর' (আনন্দমঠ) নবনির্মিত গৃহ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅখিল চন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক ডাঃ মনীষ চন্দ্র চক্রবর্তী। সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। প্রধান অতিথি তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ শান্তিপুর ॥ নদীয়া ॥

গত ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীহরিদাস দে'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ৪৭তম সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৫৯ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীহরিদাস দে, সহ-সভাপতি—শ্রীশচীন্দ্র কুমার মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী, বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ : লাইব্রেরী—শ্রীমিহির খাঁ ; অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক—শ্রীশান্তশেখর প্রামাণিক ; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমাধব ইন্দু মুখার্জী।

শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান ॥

১লা ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে সমাজশিক্ষা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালনা ২নং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের সমাজশিক্ষা সংগঠিকা শ্রীমতী ইরা রায় ও সমবায় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাসুদেব চক্রবর্তী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী ইরা রায় সমাজশিক্ষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

স্বামিজী মিলন মন্দির পাঠাগার ॥ রসুলপুর ॥ বর্দ্ধমান ॥

গত ১৯৫৮ সালে স্বামিজী মিলন-মন্দির পাঠাগারের বার্ষিক কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি উদ্ধৃত হইল : পাঠাগারটি গত মার্চ মাস হইতে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং সরকার কর্তৃক ১,৪৫০ টাকা সাহায্য পাইয়াছে। গৃহনির্মাণ বাবদ আরও ৪,০০০ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইবে।

সদস্য ও পাঠক সংখ্যা ২০০, পুস্তক ও বাঁধানো পত্রিকা ১৮৫৭, মোট আদায় ২,৪৪৮·৬৯ ন.প, মোট ব্যয় ২,২১২·৪২ ন.প, পুস্তক ক্রয় ৫৪৮·৬২ ন.প, পত্রিকা ক্রয় ৫০·৮৬ ন.প। গত বৎসর মোট ১১,৫৯০ খানি পুস্তক আদান প্রদান হইয়াছে। গড়পড়তা প্রতিদিন ৪০ খানি পুস্তক আদান প্রদান হইয়াছে।

ভাস্কুড় আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার ॥ বলুহাটী ॥ হাওড়া ॥

"বিগত ১লা ডিসেম্বর পাঠাগার কর্তৃক সমাজশিক্ষা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীতারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সভাপতি মহাশয় সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধন পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ॥

গত ৩০শে নভেম্বর ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীসত্য প্রকাশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মিত্র যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীরামগোপাল বৈরাগী, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় আচার্য্যদেবের জীবনী ও কর্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার শিক্ষণ ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ভবিষ্যৎ

সমাজ বিজ্ঞানে অর্থনীতির সংগে পরিচয় ঘটলে অল্প পরেই চোখে পড়ে এর একটি অতি প্রচারিত নীতি যে যোগান আর চাহিদাই বাজারের দর নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য এ চাহিদা দিয়ে অর্থনীতিবিদেরা "রৌপ্য মূল্যের সমর্থন পাওয়া চাহিদা"কেই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁরা নাম দিয়েছেন effective demand। অর্থাৎ শুধুমাত্র ক্ষুধা থাকলেই আপনার, আমার কারো চাহিদাই খাদ্যের বাজারে প্রতিফলিত হ'বে না। ক্রয় ক্ষমতার বা অর্থের সমর্থন যদি না থাকে তবে সে চাহিদাকে অস্বীকার করেই বাজার এগিয়ে চ'লবে।

যাই হোক এই বাজারের কল্পনাও আমাদের সমাজের এক অনস্বীকার্য্য অবস্থা। দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্যই-ই হোক্‌ এই বাজারের কাছে আপনি, আমি সকলেই নিজের নিজের শক্তিকে বা বস্তুকে পণ্যের মত সাজিয়ে এনে উপস্থিত করি। আশা করি যে ক্রেতারা উপযুক্ত মূল্যে তা' কিনে নেবেন। ক্রেতা বা বিক্রেতার শক্তি, সংগঠন প্রভৃতির আপেক্ষিক তারতম্যের ফলে উপরের ঐ যোগান আর চাহিদার ভূমিকায় গুরুত্বের তারতম্য ঘটতে থাকে। ভাগ্যবানেরা লাভবান হন, আর দুর্ভাগারা অভিশাপের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফেরেন। পণ্যের বিক্রেতা যদি হন, তবে সাধারণ অর্থে চাহিদা দিয়ে আপনার পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে না। তা' হবে ঐ effective demandএর হৃদয়হীন পটভূমিকায়।

গ্রন্থাগার বৃত্তিকে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সংগে উপরের আইনমত নিজেদের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অবস্থাকে আর তার কারণকে খুঁজে বার করবার ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। মনে হ'য়েছে যে সমাজের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন যদি আশু কাম্যই হয়—যা অনেকেই বলে থাকেন—তবে যাঁরা নিজেদের এই বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলছেন তাঁদের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া এই সমাজের ক্রেতাদের অবশ্য কর্ত্তব্যই হওয়া উচিত। উপযুক্ত মূল্য ব'লতে আমরা সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী অর্থের কথাই মনে করি। অত্যন্ত প্রাচুর্য্যের কথা কল্পনায়ও আনি না।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারবৃত্তিকুশলদের শ্রমকে কিনে কাজে লাগান ক্ষমতা রাখেন প্রধানতম সরকার এবং তার পরে স্কুল ও কলেজগুলি, ইউ-নিভার্সিটিগুলি আর বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যাঁদের নানা কারণে গ্রন্থাগার রাখার প্রয়োজন ঘটে। তবে এগুলির মধ্যে সরকার বা প্রকৃত অর্থে সাধারণের

গ্রন্থাগার ব্যাবস্থাকে যাঁরা পরিচালিত করবেন (Public Library Authority) তাঁদের পক্ষেই এই কুশলদের নিয়োগ করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। কাজেই এই বিদ্যার কুশলদের চাহিদাকে প্রভাবিত ক'রে তাদের যোগানের আপেক্ষিক তারতম্য ঘটিয়ে তাদের বাজার দরের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা এঁদেরই সবচেয়ে বেশী। দেশের গ্রন্থাগার ব্যাবস্থাকে দ্রুত রূপায়িত করে বৃত্তি কুশলদের চাহিদাকে বাড়িয়ে তাঁদের সুস্থ জীবন যাপনে এঁরা যতদূর সাহায্য ক'রতে পারেন, সেই রূপায়ণের বিলম্ব ঘটিয়ে ঐ উপায়হীন কর্মীদলকে এঁরা ততদূর-ই দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দিতে পারেন।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকাকে প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন নানা কারণেই এখনও ব্যাপক এবং গভীর ভাবে দেখা দেয় নি। অবশ্য মৌখিক স্বীকৃতি—বিশেষ করে কোনও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবসে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুনিপুণ উপদেশ বর্ষণ—অনেকের ই মুদ্রা দোষে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতিকে সমাজ জীবনে ব্যাপক এবং গভীর ভাবে ছড়িয়ে দিতে বা তা'কে সার্থক ভাবে সমাজ-মনে ধারণ করে রাখতে বিংশ শতাব্দীতে যে গ্রন্থাগার ছাড়া আর পথ নেই এ কথা এখনও কাজের মধ্য দিয়ে (কথায় নয়) পরিপূর্ণ ভাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভের অপেক্ষা রাখে। তাই দেখি বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষকে উন্নত সমাজে নিয়ে যাওয়ার 'কল্পনা' করা হয়েছে। কিন্তু যে গ্রন্থাগার সেই বিংশ শতাব্দীর নাগরিককে প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে তা' তার শম্বুক গতি নিয়ে এগিয়ে চ'লেছে।

এক সময়ে কল্পনা করা হ'ত যে আমাদের রাজ্যের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালানর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তি-কুশলের সৃষ্টির প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে বা উপরের উপমায় বাজারের চাহিদাকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা এই অবস্থাকে নানা কারণেই এগিয়ে আনতে পারেন নি। ফলে বর্তমানেও এই বৃত্তি-কুশলদের উপযুক্ত মূল্যে কেনবার চাহিদা যথেষ্ঠ নয়। হিসাব ক'রে দেখান যায় যে অনেকে গ্রন্থাগার বৃত্তির শিক্ষা নিয়েও সেই বৃত্তিকে উত্তরকালে গ্রহণ করেন নি, এবং অনেকে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে নিজেদের এই বিদ্যাকে বিক্রয় ক'রতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে এক অত্যন্ত অনভিপ্রেত অবস্থার মধ্যে আমরা অনেকেই পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি, বা হ'ব। দেশ জোড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন রয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে হ'লে বহু কর্মীর প্রয়োজন। এই কর্মিদলের কাজ যদি বিশেষ ভাবে সমাজের

প্রয়োজন হয় তবে তা'দের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া সমাজের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যাবস্থার রূপায়ণকে ত্বরান্বিত না করে শ্লথগতি করে রেখে কর্মদিলের বাজার দরকে কমের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা' আদৌ অভিপ্রেত নয়। সে সম্বন্ধে স্বল্প কালীন উদাসীনতাও সমর্থন যোগ্য নয়।

শিল্পকুশলদের এই যোগান ও চাহিদাকে বিভক্ত ক'রে দেখা সম্ভব নয় এবং তার চেষ্টা করা উচিতও নয়। একই গাড়ীর দুইটি চাকার মত এই দুটি পরস্পরকে সাহায্য করে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটি চাকাকে থামিয়ে রেখে বা শ্লথ গতি করে অপর চাকার আবর্তণের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিলে সে গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়তে বাধ্য। কাজেই গ্রন্থাগার বৃত্তি গ্রহণকারীদের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন আশার সৃষ্টি হয় যে ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান বুঝি সহজ হ'বে। কিন্তু যখনই এই বৃত্তিকুশলদের অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে দেখি তখনই ভয় হয় যে এ কোন সংকটের দিকে আমরা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছি।

এইবারের গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষণের ডিপ্লোমা ক্লাসে প্রায় দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়েছে। ফলে আনন্দ আর আশংকা একই সংগে মনকে দুলিয়ে দিচ্ছে। জানিনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সব ছাত্রছাত্রীদের উত্তর কালের কর্ম্মসংস্থান সম্বন্ধে সরকারের সংগে কোন রকম আলোচনা করেছেন কি না। যদি সে আলোচনা আগেই হয়ে গিয়ে থাকে এবং যদি তা কর্মীদের স্বার্থের অনুকুল হয়ে থাকে তবে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত বোধ করব। সে আলোচনা না হয়ে থাকলে আমরা অবিলম্বে তার দাবী জানাই। কারণ বর্তমানে সরকারই এ বিদ্যার শিক্ষিতদের সর্বাধিকের নিয়োগকর্ত্তা। কাজেই বাজার দরের মাধ্যমে তাঁদের ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা সরকারেরই সবচেয়ে বেশী। তবে যে কর্ম-সংস্থানে যেন সহজ এবং সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ দানের বন্দোবস্ত থাকে। অর্ধভুক্ত গ্রন্থাগারিককে আত্মত্যাগ করার কথা শুনিয়ে কাজ হাসিল করার মনোভাবের আমরা নিন্দাই করি। কারণ সে পথে বাঞ্ছিত ফললাভ কখনই সম্ভব নয়।

দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকের জীবন আজ এই ধরণেরই এক সংকটের সম্মুখীন হতে চলেছে বলে আশঙ্কা হয়। পরিষদ এ সম্বন্ধে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে আলোচনা করে তার সমধর্মীদের জীবন নিরঙ্কুশ করবার সহায়তা করুক এরও আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF THE
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

1. The name of the Society is "The Bengal Library Association"

2. The registered office of the Association will be situated in Bengal.

3. The objects for which the Association is established are :

(a) To promote the Library movement in Bengal.

(b) To diffuse the knowledge of scientific method of maintenance and organisation of libraries and to organise library talks, lectures, conferences and exhibitions.

(c) To print and publish any newspaper, periodicals, pamphlets, books and leaflets, charts, posters, statistics that the Association may think desirable for the promotion of its objects.

(d) To collect and maintain a library and museum of publications and materials pertaining to the library movement and library science.

(e) To promote and encourage bibliographical study, and publish bibliographical information.

(f) To work for the enactment of such legislation as would be conducive to the extension of library facilities, better utilization and administration of libraries.

(g) To organise and conduct or help other institutions and organisations for maintaining and conducting training classes for librarianship, library assistantship or any of its nature.

(h) To work for the improvement of status of librarians.

(i) To promote and to establish and support, and to aid in the establishment and support of other library organisations formed for all or any of the objects of this Association.

(j) To work for co-ordination of libraries and systematisation of their methods.

(k) To help libraries in securing grants from Government and other public bodies and to help them in all possible ways.

(l) To conduct examination in librarianship or library assistantship and to confer or award certificates and diplomas.

(m) To serve as an information bureau in respect of library matters.

(n) To raise donations and accept endowments for furtherance of library movement.

(o) To borrow and raise money in such manner as the Association may think fit and proper for the attainment of any of the objects of the Association.

(p) To invest any money of the Association not immediately required for any of its objects, in such manner as may from time to time, be determined.

(q) To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire any real or personal estate which may be deemed necessary or convenient for any of the purposes of the Association.

(r) To conduct, maintain or alter any house, buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Association.

(s) To take any gift of property, whether subject to any special trust or not, for any one or more of the objects of the Association.

(t) To do all such other lawful things as are incidental or conducive to the attainment of the objectives.

4. The Governing body of the Association shall be the Executive Committee, to whom by the Rules and Ragulations of the Association the management of its affairs is entrusted. The names, addresses and occupations of the members constituting the Executive Committee are given hereunder :

Mr. A. K. Chanda, M. A., I. E. S.
Director of Public Instruction, Bengal
(President)
Nandan Road, Bhowanipore. Cal.

Dr. Nihar Ranjan Roy, M.A., D.Litt. & Phil., Dip. Lib.
Bagiswari Professor of Indian Fine Arts
Calcutta University, (Chairman)
14-A, Sarat Banerjee Road,
Kalighat, Cal.

Mr. Biswanath Banerjee, M.Sc., Dip. Lib.,
Librarian, Calcutta University (Secretary)
13, Sardar Sankar Road Cal.

Dr. A. B. Habibulla, M.A., Ph.D., Dip. Lib.
Professor, Calcutta University,
11, Bondel Road, Ballygunge, Cal.

Mr. Subodh Kumar Mukherjee, M.A., B.L., Dip. Lib.
Assistant Librarian,
Calcutta University.
30-1 Rajkissen Street,
Uttarpara, Hooghly.

Mr. Sushil Kumar Ghosh, Service
Calcutta Corporation
6, Bancharam Akrur Lane,
Bowbazar, Calcutta.

Mr. Tincori Dutta
Inspector of Works,
E. I. Rly., Bally.
Howrah.

Mr. Anathbandhu Dutta
26, Pitambar Ghatak Lane,
Alipore, Calcutta.

Mr. Anathnath Basu, M.A., T.D.
Professor-in-charge, Teachers' Training Department.
Calcutta University,
6, Hindusthan Road,
Calcutta.

Mr. Pramil Chandra Bose, B.A., Dip. Lib.
Deputy Librarian,
Calcutta University,
18, Rupchand Mukherjee Lane.
Kalighat, Calcutta.

Mr. Sudhindranath Chakravorty.
Indian Central Jute Committee,
Technical Laboratories, Regent Park,
Tollygunge, Calcutta.

We, the undersigned persons, whose names and addresses are subscribed hereto, are desirous of being formed into an Association in pursuance of this Memorandum of Association :

Names.	Occupations.	Addresses.
Sd/- Pramil Chandra Bose	Service	Deputy Librarian, Calcutta Vniversity.
,, Biswanath Banerjee	Librarian, Calcutta University.	13, Sirdar Sankar Road, Ballygunge.
,, Subodh Mukherjee	Asstt. Librarian, C. U.	30/1, Raj Kissen Street, Uttarpara.
,, Nihar Ranjan Ray	Bagiswari Professor of Indian Art, Cal. University.	14A, Dr. Sarat Banerjee Road, R.B. Avenue, P.O. Calcutta.
,, Anath Nath Basu	Head of the Teachers' Training Dept.. Calcutta University.	6B, Hindusthan Road, P.O. Rashbehari Avenue, Calcutta.
,, Benoy Kr. Chatterjee	Service, Calcutta University.	Ariadah P.O. 24 Parganas.
,, Jitendra N. Bhattacharjee	Service, Calcutta University.	24, Congress Exhibition Road, Park Circus, Calcutta.

Dated the 12-6-46

Witnesses to the above signatures :

Sd/- Arunoday Banerjee	Service	Calcutta University. Central Library.
,, Surath Kr. Paramanik	Service	Calcutta University, Central Library.

RULES AND REGULATIONS
OF
THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

1. The Association is established for the purposes set forth in the Memorandum of Association.

Interpretation

2. In the interpretation of these Rules and Regulations, except where excluded by the context :—

(a) Words importing the singular number only shall include the plural and words importing the plural number only shall include the singular number.

(b) Words importing the masculine shall include the feminine.

(c) The word "Association" means the Bengal Library Association.

Patron

3. Any distinguished person, on the recommendation of the Executive Committee may be elected as Patron of the Association at the Annual General Meeting.

Membership

4. The Association shall consist of the following classes of members namely,

(a) Donors
(b) Life members
(c) Institutional Members and
(d) Ordinary members

Donors

5. A candidate for admission to this class of membership or for transfer into this class shall be not less than 21 years of age and

(i) shall be a person who is interested in the cultural and educational development of the people ; or

(ii) shall be a person who is interested in the promotion of the library service for the spread of education and research ;

(iii) shall pay Rs. 150/- at a time to the fund of the Association. Every Donor is a Senior Member of the Association for life and he will not be required to pay any more subscription during his life time.

Life Members

6. A candidate for admission to this class of membership or for transfer to this class shall be not less than 21 years of age and

(i) shall be a person who is interested in the cultual and educational developement of the people ; or

(ii) shall be a person who is interested in the promotion of the library service for the spread of education and research :

(iii) shall pay at a time Rs. 75/- to the fund of the Association, and he will not be required to pay any more subscription during his life time.

Institutional Members

7. This class of membership is open to :

(i) Libraries.

(ii) Universites.

(iii) Colleges affiliated to the Universities.

(iv) Schools affiliated to the Board of Secondary Education.

(v) Societies and Institutions for learning and research.

(vi) Book Publishers' Association.

Institutional member shall pay Rs. 4/- per annum to the fund of the Association.

8. Every institution which will become a member of the Association shall act through its duly authorised agent or representative whose name shall be communicated in a letter by the President or the Secretary or any equivalent office bearer of the Institution concerned to the Secretary of the Association.

9. The representative or agent of an Institutional member shall continue to act as such after the intimation of his appointment has been duly communicated until the name of another representative or agent appointed in his place is duly communicated to the Association on behalf of the institution concerned.

Ordinary Members

10. A candidate for admission to this class of membership shall be not less than 18 years of age and

(i) shall be a person who is interested in the promotion and development of organised library service in the State ; or

(ii) shall be a person who is interested in the spread of education and culture among the people.

Ordinary members shall pay Rs. 3/- per annum to the fund of the Association.

11. The entrance and annual subscription payable by members of the Association shall be such as the Association in the General Meeting shall from time to time prescribe, provided that until the Association in General Meeting shall otherwise resolve the annual subscriptions shall be as indicated in relevent rules. In all cases annual subscription shall be payable in advance and shall be due on the 1st of January of the year for which it is due.

Enrolment

12. Applications for membership shall be submitted on the prescribed forms with necessary fees for approval of the Executive Committee. Institutional members shall be represented by the Secretary or the Librarian or any other office bearer of the institution concerned.

Applications should be duly proposed for membership on prescribed form by at least two members of the Bengal Library Association.

The Executive Committee shall have the right to reject any application for membership without assigning any reason.

Any fee paid by a person or institution whose application has been rejected, shall be refunded.

Duties and obligations of members

13. Every person or institution while applying for membership shall undertake to be bound by the Memorandum, Rules and Regulations or other bye-laws in force at the time of the election or which may, thereafter, be made from time to time.

Every member shall notify to the Secretary of the Association any change in address.

Powers and privileges of members

14. (i) Persons and Institutions whose names are on the membership list shall enjoy all the privileges and rights of the Association.

(ii) Members, personal and institutional, are eligible for election to the Council.

(iii) A person whose name is in the membership list for 12 months from the date of his admission and whose subscription is not

in arrears for three months or more is eligible to vote or to stand for election.

The first members of the Association shall be :

(a) The signatories of the Memorandum of Association.

(b) Every person or institution who was at the date of the incorporation of the Association, a member of the unincorporated Association.

Disqualified members.

15. In all proceedings of the Association no person shall be entitled to vote or be counted as a member whose subscription at the time shall have been, in arrears for a period exceeding three months.

Retirement from or forefeiture of membership

16. (i) Every member of the Association has a right to resign his membership of the Association on giving one calendar month's notice in writing to the Secretary of the Association but prior to such notice he will pay all sums that may be due from him to the Association.

(ii) The council shall have the power to remove from the register of members the name of any ordinary or institutional member in the interest of the Association on the recommendation of the Executive Committee after giving an opportunity to the party concerned to represent his case.

General Meetings

17. The first Annual General Meeting of the Association after its incorporation shall be held at such time and at such place as the Executive Committee may determine.

Subsequent Annual General Meetings shall be held ordinarily in the month of March in every year, or so soon thereafter as possible at such place as may be determined by the Executive Committee.

18. A general meeting of the Association—special or annual—shall be called by giving a clear 15 days' notice to members.

19. The notice of the Annual General Meeting shall be accompanied by the following :—(a) Agenda of business (b) Report of the working of the Association and audited statement of accounts upto 31st December of the preceding year and also blank forms of nomination for the ensuing election (if any).

20. Notices concerning all General Meetings or Special General Meetings of the Association shall be accompanied by the agenda of the meeting.

21. The Executive Committee may at any time and shall, on requisition signed by not less than ten per cent of the total membership of the Association, stating the objects of such requisition, summon a Special General Meeting of the Association to be held not less than one month and not later than six weeks after the receipt of such requisition. If they neglect to do so within 14 days after receipt of any such requisition, the requisitionist may summon such meeting. The notice convening the meeting shall specify the particular matter or matters to be discussed, and no resolution passed thereat shall be binding unless at least three-fifths of the members are present and take part in the vote and no business other than that specified in the requisition shall be transacted.

Quorum

22. At all General Meetings including Annual General Meeting and Special General Meeting ten per cent of the total membership or 35 members or the Association, whichever is less, shall be the quorum.

Conduct of business at General Meeting

23. At any meeting at which the President is absent, one of the Vice-Presidents shall take chair and in the absence of any Vice-President, the meeting shall appoint its own Chairman.

24. No member shall have more than one vote except that in any case of equality of votes the Chairman of a meeting shall have a casting vote.

25. Members desirous of bringing up any motion or resolution for consideration in a General Meeting must submit the same to the Secretary at least one week prior to the date of the meeting.

(a) With the consent of the three-fourths of the members present in the meeting motions and resolutions at a shorter notice may, however, be moved in a General Meeting.

(b) In any Special General Meeting, however, no business other than that for which the meeting has been called shall be transacted, nor shall any other resolution or motion be allowed to be raised.

26. The supreme authority shall vest in the entire body of the members assembled at a General Meeting. However, the management of the affairs of the Association shall be the responsibility of the Excutive Committee under the direction and supervision of the Council.

27. The Council shall consist of

(i) The President—1

(ii) Tne Vice-Presidents—5

(iii) Secretary, Jt. Secretary Asst. Secretary. } —3

(iv) Treasurer—1

(v) The Librarian—1

(vi) The Editor—1

(vii) Representatives of Donors, life members and ordinary members—15

(viii) One representative of the Calcutta University Library

(ix) One representative from the National Library, Calcutta.

(x) One representative from Visva Bharati.

(xi) One representative from the Govt. of West Bengal Department of Education (Ex-Officio).

(xii) One representative for every 25 or part thereof, of the Institutional members from each district subject to a maximum of 5 and minimum of one for every administrative district including Calcutta Corporation, all being elected for one year in the Annual General Meeting of the Association.

The Council shall have power to co-opt not more than 3 members to represent the interests of the college libraries, school libraries and technical or special libraries, if not already represented.

28. All vacancies caused by resignation or otherwise in the Council during a term shall be filled up by the Council for the remaining period of the term.

Powers and Proceedings of the Council

29. The Council shall meet at least twice a year ; the first meeting of the Council shall be held as soon after the Annual General Meeting as possible for the purpose of electing the *seven* members other than the ex-officio members of the Executive Committee for one year and formation of other committees for one year and for transacting any other business that may be necessary.

30. The Executive Committee on its own initiative may or at the requisition of at least ten members of the Council shall call meetings of the Council for the transaction of the business.

31. The Council shall exercise general supervision over the working of the Executive Committe.

32. The Council shall appoint Standing Committees, if any are to be appointed, with power to co-opt non-members for one year.

33. At any meeting of the Council, ten members shall be the quorum.

34. Notice convening meetings of the Council shall be issued not less than one week prior to the date of such meeting and it shall contain the agenda of the meeting

Executive Committee

35. The Executive Committee shall consist of all office-bearers of the Association as ex-officio members and seven other members of the Council to be elected by the Council at its first meeting after the Annual General Meeting.

36. The first Executive Committee after the incorporation of the Association shall consist of the persons named in the Memorandum of Association, who shall retain office until the next Annual General Meeting.

37. Any vacancy caused by the resignation or otherwise in the Executive Committee during a term shall be filled up by the Council for the remaining period of the term.

38. All members of the Executive Committee shall remain in office for one year or until their successors are appointed.

39. If at any Special General Meeting summoned on the requisition of the members. a resolution disapproving of any act on the part of the Executive Committee shall be passed by the majority of two-thirds of members present and voting on the question, the members of the Executive Committee shall immediately cease to hold office, and new members shall be elected in their places at the same meeting. but the old members or any of them, shall be eligible for re-election.

Powers and Proceedings of the Executive Committee

40. Subject to the powers of the members, the Association and the property and affairs thereof shall be under the control and management of the Executive Committee.

41. In addition to all powers hereby expressly conferred upon them, and without detracting from the generality of their powers under the last preceeding paragraph, the Committee shall exercise any of the following powers, namely,

(a) To expend the funds of the Association in such manner as they shall consider most beneficial for the purposes of the Association and to direct the sale or transposition of any such investments

and to expend the proceeds of any such sale for the purposes of the Association.

(b) To acquire in the name of the Association, build upon, pull down, rebuild, add to, alter etc, or otherwise deal with any land, building, for the use of the Association.

(c) To enter into contracts on behalf of the Association.

(d) To borrow money upon the security of any of the property of the Association and to grant or direct to be granted mortgages for securing the same.

(e) To cause the common seal of the Association to be affixed to any document they may think proper, and to provide for the custody of the common seal.

(f) To delegate all or any of their powers to a sub-committee or sub-committees.

(g) To make and from time to time to repeal or alter, rules as to the management of the Association and the affairs thereof and as to the duties of any office-bearers or employees of the Association and to the conduct of business by the Executive Committee or any sub-Committee provided that the same shall not be inconsistent with the Memorandum or Rules and Regulations of the Association.

(h) And generally to do all things necessary or expedient for the due conduct of the affairs of the Association not herein otherwise provided for.

42. Executive Committee may meet for the despatch of business adjourn, and otherwise regulate their meetings as they may think fit and *six* members of the Committee shall be the quorum. Three members of the Committee may at any time, and the Secretary shall upon the request in writting of three members of the Committee summon a meeting of the Committee. Notice of any meeting of the Committee accompanied by the agenda thereof shall be sent by post or delivered personally to each member of the Committee at least three days before such meeting unless urgent circumstances require shorter notice.

43. The Minutes of every meeting of the Commitee shall be read at the next meeting thereof, and shall be confirmed, either with or without amendment.

44. The bankers shall be appointed and may be changed by the Committee and cheques shall be signed by the Treasurer or by the Secretary.

Office-bearers

45. There shall be a President of the Association, who shall be elected at the Annual General Meeting for one year and shall hold

office until his successor is appointed. The President shall take the Chair at the General meetings, and also at the meetings of the Council.

46. The Executive Committee shall determine from time to time the institution—Co-operative society, scheduled bank or postal savings bank where funds of the Association shall be kept. The Committee shall be competent to close any such account already in operation and open new accounts in its place, if considered necessary.

Either the Secretary or the Treasurer shall sign the Cheques or withdrawal forms, as the case may be, on behalf of the Association.

47. There shall be five Vice-Presidents who shall also be elected at the Annual General Meeting for one year and shall hold office until their successors are appointed.

The Secretaries

48. There shall be one Secretary, one Joint Secretary and one Assistant Secretary of the Association, who shall be elected at the Annual General Meeting for one year and shall hold office until their successors are appointed.

49. In addition to all duties herein contained, the Secretary with the assistance and co-operation of the Joint Secretary and the Assistant Secretary shall perform such functions as shall be assigned to him by the Executive Committee. The Secretary shall also perform the following functions, namely, he shall convence all meetings, keep minutes of the meetings of the General Committee, the Council and the Executive Committee ; take action on the resolutions passed in the meetings of the General Committee, the Council and the Executive Committee ; report the results thereof to the respective Council and Committee ; deal with correspondence under the direction of the Executive Committee ; keep a register of members and all office records ; shall be responsible for the smooth and efficient administration of the Association ; may, under the direction of the Executive Committee, institute law suits or take legal steps on behalf of the Association ; he also shall under the direction of the Executive Committee call conferences, keep the proceedings thereof and take action on the resolution passed in the conference as far as possible.

The Treasurer

50. There shall be a Treasurer of the Association, who shall be elected at the Annual General Meeting for one year and shall hold office until his successor is appointed.

51. The funds of the Association shall be under the direct charge of the Treasurer in accordance with the direction given to him from time to time by the Executive Committee.

52. The Treasurer shall pay all bills after they have been passed for payment by proper authority and secure receipts and maintain proper account of all receipts and disbursements.

53. The Secretary shall be competent to incur expenditure not exceeding Rs. 50 (fifty) without obtaining previous sanction of the Executive Committee, but such expenditure shall be duly reported to the next meeting of the Excutive Committee.

Librarian

54. The Librarian shall be elected at the Annual General Meeting. He shall be in-charge of the Library and the Museum of the Association and shall work under the guidance of the Executive Committee.

Auditor

55. There shall be an auditor or auditors to be appointed annually by the Council who shall examine and certify the annual accounts of the association to be presented at and considered by the Annual General Meeting.

Accounts

56. The Secretary in consultation with the Treasurer shall keep proper accounts of the income and expenditure as well as of assets and liabilities of the Association, and shall submit a periodical statement of accounts to the Executive Committee and also shall submit to each annual meeting a report on the working of the Association and audited financial statement and balance sheet for the year ending on the previous 31st of December.

57. The auditor or auditors shall yearly audit all accounts of the Association and shall with the assistance of the Executive Committee prepare and lay before the Committee during or before the last week in the month of January in every year or as soon thereafter as may be possible but before the Annual Meeting an Annual Statements of Receipts and Expenditures of the Association upto the last day of December immediately preceeding, for submission to the Annual Meeting.

58. At the audit or examination of the yearly accounts, the Committee shall cause to be laid before the auditor or auditors a written account of the receipt and payment for the year preceeding

together with an account of all property, fund and money belonging to the Association and furnish him from time to time with such information and documents relating thereto as may be required by him or them.

59. The Treasurer shall prepare an Annual Budget and submit the same to the Executive Committee not later than the 15th December of the year previous to the year to which the budget refers.

After the budget has been considered by the Executive Committee it shall be placed before the next meeting of the Council.

60. A budget once passed by the Council may be modified or revised if and when necessary by the Council.

Elections

61. The form of Nomination paper, if any, shall be determined by the Executive Committee. Non-compliance with the instructions given on the Nomination paper shall invalidate the Nomination paper. The decision shall rest with the Executive committee.

62. The election of office-bearers and of members of the Council shall be by show of hands or by ballot and in case of election by ballot two scrutineers shall be appointed from amongst the members present by the Chairman of the meeting. The Chairman of the meeting shall determine the manner in which election shall take place.

63. The scrutineers shall proceed to count the votes and shall communicate the result to the Chairman of the meeting who shall announce it forthwith.

Notice

64. A notice may be served upon any member, either personally or by sending it through the post in a prepaid letter, addressed to such member, at his registered address for service, if any.

65. If a member has not a registered address for service, any notice shall be sufficiently served on him by posting up in the office of the Association, such notice addressed generally to the members.

66. The non-delivery of any notice of meeting shall not invalidate the proceedings at such meeting.

Year

67. The year of the Association means the calendar year (1st January to 31st December).

District Branches of the Association

68. (i) Upon receipt of a request in writing from not fewer than ten Institutional Members of the Association in a District or at the initiative of the Executive Committee of the Association, the Executive Committee may at their discretion, issue a certificate creating a Branch of the Association. All members of the Association, institutional or personal, residing or working in the District, shall be entitled to become members of the Branch on notifying their desire in writing to the Secretary of the Branch, who shall keep a register of branch members corrected to date, which shall at any time be open to inspection by any of the office bearers of the Association.

(ii) The subscription of such member shall be collected by the Bengal Library Association which may however authorise the District Branch to collect the money on its behalf where necessary.

(iii) A branch may appoint a Chairman, a Secretary or Secretaries, a Treasurer and a Committee to manage its affairs so far as domestic matters are concerned, but shall not take any action other than by recommendations to the Executive Committee of the Association, which affect the other branches, the general conduct of the Association, or the external relations of the Association.

(iv) The Managing Committee of the District Branches shall be composed of representative of Institutional Members whose number shall be at least three-fourth of the total members of the Managing Committee of the Branch.

(v) The rules of a Branch which must not conflict with the rules, regulations and bye-laws of the Association, shall be submitted to the Executive Committee of the Association for their approval, and no amendment or addition shall be valid until approved by the Excutive Committee of the Association.

(vi) Out of the subscription realised by the Association from the members of a Branch, the Association shall give back to the Branch 60 per cent per member and retain for it 40 per cent per member.

(vii) The Secretary of the Branch shall forward a report on the work of the Branch for the information of the Executive Committee of the Association.

(viii) The Executive Committee may on sufficient ground and on recommendation of the Council,revoke a certificate creating a branch, in which case the certificate shall be forthwith returned to the Secretary of the Association,together with all moneys standing to the credit of the Branch, after all liabilities have been met. The Excutive Committee shall however give at least 12 months notice of intimation to revoke a certificate creating a Branch.

Zonal units

69 On the intimation of the District Branches Zonal Units under a District may be formed, to facilitate the working of the District Branch. The formation of such zonal units shall be subject to the confirmation of the Excutive Committee.

Alteration, extension and abridgement of the objects

70. If it appears to the Executive Committee of the Association that it is advisable to alter,extend or abridge any particular object or objects or to amalgamate the Association with any other Society or Association, the Executive Committee may submit the proposition to the members of Society in a written or printed report and may convene a Special Meeting for consideration thereof according to the Regulations of the Association ; but no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the Association ten days previous to the Special Meeting convened for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by three-fifths of the members present in the Second Special Meeting convened by the Executive Committee at an interval of one month after the former meeting.

Dissolution of the Association

71. Three-fifths of the members of the Association may determine by resolution that the Association shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith or at the time then agreed upon, and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the Association, its claims and liablities as the Executive Committee shall find expedient provided that the Association shall not be dissolved unless three.fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person or by proxy, at a General Meeting convened for the purpose.

Bye-laws and changes in Rules & Regulations

72. Bye-laws or Rules and Regulations of the Association may be made or altered and/or amended at a General Meeting of the members convened for the purpose but for the passing or altering or amending any bye-laws or Rules and Regulations the current votes of three-fifths of the members present at such meeting shall be necessary.

Certificate

We, the members of the Executive Committee, hereby do certify that the copy of Rules and Regulations of the Bengal Library Association as here in before set out is a correct copy.

1. Sd/- Pramil Chandra Bose
2. ,, Rakhalchandra Chakravartibiswas
3. ,, Phanibhusan Roy
4. ,, Arunkanti Das Gupta
5. ,, Ganeshchandra Bhattacharjee
6. ,, Sourendramohan Ganguli
7. ,, Shibranjan Ghosh
8. ,, Ashokekumar Biswas

Dated
January 28, 1959

Members of the Executive Committee

G. P. & P. (Pte.) Ltd.—Calcutta-13

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ত্রয়োদশ অধিবেশন

২৭—২৮শে মার্চ ১৯৫৯

মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন

বহরমপুর

১০ই মার্চ, ১৯৫৯

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে আগামী ২৭—২৮ মার্চ, ১৯৫৯ (ঈস্টারের ছুটীতে) বহরমপুরস্থ মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সুসাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করিবেন।

এই সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক একটি মূল প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার'-এর মাঘ, ১৩৬৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইবে। যাঁহারা পরিষদের সদস্যভুক্ত নহেন তাঁহারা ৫ নয়া পয়সা মূল্যের ৯ খানা (মোট ৪৫ নয়া পয়সা) ডাক টিকেট পরিষদ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া, অথবা ব্যক্তিগতভাবে পরিষদ কার্যালয়ে রবিবার বা অন্য ছুটির দিন ব্যতীত যে কোনও দিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে ৯টার মধ্যে আসিয়া ৩৭ নয়া পয়সার বিনিময়ে উক্ত পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সম্মেলনকালে সম্মেলন মণ্ডপেও পত্রিকাটি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকিবে।

আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন।

বিনীত—

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
উমানাথ সিংহ
যুগ্ম-সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি,
ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বহরমপুর

রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩, হুজুরিমল লেন
কলিকাতা-১৪

প্রতিনিধিদের জ্ঞাতব্য বিষয়

১। সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিকে অবিলম্বে প্রতিনিধি ফি বাবদ ২৲ টাকা এবং দুই দিনের (২৭শে ও ২৮শে মার্চ) আহার ও বাসস্থান বাবদ ৩৲ টাকা ২৪শে মার্চের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে ঃ

শ্রীউমানাথ সিংহ, যুগ্ম-সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, খাগড়া পোষ্ট অফিস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে সকল ব্যক্তিগত সভ্যের ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা দেওয়া আছে তাঁহাদের প্রতিনিধি ফি বাবদ ২৲ টাকা জমা দিতে হইবে না। আহার ও বাসস্থান বাবদ ৩৲ টাকা ২৪শে মার্চের মধ্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। এই টাকা প্রেরণের সময় মনি অর্ডার ফর্মে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য" এই কথাটি উল্লেখ করিতে হইবে।

২৬শে মার্চ রাত্রে পৌঁছিয়া যাঁহারা আহার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পূর্বেই উপরিউক্ত ঠিকানায় জানাইয়া রাখিতে হইবে এবং পূর্বরাত্রে (২৬শে মার্চ) পৌঁছিয়া আহার গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ৫০ ন. প. জমা দিতে হইবে।

৩। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে সকল প্রতিষ্ঠান সভ্যের ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা দেওয়া আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠান অনধিক ২ জন প্রতিনিধি, প্রতিনিধি ফি ব্যতীতই পাঠাইতে পারিবেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থান বাবদ জনপ্রতি ৩৲ টাকা ২৪শে মার্চের মধ্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এতদতিরিক্ত প্রতিনিধির প্রত্যেকের জন্য ২৲ টাকা প্রতিনিধি ফি জমা দিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান মনোনীত প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদককে ২৪শে মার্চের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৪। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক চাঁদা সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ (পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়)—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। শিয়ালদহ হইতে ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় লালগোলা প্যাসেঞ্জার (ছাড়িবার সময় ৫-১০ মিঃ) যোগে ঐদিন রাত্রে বহরমপুর পৌঁছান সুবিধাজনক।

৬। ভাড়া ঃ শিয়ালদহ হইতে বহরমপুর কোর্ট

প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী
১২·৭৮	৬·৬৪	৩·৭০

৭। প্রতিনিধিগণকে নিজ নিজ বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে।

৮। সম্মেলন মণ্ডপে প্রতিনিধিগণকে ব্যাজ বিতরণ করা হইবে।

৯। যে-সকল প্রতিনিধি কলিকাতা হইতে রওনা হইবেন তাঁহাদিগকে পূর্বাহ্নে নিজ নিজ রেল-টিকেট ক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট ট্রেণ ছাড়িবার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পূর্বে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পরিষদের অস্থায়ী শিবিরে সমবেত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৮ম বর্ষ] পৌষ : ১৩৬৫ [৯ম সংখ্যা

গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

।

আজকের যুগের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আজও আমাদের দেশে শতকরা আশী জনই নিরক্ষর। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে—যেখানে অশিক্ষেতের হার এত বেশি, সেখানে গ্রন্থাগারের আহ্বান ক'জনের কাছে পৌঁছোবে? তার উত্তর হলো—যাদের কাছে পৌঁছোবে, তাদেরই চেষ্টা করতে হবে—যাদের শিক্ষা নেই তাদেরও মনকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করতে। যে হতভাগ্যরা আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের কাছে গ্রন্থাগারের অবদান পৌঁছে দেওয়ার দাবী সত্যই অনস্বীকার্য।

একথা সত্য, সে জাতি সবচেয়ে দুর্ভাগা—যে জাতি শিক্ষার আলো পায় নি। কিন্তু যে সব দেশ শিক্ষার আলো পেয়েছে, যে সব দেশের লোকেরা শিক্ষিত বলে গর্ব করে—তারা কি সত্যিই মানবতার গুণে সমৃদ্ধ হয়েছে? আমি অনেক দেশ ঘুরে এসেছি। তাদের মধ্যে দেখেছি, কারা শিক্ষিত এবং কারা অশিক্ষিত। সে সব দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ে নি—মানবতায় তারা তত অগ্রগামী হয় নি। যে সব উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গর্ব করে যে তাদের শতকরা একশো জনই শিক্ষিত তারাই তো আজও দুর্বল জাতিদের নিপীড়ন করছে! এই যদি শিক্ষার মান হয়, তাহলে সেই শিক্ষা নেই বলে আমাদের দুঃখের কিছু নেই। অবশ্য তাই বলে আমরা শিক্ষার নিন্দা করবো না। তবে, একথা আমাদের জানতে হবে। বুঝতে হবে যে—প্রকৃত শিক্ষা মানেই মানবতা-বোধ লাভ করা। আমাদের দেশে শিক্ষাকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যে, সে শিক্ষা মানবতার মহান আদর্শের বিস্তার করবে।

তার মধ্যে অনুদারতা থাকবে না, থাকবে না পরশ্রীকাতরতা। আমরা যে সব লাইব্রেরি করেছি, তা ব্যবহার করে খুব অল্প লোক। আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের কাছে যদি আমরা আলোক-বর্তিকা বহন করে নিয়ে যেতে পারি, তবেই সার্থক হবে আমাদের গ্রন্থাগার। সেই দিনই সার্থক হবে আমাদের মানবতা-বোধের শিক্ষা, সার্থক হবে আমাদের মনুষ্যত্ব।

নিরক্ষর জাতি হলেই যে তারা পশু হয়, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমি অনেক দেশে দেখেছি, সেখানকার কৃষকেরা আমাদের দেশের কৃষকদের চেয়ে শিক্ষিত ও উন্নত। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝেছি, মানবতার দিক দিয়ে তারা আজও আমাদের দেশের কৃষকদের চেয়ে অনুন্নত। শিক্ষিত হলেও, মানবতা-বোধ আজও তাদের মধ্যে জেগে ওঠে নি। কিন্তু সেই বোধ আছে আমাদের নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে— শিক্ষা শুধু পুঁথির পাতায় থাকে না, থাকে মনের পাতায়। যতক্ষণ মনের জ্ঞান ফোটে না, ততক্ষণ প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের দেশে মানবতার শিক্ষাকে যে ভাবে জনসাধারণের মনের দুয়ারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা বইয়ের শিক্ষা নয়। কিন্তু সে শিক্ষাই, প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষায় শুধু গ্রন্থকীট তৈরি হয়, সে শিক্ষা আমরা চাই না। আমরা চাই সেই লাইব্রেরি, যে লাইব্রেরির কাছে অশিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণের ক্ষমতা। সেই সব গ্রন্থাগারের সাহায্যেই বর্তমান যুগের মানুষের জীবন ও সমাজ বিকশিত হবে। অতীতে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি নিরক্ষর লোকদের কাছে এমন ভাবে পঠিত হতো, যাতে তাদের বোঝবার কোনো অসুবিধে হতো না। আজ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সেই ধরণেরই শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। এ কাজ শিক্ষিতদেরই করতে হবে, যাতে জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধন হয়। লাইব্রেরিতে যে সব পুস্তক আছে, আর তাতে যে জ্ঞানের সঞ্চয় আছে— সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাহায্য নিয়ে যদি আমরা নিরক্ষর ভাইবোনদের সঙ্গে মিলতে পারি, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারি, তাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতে পারি— তবেই তো গ্রন্থাগার সার্থক হয়ে উঠবে। আজও আমরা তা পারি নি। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়েই, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সংহত ও সম্মিলিত রূপ দিতে হবে।

আমাদের দেশের পল্লীবাসীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। কিন্তু অশিক্ষিত হলেও তারা আচারে-আচরণে অনুন্নত নয়। শুধু লেখাপড়া শিখলেই সব

কিছু হয় না। তা যদি হতো, তাহলে কেন এত শিক্ষিত বেকার লোক আমাদের দেশে রয়েছে? লেখাপড়া শিখলেই যে মানবতা-বোধ জন্মায় না, সে দৃষ্টান্ত তো অনেক সুসভ্য দেশের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে। এ সব কথা ভাবতে গেলেই, সমাজের কথা ভাবতে হবে। আমাদের দেশে সমাজের প্রাণকেন্দ্র হলো পল্লীগ্রাম। পল্লীর লোক মাত্রই মূর্খ নয়। বাঙলার কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি পল্লী থেকে। জয়দেব, চণ্ডীদাস পল্লীর লোক। চিত্তরঞ্জন, জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা—সবাই ছিলেন পল্লীর লোক। পল্লীতেই আছে বিরাট প্রাণ-চাঞ্চল্য, এখানেই আছে নব-জাগরণের সুপ্ত সাড়া। শহর-মুখী শিক্ষিত চাকুরী-জীবিদের দিয়ে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। পল্লীবাসীরাই একদিন পল্লীর উন্নতির কাজে এগিয়ে আসবে—আসছেও। গান্ধীজি বলেছিলেন—এ দেশের সবচেয়ে ট্র্যাজেডি যে, পল্লীর ছেলেমেয়েদের আজ শহর ডাক দিয়েছে—তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে—শহরের দিকে। তাই, আজকের দিনে যাঁরা শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা বলছেন, ঐতিহ্যের কথা বলছেন—তাঁদের স্মরণ থাকা দরকার যে, আমাদের দেশের মাত্র ২২%লোক শিক্ষিত। সুতরাং আজ গ্রামে গ্রামে শিক্ষিতদেরই এগিয়ে যেতে হবে অশিক্ষিতদের মাঝে—ছড়িয়ে দিতে হবে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো। বিচ্ছিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টাকে সংহত করে তুলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে।

স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি আমরা আরও অনেক চাই। না চাইলে আমাদের অবস্থা আগের মতোই থাকবে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এদের উদ্দেশ্য ও উপযোগীতা সম্বন্ধে আমাদের আরও গভীরভাবে সচেতন হতে হবে। লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতান্তর নেই। এর প্রয়োজনীয়তা আজ সবার কাছে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত—সকলের জন্যই প্রয়োজন আছে গ্রন্থাগারের যে সমাজ চেতনা নিয়ে পল্লীর এই যুবকেরা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন, সেই চেতনা সবার মধ্যে জাগরূক হয়ে উঠুক। তাতেই আমাদের স্বাধীনতা লাভ সার্থক হবে—সমগ্র জাতি শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠবে। *

---

* গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে হুগলী জেলার গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও পুস্তক গ্রন্থন

গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও অস্বাভাবিকভাবে প্রসারতা লাভ করে চলেছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অনুসৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরাও সুরু করেছি—গ্রন্থাগারকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সুসংগঠিত করতে। আজ খুবই আশার কথা যে, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নিয়মিত শিক্ষণের ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। কোথাও ডিপ্লোমা, কোথাও ডিগ্রী, আবার কোথাও বা সার্টিফিকেট কোর্স। শিক্ষণকাল ও খেতাবের তাৎপর্যের দিক থেকে এগুলোর মধ্যে কম-বেশি তারতম্য থাকলেও কর্মীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করার সাহায্যার্থে এর প্রত্যেকটির অবদানই সমান। সে দিক থেকে শিক্ষণ-খেতাবগুলি সম্বন্ধে কিছু বলার না থাকলেও শিক্ষণ-বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে পারলে হয়ত একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষার সমস্ত কোর্সগুলির বিষয়ই প্রায় একরূপ। সময় ও সুবিধা বুঝে কোথাও একটু ব্যাপকভাবে করা হয়, কোথাও বা সংক্ষেপই কাজ সেরে দেওয়া হয়। তা হ'লেও সর্বত্রই classification, cataloguing, checking, accessioning, filing, shelving প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া, তাত্ত্বিক দিক থেকে মুদ্রণ ও গ্রন্থন সম্বন্ধে দু'এক কথা হয়ত শেখানো হলেও হতে পারে। কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধের প্রতিবাদ্য বিষয় হিসেবে এ কথা জোর করে বলা যায় যে, বই বাঁধাইকে এরূপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শিক্ষণ বিষয়ের অন্তর্গত করলে চলতে পারে না। গ্রন্থাগারের সংগঠনের দিক থেকে বই বাঁধাইকে গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। এ সম্পর্কীয় যুক্তিটি সহৃদয়তার সঙ্গে অনুধাবন করতে পারলে আমাদের অদূরদর্শিতাটি লক্ষ্য-করা শক্ত হবে না।

আমাদের দেশের সরকারী, বে-সরকারী, ছোট-বড় সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারের প্রতি তাকালে সহজেই আমরা দেখতে পাই যে, পাঠাগারের পুস্তক সমূহের একটি বিশিষ্ট অংশ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে থাকে। ইচ্ছা বা প্রয়োজন

থাকলেও অনেক অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থপাঠে সময়ে সময়ে আমরা বঞ্চিত হই। এর জন্য দু'টি কারণ প্রধানতঃ দায়ী। প্রথমতঃ বলা যায়, আমাদের দেশের প্রকাশকগণ পুস্তক প্রকাশের সময় বাইরের চাকচিক্যের দিকেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, অথচ পুস্তক বাঁধাই টেকসই হবে কি না সে দিকে আদৌ দৃষ্টি দেন না। অবশ্য এরূপ ফাঁকি তাঁরা না দিয়েও পারেন না। গরীব দেশের পাঠকদের খোরাক যোগাতে হলে কম মূল্যে বেশী খাদ্য দিতে হয়। তাই প্রকাশকগণও নিরুপায় হয়ে বাঁধাইটির ক্ষেত্রে গোঁজামিল দেন এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটের দোহাই দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত ফাঁকি-দেওয়া বাঁধাই বই অল্প কয়েকদিনের সাধারণ ব্যবহারেই ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এ জন্যই এ সব বই প্রয়োজনের দিক থেকে খুব মূল্যবান হলেও damaged নামাঙ্কিত হয়ে 'অকেজো' পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণটি আরও মজার। সর্বত্রই দেখা যায়, বই কেনার পয়সা যদি বা জুটল, বই বাঁধানোর অর্থ আর মিললো না। এমন কি, বড় বড় সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সরকারী গ্রন্থাগার সমূহেও বই বাঁধানোর জন্য কোন নির্দিষ্ট Head of expenditure নেই। এ সব ক্ষেত্রে Contingency fund এর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়াদি নির্বাহ করে সে ফাণ্ডের যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে বা যেটুকু বাঁচানো সম্ভব হয়, তা' দিয়েই বই বাঁধানোর কাজ চলে। কিন্তু তাতে আর ক'খানা বই বাঁধানো হতে পারে? সরকারী গ্রন্থাগার গুলিতে অন্য উপায় হলো, কতগুলি বই বাঁধানো হবে তার হিসাব (estimate) উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে তবে কাজ করানো যায়। কিন্তু এ মঞ্জুরী পেতে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন যে, ততদিনে damaged পুস্তকের সংখ্যা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ পাঠাগারের গ্রন্থরাজির একটি বিশেষ অংশ যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে, তাতে আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু এ বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না। এর জন্য চাই পরিকল্পনা এবং শিক্ষণ বিভাগের কর্তৃপক্ষরাই সে পরিকল্পনা করতেও পারেন, তা' কার্যকরী করার ব্যবস্থাও করতে পারেন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বই বাঁধাইকেও একটি বিশেষ স্থান দিতে হবে। এই বাঁধানোর কলা-কৌশলটি (technique) যদি শিক্ষা দেওয়া যায় এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বই বাঁধানোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও

সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়, তবে পুস্তকাদি খুলে যাওয়ার সংগে সংগেই বাঁধিয়ে নেওয়া যায়। এতে বাঁধানোর খরচ খুবই কম পড়ে এবং সংগে সংগে বাঁধিয়ে গেলে Damaged বইএর পরিমাণও বেড়ে উঠে না। ফলে অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদিসহ গ্রন্থ সংখ্যার বিশেষ অংশকে অব্যবহৃত করে রাখতে হয় না। কাজেই গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণের সময় বই বাঁধাই-এর শিক্ষা শুধু সংক্ষেপে তত্ত্বগতভাবেই সমাপ্ত করা হবে না, ব্যবহারিকভাবেও বিষয়টিকে যথাযথভাবে শেখাতে হবে।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গ্রন্থাগারিক কি তাহ'লে দপ্তরীর কাজও করবে? যদি কখনো উঠে থাকে, তবে গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদার দিক থেকে আত্মাভিমানের ইঙ্গিত-ই সূচিত হবে। কিন্তু আমরা তাঁর আত্মাভিমানের প্রশ্নকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। গ্রন্থাগারিক যদি তাঁর কর্ত্তব্যের পরিসীমা পরিমাপ করেন, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংরক্ষণ-দু'ই তাঁর কাজ। গ্রন্থাগার সংরক্ষণ সম্ভব না হ'লে সংগঠনের ত্রুটী থেকে যায়। আর বই বাঁধানোর কাজ তাঁকে নিজ হাতেই যে করতে হবে তারই বা মানে কি? মুষ্টিমেয় উৎসাহী কর্মীর প্রচেষ্টায় যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠে, তাদের ত কোন কথাই নেই। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে ও গ্রন্থাগারিক ছাড়া দু'এক জন দপ্তরীও থাকে। শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ইচ্ছা করলে নিজের তত্ত্বাবধানে এবং সহায়তায় অধীনস্থ দপ্তরীদের দ্বারাও বাঁধাই কাজ করিয়ে নিতে পারেন। এর জন্য আত্মাভিমানের পরিবর্তে সহৃদয় মনোভাব দরকার। গ্রন্থাগার সংগঠনের অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠলে কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা মনে স্থান পেতে পারেনা।

আমাদের দেশ দরিদ্র। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুযোগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি গড়ে উঠলেও আমাদের প্রধান সমস্যা অর্থাভাব। চেয়ে-চিন্তে পাঁচ-দশখানা বই সংগ্রহ ক'রে একটা পাঠাগার স্থাপন করা যায় পাঠকের খোরাক যুগিয়ে পাঠাগারের সমৃদ্ধি স্থাপন করতে হ'লে প্রয়োজন নিত্য-নূতন গ্রন্থ-সম্ভার সংগ্রহ। তাই ব্যক্তিগত বা দলগত প্রচেষ্টায় যে যৎসামান্য অর্থ-সংস্থান সম্ভব হয়, তার সবটুকু গ্রন্থ ক্রয়ে ব্যয় করতে হ'লে বই বাঁধানোর ব্যয় সংকোচ অবশ্য কর্ত্তব্য। এদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনের পাঠ্যসূচীতে 'বই বাঁধাই' বিষয়টিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সার্থক হ'য়ে উঠবে—আশা করি।

অসামাজিক সাহিত্য

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য অসামাজিক বস্তু, ব্যাপারটা কি ?

প্রথমেই বক্তব্য অসামাজিক সাহিত্য বলতে কি বুঝছি ? সে হোলো—যে-সাহিত্য পরিবেশনে সমাজের অপকার ব্যতীত উপকার হয়না, পরন্তু সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন বিঘ্নিত হয়—তা ই হচ্ছে অসামাজিক সাহিত্য ।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নাম নিয়ে যে-বস্তু পাঠক সমাজে প্রচারিত হচ্ছে, সে বস্তু উপন্যাস পদবাচ্য তো নয়ই, এমন কি কোনো সাহিত্যই নয় । অবশ্য মাঝে মধ্যে কিছু ভালো উপন্যাসও যে প্রকাশিত হচ্ছে না, তা নয় । তবে এ ভালোর দেখা পাওয়া যায় ন'বছরে ছ'বছরে ।

ফ্লবেয়ার (Flaubert) তাঁর Dictionary of Accepted Ideas পুস্তিকাতে বলেছেন, Novel বলতে লোকে যে মত পোষণ করে তা হোলো ঃ

NOVELS : Corrupt the masses. Are less immoral in serial than in volume form. Only historical should be allowed, because they teach history. Some novels are written with the point of a scalpel. Others revolve on the point of a needle.

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সম্পর্কেও এ কথাটা প্রযোজ্য ।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস দূষণীয় কেন ?

প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসেরই কথাবস্তু যাই হোক না কেন কিছু কিছু যৌনরস তাতে পরিবেশিত হবেই—বই বিশেষে আবার মাত্রাজ্ঞানের বিচার বর্জিত হয় । এগুলির লেখকরা সামান্য কিছুটা imaginationকে যৌনরসে জারিত করে উপন্যাস নামে চালিয়ে সমাজকে ব্যধিগ্রস্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না ।

শ্রদ্ধার পাত্র যে সন্ন্যাসী সমাজ—তাঁরাও রেহাই দিচ্ছেন না । এখন সমাজ শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হলে মন্দ কি ?

সমাজকে কেন্দ্র করেই যখন অসামাজিক কথাটির জন্ম তখন সমাজ শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞাতব্য ।

'সম্' উপসর্গ পূর্বক 'অজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে সমাজ

পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'অজ্' ধাতুর অর্থ গতি (motion), আর 'সম' উপসর্গটি এখানে 'সমাজ' বা 'সহিত' এসব অর্থের দ্যোতক। তাহলে সমাজ শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হচ্ছে 'সংহতি'। অমরকোষে দৃষ্ট হয় 'সমাজ' অর্থে 'সমানমন্ত্র', সমলক্ষ মানবজাতির সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ-সিদ্ধির জন্যে একত্র হওয়ার নাম সমাজ। তাই যদি হয়—তাহলে সাম্প্রতিক উপন্যাসের মাধ্যমে যেসব বস্তু পরিবেশিত হচ্ছে তাকি সামাজিক? সমাজের কল্যাণের জন্য! না, তার বিপরীত। হাঁ, বিপরীতই!

তা হলে ঐ উপন্যাস নামধারী বস্তু কি বর্জনীয়?

Accepted?

এত সহজে না। বুঝছি।

পাঠক এত সহজেই মেনে নেবেন না।

এ-সব উপন্যাস পাঠে সাময়িক কিছুটা উত্তেজনা প্রাপ্তি, কিছুটা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য লাভ হয়; তা কি এত সহজেই বর্জনীয় হতে পারে?

বক্তব্য—হওয়া উচিত।

সমাজ কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহৎ শিল্প রচনার চাহিদা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে এ সাময়িক সুখ বিবর্জনীয়।

প্রকাশকদের ধারণা—উপন্যাস ব্যতীত অন্য বই-এর চাহিদা নেই বা থাকলেও খুব সামান্য।

এ-ধারণা অসত্য। কারণ,—ব্যক্তিগত চাহিদা বিচার করলে বোঝা যায়—কবিতার বই, সাহিত্য সমালোচনা, রম্যরচনা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের বই সাম্প্রতিক কালে অবিক্রীত থাকছে না। তাই যদি হয়—তা হ'লে নোংরা, পচা, সমাজের হানিকারক বস্তু নিয়ে মাতামাতি কেন? বাংলা সাহিত্যে বই-এর প্রয়োজন রয়েছে বিস্তর। চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে কত বিষয়ের বইই আমাদের ভাষায় অপ্রকাশিত।

ধরুন—ঐতিহাসিক উপন্যাস কি সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হচ্ছে? মহৎ জীবনকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন উপন্যাস? দু'একখানা যা আছে, একেবারে নেহাৎ মামুলি, নয় তো, বিদেশী বইয়ের অনুকরণ।

বিদেশী ক্লাসিকস্ বাংলা ভাষায় কেন প্রকাশিত হবে না? রেফারেন্স-এর বই-এরও যথেষ্ট বাজার আছে।

আছে কি বাংলাদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস? আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস কি এযাবৎ গ্রথিত হয়েছে?

বহু বই দুষ্প্রাপ্য তালিকাভুক্ত হচ্ছে, যেগুলির পুনঃ মুদ্রণে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা তো দেখাই যায়না পরন্তু লাভের সম্ভাবনাই অধিক।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নতুন নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বর্ধিত হচ্ছে সমান ভাবে। আর বই কেনার জন্যে এসব বিদ্যালয়ের উপর সরকারী অর্থ বর্ষিত হচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা দেশে প্রকাশকদের আনন্দের বিষয়, বাংলা দেশে সব রকম উৎসবে বই উপহার দেওয়া হয়। এ ভাবেও বই বিক্রীত হয় প্রচুর।

তবে এই সব অসামাজিক সাহিত্য প্রচারে তাঁরা বিরত হন না কেন? পরিশেষে নিবেদন গ্রন্থাগারিক পাঠক সমাজকে সক্রিয়ভাবে এই সব দুষ্ট সাহিত্য প্রচারকে প্রতিরোধ করুন সুস্থ সামাজিক সাহিত্য সৃষ্টির স্বপক্ষে।

"প্রত্যেক সভ্য দেশে পাবলিক স্কুল, পলিটেকনিক, মিউজিয়াম ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে।...অনেক দেশে বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—রাজ্য সরকার অথবা মিউনিসিপ্যালিটি শুধু যে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়বার সুযোগ দেয় তাই নয়; অবসর সময়ে পড়বার জন্যে নাগরিকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বই বাড়ীতেও নিতে দেওয়া হয়, এর জন্যে চাঁদা দিতে হয় না। বোস্টন শহরে যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে তা হলে কলকাতায় তার প্রয়োজন আরো বেশী। সেখানে এমন লোক আছে যারা অবসর ভোগ করে; এমন নরনারী আছে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চাই যাদের জীবিকার্জনের পথ। তাদের পক্ষে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের তেমন সুযোগ নেই। জীবিকার্জনের জন্যে তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কাজের ফাঁকে হয়ত আধ ঘণ্টা পড়বার সুযোগ হতে পারে। সুতরাং বই বাড়ী এনে পড়বার সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক...গ্রন্থাগারকে যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সহায়ক এবং যথার্থ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উৎসুক হন তাহলে সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত পাঠকদের বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে। এবং বিনা চাঁদায় বাড়ীতে বই নেবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।"

—**বিপিনচন্দ্র পাল**

পরিষদ কথা

পরিষদের বার্ষিক অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার শিক্ষণের গত আগষ্ট মাসে গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণকে ২০শে ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজ ভবনে এক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়। অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শিক্ষণ উপ সমিতির আহ্বায়ক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদ পরিচালিত শিক্ষণের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতির এক বিবরণ দান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার হতে সুরু করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার, আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিষদ পরিচালিত 'সার্টিফিকেট কোর্স'টি'কে কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন সেকথা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।

অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ সমাপনান্তে ডক্টর শাস্ত্রী বলেন যে গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার ফলে এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণে গ্রন্থাগার ও শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নিছক অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করলে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে সামাজিক ভূমিকা রয়েছে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ; তাই উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন সেবা পরায়ন ও আদর্শ প্রবন হতে হবে শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভা

গত ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদ সচিব শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সদস্যগণকে জানান যে হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ১৯৫৭ সালের হিসাব অদ্যাবধি পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত বছরের হিসাব ও কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে গত বছরে নির্বাচিত সংসদ ও কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯৫৮ সাল অবধি পরিষদের কাজ চালিয়ে যাবেন; এবং যথাশীঘ্র সম্ভব পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করে উভয় বছরের হিসাব ও কার্যবিবরণী যেন উপস্থাপিত করা হয়।

সাধারণ সভার পূর্বে ঐদিন সংসদের এক সভায় ১৯৫৯ সালের বাজেট গৃহীত হয়।

কানাডা লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সভানেত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকারের গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরামর্শদানের জন্য কানাডা লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সভানেত্রী শ্রীমতী এলবার্টা লেটস ভারত সফরকালে গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় আগমন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে তাঁকে দমদম বিমান বন্দরে স্বাগত জানানো হয়। গত ৯ই জানুয়ারী শ্রীমতী লেটসকে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে এক চা চক্রে সম্বর্ধনা জানানো হয়। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবি, এস, কেশবন, ইউ এস আই এস'এর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ক্রুগার ও পরিষদের সংসদ সদস্যগণ উক্ত চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রমের তিনি প্রশংসা করেন। ঐ সময় আলোচনা প্রসঙ্গে কানাডার গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে তিনি এক বিবরণ দান করেন।

ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে ও ২৮শে মার্চ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বহরমপুরস্থ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সেবিগণকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এই সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক একটি মূল প্রবন্ধ সম্মেলনে উপস্থাপিত করা হইবে। প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার' এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা পরিষদের সদস্যভুক্ত নহেন তাঁহারা ৫ নয়া পয়সা মূল্যের ৯ খানি (মোট ৪৫ নয়া পয়সা) ডাক টিকিট পরিষদ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে প্রবন্ধ সম্বলিত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সম্মেলন কালে সম্মেলন মণ্ডপেও পত্রিকাটি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকিবে।

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২০শে ডিসেম্বর তারিখে সারা পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগার ঐদিন অথবা ঐদিন হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে জনসভা, প্রভাত ফেরী, গ্রন্থাগার প্রদর্শনী, অর্থ সংগ্রহ ও সাংগীতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থাগার সুসজ্জিত করেন। এ বৎসর বিভিন্ন জনসভায় অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য দাবী জানানো হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবাদির মধ্যে পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর উঠাইয়া লইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় জনসভা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ ভবনের বিদ্যাসাগর হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর কালিদাস নাগ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ও বর্তমান কার্যক্রম বিবৃত করেন। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা প্রসঙ্গে তিনি বিল সম্পর্কিত নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করে বিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু শিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার সাম্প্রতিক আমেরিকা ভ্রমণকালে তথাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অক্লান্ত প্রয়াসের প্রশংসা করেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রবর্তিত রাজ্যব্যাপী

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন। গ্রন্থাগার বিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য নূতন করিয়া কর বসাইলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। গ্রন্থাগার বিল প্রবর্তনের সুবিধা অসুবিধা উভয় দিকের কথা তিনি ব্যক্ত করেন।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ ভাষণে বিলের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে সরকার যে-সব স্থল হইতে সংগৃহীত অর্থ গ্রন্থাগার বাবদ ব্যয় করিতেছেন সেগুলিকে গ্রন্থাগার কর হিসাবে নির্দিষ্ট ও পৃথক করিয়া দেখানো হউক। গ্রন্থাগার কর প্রবর্তিত হইলে সাধারণ মানুষ করভারগ্রস্ত না হইয়া বরং উপকৃত হইবে তাহা তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত, নিঃশুল্ক ও সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন সবিস্তারে আলোচনা করেন।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন প্রসঙ্গে মহাজাতি সদনের প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে ডক্টর কালিদাস নাগ সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারিকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে মানুষের মধ্যে শান্তি ও শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তুলিবার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থাগার। এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন আদর্শনিষ্ঠ গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন। সেকার্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল রত থাকিয়া কর্মিদল সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। আগামী রবীন্দ্র জন্ম-শত বার্ষিকী উৎসবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নিজ অংশ যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু বহুস্থান হইতে অনুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সেজন্য কয়েকটি অনুষ্ঠানের সংবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ

ইণ্টালী ইন্‌স্টিট্যুট ॥ কলিকাতা-১৪ ॥

গত ২৮শে ডিসেম্বর ইণ্টালী ইন্‌ষ্টিটিউট্ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ও ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপিত হয়।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীঅমর নাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্গীত রত্নাকর মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিশ্বাস মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য সকলকে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইন (যাহা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে) তাহার সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বাস বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন এবং উক্ত আইন যাহাতে গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে সকলকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রী শৈলেন্দ্র কুমার দে, প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মী নারায়ণ সরকার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিশোর গ্রন্থালয় ॥ কলিকাতা-৬ ॥

গত ৩১শে ডিসেম্বর কেশব একাডেমী ভবনে গ্রন্থালয়ের সভ্যবৃন্দ গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শান্তি দাশগুপ্ত, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে কিশোর সভ্যবৃন্দ—স্বপন পাল, মহুয়া ব্যানার্জি, বাসুদেব সোম, প্রণব সরকার প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, শ্রীরথীন্দ্র কৃষ্ণ দেব ও শ্রীরণজিৎ শেখর চন্দ্র গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁদের বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

জীবন মিলন লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-৬ ॥

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও 'জীবন মিলন লাইব্রেরীর' উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। সমস্ত দিবসব্যাপী এক কার্য্যসূচীর মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করা যায় তাহার সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সকালে গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুস্তকের এক প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। অপরাহ্নে গ্রন্থাগারের সভাপতি ও পল্লীর পৌর প্রতিনিধি শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনা বৈঠকের বন্দোবস্ত করা হয়। আলোচনা চক্রে পল্লীর বহু সমাজ কর্ম্মী অংশ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে

গ্রন্থাগার সমূহের আর্থিক অবস্থা ও সংগঠনের নানাদিক লইয়া বিশদভাবে আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"গ্রন্থাগারসমূহকে সংগৃহীত পুস্তকের একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য না করিয়া ইহাকে জাতির সকল প্রকার কর্মধারার কেন্দ্রস্থল এবং সর্বাধিক উন্নতির সহায়ক ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিয়া সরকার হইতে গ্রন্থাগার সমূহকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রস্তুত করা হউক। যাহার ফলে গ্রন্থাগার সমূহ কল্যাণ রাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে উন্নতির ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।"

দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাব ॥ কলিকাতা—২৮ ॥

দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাবের উদ্যোগে ২৭শে ডিসেম্বর, মনুজেন্দ্র দত্ত রোডস্থিত গ্রন্থাগার ভবনে "গ্রন্থাগার দিবস" উদযাপিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার ডাঃ বি, বি, দত্ত। সভায় পৌরোহিত্য করেন গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি শ্রীসরযূলাল বসু।

বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর দাস চৌধুরী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ কামিনীকুমার গুহ এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় সভায় 'গ্রন্থাগার দিবসে'র তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থানীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভায় নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) Text Book Library খুলিবার জন্য অবিলম্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। (২) পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থ সংগ্রহের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। (৩) সাহিত্য বিভাগকে আরও প্রাণবন্ত করার ও (৪) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

নারী শিল্প নিকেতন ও মহাজাতি পাঠাগার ॥ কলিকাতা-১২ ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের উদ্যোগে ১১৬এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, অধ্যাপক প্রবোধ ভৌমিকের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পুস্তকের উপর বিক্রয়কর রহিত এবং গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক

প্রস্তাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকায় পরিষদের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সভ্যদের নামের তালিকা প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সভার শেষে মহাজাতি পাঠাগারের সভ্যগণ স্থানীয় পুস্তক প্রকাশকদের নিকট হইতে মহাজাতি পাঠাগারের জন্য ১৯ খানি পুস্তক সংগ্রহ করে।

টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার ॥ টাকী ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ২৮শে ডিসেম্বর টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারে "গ্রন্থাগার দিবস" পালন করা হয়। এতদুপলক্ষে পুস্তকালয়ের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও কর্ম্মপদ্ধতির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকখানি নূতন পুস্তক ও উদ্বোধন মাসিক পত্রিকার গত ৯ বৎসরের সকল সংখ্যা সংগৃহীত হয়। অপরাহ্নে পুস্তকালয়ের নিজগৃহ "হীরেন্দ্র স্মৃতি ভবনে" এক আলোচনা সভা আহূত হয়। টাকী পৌরসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। সভায় "গ্রন্থাগার দিবসের" তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া অনেকে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় পুস্তকালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য কয়েকটি কর্ম্মপন্থার উপদেশ প্রদান করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১। দেশে শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার সাহায্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করার ব্যবস্থা ও ইহার অন্তর্গত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান এবং পল্লীর উন্নতি বিষয়ক বহুপ্রকার সমাজসেবার কার্য্য পরিচালনা করিয়া পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা হউক। ২। শিশু বিভাগের সাহায্যে সুকুমারমতি শিশু-মনকে পাঠানুরাগে, শৃঙ্খলাবোধে এবং সাধারণ স্বার্থের প্রতি সচেতনতা জাগ্রত করা হউক। ৩। গ্রন্থাগারের এইরূপ বহুমুখী জনসেবা সার্থক তথা উহার প্রসারে সাহায্য করিবার জন্য সকলে সচেষ্ট হইবেন ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ ইছাপুর নবাবগঞ্জ ॥ ২৪ পরগণা ॥

২৫শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সদস্য ও দরদীদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাব ঃ—

১। নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্য ও দরদীদের এই সভার অভিমত

এই যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

২। এই সভা আরও মনে করে যে, গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া ও পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত খসড়া প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া যেন পশ্চিমবংগ সরকার গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেন।

সরবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ২১শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে পাঠাগারের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনন্তকুমার বেরা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিবৃত করেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার ভাষণে পাঠাগারটির উন্নতিকল্পে গ্রামের ধনী-নির্ধন সর্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সর্বশ্রী পরমেশ্বর মণ্ডল, হেমন্তকুমার ঘোষ, ভিক্ষুলাল হালদার বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। ঐদিনসকালে পাঠাগারের কর্মীরা গ্রাম পর্যটন করে ১৫টি পুস্তক ও নগদ ৯।৵০ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এতদুপলক্ষ্যে পাঠাগার গৃহটি সজ্জিত করা হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম ॥ বর্ধমান ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মিবৃন্দের উদ্যোগে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার দিবস'' যথারীতি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতে পাঠাগার ভবন পরিস্কার ও সুসজ্জিত করা হয়। পাঠাগার প্রাঙ্গনে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অপরাহ্ণে মহম্মদ সেখ আইউব আলির পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। তৎপরে মাখনলাল পাঠাগারের সম্পাদকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগার অপরিহার্য ও গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়াস ও প্রচুর অর্থব্যয়ের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে বাংলা দেশে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই কারণে শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী দেশের আপামর জনগণের নিকট

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীশিবকিংকর চট্টোপাধ্যায় মাখনলাল পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও ক্রমোন্নতির কথা বর্ণনা করেন। সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনটি আলোকিত করা হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান ॥

অদ্য ২০শে ডিসেম্বর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী কর্তৃক 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে বিকাল ৩টায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মানকর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনির্মলচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হন। সমাজ জীবনে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে সমাজ জীবনে লাইব্রেরীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

সভায় গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—

এই সভা আমাদের জাতীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার উপর হইতে সর্ব্ববিধ বিক্রয়কর রহিত করা হউক।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাজ সেবা কর্মীগণের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ধারণ এই সভা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছে এবং তৎমর্মে কার্য করিবার জন্য এই সভা সংশ্লিষ্ট সকলকে আবেদন করিতেছে।

শিক্ষা-নিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ॥ কলানবগ্রাম ॥ বর্ধমান ॥

গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষ্যে বেলা ৩ ঘটিকায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে একটি জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিশ্বনাথ পাণ্ডে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভায় প্রথমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয় এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন যে, এই অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হতে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে এবং সরকারী সাহচর্যে ১৯৫৩ সালে শিক্ষানিকেতনে এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩১৩১ খানি। যে কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করতে পারেন। তাছাড়া নিকটবর্তী ৮টি গ্রামে ইহার ৮টি শাখা গ্রন্থাগার আছে। ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বই নিয়মিত সময় অন্তর পাঠান হয়। পরে শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারের

প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে বলেন যে মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তা একস্থান হতে অন্যস্থানে, একযুগ হতে অন্য যুগে নিয়ে যায় বই।

বই আমাদের শিক্ষার সহায়ক। কিন্তু সাধারণ মানুষের বা সকল মানুষের ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মত বই কিনবার মত সামর্থ ত নাই, সুযোগও নাই। সেখানে একমাত্র পাঠাগারগুলিই সকল মানুষের কাছে এই সুযোগ এনে দিতে পারে। বইএর চাহিদা, জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য আমাদের সকলের সকলের উদ্যোগী হয়ে পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। এরপর তিনি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দেন কিভাবে একজন অর্থ সামর্থহীন, সুযোগ সুবিধাহীন ব্যক্তি নিজের অধ্যবসায়ে গ্রন্থাগারের সুবিধা নিয়ে জীবনে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, পন্ডিত ব্যক্তি বলে সর্ব্বজন প্রশংসিত হতে পারে। গ্রন্থাগার হতে এই সুযোগ যাতে দেশের সর্ব্বত্র সকলেই পেতে পারে তার জন্য তিনি সকলের নিকট নিজ নিজ গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান।

পরে সভাপতি মহাশয় প্রাচীনকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের বিবর্ত্তনের কথা বলেন এবং গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার ব্যবহারের জন্য তিনি সকলকে উদ্যোগী হতে বলেন। পরে সভাস্থ সকলে গ্রন্থাগারে যে বইএর প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন।

পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥ বর্ধমান ॥

বিগত ২০শে ডিসেম্বর পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ও মহিলা সমিতির উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীকালিপদ দাস কর্ম্মকার মহাশয় সংঘপতাকা উত্তোলন করেন। বৈকালে মহিলা সমিতি ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির ॥ শ্রীখণ্ড ॥ বর্ধমান ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীচিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন পাঠাগারের সহঃ সভাপতি শ্রীঅমিয় ঠাকুর। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজন ও এদেশে তার ক্রমবিকাশ সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

কাকটিয়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ কাকটিয়া ॥ বাঁকুড়া ॥

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর কাকটিয়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের অধিবাসীদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা যে বিদ্যমান তার উল্লেখ করে সভাপতি মহাশয় সর্বসাধারণকে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে এই গ্রন্থাগারের সদস্যবৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভান্না সুভাষ লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়ের ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ২৫শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামরেণু সরকার। পল্লীর আপামর জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও আরও অধিক সংখ্যক গ্রামবাসীকে সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করার একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অর্থ ও পুস্তক সাহায্যের আবেদন জানালে কেহ কেহ অর্থ ও পুস্তক দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় স্থির হয় যে স্থানীয় বুড়োশিবতলায় অনুরূপ একটি সভায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে।

জ্ঞানোদয় পাঠাগার ॥ ভগলদিঘী ॥ বাঁকুড়া ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে গত ২০শে ডিসেম্বর শনিবার জ্ঞানোদয় পাঠাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্ব্বদিন পাঠাগার ভবনটিকে উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভবনের বহির্ভাগ প্রাচীরপত্র ও বিভিন্ন মহাপুরুষের প্রতিকৃতি এবং পত্র পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়। বইগুলিকে উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়। পাঠাগারের মহিলা সদস্যাগণ তাঁহাদের সূচীশিল্প সরবরাহ করিয়া প্রদর্শনীর শ্রীবৃদ্ধি করেন।

২০শে ডিসেম্বর সকালে প্রভাত ফেরীতে বাহির হইয়া জনসাধারণের নিকট গ্রন্থ ও অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান হয়। সন্ধ্যায় এক সান্ধ্য মজলিশের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারিক ও শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, শ্রীমদনমোহন দে প্রভৃতি সমাজকর্ম্মীগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ও গ্রন্থাগার দিবস

পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য তথা নানা সামাজিক কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। উপস্থিত জনসাধারণের নিকট হইতে নগদ ৪০৲ চল্লিশ টাকা ও ১০খানি পুস্তক সাহায্য পাওয়া যায়।

পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্য্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিনটীকে জনসাধারণের সমক্ষে বিশেষ ভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন প্রকাশ্যস্থানে প্রাচীরপত্র সকল লাগান হইয়াছিল। ঐদিন পাঠাগারের যাবতীয় পুস্তক, পত্রিকা ও আসবাবপত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। পাঠাগাবের সভ্যবৃন্দ ও কর্মীগণ সান্ধ্য বৈঠকে মিলিত হইয়া পাঠাগারের উন্নতি কল্পে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন।

সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়ের ॥ বাঁকুড়া ॥

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় পুস্তকের উপর হতে বিক্রয় কর রহিত করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠান লিপির মধ্যে গ্রন্থাগার গৃহটিকে সুসজ্জিত করা হয় এবং নির্মীয়মান গ্রন্থাগার গৃহটির জন্যে অর্থ সংগ্রহার্থ গ্রাম পর্যটন করা হয়।

মন্মথস্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ॥ সোনাখালি ॥ মেদিনীপুর ॥

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবীরচন্দ্র মণ্ডল। শ্রীমণ্ডল গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। গ্রামবাসীদের গ্রন্থাগার সংগঠনে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। ফলে ২৬ খানি বইয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সভায় বহুজন সমাগম হয়েছিল।

নোনাকুণ্ডু পল্লী উন্নয়ন সমিতি ॥ ডোমজুড় ॥ হাওড়া ॥

গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ২২শে ডিসেম্বর সায়াহ্নে এক জনসভা হয়। শ্রীশশাঙ্কশেখর সামন্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে দরিদ্রপ্রধান আমাদের দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনের নানাবিধ অসুবিধার বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতদুপলক্ষ্যে ঐদিন সমিতি কর্তৃপক্ষ প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

লিলুয়া সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ॥ লিলুয়া ॥ হাওড়া ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কার্যসূচীর অনুসরণে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস গ্রন্থাগার সপ্তাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ইস্টার্ণ রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট হলে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীও যথোচিত মর্য্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে ক্ষুদ্র সুসংহত গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অল্প বয়স হইতেই মানুষের মন গ্রন্থাগার মুখী (library-minded) করিয়া তোলার কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে ব্রতী হইতে হইবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস নূতন নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী তরুণ সমাজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে গ্রন্থাগারগুলি গড়িয়া উঠিতেছে, পর্যাপ্ত সরকারী অর্থ সাহায্য পাইলে সেগুলি বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নিশ্চিত সার্থকতার পথে চালিত করিবে।

অনুষ্ঠানে চারিশতেরও অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল। সর্বশ্রী পরিমল চন্দ্র আচার্য্য, নয়নাঞ্জন দে, অধ্যাপক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ হুগলী ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৫শে ডিসেম্বর সকালে উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এক জনসভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভার প্রারম্ভে এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক ভাষণ দেন। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে এই গ্রন্থাগারে যেসব অমূল্য গ্রন্থরাজি রয়েছে তার একটি

বিবরণ দান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন এবং সরকার এর উন্নতি বিধান করবেন এই আশা শ্রীপশুপতি দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীকরুণানন্দ ভট্টাচার্যও বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ইউরোপ ভ্রমণে গ্রন্থাগার সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে সভায় এই গ্রন্থাগার কর্তৃক একটি শিশু বিভাগ খুলবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ হুগলী ॥

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে, গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর দুইদিনব্যাপী কর্মসূচী পালিত হয়। প্রথম দিন সকালে পাঠাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও দ্বিপ্রহরে একটি শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা দ্বারা সর্বস্তরের নরনারীর দৃষ্টি পাঠাগারের দিকে আকৃষ্ট করা ও পাঠাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম সর্বাঙ্গীনভাবে সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে, স্থানীয় রমণীকান্ত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত, শ্রীমতী গীতা দত্ত, শ্রীমতী উমা ঘোষ শ্রীতড়িৎ ঘোষ, শ্রীজ্ঞান মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীসন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়. শ্রীভবানীশংকর ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ প্রভৃতি কয়েকজন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-পাঠ করে। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুত সেনগুপ্ত স্বাধীন ভারতে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পটভূমিকায় প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা এবং উদার মানবতা-মণ্ডিত শিক্ষাধারার সর্বব্যাপী বিস্তৃতি-সাধনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

জাতীয় সেবা সমিতি ॥ জগমোহনপুর ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" যথারীতি সমারোহে জাতীয় সেবা সমিতি পরিচালিত "জাতীয় সাধারণ পাঠাগারে" পালন করা হয়। প্রভাতে শঙ্খধ্বনি মাঙ্গলিকের পর গ্রন্থাগার গৃহ পরিমার্জন ও পুস্তকসজ্জা করা হয়।

গ্রন্থাগারের সদস্যগণের মিলিত প্রচেষ্টায় গৃহে গৃহে পুস্তক সংগ্রহ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এই অভিযানে সাড়া দিয়া পাঠাগারে পুস্তক ও অর্থ সাহায্য করেন সর্ব্বশ্রী গিরিধারী মাইতি, ভবানী পাঁড়ে, জীবন কৃষ্ণ সরকার, বিভুতিভূষণ বসু, সুধীর চক্রবর্ত্তী, বেলারাণী দত্ত, ডাঃ গৌরমোহন পাল, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ শী, সমরেন্দ্রনাথ পাল, দুর্গাপদ মান্না প্রভৃতি। এরূপ ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার দিবস পালন এতদঞ্চলে এই প্রথম। অথচ শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদগণের অকুণ্ঠ সাহায্য পাঠাগারের কর্মীদের প্রচুর উৎসাহ দান করিয়াছে। সন্ধ্যায় আলোক সজ্জায় গ্রন্থাগারগৃহ সজ্জিত করা হয় ও মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ৬-৩০ মিনিটে আহূত "পাঠক-সম্মেলন ও আলোচনা সভায়" পাঠকবৃন্দ ও স্থানীয় সুধীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ মান্না পাঠাগারের পক্ষ হইতে সকলকে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পহলামপুর প্রগতি পাঠাগার ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে এক বিশেষ পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনটী আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। ঐ দিনটী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণকে লইয়া গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা হয়। ইহা নাগরিকগণের কিভাবে জ্ঞানের উন্মেষ করে তাহা বিশদভাবে আলোচিত হয়' পাঠক-পাঠিকাগণকে নানারূপে পরামর্শ দানে নিজেদের শিক্ষার মান উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিতে আহ্বান জানান হয়। পরে গত ২৫শে ডিসেম্বর পাঠাগার ভবনে এক সাধারণ জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ শিক্ষক শ্রীনকুড় চন্দ্র দাস। তিনি তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে এবং ইহার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই পাঠাগারের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের নূতন কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র দত্ত। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করেন শ্রীগৌরহরি পাল।

পহলামপুর প্রগতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে পর্যালোচনা করেন শ্রীবিভূতি ভূষণ সোম। সদস্য সংগ্রহ এবং পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক শ্রীসনৎ কুমার ঘোষ উপস্থিত জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন এবং তাঁহার এই আবেদনে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যায়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনী দেখিবার জন্য প্রতিদিন বহু জন সমাগম হয়।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী ॥

২০শে ডিসেম্বর শ্রীসুধীর রঞ্জন ভৌমিকের সভাপতিত্বে জিরাট প্রগতি পাঠাগারে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পাঠাগারের সভ্যবৃন্দের ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ভদ্র-মহোদয়গণের সহযোগিতায় পাঠাগার গৃহে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে শ্রীমতী অশ্রুকণা ঘোষ পাঠাগারকে ৩ খানি বই দান করেন এবং আরও কয়েকখানি বই পাঠাগারকে দান করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্বাস দেন। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্ত্তী যাঁহারা গ্রন্থাগারকে বই দান করিয়াছেন বা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন তাঁহাদিগকে পাঠাগারের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি ॥ সেওড়াফুলী ॥ হুগলী ॥

গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গত ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সমিতি ভবনে পাঠচক্রের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানতঃ লাইব্রেরী বিল সম্পর্কে এই সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনার উদ্বোধন করিয়া গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় পদ্মশ্রী ডাঃ রঙ্গনাথনের লাইব্রেরী বিলের খসড়াটীর সামগ্রিক পরিচয় দেন এবং জনসাধারণের সেবায় গ্রন্থাগারকে সার্থক ও সম্যকভাবে নিয়োজিত করিতে হইলে ইহার যে কতখানি গুরুত্ব তাহা বুঝাইয়া দেন। আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রে ডাঃ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে সরকারের ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করেন। সর্বশ্রী বিনয় কৃষ্ণ ঘোষাল, তারকনাথ দাসগুপ্ত, অমিয় মুখার্জী প্রভৃতিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামনগর গোলাপ-সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার ॥ সালেপুর ॥ হুগলী ॥

গত ২৩শে ডিসেম্বর, পাঠাগারে সাড়ম্বরে "গ্রন্থাগার দিবস" প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে ঐদিন সন্ধ্যা ৬টায় পাঠাগার ভবনে এক সাধারণ সভা ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আরামবাগ সমষ্টি উন্নয়ন অঞ্চলের সমাজ-শিক্ষা সংগঠক শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়। সভায় গ্রামবাসীগণের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সভায় সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা তাঁহাদের ভাষণে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য ও গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বক্তাদের মধ্যে সর্বশ্রী সাধন চন্দ্র সামুই, গোপীনাথ কুণ্ডু, বিজয়কৃষ্ণ পাল ও কানাইলাল পাল (সম্পাদক) মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভূপেন্দ্র পাঠ নিকেতন ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভূপেন্দ্র পাঠ নিকেতন প্রাঙ্গণে এক সুসজ্জিত সভায় পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীখালেদ আরিফ গ্রন্থাগার সপ্তাহের উদ্বোধন করেন।

তিনি তাঁর ভাষণে আজকের দিনে সাধারণ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপস্থিত প্রায় ৫০০ শত লোকের সম্মুখে বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলেন এই পাঠাগার শুধু এই ইউনিয়নের মধ্যে বৃহত্তম তা নয় পরন্তু পাণ্ডুয়া থানার মধ্যেও অন্যতম। পাঠাগারের পুস্তকের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ১৪০০ শত এবং সভ্য সংখ্যা প্রায় ২০০ শত। গত ১৬ই মার্চ্চ (১৯৫৮) হুগলী জেলার ভূতপূর্ব জেলা শাসক শ্রীঅবনীমোহন কুশারী ইহার নিজস্ব গৃহের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই পাঠাগারের অধীনে ক্রীড়া বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি জনহিতকর বিভাগের মাধ্যমে পল্লীবাসী বিশেষ উপকৃত হয়। হুগলী জেলার রেডক্রস হইতে প্রদত্ত দুধ লইয়া এই পাঠাগারের মাধ্যমে প্রত্যহ ৭২ জন শিশু ও দুস্থ লোককে দুধ বিতরণ করা হয়। এই পাঠাগার পঃ বঙ্গ সরকারের 'কল্যাণী" রেডিও সেট পাইয়াছে। এ বছর জেলা সমাজ শিক্ষা অফিস হইতে পুস্তক ক্রয়ের জন্য এই পাঠাগার ৩০০৲ টাকা পাইয়াছে। এই পাঠাগার যাহাতে আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার রূপে স্বীকৃতি লাভ করে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। সর্বশেষে তিনি পাঠাগারের সভ্য ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ইহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে আহ্বান জানান।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ॥

২৫শে ডিসেম্বর ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে সকালে পথ সভা করিয়া ত্রিবেণীর বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের নিকট গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয় এবং আজকের সমাজ জীবনে পাঠাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণ যাহাতে পাঠাগারের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করেন এবং পাঠাগারের সর্ব্বতোমুখীন উন্নতিবিধানের জন্য সক্রিয় হন তাহার জন্য আবেদন জানানো হয়। অপরাহ্ণে পাঠাগারের পাঠকক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রীসত্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশিশির কুমার রায়চৌধুরী, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত ও পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

(১) সরকারের পক্ষ হইতে গ্রামাঞ্চলের পাঠাগারগুলিকে Development grant হিসাবে যে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে, সহরাঞ্চলের পাঠাগারগুলিকে সেই সাহায্য দেওয়া হয় না। সহরাঞ্চলের পাঠাগারগুলির উন্নতি বিধানের জন্য এইরূপ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এই সভা সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে সহরাঞ্চলের পাঠাগারগুলিকেও development grant দিবার ব্যবস্থা করা হউক। (২) সরকারের পক্ষ হইতে পাঠাগারগুলিকে অনিয়মিতভাবে যে বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে (Non-recurring grant) তাহাকে নিয়মিত করা হউক ও তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। (৩) বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার নিকট এই সভা অনুরোধ জানাইতেছে যে পাঠাগারকে দেয় মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ২৫৲ (পঁচিশ টাকা) হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০৲ (পঞ্চাশ টাকা) করা হউক। (৪) হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদকে এই সভা অনুরোধ জানাইতেছে যে জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সরকারী অর্থে সংগৃহীত পুস্তক সমূহ যাহাতে অবিলম্বে সভ্য পাঠাগারগুলিকে সরবরাহ করা যায় তাহার জন্য কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হউক। সভ্য পাঠাগারগুলিকে জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট হইতে পুস্তক সাহায্য লইতে হইলে security জমা রাখার যে নিয়ম জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ চালু করিয়াছেন এই সভা তাহার পরিবর্ত্তন দাবী করিতেছে এবং বিনা securityতে সদস্য পাঠাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহের জন্য আশু ব্যবস্থা করা হউক এই দাবী জানাইতেছে। (৫) এই সভা পাঠাগারের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার এবং পাঠাগারের দরদীদের নিকট হইতে পাঠাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইবার সংকল্প গ্রহণ করিতেছে।

কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি গ্রন্থাগারের টুকিটাকি খবর

নাম	বইয়ের সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয় (গড়ে)	নিজস্ব গৃহ	শিশু বিভাগ	সদস্য সংখ্যা
বালিগঞ্জ ইন্সিটিট্যুট	২৩,০৫০	১২,৬৬১	নেই	আছে	১,৬১৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	৭১,৪৮৩	১৯,৩১৭	আছে	নেই	৯৭৬
চৈতন্য লাইব্রেরী	২৯,৪৭৭	১৬,৬৯৬	,,	,,	১,১০০
রামমোহন লাইব্রেরী	২৩,৮৪৭	৯,৫৯০	,,	,,	৬৯৩
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী	৩৩,১৪২	৬,৯৩৩	,,	,,	৪৭১
তালতলা লাইব্রেরী	১৪,৫৯৪	৪,৬৫৩	,,	আছে	৯১৫
হেমচন্দ্র লাইব্রেরী	১৩,৯২৯	৩,৭৫৭	,,	নেই	৬৬৭
মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী	১১,৪৩২	৩,৭০৭	,,	,,	৪৬৯
বড়বাজার কুমার সভা লাইব্রেরী	১১,১৫৭	৯,৪৩০	নেই	,,	৬২০
মদন মোহন লাইব্রেরী	১১,০৯৭	৫,৮৯০	,,	আছে	৬৮৮
মহেশ্বরী পুস্তকালয়	৮,২৯৯	৮,৬৮২	আছে	,,	৫৬৩
বয়েজ ওন লাইব্রেরী	২০,০১৩	৪,০৭৪	নেই	,,	৫৯২
মনোহরপুকুর দেশবন্ধু লাইব্রেরী	১০,২০৩	৪,৩৮২	আছে	নেই	৪৫০
রজনীকান্ত লাইব্রেরী	১৩,৪৯১	৩,৬৩৭	নেই	আছে	৪০৩

(এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। উদ্ধৃত তথ্যগুলি ১৯৫৬-৫৮ সালের)

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর ও ঐ দিন হতে সপ্তাহকালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়েছে। এ বছরের গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে একটি বিষয় লক্ষিত হল যে বহু প্রতিষ্ঠান যাঁরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন অথবা পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী কোনও কারণে পাননি তাঁরাও ঐ দিবসটি সাধ্যানুযায়ী পালন করেছেন। গ্রন্থাগার দিবসটি বর্তমানে পশ্চিম বাংলার একটি জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হতে চলেছে। সারস্বতোৎসব, রবীন্দ্র ও নেতাজী জয়ন্তী, নববর্ষ ও স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গেই গ্রন্থাগার দিবস বহু প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যক্রমের একটি নিয়মিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থাগার দিবস পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির একটি নিজস্ব দিবস যেমন আর একটি নিজস্ব দিবস হল প্রতি গ্রন্থাগারের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা দিবস। শেষোক্তটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপালিত হয় না। প্রতি গ্রন্থাগারের নিকট এই দিবস দুটি পালনের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রন্থমুখী ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা প্রত্যেক গ্রন্থাগারের একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং এই দিন দুটিকে উপলক্ষ করে বিশেষ ধরণের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী যথা অর্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ও জনসভার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার একটা সুন্দর সুযোগ পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় এবার বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল পরিষদ প্রচারিত খসড়া গ্রন্থাগার আইন। গ্রন্থাগার আইন

যে কোনও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য ও এই আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এই মর্মে বিভিন্ন সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনন্দিন সমাজ জীবনে স্কুল, হাঁসপাতাল, ডাকঘর যেমন অত্যাবশ্যক গ্রন্থাগারও আজকের দিনে ঠিক তেমনি। কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিদ্যমান তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। স্বেচ্ছাসেবায় নির্ভরশীল ও চাঁদার অর্থে পরিচালিত বর্তমান ব্যবস্থা সর্বদিক থেকেই কাম্য ও আদর্শ অবস্থা হতে বহু দূরে। গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে আপামর জনসাধারণের জন্যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবী বিভিন্ন জনসভায় ধ্বনিত হয়েছে তার উপযুক্ত মর্যাদা রাজ্য সরকার দেবেন এ আশা আমরা পোষণ করি।

বইয়ের উপর বিক্রয় কর

বঙ্গীয় প্রকাশক সভা বইয়ের ওপর থেকে বিক্রয় কর রহিত করার জন্যে যে আন্দোলন করছেন তার প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা সারা পশ্চিম বাংলার সকল গ্রন্থাগারের পূর্ণ সমর্থন আছে।

১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত কার্যসূচী অনুযায়ী ঐ বছরের গ্রন্থাগার দিবসে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বইয়ের ওপর বিক্রয় করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অবিলম্বে উক্ত কর রহিত করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। পরে বিধান সভায় পরিষদের এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বইয়ের ওপর থেকে বিক্রয় কর তুলে নিতে সরকারের অনিচ্ছা ব্যক্ত করেন।

পুস্তকের ওপর বিক্রয় করের বিরুদ্ধে পরিষদ সংগঠিত আন্দোলন কিন্তু স্তিমিত হয়ে যায় নি। বিভিন্ন সভায় ও সম্মেলনে পুস্তকের ওপর বিক্রয় কর সম্পর্কে আলোচনা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রকাশক সভা আন্দোলনটির শক্তিবৃদ্ধি করায় আমরা আনন্দিত। প্রাদেশিক শতকরা পাঁচ টাকা ও কেন্দ্রীয় আন্তর্প্রাদেশিক শতকরা সাত টাকা বিক্রয় কর থাকার দরুণ আজ পশ্চিম বাংলার

পুস্তক ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঠিক তেমনি পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির ক্ষীণ আয়ের একটা অংশ বিক্রয় কর হিসাবে চলে যাচ্ছে। প্রকাশক ও গ্রন্থাগারের সমস্যা মূলতঃ এক না হলেও তার উৎপত্তি স্থলটি একই।

বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে বইয়ের ওপর হতে সংগৃহীত বিক্রয় কর রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা কি পরিমাণে হয় সেটা আমাদের জানা নেই। রাজ্যের সমাজ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং উক্ত বিভাগ কিছু গ্রন্থাগারকে যে আর্থিক সাহায্য দান করেন তার টাকা মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন। পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বছর ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা পুস্তকের উপর হতে বিক্রয় কর হিসাবে সংগৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ বাদ দিয়ে সারা পশ্চিম বাংলায় সরকার কি পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রন্থাগার উন্নয়নে ব্যয় করে থাকেন ?

শহর কলিকাতার কথা ধরা যাক্। সরকার এবছর কলিকাতার কিছু গ্রন্থাগারকে (সকলকে নয়) সাহায্য হিসাবে ১২,২০০৲ টাকা দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে এবারে কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলি প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা বিক্রয় কর দেবে। বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট সরকারের নিকট হতে ১০০৲ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু বছরে তাঁরা প্রায় ২৫০৲ বিক্রয় কর হিসাবে দিয়ে থাকেন। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হলেও এবছরে তাঁদের প্রায় ১০০৲ টাকা বিক্রয় কর দিতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে কলিকাতার লাইব্রেরীগুলির অধিকাংশের ভাগ্যে ১০০৲ টাকার মত সরকারী সাহায্য জুটেছে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলি যে বিক্রয় কর দিয়ে থাকেন তার কিছু তাদের ফেরৎ দেওয়া হয়। কাজেই বই থেকে আদায়ীকৃত পাঁচ লক্ষ টাকা বিক্রয় কর গ্রন্থাগারগুলির জন্যে কিরূপে ব্যয় করা হয় তা জানবার কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক।

বইয়ের ওপর শুল্ক শিক্ষা সংকোচনের নামান্তর মাত্র। আজকের দিনে তাই বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশেই বইয়ের ওপর কোনও কর ধার্য করা হয় না।

আমাদের দেশেও আমদানী শুল্ক নেওয়া হয় না। এবং গোটা ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্য (উড়িষ্যা, অন্ধ্র, বিহার, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গ) ছাড়া কোথাও বইয়ের ওপর হতে বিক্রয় কর আদায় করা হয় না।

ভারতের সংবিধানে একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে নিখরচায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা আছে। কিন্তু সে ধারাটি কার্যে পরিণত করা তো দূরের কথা নিরক্ষর প্রধান এই রাজ্যে একখানা ধারাপাত কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদি সংস্করণ বর্ণ পরিচয় কিনতে গেলেও বিক্রয় কর দিতে হয়।

১৯৪১ সালে যুদ্ধের খরচ তোলবার জন্যে তদানীন্তন শাসকেরা অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে বইয়ের ওপর বিক্রয় কর চালু করেন। কিন্তু সেই শাসকেরাই নিজেদের দেশ বৃটেনে জনমতের চাপে বইয়ের ওপর বিক্রয় কর চাপাতে সক্ষম হন নি। অথচ বিদেশী শাসকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত বইয়ের ওপর বিক্রয় কর স্বাধীন হবার পরেও আমাদের দেশে এখনও চালু রয়েছে।

ভারত সরকার ১৯৫২ সালে Essential Goods-এর একটা তালিকা প্রণয়ন করেন যার ওপর কোনও বিক্রয় কর ধার্য না করার জন্যে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বই সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল রাজ্যই মেনে নিলেও পশ্চিমবঙ্গ সে নির্দেশ পালন করেনি। ইউনেস্কো কিছুকাল পূর্বে বিশ্বর সকল রাষ্ট্রকে শিক্ষার সমস্ত প্রকারের উপকরণ বিশেষ করে বইয়ের ওপর কোনও শুল্ক অথবা কর ধার্য না করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার ফলও কি তা আমরা জানি।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বইয়ের ওপর হতে বিক্রয় কর রহিত করা সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ যথোপযুক্ত জনমতের অভাব। তাই পশ্চিম বঙ্গের সকল শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য সভা সমিতি প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে এবিষয়ে সচেতন করে তুলে বইয়ের ওপর বিক্রয় করের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করা।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] মাঘ : ১৩৬৫ [১০ম সংখ্যা

গ্রন্থাগার আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে-২৮শে মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের এক বিশেষ স্থান এবং বঙ্গ সংস্কৃতির ধারায় এই জেলার অবদান সুবিদিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লিখিত এই জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্মেলনের পূর্বে প্রকাশিত হইল। লেখক শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত মুর্শিদাবাদের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক; গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ]

বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই জেলার বৈষ্ণব পণ্ডিত, গ্রন্থকার, কবি পদকর্তা প্রভৃতি অতি প্রাচীন লেখকেরা যেমন অজস্র পুঁথি, কাব্য এবং সাহিত্য রচনা করেছিলেন, পরে আবার তেমনি জেলার বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ নিজ পারিবারিক ও সাধারণ গ্রন্থাগারে সেগুলি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রামদাস সেন, কাশিমবাজার রাজপরিবার, লালগোলা রাজপরিবার, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর, জাফরগঞ্জের বড় আখড়ার গোপালদাস মহান্ত, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, নশীপুরের স্বর্গীয় মহারাজা রণজিত সিং বাহাদুরের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই পাঠাগারগুলিতে যে সব মূল্যবান গ্রন্থরাজি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সত্যই কঠিন। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি, চিঠি-পত্র, মুঘল এবং পাঠান আমলের নবাব বাদসাদের হাতে লেখা কোরাণ, সংস্কৃত, পালি, ফার্সি, উর্দ্দু এবং ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পুঁথি, চিঠি-পত্র প্রভৃতি এই সব পাঠাগারগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে। হলওয়েল মনুমেণ্টের কাহিনী

যে মিথ্যা, সে কথা প্রমাণ করার জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন হয়েছিল, তৎকালীন নবাব-বাহাদুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ লিট্‌ল সেগুলি নিজামত লাইব্রেরীর সুরম্য প্রকোষ্ঠে বসেই সংগ্রহ করেছিলেন, আবার স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র সিরাজউদ্দৌলা এবং মিরকাশিম পুস্তক লেখার উপাদানগুলি এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, মুর্শিদাবাদের কাহিনী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক লেখার উপাদান এই জেলা গ্রন্থাগারগুলি থেকেই সংগ্রহ করেন বলে শুনা যায়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার যে বিশেষ একটা স্থান ছিল, সে কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকাল অথবা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উপাসনা' সম্পাদনা কালকে নানা কারণে জেলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে ; কারণ সেই সব সময়ে জেলায় যে সকল পণ্ডিত এবং গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রামদাস সেন, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রামগতি ন্যায়রত্ন, চিকিৎসা জগতে গঙ্গাধর কবিরাজ, দীনবন্ধু মিত্র, পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন, বহরমপুর আইন বিভাগের অধ্যাপক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১৫ সালে "বঙ্গদর্শন" (নবপর্যায়) যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন কাশিমবাজার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "উপাসনা" মাসিক পত্রিকা বাংলার বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছে বলা চলে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সভা-পতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনীর প্রথম অধিবেশন সেই সমসাময়িক কালেই কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সেই স্বর্ণযুগেও কিন্তু জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলিতে বসেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতিরা তাঁদের গবেষণা কাজ চালাতে বাধ্য হতেন। জেলার প্রাচীন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যে কয়টি গ্রন্থাগার বহু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে টিকে আছে সেগুলির মধ্যে বহরম-পুর এডওয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, বর্ত্তমানে যোগেন্দ্র মিলনী, গোরাবাজার বঙ্কিম লাইব্রেরী, লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্র মিলনীর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৩ সাল বলে জানা যায় এবং ১৯০৫ সালে

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গুটিকয়েক ছাত্র যুবকের প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। শুনা যায় যে লালগোলা লাইব্রেরীটির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীর অংশবিশেষ মিশ্রিত হয়ে আছে। বহরমপুর কলেজটি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কলেজের নিজস্ব লাইব্রেরীটিও নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গ্রন্থাগারের যুগ এখন শেষ হয়েছে। রাজা-মহারাজা জমিদার প্রভৃতিদের অতীত গৌরব এখন অস্তমিত প্রায়। তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ আর তাঁদের সেই ভার বহন করতে অক্ষম, অধিকন্তু জ্ঞানের ভান্ডারকে তাঁরা আর ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে ধরে রাখাও সমিচীন বোধ করছেন না বলে জাতীয় সরকার এবং সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে ডাক্তার রামদাস সেনের মূল্যবান লাইব্রেরীটি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে দান করেছেন, এবং নিজামত লাইব্রেরী ও কাশীমবাজার রাজ-লাইব্রেরীটিও অদূরে ভবিষ্যতে ন্যাশানাল লাইব্রেরীর সম্পত্তিতে পরিণত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরীটি যেমন বহু মূল্যবান সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ বিষয়ক পুস্তকে সমৃদ্ধ ছিল, নবাব বাহাদুরের নিজামত লাইব্রেরীটিও তেমনি উর্দু, ফার্সী, এবং দুষ্প্রাপ্য হস্ত লিখিত কোরাণ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধশালী। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের মতে নাকি শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে এতবড় সংকলন সারা এশিয়া মহাদেশে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু উক্ত লাইব্রেরীটিকে এখন আর লাইব্রেরী আখ্যা না দিয়া কতকটা মিউজিয়াম বা গ্রন্থরাজীর যাদুঘর বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ একদিকে যেমন দুষ্প্রাপ্য 'আইন-ই-আকবরী', হাতে লেখা কোরাণ প্রভৃতির সমাবেশ, অপর দিকে তেমনি সহস্র সহস্র উর্দু, ফার্সী, আরবী প্রভৃতি হস্ত লিখিত গ্রন্থের সমাবেশ, যেগুলি বহুকাল অথবা বহুযুগ কোন পাঠকের স্পর্শলাভ করে নাই। পূর্ব্বে বলেছি এবং আবার বলি যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক লাইব্রেরীর যুগ শেষ হয়েছে, এখন লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হচ্ছে এবং জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কতকটা অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। দেশ ইংরেজ শাসন মুক্ত হওয়ার পর জাতীয় সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার লাভের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাতে পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার মত মুর্শিদাবাদ জেলাতেও গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছু পরিমাণে প্রেরণা লাভ

করেছে বলা চলে। এই জেলায় যে গ্রামে লাইব্রেরীর কোন অস্তিত্বই ছিল না, সে গ্রামেও লাইব্রেরীর উদ্ভব হয়েছে, আবার যে অঞ্চলে গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু মৃতপ্রায় বা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, সেখানেও কিছু প্রাণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতি অথবা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জেলা গ্রন্থাগারের বয়স চার বছর পূর্ণ হতে চলল। ১৯৫৫ সালের ২৬শে জুন তদানীন্তন জেলা শাসক ও সমিতির সভাপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেলা গ্রন্থাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। কাশিমবাজার মহারাজকুমার শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহেই জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয় সে কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নাই। মহারাজকুমার ১০০১ খানি ইংরাজী পুস্তক ও সৈদাবাদ রাজবাড়ীর অংশ বিশেষ দান করেন এবং তার উপরে ভিত্তি করেই জেলা গ্রন্থাগারের অন্যান্য গৃহ নির্ম্মিত হয়। সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা এখন ৬৭৯ জন। তার মধ্যে সাধারণ সভ্যের সংখ্যা ৫৫২ এবং আজীবন সভ্য সংখ্যা ২১ ও প্রতিষ্ঠান সভ্য সংখ্যা ১০৫। লাইব্রেরীর কার্যকলাপ চারটি শাখায় বিভক্ত। সাধারণ সভ্য যাঁরা তাঁরা Caution money জমা দিয়ে এবং বছরে তিন টাকা চাঁদার বিনিময়ে বই পড়তে পারেন, তা ছাড়া গ্রন্থাগারের একটি ফ্রি রিডিং রুম, একটি শিশু বিভাগ ও একটি ভ্রাম্যমান শাখা আছে। ভ্রাম্যমান শাখা মোটর ভ্যানযোগে জেলার চারটি মহকুমার গ্রাম্য পাঠাগার ও আঞ্চলিক পাঠাগারগুলিতে পুস্তকাদি সরবরাহ করে থাকে। জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত হয় নাই, এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যাও আনুমানিক প্রায় একশত। মুর্শিদাবাদ জেলার মোট পরিধি ২০৭২.১ স্কোয়ার মাইল এবং পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ৮,৬৯,৪৬৮ ও ৮,৪৬,৩০১ অথবা বলা চলে যে জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,১৫,৭৫৬ জন। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৩ জন। চারটি মহকুমায় চারটি কলেজ ছাড়াও একটি গার্লস কলেজ, একটি টেক্সটাইল কলেজ, একটি টেকনলজিক্যাল ইনষ্টিট্যুট ও একটি বি, টি কলেজ বর্তমান আছে। প্রত্যেক কলেজেরই নিজস্ব লাইব্রেরী আছে।

প্রথমেই বলেছি যে জেলার চারটি মহকুমায় মোট ১০৫টি পাঠাগার জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠান সভ্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান শাখা এখনও প্রতিটি পাঠাগারের দরজায় বিদ্যাসম্ভার পৌঁছে দিতে পারে না।

অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে উপযুক্ত পথ-ঘাটের অভাব এবং পুস্তকের স্বল্পতাই প্রধান কারণ বলা চলে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পথ ঘাটের উন্নয়নের পূর্বে এই জেলার পথ-ঘাটের অবর্ণনীয় দুরবস্থা ছিল, বর্তমানে সেই অভাব কিছুটা দূরীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও এমন অনেক রাস্তা আছে যেখানে জেলা লাইব্রেরীর গাড়ী গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং বলা চলে যে গ্রামাঞ্চলে রাস্তার উন্নতি হলে এবং জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি হলে এ জেলায় পাঠাগার আন্দোলনের প্রসার হবে। Rural Library Scheme অথবা আঞ্চলিক পাঠাগার পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে এই অভাব কিঞ্চিৎ দূরীভূত হলেও এখনও জেলার বহু অঞ্চল পাঠাগার শূণ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অথবা বলা চলে যে মুর্শিদাবাদ জেলা এখনও পাঠাগার শৃংখলে শৃংখলিত হয় নাই। আঞ্চলিক পাঠাগার পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলায় মোট ১৪টি পাঠাগার মনোনীত হয়েছে, তার মধ্যে ৬টি গ্রন্থাগারে ইতিমধ্যে কাজ সুরু হয়েছে। সাইকেল পিয়নের সাহায্যে অঞ্চল বিশেষে অবস্থিত পাঠাগার-গুলিতে পুস্তকাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে গ্রামের পাঠাগার-গুলির শক্তিসামর্থ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ পাঠাগারেরই নিজস্ব ঘর বা সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু নাই; ভাড়া করা ঘরে এবং সভ্যদের এককালীন দানের উপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়। সুতরাং প্রতিমাসে নূতন নূতন পুস্তক খরিদ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কিন্তু এখন জেলার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হ'তে পুস্তক সরবরাহ করায় তাদের সেই অভাবটি বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে বলা চলে। কিন্তু ফ্রি রিডিং রুম বা অবৈতনিক পাঠ-কেন্দ্র গ্রামের পাঠাগারগুলির অধিকাংশই এখনও করে উঠতে পারে নাই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর জেলার বিভিন্ন থানা ইউনিয়ন এবং গ্রামগুলিতে নতুন নতুন অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু এখনও এমন গ্রাম অনেক আছে যেখানে গ্রামবাসী দৈনিক ডাকের সুযোগ লাভ করতে পারেনি। সুতরাং যেখানে দৈনিক ডাকের ব্যবস্থা নেই সেখানে পাঠাগারগুলি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামাঞ্চলে পাঠাগার আন্দোলন প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। নিত্য নূতন পাঠাগার বিভিন্ন গ্রামে গড়ে উঠছে, পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিলাভ করছে, যুগ-যুগান্তরের হতাশা এবং অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠেছে।

সর্ব্বশেষে জেলা গ্রন্থাগারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের কথা বলে আলোচ্য প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করতে চাই। মুর্শিদাবাদ জেলা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এই জেলার রাঢ় অঞ্চল বিশেষ করে নবগ্রাম, সাগরদিঘি প্রভৃতি এলাকায় যেমন পাল বংশের বহু নিদর্শন, যথা প্রাচীন শিলালিপি, প্রস্তর মূর্ত্তি, সোনার হাতি, পোড়া মাটির কাজ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তেমনি রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ বা রাঙামাটি চাঁদপাড়া যেখানে এক সময়ে চীন পরিব্রাজক ইয়েউ চুয়াং পরিভ্রমণ করেছিলেন, সেই সব অতি প্রাচীন স্থানগুলি হতে মাঝে মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন কার্য্যের সময় পাওয়া যায় সেগুলি এবং প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সুরু হয়েছে। আশা করা যায় এই সংগ্রহশালা ভবিষ্যতে একদিন সারা বাংলা তথা ভারতের সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থাগার না জ্ঞান-ভাণ্ডার

বিমলকুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিক, বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আজকাল গ্রন্থাগার বা পুস্তকালয় বলতে আমরা যা বুঝি তার সঠিক উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য প্রকাশক কোন নাম যেন আমরা খুঁজে পাই নী। সেই জন্য আমরা ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্যে যাঁরা বই পত্রাদি সংগ্রহ করে রাখেন তাঁরা বিনা দ্বিধায় তাঁদের সংগ্রহশালাগুলির নাম গ্রন্থাগার ও পুস্তকালয় রাখছেন। আবার সেই এক নাম ই ব্যবহৃত হ'চ্ছে জ্ঞানানুশীলনের জন্য রাখা বই পত্রাদির সংগ্রহ-শালাগুলির উপর। উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ায় এই দুই প্রকার সংগ্রহশালার বিভিন্ন নাম থাকা উচিত নয় কি ?

এই নামের গোলমাল আমাদের দেশের মত ইউরোপের দেশে দেশে খুব চোখে পড়ে। মার্কিনী দেশে যেন বইয়ের দোকানগুলির নাম ক্রমশঃ "Book Store" ব্যবহার করে এই দোষ শুধরে নেবার চেষ্টা করছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চাকালের মাপকাঠিতে ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশ বনেদী জাত। আভিজাত্যের গৌরবে আমরা গর্ব্বিত। আমাদের দেশের জ্ঞানানুশীলনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'য়েছে। জ্ঞানানুশীলনের জন্য রাখা বই পত্রাদির সংগ্রহশালা সমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করছি এবং দেখছি যে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই সকল সংগ্রহশালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

দেখা যাক প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কি নাম দেওয়া হোত। তিব্বতী ইতিহাস দেখে জানা যায় যে নালন্দায় গ্রন্থাগার পাড়াটী 'ধর্ম্মগঞ্জ' নামে অভিহিত হোত আর গ্রন্থাগার পাড়ার সংলগ্ন তিনটি পৃথক পৃথক সংগ্রহশালাকে যথাক্রমে "রত্নসাগর" "রত্নোদধি" ও "রত্নরঞ্জক" বলা হোত। এর মধ্যে "রত্নসাগর" নামক গ্রন্থগৃহটি ছিল নয়-তলা। দাক্ষিণাত্যে যে অসংখ্য ও মহামূল্য পুঁথিশালা সকল গড়ে উঠেছিল তাদের নাম ছিল "সরস্বতী-ভবন" আর পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে জৈনধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা অসংখ্য পুঁথিসংগ্রহশালা "জ্ঞান-ভান্ডার" নামে পরিচিত ছিল।

ভারতের মুসলমান রাজত্ব নূতন ধারায় শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য এক গৌরবময় যুগ। একদিকে যেমন তারা বিধর্ম্মীদের শিক্ষালয় ও গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করেছে অন্যদিকে রাজশক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ সংগঠিত হ'য়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সমূহ "কিতাবখানা" নামে পরিচিত। এর পর আসে ইংরাজী নাম "Library" বা লাইব্রেরী এবং কথাটি বাংলাভাষায় ও ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয় নাম তালিকা থেকে বোঝা যায় এদেশে কালে কালে নানান নাম গ্রন্থাগারের সঠিক উদ্দেশ্য সেখানোর জন্য ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই সকল নামের মধ্যে "সরস্বতী-ভবন" ও "জ্ঞান-ভান্ডার" নাম দুইটি আমার মনে হয়—এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারে। "সরস্বতী-ভবন" নামটি বিশেষ ধর্ম্মগত হওয়ার জন্য ওর কথা বাদ দিলাম কিন্তু "জ্ঞান-ভান্ডার নামটি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

বর্ত্তমান গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে পুঁথিপত্রের মাধ্যমে জ্ঞান-বিতরণ ও জ্ঞান-বর্দ্ধন করা। উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক এই উভয় কার্য্যেই সাহায্য করে থাকেন। এই কারণে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাতে গ্রন্থাগার, পাঠাগার,

পুস্তকালয়, লাইব্রেরী, পুঁথিঘর প্রভৃতি প্রচলিত নামগুলি অক্ষম। "জ্ঞান-ভান্ডার" নামটি সকল দিক দিয়া বিবেচনা করলে মনে হয় যেমন সুন্দর তেমনি সম্পূর্ণ এবং সর্ব্ব ভারতে এই নাম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যৎ

প্রবীর রায়চৌধুরী

জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠনকে কখনই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্গঠন হ'তে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা যায় না। আর সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনও অসম্ভব। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থাগার আজ শুধু অবসর কাটানোর কেন্দ্র নয়। জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিহার্য এবং তা ক্রমশঃ স্বীকৃত হচ্ছে।

সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলাতে জনসাধারণের উদ্যোগ, সরকারী সাহায্য এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার এক বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর সাথে সাথে সুশিক্ষিত দক্ষ, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্মীদের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। তাই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই সকল বিষয়ের সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যাও বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকটা পরিমাণে এই কর্মীদের সমস্যাবলীর সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

অন্যান্য সামাজিক বস্তুর মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এবং এই ঐতিহাসিক কারণের জন্যই পাশ্চাত্যের দেশগুলির মত সুসংবদ্ধ ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে বৃত্তিকুশলী কর্মীদের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার ধারণা হাল আমলের। অতীতের সমস্ত দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত

করে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বিবর্ত্তিত করতে হলে প্রয়োজন বিরাট শিল্প কুশল বাহিনীর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া লিপিতে ডাঃ রঙ্গনাথন দেখিয়েছেন যে ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ৩০০ বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক এবং ২৫০০ আধাকুশলী (semi-professional) কর্মীর দরকার। এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রীক গ্রন্থাগার, সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারে বিরাট পরিমাণে বৃত্তি কুশলী কর্মীর চাহিদা আছে। এই বিরাট কর্মী বাহিনীকে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের যুক্তভাবে প্রচেষ্টা করা দরকার বিশেষ করে চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তি-কুশলী কর্মীর সরবরাহ হওয়া দরকার।

বর্তমান প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মান উন্নয়ন ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে নেই। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত কর্মীদের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা সম্পর্কে দেশের শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

আমাদের দেশে বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতার এখনও মূল্যায়ন হয়নি। গ্রন্থাগারিকের সামাজিক মর্যাদা তাই আমাদের চিন্তার বাইরে। কিন্তু এই নিয়ে অভিমানের কোন প্রয়োজন নেই। জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরও কি আমরা সামাজিক মর্যাদা দিতে পেরেছি? আমরা যারা এই গ্রন্থাগার বৃত্তি গ্রহণ করেছি তাদেরই বহু ত্যাগ, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণাদির মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বৃত্তির [illegible]ঠতা প্রমাণ করতে হবে।

গ্রন্থাগারিকের আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অন্যান্য কর্মজীবিদের মত গ্রন্থাগারিকারও তাই তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। যদি বৃত্তি কুশলী কর্মীদের ভদ্রভাবে বাঁচার মতো আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা না করা হয় তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সহজসাধ্য হবে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না দেওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্ররা এই বৃত্তির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হচ্ছেন না। তার ফলে বৃত্তি হিসাবে এর বিকাশ তো হচ্ছেই না উপরন্তু মান নীচু হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। বর্তমানের অবস্থা একটু

পর্যালোচনা করা দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারিকরা বেতন পান ১৩০৲—১৮০৲ এবং এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতার পরিমাণ কত অল্প তা সকলেই জানেন। ৪টি সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ১৩০৲—১৮০৲ হারে বেতন পান। তা' ছাড়া অন্যান্য সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকরা পান ৯০৲—১৩০৲ টাকা হারে বেতন। কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান সমূহের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আমরা প্রতিদিনই শুনেছি; কিন্তু গ্রন্থাগারিকের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা সম্পর্কে তাঁরা নীরব। এমন কি একজন লেকচারারের সমান বেতন দিতেও তাঁরা নারাজ। সরকারী গ্রন্থাগার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। ঐ সমস্ত কর্ম দপ্তরে ম্যাট্রিক পাশ (বর্ত্তমানে স্কুল ফাইনাল এবং বি-এ পাশ কর্মীরা যে হারে লোয়ার ডিভিসন বা আপার ডিভিসন কেরাণীরা বেতন পান, সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকরাও তার অধিক বেতন বা মর্যাদা পান না। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহেও একই ধরণের অবস্থা। অন্যান্য কেরাণীদের সাথে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন তফাৎ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য আর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বেতন ও মর্যাদা হবে সিনিয়র শিক্ষকদের অনুরূপ। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের ঔদাসীন্যের ফলে আজও পর্যন্ত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হননি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের স্তিমিত প্রাণ এই গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে উদাসীন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকের উপর। সরকারী—বেসরকারী গ্রন্থাগার সমূহে গ্রন্থাগারিকের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধের আয়তন বাড়াতে চাই না। এই বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই তা জানেন।

গ্রান্থগারিকরা ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, লেখক, গবেষক এবং জনসাধারণকে পড়াশুনার প্রতি অনুরাগী করে তুলবে, তাদের নির্দেশ দেবে। তাই প্রতিভাসম্পন্ন, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের এই বৃত্তি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই যদি হয় গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদার অবস্থা তাহলে কোন ভরসায় তাঁরা এই বৃত্তি গ্রহণ করবেন। উপরন্তু বৃত্তি কুশলী কর্মীদের মধ্যে এই সম্পর্কে যথার্থ

অনুরাগ এবং গৌরববোধ জাগবে না এবং পরিণামে এই বৃত্তির প্রসারের জন্য পড়াশুনা এবং গবেষণার কাজ ব্যাহত হবে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী উপস্থিত করার অর্থ এই নয় যে দেশের অন্যান্য কর্মজীবি মানুষের সমস্যাবলী এবং জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাবলীর প্রতি আমরা উদাসীন। আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এই কর্মীদের বাঁচার মতন বেতন দেওয়া হোক। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সমস্যাবলীর প্রতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াস্লিক, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাংবাদিকদের সমস্যা নিয়ে সাংবাদিক সমিতি, শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসকদের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসক সমিতি যদি তৎপর হতে পারে তবে গ্রন্থাগার বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট আমাদের সংগঠন সমূহই বা কেন নীরব থাকবে? আমরা জানি গ্রন্থাগার পরিষদ একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জনসাধারণকে সেবা করাই এই সংগঠন সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। ঠিক তার সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা অর্জনের আন্দোলনে এই সংগঠন সমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মনে রাখা প্রয়োজন এই যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে বৃত্তি-কুশলীদের সৃষ্টি করা হচ্ছে তাঁরা মূলতঃ চাকুরী প্রার্থী। চাকুরী যেখানে বৃত্তি-কুশলী সরবরাহের তুলনায় স্বল্প এবং চাকুরী যেখানে মিললেও লব্ধ অর্থ ও মর্যাদা সুস্থ সহজ জীবন ধারণের অনুকূলে নয় সেখানে দেশ ও সমাজ সেবার সমস্ত প্রেরণা ও উদ্যোগকে ব্যর্থ করে কঠোর জীবন সংগ্রামই কর্মীদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে চলছে।

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন অগ্রগামী দেশ সমূহে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে তার অন্যতম প্রেরণা হ'ল ঐ দেশগুলির গ্রন্থাগার সংগঠন সমূহ। ঐ দেশ সমূহে গ্রন্থাগারিকরা যে বেতন ও মর্যাদা পাচ্ছেন (যদিও এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে) তার পেছনে রয়েছে গ্রন্থাগার সংগঠন সমূহের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও আন্দোলন। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বাধিক সামাজিক মর্যাদা ও বেতন পান শিক্ষকরা। গ্রন্থাগারিকদের তাঁরা শিক্ষকদের পর্যায় ফেলেছেন, আর ঐ দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতির কথা আমরা অনেকেই জানি। তাই গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থে গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের একটু সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মূল আলোচ্য প্রবন্ধ

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক উদ্দেশ্য

মানুষের চিন্তা এবং কাজকে সম্পূর্ণ রকমে বাধা মুক্ত রাখিয়া ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্যই গ্রন্থাগারের প্রথম প্রয়োজন। এই বিকাশের মধ্য দিয়াই সেই ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর শুভ ভবিষ্যৎ সম্ভব হইয়া উঠে। বিভিন্ন ব্যক্তির এইরূপ বিকাশের জন্য রুচির ও চিন্তার স্বাধীনতাকে এবং বিভিন্ন ধরনের পাঠকের প্রয়োজন এবং শক্তির তারতম্যকে মানিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই জন্য সর্ব্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামাজিক উদ্দেশ্য মূলতঃ পাঁচটি রূপে প্রতিভাত হয়ঃ

প্রথমতঃ যে সমাজ বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া, বর্তমান তাহার স্থির ও নিশ্চিত বিকাশের জন্য এবং সর্ব্ব বিষয়ের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিবার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জন্য তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমেই অপ্রচুর হইয়া পড়িতেছে। কাজেই নূতন সম্পদের সৃষ্টি করিবার পথে সর্ব্ব রকমের গবেষণা ব্যবস্থাকে সাহায্য করিতেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ পূর্ণ বিকশিত মানুষের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রকৃত গণতন্ত্র দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। মানুষের মনকে সর্ব্ব রকমের অযৌক্তিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া বিংশ শতাব্দীর নাগরিককে মনের বিকাশের সর্ব্ব রকমের উপাদান যোগাইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে একমাত্র সর্ব্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই সক্ষম।

চতুর্থতঃ সর্বসাধারণের অক্ষরাশ্রয়ী শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধজ্ঞানকে শিক্ষায়তনের বাহিরেও সঞ্জীবিত রাখার জন্য এবং তাহার অধিকতর অনুশীলনে সাহায্য করিবার জন্য সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অপরিহার্য।

পরিশেষে ব্যক্তি জীবনের অবকাশকে সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়া মানুষকে আনন্দ দানের মধ্য দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিবার সুযোগ দিতে গ্রন্থাগার অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ।

সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গঠন পদ্ধতি

এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্যই প্রয়োজন বলিয়া সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কথা চিন্তা করিয়াই ইহার গঠন পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইবে। পেশাগত বা অন্য কারণে সমাজের বিভিন্ন দলের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন ঘটিবে; কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে, সমাজের সমস্ত স্তরকে ব্যাপ্ত করিয়াই তাহার গঠন পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

অর্থের ব্যবস্থা

সর্ব সাধারণের জন্য যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে সর্ব সাধারণের অর্থ হইতেই তাহার পরিচালন ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। ইহার বিকল্প ব্যবস্থা শুধুমাত্র গ্রন্থাগারব্যবহারকারীদের নিকট হইতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময়ে কোন শুল্ক গ্রহণ করা। কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ শুল্কের ব্যবস্থা অনিচ্ছুক বা অপারগ সাধারণকে গ্রন্থাগার বিমুখ করিয়াতুলিবে। ফলে তাহারা এই ব্যবস্থার কল্যাণময় সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ শুল্কের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান তাহার কল্যাণময় সত্তায় বিকশিত না হইয়া শুল্ক লাভের আশায় একান্ত ভাবে সাময়িক চাহিদার যোগানদারে পরিণত হইবে এ আশঙ্কা আছে। তৃতীয়তঃ সমাজের অনেক অপেক্ষাকৃত অধিকতর বাঞ্ছিত প্রয়োজনের চাহিদা কম ব্যাপক হইতে পারে। শুল্কপ্রাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সেই প্রয়োজন উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সরকারের দায়িত্ব

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উপরের অর্থে সমস্ত সমাজের প্রয়োজন বলিয়া ইহার প্রবর্তন ও পরিচালনের বন্দোবস্ত জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির মত দেশের সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। কাজেই ইহার খরচ-পত্রের ব্যবস্থা ও জাতীয় ধনভান্ডার হইতে হওয়া প্রয়োজন।

স্বায়ত্ত শাসিত সংগঠন

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমস্ত সমাজকে আশ্রয় করিয়া এবং ব্যাপ্ত করিয়া থাকিলেও তাহাকে সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবন বিশেষভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে হইবে। জন জীবনের অন্যতম অংশীদার হিসাবে অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং অন্য কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। অঞ্চলের জনসাধারণকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাহার পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব ও সেই পথে পরিচালিত করার কর্তৃত্ব অঞ্চলের জনসাধারণে ন্যস্ত। এইজন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালন সম্পূর্ণ রকমে স্বায়ত্তশাসনমূলক করিতে হইবে। অন্য উপায় গ্রহণের ফলে ব্যবহারকারীরা যদি পরিচালন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অধিকারী না হয় তবে পরিচালনে উপেক্ষা ও ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। স্বায়ত্ত-শাসিত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান না হইয়া সরকারের কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় ইহার পরিচালন সম্ভব কিন্তু তাহাতে কর্ম পদ্ধতি ছক বাঁধা হইয়া পড়িতে পারে। জন জীবনের অংশীদার হিসাবে আঞ্চলিক প্রয়োজনে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একান্ত কাম্য তাহাও এই পথে ব্যাহত হইতে পারে।

গ্রন্থাগার আইন

আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ গঠন করিয়া এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের উপর তাঁহাদের দিতে হইলে যথাযথ আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

আইনের বিকল্পে সরকারী পরিচালনের ত্রুটি

আইনের বিকল্প ব্যবস্থা সরকারী দপ্তরের পরিচালন এবং সরকারী তহবিল হইতে ব্যয়। কিন্তু ঐ পরিচালনে জনসাধারণের অল্পাধিক প্রতিনিধির বন্দোবস্ত থাকিলেও সাধারণকে গ্রন্থাগারব্যবস্থা পরিচালনার সম্যকভাবে দায়িত্ব-বোধ সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না। ইহাতে কেন্দ্রীভূত দপ্তরের পরিচালনার সহজাত ত্রুটী কম বেশী থাকিবে। আইনের ব্যবস্থা না থাকিলে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় পদ্ধতি প্রয়োজন অনুযায়ী ও সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নাও হইতে পারে। ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ অর্থ নিয়োগ সম্ভব নাও হইতে পারে। অনুসৃত নীতি উপরের অর্থে অনিশ্চিত হইলে গ্রন্থাগার-গুলির জীবনে অবাঞ্ছিত সংকটের সৃষ্টি হইতে পারে।

গ্রন্থাগার কর

সরকারী দপ্তরের অর্থ বরাদ্দের বিকল্প ব্যবস্থা কর প্রবর্ত্তন। এই করের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি—জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা যুক্তিসহ নহে। কারণ প্রথমতঃ বিশেষভাবে গ্রন্থাগার কর নামাংকিত না থাকিলেও দেশের লব্ধ করই সরকারী তহবিল গঠনের অন্যতম প্রধান ও স্থায়ী উপাদান। এই তহবিল হইতে ব্যয়ের পরিমাণ সমকালীন সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু আইনের সাহায্যে নামাঙ্কন সংগৃহীত অর্থকে উপযুক্তভাবে নিয়োগ করিবার অধিকার দিবে। দ্বিতীয়তঃ এই কর নামমাত্র হইলেও মনের দিক হইতে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবে। তৃতীয়তঃ এই কর বিত্তবানদের উপরেই বেশী করিয়া পড়িবে বলিয়া সর্ব্বসাধারণের অধিকাংশকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করিবে না। পরিশেষে এই কর যে পরিমাণ ভারের সৃষ্টি করিবে আনন্দ বিতরণের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে। কাজেই জনসাধারণের মনে প্রবর্ত্তনের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কল্পনা করা মূলতঃ ভিত্তিহীন। সাধারণের কোন অংশে যদি অজ্ঞতার জন্য বিরূপতার সম্ভাবনা থাকেও তবে সেই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য জনসাধারণের অপর অংশের।

আইনের কয়েকটি মূলসর্ত্ত

সর্ব্বসাধারণের ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইন একান্ত প্রয়োজন। এই আইনের মূল সর্ত্তাদির মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন ঃ

(১) রাজ্যের আইন মত গঠিত গ্রন্থাগার পরিচালন কর্ত্তৃপক্ষ (Library Authority) গঠনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধিদের সর্ব্বাধিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটিগুলিতে ও সহর ও গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার কমিটিতে রাজ্য বিধান সভার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, স্কুল ও কলেজগুলির, গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির, অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব একান্ত আবশ্যক।

(২) রাজ্যে গ্রন্থাগার কর্ত্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার কোষের জন্য কর আদায়ের, ঋণ গ্রহণের ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি বা

প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করিবার অধিকার থাকা আবশ্যক।

(৩) আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনের জন্য তাহাদের ইচ্ছামত এবং শক্তিমত ব্যয় করিবার অধিকার দেওয়া আবশ্যক। অঞ্চলের সংস্থাগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা করিবার এবং প্রয়োজন হইলে যৌথভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়াও আবশ্যক।

(৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কার্যসূচীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক গ্রন্থাদির ধার দেওয়ার ব্যবস্থা, রাজ্যের বাহিরের গ্রন্থাগারগুলির সহিত অনুরূপ গ্রন্থাদির লেন-দেনের ব্যবস্থা, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

সম্মেলন সম্পর্কে ঘোষণা

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পূর্ব বৎসরের ন্যায় টেকনিক্যাল বিষয়াদির উপর প্রবন্ধ পাঠের জন্য এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা উক্ত অধিবেশনে কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ২৩শে মার্চের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে সম্মেলন উপ-সমিতির বিবেচনার্থ নিজ নিজ প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে।

* * * *

সম্মেলনে মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রস্তাবাদি আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে যাঁহারা কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে চাহেন তাঁহাদের ২৫শে মার্চের মধ্যে লিখিত প্রস্তাব পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য সম্মেলনে প্রস্তাবককে নিজ প্রস্তাব উপস্থাপন ও আলোচনার জন্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

ইন্টালী ইনষ্টিট্যুট ॥ কলিকাতা-১৪ ॥

বিপিনচন্দ্র পাল ও জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৭ই ডিসেম্বর ইনষ্টিট্যুট ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ভাষণে বিপিনচন্দ্রের সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর নির্ভিক মতবাদের উল্লেখ করেন। ডক্টর শান্তিরঞ্জন পালিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে যে বিকাশ ও বলিষ্ঠতার সৃষ্টি করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আলোক সংঘ ॥ ১, কীর্ত্তিবাস লেন ॥ কলিকাতা-২৬ ॥

আলোক সংঘ (প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগার) দক্ষিণ কলকাতার একটি মহিলা গ্রন্থাগার। গত ২৫শে জানুয়ারী সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসব সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। বাংলার ইতিহাসের এক বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ে সংঘের জন্ম ও সুদীর্ঘ ২৫ বছরে স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্ম-তৎপরতার মাধ্যমে সংঘ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৩৩ সালে প্রভাবতী দেবীর নেতৃত্বে যে প্রতিষ্ঠান সিষ্টার্স এসোসিয়েসন নামে গড়ে ওঠে তাই আজ আলোক সংঘ—প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগার নামে সুবিদিত। শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবী ও শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পাঠাগারের সভানেত্রী শ্রীমতী অনিলা দেবী ও সমাগত অতিথিগণের পক্ষ হতে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহিলাদের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নৃত্য গীত ও অভিনয়ে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী শ্রীমতী বাণী ঘোষাল, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য অংশ গ্রহণ করেন। সংঘের শিশু সভ্যারা নৃত্য গীত অনুষ্ঠান ছাড়াও সুকুমার রায়ের লক্ষ্মণের শক্তিসেল অভিনয় করে সকলের প্রশংসা লাভ করে।

জন-কল্যাণ পাঠাগার ॥ উস্তি ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে একটি সভা হয়। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার

বসু প্রধান অতিথির এবং শ্রীরঞ্জিতকিশোর চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর, মহকুমা শাসক মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত সভায় পাঠাগারের উপযোগীতা সম্বন্ধে বহু বক্তা মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পাঠাগারের পক্ষ হইতে স্থানীয় এম এল এ শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর উপমন্ত্রী হওয়ায় তাঁহাকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়।

এই পাঠাগার ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অঞ্চলের নানাস্থানে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে একটি ভাড়াটে ঘরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার দত্ত, সভাপতি জনাব ডাক্তার আতিয়ার রহমান এবং কাজী হাসান ইমাম গ্রন্থাগারিক। এই পাঠাগারে একটি নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

হালতু সাধারণ পাঠাগার॥ হালতু কায়স্থ পাড়া॥ ২৪ পরগণা॥

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সালে উক্ত পাঠাগারের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীলবিহারি গুপ্ত। সভায় নিম্নলিখিত কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়ঃ

সভাপতি—শ্রীপতিত পাবন বসু। সহঃ-সভাপতি—(১) শ্রীসুনীলবিহারি গুপ্ত। (২) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাগচী। সম্পাদক—শ্রীপ্রদীপকুমার দে। সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ। গ্রন্থাগারিক—শ্রীমণিমোহন বসু। সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীপাঁচুগোপাল ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ।

পল্লীমঙ্গল পাঠাগার॥ ভাস্তাড়া॥ হুগলী॥

গত ২৫শে পৌষ তারিখ অপরাহ্নে হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত ভাস্তাড়া গ্রামের "পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের" নূতন ভবনের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সদর মহকুমা শাষক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর নাগ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে "জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার ধনিয়াখালী কেন্দ্রের অধিকর্ত্তা শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়। পাঠাগারের সভাপতি কর্তৃক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর পাঠাগারের নূতন ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নাগ। পাঠাগারের সহঃ সভাপতি তাঁহার ভাষণে প্রতিষ্ঠানটিকে এতদঞ্চলের প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ করেন। সম্পাদক তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের নূতন ভবন নির্মাণোপযোগী জমিটি দান করার জন্য শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতাগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে পাঠাগারটিকে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য অনুষ্ঠানের

সভাপতি প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পাঠাগারের উপযুক্ত গৃহের প্রয়োজনীয়তা বোধে ভাস্তাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র রায়গুপ্ত মহাশয় গৃহটি নির্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। দাতার ইচ্ছানুযায়ী উদ্বোধন দিবস হইতে পাঠাগারটি তাঁহার পিতৃদেবের নামানুসারে "কবিরাজ অমরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" নামে অভিহিত হইবে। প্রধান অতিথি ও সভাপতি তাঁহাদের ভাষণে পাঠাগারের সংগঠনকারীদের উৎসাহ দেন এবং সভায় বিপুল জনসমাবেশে আনন্দ প্রকাশ করেন।

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োয়া ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার ও ক্লাব একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া জাতীয় স্মরণীয় দিবসটি পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধান সভার সভ্য জাহাঙ্গীর কবীর ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শিক্ষাবিদ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের ও পাঠাগারের সম্পাদক আলি মহম্মদ সাহেবের পল্লী পাঠাগার স্থাপনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল হাড়োয়া থাকিতে পল্লী পাঠাগার সুদূর গোপালপুরে হওয়ায় পাঠাগার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য কতদূর নিরর্থক সম্পাদক তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভার শেষে কর্মীদের দ্বারা কুমারেশ ঘোষ রচিত কৌতুক নাটিকা "ম্যানিয়া" অভিনীত হয়। ২৭শে জানুয়ারী এই উপলক্ষে ইউ, এস, আই, এস, কর্তৃক চলচিত্র প্রদর্শিত হয়।

স্বামিজী মিলন-মন্দির পাঠাগার ॥ রসুলপুর ॥ বর্ধমান ॥

রসুলপুর স্বামিজী মিলন-মন্দির পাঠাগার বর্ধমান জেলার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রাম্যপাঠাগারগুলির অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই পাঠাগারটী গত মার্চ মাস হইতে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এ বৎসর সরকার হইতে প্রায় ১৪৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। গৃহ নির্মানের জন্য ৪০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে। পাঠাগারের বার্ষিক কার্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে বিগত বৎসরে গ্রন্থ বাবদ ৫৪৮।।৶ ও অন্যান্য খাতে সর্বসমেত ২২১২৲ টাকা ব্যয় করা হয়। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ২০০ শত ও পাঠাগারে মোট ১৮৫৭টি পুস্তক আছে।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

দশম মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী আহমেদনগরে অবস্থিত নগর বাচনালয় ভবনে মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই এম মুলে মুল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৮৩৮ সালে আহমদনগর সিটি লাইব্রেরী নামে মহারাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে সাহিত্যিক শ্রী সি ডি যোশীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত গ্রন্থাগারের শত বার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সেই সময় গ্রন্থাগারের নাম নগর বাচনালয় রাখা হয়। মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক 'সাহিত্য সহকার' নামক পত্রিকায় সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে।

নয়াদিল্লীতে লাইব্রেরী সেমিনার

ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ইনটারন্যাশানাল স্টাডিজের উদ্যোগে গত ২রা জানুয়ারী হতে তিন দিন ব্যাপী নয়া দিল্লীতে সাপ্রু হাউসে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল (১) সমাজ বিজ্ঞান সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও গবেষণায় সাহায্যকারী ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা; (২) ডকুমেন্টেশন তালিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রণয়ন এবং (৩) নানা উপায়ে কোন এক কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট বণ্টন।

এ ধরণের প্রচেষ্টা এদেশে এই প্রথম। বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত গ্রন্থাগারিকগণ ছাড়াও বহু সমাজ বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ডক্টর ব্র্যাডলি সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণয়ন করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ভি, কে, আর ভি, রাও। ডক্টর এস, আর রঙ্গনাথনকে লইয়া একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। সর্বশ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও এম, এন, নাগরাজ কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছাড়াও সংগঠন, সংযোগ ও সহযোগিতা এবং প্রকাশন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

চিঠিপত্র

'গ্রন্থাগার সম্পাদক'' মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

'গ্রন্থাগারে' গত আষাঢ় ১৩৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিমল কুমার বন্দোপাধ্যায় রচিত ছদ্মনাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পড়ে খুব খুশী হয়েছি—শ্রাবণ সংখ্যায় ছদ্মনামের তালিকাটি পড়ে আরও আনন্দিত হলাম। কিন্তু দেখলাম তালিকাটি অসম্পূর্ণ। তাই যতটা পারলাম কয়েকটি নাম সংগ্রহ করে পাঠালাম।

৫১, নবীন চক্রবর্তী লেন,
শ্রীরামপুর, ১৭-১০-৫৮।

নমস্কারান্তে ইতি
শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার দত্ত

ছদ্মনাম	আসল নাম
১। সঞ্জয়	দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কাফী খাঁ	প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী
৩। সবুজ সাথী	রমেন দাস
৪। ভাবকুমার প্রধান	সজনী কান্ত দাস
৫। শঙ্খ ঘোষ	চিত্তপ্রিয় ঘোষ
৬। আর্য্যপুত্র সুপ্রিয়	উমা চট্টোপাধ্যায়
৭। অতুলানন্দ দাস	ডাঃ আনন্দ কিশোর মুন্সী
৮। কুশ	কুমারেশ ঘোষ
৯। উপগুপ্ত শর্ম্মা ১০। সারস্বত শর্ম্মা	কালিদাস রায়

॥ শহর কলকাতার কয়েকটি শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার ॥

নাম	সদস্য সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয়	পুস্তক সংখ্যা	চাঁদা
বালিগঞ্জ ইনষ্টিট্যুট (কিশোর বিভাগ)	৩৬৫	৮০৫	৩২১৯	·২৫
তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী ”	২১০	১৩০০	২৫৪৯	·১৩
শিশু ও কিশোর চক্র, নেতাজীনগর	১২৫	৬০৯	৫৫০	·১৩
ইণ্টালী ইনষ্টিট্যুট (কিশোর বিভাগ)	১০৫	৭২	১৭২০	·১৩
কিশোর গ্রন্থালয়, বিডন ষ্ট্রীট	১০৩	১৪৩৯	৪৫০	ফ্রি
রবীন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুর	১০০	৪১০	১৮৫০	·২৫
কিশোর মহল, দমদম	৯১	১০০৮	১৪১৪	·২০
যাদবপুর কলোনী মণিমেলা	৮০	৯১৪	৪০০	...
কানাই স্মৃতি পাঠাগার, বিদ্যাসাগর	৭৯	১৭৩৮	১২৫০	·২৫
সমাজপতি স্মৃতি সমিতি, শ্যামপুকুর (কিঃ বিঃ)	৭৬	৪৭৯	১৬৫৮	·১৯
বয়েজ ওন লাইব্রেরী, বড়তলা ,,	৭৫	১৩৫	২০৮৫	·২৫
বাণী পাঠাগার, ঢাকুরিয়া	৭৪	২২৭	৩৯২	·১৩
কসবা পাবলিক লাইব্রেরী (কিশোর বিভাগ)	৬১	১৭৫	৫৯৯	ফ্রি
মণি পাঠাগার, কসবা	৬০	২০৯	৫৭১	ফ্রি
কবি সুনির্মল স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকুরিয়া	৫৯	৬৪৬	৩৬৯	বাঃ ১৲
ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড ক্লাব (কিঃ বিঃ) গিরিশ পার্ক	৫৫	১৬৯	৫৩১	ফ্রি
দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি (কিঃ বিঃ) ইন্দ্র রায় রোড	৫২	৩৩৮	৩৫০	·২৫
সোনালী গ্রন্থবীথি, বাগমারী	৪৩	১৭৩	২৩৫	·১৩
রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার (কিঃ বিঃ) ইণ্টালী	৪০	...	৩৮২	ফ্রি
জীবন মিলন লাইব্রেরী (কিঃ বিঃ) সিমলা	৩৮	১২৯	৯৯৮	·২৫
চণ্ডীচরণ মণিমেলা, সার্পেণ্টাইন লেন	৩৬	৫৮৬	৬৩২	...
ইষ্ট লাইব্রেরী (মুকুল বিভাগ) ”	৩৫	১৬৬	১১৪৮	·১৩
কালিঘাট তরুণ সঙ্ঘ (কিঃ বিঃ)	৩০	...	১০৫০	·২৫
বেনেপুকুর লাইব্রেরী (কিশোর বিভাগ)	২৭	৩২৮	৯৯১	·২৫

তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের তথ্য প্রদত্ত হইল।

সম্পাদকীয়

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এসে গেল। কোলকাতায় এবং বহরমপুরে সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রতি বছরই এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সম্মেলনে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন কুশলী ও অকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীরাও যেমন যোগদান করেন, তেমনি স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীরাও মিলিত হন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শিক্ষণপ্রাপ্ত নন যাঁরা তাঁরাও সম্মেলনে সমবেত হয়ে আলোচনাদিতে সমান ভাবেই অংশ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে সুরু করে বৃহত্তম গ্রন্থাগার হতেও প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত হন।

নিয়মিত যোগদান করে থাকেন যাঁরা তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিতে সম্মেলনের মূল্য নিরূপন করেন। কারুর কাছে সম্মেলন শুধুমাত্র গুরুগম্ভীর আলোচনাদির ক্ষেত্র আবার কারুর মতে বিভিন্ন স্থান হতে আগত সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-পরিচয় ও মেলামেশার ফলে পরস্পরের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত খবরা-খবর ও চিন্তার আদান প্রদানের যে সুযোগ পাওয়া যায় তার যথেষ্ট মূল্য আছে। বস্তুতঃ উভয় দিকেরই প্রয়োজন রয়েছে। বাৎসরিক এই সম্মেলনে আলোচিত নানা বিষয় ও সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রয়োগ নানা কারণেই সম্ভব না হলেও গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলনের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। ডাক্তার, বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি সকল বৃত্তিজীবিরাই অনুরূপ সম্মেলনে মিলিত হন, ঐ একই প্রয়োজনের তাগিদে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমেই সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং বিভিন্ন জেলায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ফলে সেই সব স্থানে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

'গ্রন্থাগার'এর বর্তমান সংখ্যার ওপর ত্রয়োদশ সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিকে

ভিত্তি করে সম্মেলন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তথা পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথ-নির্দেশ দেবে। প্রবন্ধের কয়েকটি কথা আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমগ্র প্রশ্নটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ ও ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছতে সঠিক প্রণালী নিরূপণ কালে কোনও কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

প্রবন্ধের গোড়ায় গ্রন্থাগারের সামাজিক উদ্দেশ্য ও বর্তমান জনজীবনে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য, কিন্তু অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'হতে গ্রন্থাগারের প্রভেদ যথেষ্ট। ব্যক্তির পূর্ণ মানসিক বিকাশে সহায়তার জন্যে সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। ব্যক্তির ইচ্ছা ও রুচী অনুযায়ী নিরঙ্কুশ চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে গ্রন্থাগার সেই ব্যক্তির তথা সমগ্র গোষ্ঠীর শুভ গতির সহায়তা করে। দ্বিতীয় কথা হ'ল দেশ কাল পাত্রভেদে গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালী নিরূপিত হওয়ার আবশ্যকতা, কারণ গ্রন্থকেন্দ্রীক ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা জনসংখ্যার চার আনা অংশই শুধু ভোগ করতে সক্ষম। সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে তাই সমাজ শিক্ষার কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করে দেশের আপামর জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক সমতাবোধ, সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু নিখরচায় সারা রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে যথোপযুক্ত সংগঠন, সুচিন্তিত পরিকল্পনা, কুশলী কর্মী ও অর্থ সঙ্গতি কই? এর উত্তরে পরিষদ একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল দেশের সামনে উপস্থাপিত করেছে। সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয় তা' বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বটে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দাবী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ধ্বনিত হয়েছে। খসড়া গ্রন্থাগার আইনটিকে আরও বেশী প্রচার এবং বিধিবদ্ধ করার জন্যে উপযুক্ত জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের।

ত্রয়োদশ সম্মেলন প্রতিনিধিদের মিলিত চিন্তা ও আলোচনায় সার্থক হোক ও আগামী দিনের কর্মপন্থা তাঁদের নির্দেশে নির্ধারিত হোক।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ] ফাল্গুন ঃ ১৩৬৫ [১১শ সংখ্যা

গ্রন্থ নির্বাচনের গোড়ার কথা

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-নির্বাচনের সাফল্যের উপরই গ্রন্থাগারের সাফল্যের অনেকাংশ নির্ভর করে। যে গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই সে গ্রন্থাগারকে যতই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালনার চেষ্টা করা হোক না কেন সে কখনই জনসাধারণকে আকৃষ্ট ক'রতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গ্রন্থাগার যদি সুনির্বাচিত পুস্তকে সমৃদ্ধ হয় তবেই তা পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, যে—গ্রন্থাগারের পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি ভাল নয়, সেখানেও যদি প্রয়োজনীয় বই সংগৃহীত থাকে তা'হলে পাঠককে বারবার সেই গ্রন্থাগারেরই দ্বারস্থ হ'তে হয়। বই নিয়েই পাঠকদের দরকার। দোকানী মিষ্টভাষী না হ'লেও যে জিনিষ তার কাছে ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না সেই জিনিষের জন্য গ্রাহককে যেমন তার কাছে যেতে হয়, তেমনই গ্রন্থাগারে ভাল গ্রন্থসূচী বা বইগুলো সাজাবার ভাল ব্যবস্থা না থাকলেও দরকারী ভাল বই যদি সেখানে সংগৃহীত থাকে তা'হ'লে পাঠককে সেখানে যেতেই হয়।

তা' ছাড়া গ্রন্থাগারের যত কিছু কাজ বই নিয়েই। বই গ্রন্থাগারকে সংগ্রহ ক'রতেই হয়—সেই বইগুলোকেই ভাগ করা, সাজান, সূচীবদ্ধ করা, পাঠকদের পড়তে দেওয়া—এই সবই ত' গ্রন্থাগারের কাজ। কিন্তু এই সমস্ত কাজের আরম্ভ হচ্ছে পুস্তক নির্বাচনে। জীবিত গ্রন্থাগারগুলোর প্রতিবছরই বই সংগ্রহ করার সঙ্গতি থাকে। না ভেবেচিন্তে, হাতের কাছে যা পাওয়া গেল এমন বই সংগ্রহ ক'রে যে গ্রন্থাগার তার সঙ্গতির অপব্যয় করে সে পাঠকদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, তার ক্রমোন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই পরিমিত সঙ্গতির মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাঠকদের সন্তুষ্ট করার জন্য গ্রন্থাগারকে একটু ভেবেচিন্তে ক্রেয় পুস্তকের তালিকা তৈরী ক'রতে হয়।

সব দেশেই পুস্তক নির্বাচনের সঙ্গে নানা সমস্যা জড়িয়ে থাকে।

আমাদের দেশে এই সমস্যা নানা কারণে একটু বিভিন্ন। ইউরোপ আমেরিকায় প্রায় প্রতি বিষয়ে এত বই প্রকাশিত হয় যে গ্রন্থাগারের পরিমিত সংগতির সাহায্যে তার সামান্য এক অংশের বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ও সব দেশে গ্রন্থাগার-সহযোগিতা এমন সুপরিকল্পিত যে তাতে পাঠকদের পক্ষে খুব বেশী অসুবিধা হয় না। যে-বই আমার গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ক'রতে পারিনি' জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্যে অন্য গ্রন্থাগার থেকে সে বই অনায়াসেই ধার ক'রে এনে পাঠককে দিতে প্যারি। এর ফলে পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্বের গভীরতা ওদেশে অনেক কমে গেছে। যদি অনবধানতার ফলে দরকারী একখানা বই সংগ্রহ নাও করা হয় গ্রন্থাগার-সহযোগিতার দৌলতে পাঠককে তার কুফল ভোগ ক'রতে হয় না। কিংবা যদি কোন বই পাঠকদের কাজে লাগবে মনে ক'রে কিনে ফেলার পর দেখাও যায় যে দিনের পর দিন বইটা পড়ে থাকা সত্ত্বেও আমার কোন পাঠক এ বই পড়ল না, তখনও এমন সম্ভাবনা থাকে যে, দেশের অন্য অংশে কোথাও না কোথাও বইটার চাহিদা থাকবে এবং আমার গ্রন্থাগারে পড়ে থাকা বই সেখানে ব্যবহৃত হ'তে পারবে। ফলে গ্রন্থাগারের সংগতির অপচয় ওদেশে প্রায়ই হয় না। বস্তুতঃ ওদেশের গ্রন্থাগারের পাঠক কোন গ্রন্থাগারের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সারা দেশে এঁরা ছড়িয়ে থাকেন—এবং পুস্তকের জোগানদারও কোন একজন গ্রন্থাগারিক নন সমস্ত দেশের গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়। তাই ওদেশে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারিকের ভুলের মাশুল তত বেশী দিতে হয় না, যেমন এদেশে দিতে হয়। বড় দলের নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় এক আধজন কম পটু লোক যেমন চট্ ক'রে ধরা পড়ে না, তেমনি ওদেশে পুস্তক নির্বাচনে অপটু গ্রন্থাগারিককে সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাছে বে-ইজ্জৎ হ'তে হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে এখনও গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে সহযোগিতার ভাল ব্যবস্থাই গ'ড়ে ওঠেনি। তাই এখানে গ্রন্থাগারিক যদি ভুল ক'রে একখানা ভাল বই না কেনেন, তাঁর পাঠকেরা সে বই প'ড়তে পাবে না, যদি ভুল বুঝে একখানা অপ্রয়োজনীয় বই কেনেন—সে বই দিনের পর দিন তাঁর পরিমিত জায়গার একাংশ জুড়ে ধুলো আর পোকার আশ্রয়স্থল হ'য়ে ব'সে থাকবে। তাই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এখানে প্রচণ্ড। এই দুর্গম পুস্তক নির্বাচন পথের তিনি একক যাত্রী। আর কারুর ভরসা তাঁর নেই, আর কোন নির্ভর বা সাহায্যের আশা করা তাঁর বৃথা।

আমাদের দেশের পুস্তক-নির্বাচনের আরও অনেক অসুবিধা আছে। বিলাত বা মার্কিণের পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রকাশিত পুস্তককে যথাযথভাবে সূচীবদ্ধ করার বন্দোবস্ত ক'রতে পেরেছেন। তার ফলে ব্যবসায়ীদের পক্ষেও যেমন নিজের নিজের প্রকাশিত বইগুলোকে যথাস্থানে বিজ্ঞাপিত করা সম্ভব হ'য়েছে তেমনই নতুন বই বেরুবার খবর নিশ্চিত ভাবে কোথায় পাওয়া যাবে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে তাও জানা খুব সহজ হয়েছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের শুধু যে অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগারিকদের মত অনেক বইয়ের থেকে কিছু ভাল বই বেছে নেবার দায়িত্ব নিতে হয় তাই নয়—নতুন বই বেরুবার খবর রাখ্‌বার জন্যও তাঁদের সর্বদা বিশেষ সতর্কতার সংগে লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়। প্রতি বিষয়ে প্রকাশিত নতুন বইয়ের কোন পরিপূর্ণ তালিকা প্রকাশিত না হওয়ায় শুধু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদেরই যে অসুবিধায় প'ড়্‌তে হয় তা' নয়—এই কারণে আমাদের দেশের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সকলকেই রীতিমত সন্দেহাকুল অবস্থায় কাজ ক'রে যেতে হয়।

আমাদের দেশের আর এক অসুবিধা উপযুক্ত পত্র পত্রিকায় নিরপেক্ষ গ্রন্থ-সমালোচনার অভাব। একে ত' বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিশেষ-বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সামান্য। তার উপর এই সব পত্রিকার আর্থিক সামর্থ্য এত কম যে যথাযথ সমালোচনা কর্‌বার জন্য যতটা জায়গা এবং যে রকম সমালোচকের দরবার অধিকাংশেরই তা' নেই। সমালোচনায় সমালোচকের ব্যক্তিগত মতের প্রভাব থাক্‌বেই। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় না থাক্‌লে সমালোচনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিমতে পর্যবসিত হ'য়ে ওঠে। হয়ত সে সমালোচনার মূল্য আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিককে পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে যে সমালোচনা খুববেশী সাহায্য করে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অনিয়মিত প্রকাশিত পুস্তকের সামান্য যে অংশের সমালোচনা পত্র-পত্রিকায় আবির্ভূত হয় তার অধিকাংশেরই ব্যক্তিগত অভিমতের চেয়ে বেশী মূল্য থাকে না।

ভাল নামজাদা প্রকাশকের বই বেরুলে অনেক সময় বিনা দ্বিধায় সে বই কেনা যায়। কিন্তু বই প্রকাশে খ্যাতি অর্জন করা এত সহজ নয় যে, কোন একটি ব্যবসায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বই প্রকাশ ক'রে—সব বিষয়েই আপনার খ্যাতির উচ্চমান বজায় রাখ্‌তে পার্‌বেন। তাই পুস্তক ব্যবসায়ীরাও বিষয়-বিশেষের বই প্রকাশেই খ্যাতি অর্জন ক'রে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও কোন প্রকাশক এইভাবে কোন বিশেষ বিষয় মাত্রের বই প্রকাশের উদ্যোগ ক'রছেন

ব'লে জানা নেই। যদি কোন প্রকাশক এই বিষয়ে খ্যাতি অর্জন ক'রতে পারেন, তা' হ'লে বিষয় বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট পত্রিকার অভাবে পুস্তক নির্বাচনে যে অসুবিধা হয় তার অনেক সুরাহা হবে।

পুস্তক নির্ব্বাচনের, বিশেষ ক'রে সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'চ্ছে ভাল বইয়ের অভাব। আমরা উপরে যে তিনটা অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রেছি তার প্রধান বক্তব্য হ'চ্ছে ভাল বই প্রকাশ হ'লেও আমরা অনেক সময় সেগুলো গ্রন্থাগারে সংগ্রহ কেন ক'রতে পারি না তার কৈফিয়ৎ। সতর্ক গ্রন্থাগারিক সর্বদা যত্নশীল থেকে হয়ত প্রকাশিত দরকারী সব বইই তাঁর গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ক'রতে পারেন। কিন্তু বইই যদি প্রকাশিত না হয়, তা' হ'লে গ্রন্থাগারিক বেচারা কী ক'রতে পারেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পাঠক হয়ত বিদেশী ভাষায় অভিজ্ঞ হবেন না। এমন ক্ষেত্রে দেশী ভাষায় সব বিষয়ের বই যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত না হ'লে গ্রন্থাগারিক পাঠকদের চাহিদা মেটাবেন কেমন ক'রে? বস্তুতঃ কাহিনীতর বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রতে পারলেই গ্রন্থাগারিকেরা এমন কৃতার্থ হ'য়ে যান—তাঁদের আর গ্রন্থ-নির্বাচন করার প্রশ্নই ওঠে না। গ্রন্থাগারিকেরা সকলে মিলে চেষ্টা ক'রে যদি সরকার বা প্রকাশকদের কয়েকটা বিষয়ের বই প্রকাশ ক'রতে উদ্বুদ্ধ ক'রতে পারেন তবেই হয়ত তাঁদের একদিন নির্বাচনের সুযোগ আসবে।

ভাষা সমস্যা আমাদের দেশের গ্রন্থ-নির্বাচনে আর একটি চিন্তনীয় বিষয়। পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিণ মুল্লুকে প্রত্যেক সাধারণ মানুষ তার সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে জানতে পারে। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জন ক'রতে হ'লে নিশ্চয়ই শুধু মাতৃভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা চলে না। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের কতজন পাঠকেরই বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান প্রয়োজন হয়? তাই অন্যান্য দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বইই মাতৃভাষায় রাখলে কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয় পাবার মত বইও যে অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত নেই একথা পূর্বের অনুচ্ছেদেই উল্লিখিত হ'য়েছে। তাই আমাদের অনেক বই বিদেশী ভাষায় রাখতে হয়। কিন্তু সত্যকার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সংখ্যা সব দেশের মত আমাদের দেশেও কম ব'লেই এই সব বইয়ের খুব বেশী লেন দেন হয় না। তার উপর বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম ক'রে অনেকেই জ্ঞান আহরণ করার জন্য ঐ সব বই প'ড়তে পারেন না। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও

খুব খ্যাতিমান্ বই ছাড়া বিদেশী বই পড়া একেবারেই কদাচিৎ হ'য়ে উঠেছে। তাই বিদেশী বই কিনব, কি কিনব না—কিনলে কতটা কিনব তাও আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের এক বিবেচ্য সমস্যা।

আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যাগুলোর কথা ছেড়ে দিলেও সব দেশেই সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের পুস্তক নির্বাচন সমস্যা বেশ জটিল। প্রতিষ্ঠানাঙ্গ গ্রন্থাগারগুলিতে (Institutional library) পাঠকদের রীতি-প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট। গ্রন্থাগারিক বেশ স্পষ্টতঃই জানেন কি ধরণের পাঠক তাঁর কাছে আসবে—তাঁদের প্রধান কৌতুহল কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ। তাই তাঁর পক্ষে এঁদের চাহিদা মেটান খুব দুরূহ নয়। বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক ,নির্বাচনের সমস্যা যতই দুরূহ হোক না কেন—সাধারণতঃ এই সব প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকেন এবং গ্রন্থাগারিক অনেক ক্ষেত্রেই পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে এঁদের সহযোগিতা পান। তাছাড়া নানাবিধ পরিপূর্ণ সূচী এবং পত্রপত্রিকা এবিষয়ে গ্রন্থাগারিককে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকদের কোন পূর্বপরিজ্ঞাত রূপ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যে কেউ আপনার সমস্যা নিয়ে গ্রন্থাগারে হাজির হ'তে পারে। হয়ত কোন বিষয়ের সাধারণ মোটা কথা জানলেই তার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে—হয়ত বা নিতান্ত কঠিন বিষয়ের অত্যন্ত বিশেষজ্ঞের আলোচনার খোঁজ নিয়ে তিনি এসেছেন। কোন পাঠক তাঁর অবসর বিনোদনের জন্য লঘু পাঠ্য বইয়ের দাবী জানাচ্ছেন; কেউ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছেন। গ্রন্থাগারিক কাউকেই ত' ফেরাতে পারবেন না—ব'লতে পারবেন না আমার তোমায় দেবার কিছু নেই। এমন কি, নগদ বিদায় না ক'রতে পারলেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হ'য়ে যাবে। যদি গ্রন্থাগারে এসে যে কোন বিষয়ের কোন খবরই না পাওয়া যায় তা'হলে সে গ্রন্থাগার শুধু যে একজনকেই সন্তুষ্ট করতে পারল না তা' নয়, আরও অনেক পাঠক ঐ অতৃপ্ত লোকের মুখ থেকে জানতে পারবেন গ্রন্থাগারের দুর্বলতার কথা। ফলে এর দুর্নাম রাষ্ট্র হয়ে পড়বে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক বিচিত্র, রুচি বিভিন্ন, প্রয়োজন অপরিমিত। কিন্তু তাই বলে এর তহবিল অফুরন্ত নয়। নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে বিচিত্র রুচির পরিতৃপ্তি করার দুরূহ কর্তব্য সাধারণ গ্রন্থাগারের। তাই এর পুস্তক নির্বাচন সমস্যা এত জটিল।

পশ্চিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংকট

ব্যক্তি-সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ সামাজিক উন্নতির মাপকাঠি। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কল্যাণ নিরর্থক। মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, শিল্প-সাহিত্য ও জীবন যাত্রার সমষ্টিগত রূপ জাতি বিশেষের সংস্কৃতি হিসেবে অভিহিত। কোনও দেশ বা জাতির গুণাগুণ তাদের সাংস্কৃতিক মান অনুযায়ী নিরূপিত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতি গতিশীল এবং তা পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়; তাকেই আমরা বলি প্রগতি। রাষ্ট্র ও সমাজ যখন কোনও দুর্বিপাকে পড়ে তখন সংস্কৃতি বিপন্ন হয় ও তার অবনতি ঘটে। গত মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তা' সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এই সাংস্কৃতিক সংকট হতে আমাদের দেশও পরিত্রাণ পায় নি।

পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক সংকট

আমাদের দেশ কিছুকাল পূর্বাবধি পরাধীন ছিল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই এদেশে যে নব-জাগরণ দেখা দিয়েছিল যুদ্ধোত্তরকালে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে—দেশের জনজীবন ও সংস্কৃতির গতি নিশ্চলতায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক্। একসময় বাংলা দেশ সাহিত্য ও চিন্তা, চেষ্টা ও চর্চায় ভারতের আদর্শ স্থানীয় ছিল; মার্জিত আচার-বিচার ও চিন্তার মৌলিকত্বে বাঙালী জাতির সুনাম ছিল সর্বত্র; গঠনমূলক ও দেশোন্নয়নের কাজে তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা অন্য প্রদেশবাসীদের অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু ইদানিং পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জড়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে পড়েছে; চিন্তায় অন্ধ বিশ্বাস ও আবেগপ্রবণতা অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিপ্রবণতার স্থান দখল করছে। দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে সমাজের সর্বস্তরে। পরহিতৈষা, সহনশীলতা প্রভৃতি মানবিক বোধ লোকের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। অশোভন ও উচ্ছৃংখল আচরণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নাগরিক কর্তব্য ও

দায়িত্ববোধ, রুচীজ্ঞান ও সৃজনী শক্তি লোপ পেতে বসেছে। পশ্চিম বাংলার জনজীবন ও সংস্কৃতির ধারা এখন এক সংকটের সম্মুখীন-একথা অস্বীকার করা যায় না।

সংকটের কারণ ও তার সমাধান

পশ্চিম বাংলার জনজীবনের এই গতি বিভিন্ন মহলে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে। আমরা জানি যে মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগ মূলতঃ বাংলার বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ। সমস্যার আমূল সমাধান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বিনা সম্ভব নয়। নৈরাশ্যবাদীরা হয়ত এমতাবস্থায় হাল ছেড়ে বসে থাকার যুক্তি দেখাবেন। কিন্তু আমরা আশাবাদীরা বলব বর্তমান অবস্থার ভেতরেই সীমিত সঙ্গতির মধ্যেই সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া বিশৃঙ্খল গতির মোড় ফেরাতে না পারলে এবং মানুষের চেতনার উন্মেষ না হলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারের ভূমিকা

দেশের মুক্তি আন্দোলন ও নব-জাগরণে গ্রন্থাগার এক সময় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। আজ বাংলার বিপর্যস্ত সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগার অনুরূপ এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। তার আগে দেশের জন জাগরণে এক হাতিয়ার ও সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ হওয়া দরকার।

বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দোষত্রুটি ও তার সম্ভাবনা

বর্তমানে দেশে গ্রন্থাগার আছে অনেক। কিন্তু সেগুলির কর্মপরিধি মূলতঃ গ্রন্থকেন্দ্রীক। নিরক্ষরতা ও আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ সেগুলির ব্যবহারে সক্ষম। পুস্তক সংখ্যা ও তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য কতগুলি, নিজস্ব গৃহ আছে কি নেই এই দিয়ে গ্রন্থাগারের মান-মর্যাদা

নিরূপিত হয়। বহুমুখী কর্মসূচী খুব কম সংখ্যক গ্রন্থাগারেই দেখা যায়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের কোনও আকর্ষণ নেই। সমাজোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে গ্রন্থাগার কি অংশ গ্রহণ করতে পারে সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

পল্লীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগার মানুষকে গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে জ্ঞান ও আনন্দের খোরাক যোগাতে পারে; মানুষের একঘেঁয়ে কর্মব্যস্ত জীবনে আনন্দ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। গ্রন্থের লেনদেন ব্যতিরেকে প্রকারান্তরে গ্রন্থাগার জনসাধারণের নাগরিক বোধ, উন্নত রুচি, চিত্ত বিনোদন ও সৃজনী শক্তির উন্মেষ ও উন্নতি সাধনে প্রতক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে।

উপযোগী কর্মসূচীর কয়েকটি উদাহরণ

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানারূপ অনুষ্ঠান ও উৎসব হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলি সুপরিকল্পিত কোনও কার্যক্রম অনুযায়ী হয় না। ঐ অনুষ্ঠানগুলিরই কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নতুন সুসংবদ্ধ কর্মসূচী প্রস্তুত করার কথা কর্মীদের চিন্তা করতে হবে। কর্মসূচীর দুটি দিক থাকে—এক হোল, নিয়মিত সভানুষ্ঠান ইত্যাদি; অপরটি প্রদর্শনী, তথ্যাধি সরবরাহ স্থানীয় সংগ্রহ সম্পর্কিত।

(ক) প্রথম দিকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক ঃ

১। অনেক প্রতিষ্ঠানে নানান উপলক্ষে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি অভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেরা অংশ গ্রহণ না করে অন্য স্থান হতে শিল্পীদের আমন্ত্রণ করা হয়। তাতে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ঘটে অপর দিকে তেমনি স্থানীয় কুশলীরা (local talents) উন্নতির সুযোগ পায় না এবং দূর থেকে আমন্ত্রিত দল বা লোকেদের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা-দের শিল্পকুশলতার দারিদ্র ব্যক্ত করে। স্থানীয় শিল্পীদের উন্নতি ও উৎসাহ দানের কথা তাই ভাবতে হবে। উপলক্ষ থাকুক বা না থাকুক প্রতি মাসেই কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট থাকবে—যেদিন কেউ যন্ত্র-সংগীত শোনাবেন; কিংবা কোনও নাটিকা বা নাটকের অভিনয়, অথবা নৃত্যগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে—তাতে কুশলীদের উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও পল্লীবাসীদের আনন্দের অবকাশ দেওয়া যাবে। জাঁকজমক, ব্যয়বাহুল্য ও পরিশ্রান্তির প্রয়োজন হবে না।

২। সকল পল্লীতেই কিছু সংখ্যক লোক সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। গ্রন্থাগার গৃহে প্রতি মাসে সাধ্যানুযায়ী কয়েকটি সাহিত্য-বৈঠকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্বরচিত গল্প ও কবিতা পাঠের সুযোগ তাঁদের উৎসাহ দান করবে—শ্রোতাদের মধ্যেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করবে। পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় সকলের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলবে। বৈঠক-গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। তাতে চিন্তার বিনিময় ঘটবে ও পড়াশুনার মান উন্নত হবে। দেওয়াল পত্র ও হাতে লেখা পত্রিকা অনেক গ্রন্থাগারেই দেখা যায়। সেগুলির জন্যে যে শ্রম ও অর্থব্যয় ঘটে ব্যবহারের দিক থেকে তা সেই পরিমাণে সার্থকতা লাভ করে না। তবে সেগুলি রচনা ও চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ দান করে। সুকুমার শিল্পে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

৩। সুকুমার শিল্পে সাধারণ মানুষের রুচী ও আগ্রহ গ্রন্থাগার মারফৎ সহজেই করা যায়। গ্রন্থাগার গৃহের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পল্লীর কুশলী চিত্র ও মৃৎশিল্পীদের কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তাছাড়া বছরে দু'একবার বৃহদাকারে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও করা দরকার। তখন খ্যাত ও অখ্যাত সকলের কাজ একত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এতে জনসাধারণের সুপ্ত শিল্পমন জাগ্রত হবে। বর্তমানে চিত্র প্রদর্শনী কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকার একচেটিয়া ব্যাপার। অন্যান্য স্থানে কি তার কোনও প্রয়োজন নেই? গ্রন্থাগার কর্মীরা এবিষয়ে সচেষ্ট হলে সুকুমার শিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

৪। আলোচনা-সভা, কথিকা ইত্যাদি বহু গ্রন্থাগারেই হয়ে থাকে। কিন্তু গুরুগম্ভীর বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট লোকদের ভাষণ ছাড়াও সাধারণ লোকের সাধারণ বিষয়ের ওপর আলোচনা-চক্র ও বিতর্ক সভা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। এগুলি সাধারণ লোকের চিন্তাশক্তি, বাচন ক্ষমতা, পঠন-পাঠনের প্রবৃত্তি ও তার মান উন্নত করবে।

বর্তমানে আমাদের উৎসবাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মনীষীদের জন্ম-বার্ষিকী অথবা ২০শে ডিসেম্বর ১৫ই আগষ্ট প্রভৃতি দিবস উপলক্ষে সভা, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভাত ফেরী ইত্যাদি হয়ে থাকে। উক্ত দিনগুলি ছাড়াও নববর্ষ দিবস, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, পৌষ পার্বণ ও বসন্তোৎসব প্রভৃতি ধরণের উপলক্ষে উপযোগী অনুষ্ঠান অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের সুযোগ দেবে। প্রথমোক্ত অনুষ্ঠান-

গুলিতে গ্রন্থ ও প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, অর্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

(খ) এখন কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্ঃ

১। গ্রন্থাগার ভবনে রুচি সম্মত উপায়ে প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে টুকিটাকি তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে জনসাধারণের চোখে তুলে ধরতে হবে কোনটা ভাল ও কোনটা মন্দ, নাগরিকদের করণীয় ও বর্জনীয় কোন কাজগুলি, জন-স্বাস্থ্যের অনুকুল ও প্রতিকুল কোন আচার ও ব্যবহার। দিনের পর দিন একই বস্তু টাঙিয়ে না রেখে প্রাচীর পত্রগুলি নিয়মিত বদলাতে হবে। কম কথায় ও চিত্রিত হলে সেগুলি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ ব্যাপারে চিত্রাঙ্কনে পটুকর্মীদের নিয়োগ ফলপ্রদ হবে।

২। প্রতি গ্রন্থাগারকে নিজস্ব এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে পুঁথিপত্র দলিল ইত্যাদি রাখতে হবে। কোনও এলাকার যাবতীয় পরিসংখ্যান আর কোথাও পাওয়া যাক্ না যাক্ সেখানকার গ্রন্থাগারে অন্ততঃ পাওয়া উচিত। স্থানীয় কৃতী সন্তান ও মনীষীদের জীবন বৃত্তান্ত গ্রন্থাগারই দেবে, পুরাতাত্বিক তথ্যাদি গ্রন্থাগার থেকেই দেবার বন্দোবস্ত রাখতে হবে। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও লোক-সংস্কৃতির খবর গ্রন্থাগারকেই দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ্রন্থাগারে আগামী দিনের যারা নাগরিক সেই শিশু ও কিশোরদের জন্যে পৃথক বিভাগ না রাখলে কর্মসূচী পূর্ণতা লাভ করবে না। তাদের উপযোগী অনুরূপ অনুষ্ঠান ছাড়াও গল্প বলা, আবৃত্তি, অঙ্কন শিক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত চাই।

কর্মসূচী গ্রহণে অসুবিধা

উপরিউক্ত কর্মসূচী গ্রহণে বাধাবিপত্তি যে বিস্তর আছে সেকথা কেউ অস্বীকার করবেন না। বই ও আসবাব পত্র সংগ্রহ ঘরদোরের সংস্থান, সাধারণের ঔদাসিন্য ইত্যাদি বহু সমস্যা যেখানে অমীমাংশিত সেখানে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা যে শক্ত তাতে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেওতো এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে—তাই কর্মসূচীটি গ্রহণের বাধা কাটিয়ে ওঠবার পথও নিজেদের খুঁজে নিতে হবে। এবং তৈরী করতে হবে উপযুক্ত কর্মীদলের।

প্রবন্ধের মূল বিষয়টি দেশের এক ব্যাপক ও গভীর সমস্যা-জড়িত প্রশ্ন। এই সমস্যা সমাধানে গ্রন্থাগারের কার্যকরীতা যে সীমাবদ্ধ সেকথা মনে রেখেই কর্মীদের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দ্রুত ফল লাভও যে ঘটবে না সে সম্পর্কেও সচেতন থাকা চাই। ফলাফল অনেক সময় পরোক্ষেও হয়ে থাকে। দ্রুত ফল না পাওয়ায় অনেক কর্মীকেই ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম হতে দেখা যায়। মনোবল, ধৈর্য ও অধ্যবসায় না থাকলে কর্মীদের নৈরাশ্য ও অবসাদ ঘটবে।

দুটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম, অনেকে হয়ত বলবেন গ্রন্থাগারের সঙ্গে এ কর্মসূচীর কি সম্পর্ক এসবতো সমাজ শিক্ষার কাজ। বস্তুতঃ এদেশের গ্রন্থাগারের চেহারা দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী একটু স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। সমাজ শিক্ষার কার্যক্রম গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করা দরকার। দেশের সাংস্কৃতিক পুণরুজ্জীবনে সর্বমুখী প্রচেষ্টা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সহজ ও সম্ভব। সেজন্যে সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন সর্বজনের উপযোগী কর্মসূচী প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় কথা বাংলার সংস্কৃতি আজ শহরকেন্দ্রীক ও গ্রামকেন্দ্রীক দুটি ধারায় বিভক্ত। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন না করলে বাংলার সংস্কৃতি বলিষ্ঠতা লাভ করবে না। উপরিউক্ত কর্মসূচী বঙ্গ সংস্কৃতির সুস্থ ও নব রূপায়ণে সহায়তা করবে।

পরিশেষে পুনরুক্তি করি যে গ্রন্থাগারকে পল্লীর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। গ্রন্থাগার হবে নতুন ধরণের চন্ডী-মন্ডপ যেখান থেকে শিক্ষা ও সুরুচি, জ্ঞান ও আনন্দ, সম্প্রীতি ও শুভবুদ্ধির প্রাণরস সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে—গ্রন্থাগার বাংলার জনজীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে বাংলার সংস্কৃতিকে।

"শিক্ষার গুরুভার বহনের জন্য প্রস্তুত হোন—নব জাগরিত জাতিদের শিক্ষা প্রণালী অনুধাবন করুন। দেশ দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌছেচে—জাতীয় জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুবরণ বা নবজাতি গঠন—এই দুটোর মধ্যে যা শ্রেয় তা গ্রহন করুণ।"

—কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

ছোটদের গ্রন্থাগার

মোহিত রায়

গ্রন্থপাঠ সকল বয়সের মানুষের মধ্যে সমাদৃত। সকল বয়সের মানুষই গ্রন্থের সঙ্গ কামনা করে। মানুষের এই অন্তর্নিহিত গ্রন্থ-পাঠস্পৃহা তৃপ্ত করে গ্রন্থাগার। মানুষের অধ্যয়নের সহায়িতা করে গ্রন্থাগার।

ছোটদের কাছেও গ্রন্থ অতি প্রিয়। শিশু ও কিশোর হৃদয়ের অনুরণন মর্মরিত হয়ে ওঠে তাদের প্রিয় গ্রন্থপাঠের মধ্যে দিয়ে।

বর্তমান কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। বিভিন্ন দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ফলে সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে শুভ সূচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়। সীমাহীন ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থাগারবিদ্‌গণ ছোটদের গ্রন্থাগার বাস্তবে আরও উন্নতভাবে রূপ দেবার জন্য চিন্তায় মগ্ন আছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের ছোটদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিচয় উপস্থাপিত করছি।

সোবিয়েট রাশিয়ায় ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে লেনিনের উক্তি মন্তব্য। লেনিন বলেছেন: 'সাধারণ গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বৃদ্ধিতে তার গৌরব বৃদ্ধি পায় না, কোন্‌ গ্রন্থাগার থেকে কতো বেশি বই জনসাধারণ পাঠ করে তাতেই সে গ্রন্থাগারের গৌরব ও উদ্দেশ্য সার্থক হয়।' বস্তুতঃ, সোবিয়েট রাশিয়ার গ্রন্থাগারগুলি এই আদর্শে ব্রতী। সকল বয়সের মানুষের পাঠস্পৃহা তৃপ্ত করে সোবিয়েট রাশিয়ার গ্রন্থাগারগুলি। ছোটদের জন্য সোবিয়েট রাশিয়ায় স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ছোটদের গ্রন্থ-পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। ছোটদের গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থাপনা ও গ্রন্থ-ক্রয়ের জন্য যাবতীয় অর্থ সরকার বহন করে থাকেন। এর জন্য প্রতি বৎসর সরকারের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, 'সোবিয়েট গ্রন্থাগার আইন' অনুযায়ী সোবিয়েট রাশিয়ায় প্রকাশিত ও মুদ্রিত যে কোন ছোটদের গ্রন্থ বা

পত্রিকা বিনামূল্যে ছোটদের গ্রন্থাগারগুলি পেয়ে থাকে। শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এবং গ্রন্থাগারবিদ্‌গণ কর্তৃক বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীগণ ছোটদের গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করে থাকেন। এছাড়া, বিদ্যালয়-গুলিতেও গ্রন্থাগার আছে। ছোটরা এই গ্রন্থাগারগুলি থেকেও গ্রন্থ-পাঠ করে থাকেন। সোবিয়েট রাশিয়ায় সরকারও ছোটদের গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অনন্য-সাধারণ। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই গ্রন্থের শ্রেণীকরণ ও তালিকাবন্ধ-করণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিউইপদ্ধতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের নানাবিধ অসুবিধা দূর করেছে। আমেরিকার ছোটদের গ্রন্থাগারগুলি খুবই সমৃদ্ধিশালী। আমেরিকার প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের পৃথক বিভাগ আছে। পৃথক পাঠকক্ষ আছে। এছাড়া স্বতন্ত্র ছোটদের গ্রথাগারও প্রচুর আছে। আমেরিকার যাবতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা সরকার নিয়ন্ত্রিত 'American Library Association' করে থাকেন। এই সমিতি আমেরিকার ইয়ং টাউনের ওহিও সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি সুন্দর ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গ্রন্থাগার শিশুদের জন্যে। বিচিত্র রঙে রঞ্জিত ছোটদের মনভোলানো ছড়া-ছবির বইতে ভর্তি সেই গ্রন্থাগার কক্ষটি। সেখানে মায়েরা নিজেদের শিশুদের নিয়ে আসেন প্রতিদিন। শিশুরা নিজ ইচ্ছামত বই নাড়াচাড়া করে, ছবি দেখে ছড়া বলে। কক্ষটিতে ছোটদের খেলাধুলার সরঞ্জামও আছে। সেগুলি এমনভাবে সাজানো যে অতি সহজে ছোটদের গ্রন্থপাঠে অনুরাগ সৃষ্টি করা হয়। আজ আমেরিকায় ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলন বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে।

বৃটিশ যুক্তরাজ্যেও ছোটদের খুব সুন্দর গ্রন্থাগার প্রচুর আছে। তাছাড়া প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের পৃথক ব্যবস্থা আছে। ছোটদের গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও British Library Association কর্মীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত ছোটদের গ্রন্থাগার (L' Hiwrejeo-cuse) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটদের গ্রন্থাগার। এই আদর্শ গ্রন্থাগারটি ছোটদের গ্রন্থাগার-সংগঠকদের অবশ্য দর্শনীয় গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ছোটদের মন নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। প্রতিদিন

হাজার হাজার শিশুরা এখানে আসে। এখানকার রঙ-বেরঙের ছবি-ছড়ার বই আর খেলাধুলোর সরঞ্জাম ছোটদের মনকে ভুলিয়ে রাখে। গ্রন্থাগারকর্মীরা ছোটদের দিয়ে ছোটদের দেওয়া নেওয়া শেখান। ছোটরা গ্রন্থাগার পরিচালনা এখানে শেখে। সত্যিই, ছোটদের মন নিয়ে সেখানে যেন এক বিরাট খেলা চলছে।

সরকারী আইন অনুযায়ী ফরাসী দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছোটদের গ্রন্থাগার আছে। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একজন করে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। এই গ্রন্থাগার-গুলির জন্য যাবতীয় অর্থ সরকার বহন করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সরকারের ফ্রান্সের ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। এ ছাড়া ফ্রান্সে স্বতন্ত্র ছোটদের গ্রন্থাগারও আছে।

নবজাগ্রত নয়াচীনে ছোটদের গ্রন্থাগারের দিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছোটদের গ্রন্থের মেলা বসে। এই গ্রন্থ মেলার এমনভাবে রূপ দেওয়া হয় যাতে খুব সহজে ছোটরা গ্রন্থপাঠে আকৃষ্ট হতে পারে। এছাড়া সেখানে ছোটদের অসংখ্য গ্রন্থাগার আছে। নয়াচীন গ্রন্থাগার সমিতি ব্যাপকভাবে ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। সরকারও নিজে উদ্যোগী হয়ে ছোটদের গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাপানও ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলন থেকে পিছিয়ে প'ড়ে নেই। জাপান গ্রন্থাগার সমিতির আন্দোলনের ফলে সরকার এক আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনে জাপানের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ পাঠাগারে প্রবেশ লাভ করতে পারে এবং প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারে পৃথক ছোটদের বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। ছোটরা এখানে গ্রন্থপাঠ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগ স্থাপিত হয়েছে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। ছোটদের বিভাগের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গাড়ীতে করে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়-গুলিতে ছোটদের জন্য গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন শিশুমঙ্গল কেন্দ্রেও ছোটদের গ্রন্থাগার আছে।

কানাডাতেও ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার লাভ ঘটেছে।

বহু সংখ্যক ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার আছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীরা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করেন। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন খুব বেশি দিনের নয়। বরোদার মহামান্য গাইকোয়াড়ের নেতৃত্বে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে প্রাণ পায় ১৯২৬-২৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী মুণীন্দ্রকুমার দেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিনিধি হয়ে স্পেনে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যোগদানের ফলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নূতন রূপ ধারণ করে।

আমাদের দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বরোদা রাজ্যেই। বরোদার 'শিশু গ্রন্থাগার' বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছোটদের গ্রন্থাগার। এর পরেই বোম্বাইয়ের বালভবন গ্রন্থাগারের নাম করতে হয়। ছোটদের এই মনোরম গ্রন্থাগারটি ছোটদের খুব প্রিয়। এখানে ছোটরা একবার এলে প্রায়ই তারা আবার আসে আর অনেকক্ষণ ধরে থাকে। নয়াদিল্লীর বলকানজী-বাড়ি-গ্রন্থাগার ছোটদের একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার। বিশ্ববিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী শংকরের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শংকরস্ উইকলি'র উদ্যোগে প্রতিবছর শিশুদের আন্তর্জাতিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আঁকা রঙ-বেরঙের ছবিগুলি একটি সুসজ্জিত কক্ষে রাখা হয়ে থাকে। এই কক্ষে গেলে শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও মন ভুলেযায়। এই কক্ষটিকে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের রূপ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশেও ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে।

বাংলা দেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবই এর একমাত্র কারণ। আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দ মেলায় ছোটদের সংগঠন মণিমেলা, যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ির সব পেয়েছির আসর, লোক সেবকের কিশোর ভারতী, দৈনিক বসুমতীর অধুনালুপ্ত আমাদের পাতার আমাদের দল এবং ইন্দিরা দেবীর নন্দন প্রভৃতি ছোটদের প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। এদের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থাগার আজকাল

সমাজ-শিক্ষা-আধিকারিক প্রদত্ত বৎসরে একবার আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে এই সংগঠনগুলি দ্রুত বলিষ্ঠতর হচ্ছে না।

বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কিশোর-কল্যাণ পাঠাগার পরিষদ'। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছোটদের গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি সুসংগঠিত করবার মহান প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। বাংলা দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাস্তবরূপ দিচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সরকার বাংলার পল্লীঅঞ্চলে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ছোটদের বিভাগ পৃথক রাখলে খুব ভাল হয়।

বাংলা দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ ঘটছে। বিরাট সম্ভাবনার দ্যুতিতে ভাস্বর এই আন্দোলন। আমরা এই আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় পথ চেয়ে আছি।

কলিকাতার টুকিটাকি তথ্য

সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২১০ ।। নিজস্ব গৃহ আছে ৪৫টির
৮টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগঠিত
গ্রন্থাগার ব্যবহার করে শতকরা ২ জন

●

শহরের জনসংখ্যা ২,৬৯৮,৪৯৪ ।। সাক্ষর শতকরা ৫৫ জন
শহরের প্রতি একর জমিতে বাস করে ১১৫ জন

●

বই পড়ে শতকরা ১৮ জন ।। খবরের কাগজ পড়ে শতকরা ৩৩ জন
পত্র-পত্রিকা পড়ে শতকরা ১০ জন

●

প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৭৩টি ।। ছাত্র সংখ্যা ১,২৮,৭০৫
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৪৩টি ।। উচ্চ বিদ্যালয় ২৪০টি
কলেজ ৫৬টি ।। বিশ্ববিদ্যালয় ২টি

●

ছাপাখানা আছে ১৩৮৮টি ।। পত্র-পত্রিকা বেরোয় ১০৮৯ খানি
বছরে ২ হাজারের মত পুস্তক প্রকাশিত হয়

গ্রন্থাগার সংবাদ

কালীঘাট তরুণ সংঘ ॥ কলিকাতা—২৬ ॥

আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে কালীঘাট তরুণ সংঘের (যতীন দাস স্মৃতি পাঠাগার) জন্ম হয়। গত ১০ই জানুয়ারী হতে তিন দিনব্যাপী সংঘের ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা, পুরস্কার বিতরণ, নাটকাভিনয় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংঘের বিগত বছরের কার্য বিবরণীতে জানা যায় যে, গত বছর সংঘের উদ্যোগে নিয়মিত সাহিত্য, শিল্প ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ের উপর অনুষ্ঠানাদি হয়। পূর্ব বছরের ন্যায় এবারও সংঘ একটি স্মরণী প্রকাশ করেছেন।

চৈতন্য লাইব্রেরী ॥ ৪।১, বিডন ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা—৬।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইব্রেরীর ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী। সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে কিছু বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী শিশু শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে গ্রন্থাগার-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রাচীন ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ এই গ্রন্থাগার বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের স্থান সঙ্কুলান সমস্যা অত্যন্ত অনুভূত হইতেছে। বই রাখিবার যথেষ্ঠ জায়গা নাই। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে গ্রন্থাগারে সহঃ সভাপতি শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, শ্রীচৈতন্য চরণ বড়াল, সুশীলরঞ্জন সরকার, সত্যেন্দ্র কুমার বসু বক্তৃতা করেন। পরিশেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুবারবন রিডিং ক্লাব ॥ ৩৩, তালপুকুর রোড ॥ কলিকাতা—১০ ॥

বাংলা দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বেলেঘাটার সুবারবন রিডিং ক্লাব বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারই শুধু নয়, সংগঠনের দিক থেকেও আদর্শ স্থানীয়। শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্যে গ্রন্থাগারের সমুদয় পুস্তক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বর্গীকৃত হয়েছে বহুকাল পূর্বে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ ও স্বতন্ত্র কিশোর বিভাগ আছে। ক্লাবের বিগত বছরের কার্য বিবরণীতে প্রকাশ যে গত বছরে গ্রন্থ ক্রয়, বাঁধাই, কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবত ৩২০৩৲ টাকা ব্যয় করা হয়। আলোচ্য বছরে ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮০। সংঘ কর্তৃপক্ষ ১৯৫৮ সালের বইপত্র বিলির নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি প্রণয়ন করেছেন ঃ

উপন্যাস ও গল্প	১৫,৩৯১	ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি	৪০৯
উপন্যাস অনুবাদ	৬৩৭	রেফারেন্স বই	৬০২
ডিঃ উপন্যাস ও গল্প	১,৪০১	কিশোর গ্রন্থ	৫৫০
চরিত	৭২৮	ইংরাজি	৯০১
ধর্ম ও দর্শন	১,৩৪৯	অন্যান্য	১,৩৯০
প্রবন্ধ, নাটক, কাব্য	৩৮৭	মোট	২৩,৭৪৫

কাঁচরাপাড়া প্রগতি পাঠাগার ॥ কাঁচরাপাড়া ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ২৩শে জানুয়ারী স্থানীয় "সতীশ নন্দী বিদ্যালয়" প্রাঙ্গণে পাঠাগারের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনরেন্দ্র নাথ মল্লিক এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, কাঁচরাপাড়া সহরতলীর বুকে স্থাপিত প্রথম সাধারণ পাঠাগার হিসাবে প্রগতি পাঠাগারের দান অনস্বীকার্য এবং মাত্র ২৭ খানি পুস্তক লইয়া ১৯৫২ সালে যে পাঠাগারটি কাঁচরাপাড়ার বুকে ভুমিষ্ঠ হইয়াছিল জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে এই অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি গত বৎসর পাঠাগারকে ৪০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করায় পাঠাগারের তরফ হইতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান হয়।

নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া ১৯৫৯-৬০ সালের নূতন কার্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সহঃসভাপতি—ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; সম্পাদক—জয়ানন্দ ভট্টাচার্য; সহঃসম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকৃষ্ণ কুমার বিশ্বাস। গ্রন্থাগারিক—শ্রীসুশীল শর্মা; সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীর বিশ্বাস।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবদ্বীপ ॥ নদীয়া ॥

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে চারিদিন ধরিয়া গ্রন্থাগারের ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসবের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিবসে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রন্থাগারের ৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিপালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, বর্তমানে গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাকে জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত করিবার জন্য তিনি সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সভায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের অনুকূলে শ্রীবাগচী বলেন যে, নবদ্বীপ নদীয়া জেলার সহিত অন্তর্গত হইয়াও ভৌগোলিক দিক হইতে বর্ধমান জেলার সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত। বর্তমানে কালনা কাটোয়া রোড সমাপ্তির পর নবদ্বীপের সহিত ইহার যোগাযোগ আরও নিবিড় হইয়াছে। বর্ধমান ও হুগলী জেলার গ্রন্থাগার হইতে এই সকল অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করা কঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে এই সকল অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহ করা সহজসাধ্য। আঞ্চলিক সুবিধা ও রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার উপর জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া উচিত। এজন্য তিনি সরকারকে এবিষয়ে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানান।

করন্দা ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা (মন্তেশ্বর) ॥ বর্ধমান ॥

গত ১লা ফাল্গুন ভারতী পাঠাগারের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নব নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঃ

সভাপতি—শৈলজানন্দ মণ্ডল, সহঃ সভাপতি—উজ্জ্বল কুমার রায়, সম্পাদক—রথীন্দ্রনাথ রায়, সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—সত্যপ্রকাশ সামন্ত, কোষাধ্যক্ষ—বিমান চন্দ্র রায়।

বিবিধ বার্তা

রেলপথে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার : ফ্রান্স ও ভারত

রেলপথে গ্রন্থাগার শুনতে কিছুটা নতুন। বিশ্বের কোনও কোনও দেশে রেলপথ-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খবর পাওয়া যায়। কিছুকাল আগে ফ্রান্স ও ভারতে পরীক্ষামূলক ভাবে রেলপথ-গ্রন্থাগার চালু করা হয়।

বছর দুয়েক আগে ঠিক এই সময় ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রেল কর্তৃপক্ষ একটি ভ্রাম্যমাণ রেলপথ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করেছেন। গাড়ীটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে ট্রেণ চলাচলের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। প্রয়োজন অনুযায়ী গাড়ীটি এককভাবে চালিত হতে পারে। ৩৩ দিনে গ্রন্থাগারটি ১৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে। গ্রন্থাগারে ঢুকতে প্রথমে একটা কামরা পড়ে, সেখানে এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের প্রণালী ও কোন্ কোন্ জায়গায় থামবে ইত্যাদি খবর একটা দেওয়ালে টাঙানো থাকে। তারপরেই এগারো ফুট দীর্ঘ পাঠকক্ষ - তার চারপাশের র‍্যাকে হাজার সাতেক বই সজ্জিত থাকে। তাকগুলো পেছন দিকে ঢালুভাবে নির্মিত যাতে বই ঝাঁকুনির ফলে পড়ে না যায়। বসে পড়বার জন্যে দৈর্ঘ্যভাবে তিনটি গোল টেবিল ও চেয়ার দেখতে পাওয়া যায়। কামরার শেষ প্রান্তে বসেন গ্রন্থাগারিক, তাঁর টেবিলে কার্ড ক্যাটালগ আঁটা থাকে। গাড়ীটির একধারে লম্বা অলিন্দ আছে, সেখানে রান্নাঘর, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারটি রেলকর্মচারীদের জন্যে তা বলাই বাহুল্য, ২৬টি জায়গায় ছড়ানো ১২০০০ রেল কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন। বইগুলির মধ্যে পাঠকদের রুচি ও চাহিদানুযায়ী ২৪৪৫টি উপন্যাস, ২৪৭৫টি প্রবন্ধ পুস্তক ও ৪৯৬ খানি কিশোর গ্রন্থ আছে। ডিউই প্রণালীতে সমুদয় গ্রন্থ বর্গীকৃত। অনেক বইয়ের ১০ খানি করে কপি থাকে যাতে কারুর কোনও অসুবিধা না হয়। ভ্রাম্যমাণ এই রেলপথ-গ্রন্থাগারটি অতীব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছোট ছোট অনেক জায়গায় গ্রন্থাগারে পাঠচক্র, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। নভেল্‌-নাটক ছাড়াও অন্যান্য পুস্তকের চাহিদা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশী। গ্রন্থাগারটি জনপদ থেকে দূরে কর্মনিরত কর্মীদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মান অক্ষুণ্ণ ও উন্নত রাখাও এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভারতের রেল বোর্ড উত্তর-পূর্ব রেলপথে একটি ভ্রাম্যমাণ রেলপথ-গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। গত ডিসেম্বরের ১৯শে তারিখে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ গ্রন্থাগারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ভারতে এ ধরণের ব্যবস্থা এই প্রথম। ভ্রাম্যমাণ এই গ্রন্থাগারটি আপাততঃ সমস্তিপুর ও দারভাঙ্গা এবং গোন্ডা ও গোরখপুর এই দুই পথে পর্যটন করবে। প্রথম পথটিতে ৯০০ এবং দ্বিতীয়টিতে ৩০০ জন কর্মচারী সদস্যভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের পরামর্শক্রমে ও বিভিন্ন ধরণের লোকের শিক্ষার মান ও রুচি অনুযায়ী হিন্দী, উর্দু ও বাংলা বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছে। গাড়ীটিকে কোন এক মালগাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ও বিভিন্ন স্থানে গাড়ীটি সপ্তাহে একবার যায়। লেখক ও বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত একটি মুদ্রিত তালিকা সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটিতে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা আছে। ১৫ দিনের জন্যে ১ খানি বই দেওয়া হয়। কোনও চাঁদা নেওয়া হয় না। ৩৲ জমা রাখতে হয়।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সুপারিশ

সম্প্রতি দিল্লীতে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন কর্তৃক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে সম্মেলনে আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর্মধারা, কর্মী, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনাদির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেমিনারের মতে একটি পুস্তক ক্রয়ের পর পাঠকের নিকট পৌঁছানর পূর্বে অন্তবর্তীকালীন করণীয় কার্যাদি দু' সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া উচিত; সূচীকরণ ও বর্গীকরণ বিভাগে প্রতি পাঁচ হাজার গ্রন্থের জন্যে চারজন কর্মী নিযুক্ত থাকা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত সেমিনারের মতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতা থাকা দরকার। পুস্তক ক্রয়ের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিভাগীয় অধিকর্তাদের পরামর্শ নিতে হবে। যাতে প্রয়োজনীয় সকল পুস্তক সংগৃহীত হয় এবং ব্যবহারের দিক থেকে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। গ্রন্থ সংগ্রহ কার্যে প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা থাকার অভিমতও সেমিনার প্রকাশ করে। বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত পুস্তকাদির নাম ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণার সুপারিশও করা হয়।

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের দু' পৃষ্ঠা

প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। বিলেতে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্যে যখন নানা জায়গায় জনসভা আহ্বান করা হত তখন একদল লোক ইটপাটকেল মেরে সে-সব সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করত। তারা মনে করত যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটলে দেশে রাজদ্রোহ দেখা দেবে—কায়েমী স্বার্থের বনেদ ধসে যাবে। কিন্তু যুগের দাবিকে যে দাবিয়ে রাখা যায় না একথা বোধ হয় তারা জানত না, নইলে তাদের দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধীতাকে ব্যর্থ করে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়ে উত্তরকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নততর বিকাশের পথে পদক্ষেপ করার সুযোগ করে দিতে পারত না।

বিলেতের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রাথমিক ভাবে আইন প্রবর্তনের বহু আগেই সেখানকার জনশিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবির্ভূত হয়। বিদ্যায়তনে শিক্ষার আস্বাদ পেয়ে সেখানকার মানুষ ছুটেছিল মনের খাদ্য-অন্বেষণে। গ্রন্থাগারই তাদের এই ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করেছিল--কিন্তু সেখানেও তখন ছিল চাঁদা প্রথার উত্তুঙ্গ প্রাকার—সর্বজনের গ্রন্থাগারে প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল না--গ্রন্থাগারের ব্যবহার ছিল সীমিত ও সংকুচিত। এই বাধা কাটিয়ে সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পথ খুলে দিল গ্রন্থাগার আইন। এই আইন বিলেতে বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সেখানকার সাধারণ মানুষ অবাধে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছে।

ইতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা খোলা যাক্। ভারত তথা পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সীমিত সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটাবার তাগিদেই গড়ে উঠেছে—জনশিক্ষার পরিপূরক হিসেবে নয়। চাঁদায় নির্ভরশীলতা এবং অক্ষরাশ্রয়ী ব্যবস্থার দরুণ আমাদের গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার একদিকে যেমন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অপরদিকে সেগুলির আর্থিক অবস্থা তেমনি শোচনীয়। দেশের বর্তমান জনজাগরণে সর্বজনোপযোগী না হলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—সর্বসাধারণের স্বীকৃতি ও ও অর্থানুকূল্য লাভ করবে না। দৃঢ়ভিত্তিক, স্থায়ী ও স্বচ্ছল ব্যবস্থার জন্যে চাই গ্রন্থাগার আইন। দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই দাবি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত পশ্চিম বঙ্গের খসড়া গ্রন্থাগার আইনে রূপ নিয়েছে।

পরিষদ প্রচারিত খসড়া আইন বিধিবদ্ধ হোক এটা এক শ্রেণীর লোক যে চান না তার কারণ কিছুটা বিলেতের পূর্বোক্ত নজির থেকেই বোঝা যায়। এখানে সরাসরি রাজদ্রোহিতার সম্ভাবনা না থাকলেও কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানবে এ ভয় প্রচ্ছন্ন আছে। পরিষদের খসড়া আইনে আপত্তির যেটা অন্যতম প্রধান কারণ সেটা হ'ল গ্রন্থাগার কর। করের প্রশ্ন একদিকে কিছু সংখ্যক কর্মীর মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে বিরোধীপক্ষের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সেজন্যে আইন ও তৎসম্পর্কিত কর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

করভারগ্রস্ত মানুষ নতুন করের কথা শুনলে এমনিতেই আঁতকে ওঠে। গ্রন্থাগার আইনের মধ্যেও কর ধার্য করার প্রসঙ্গ উঠলে লোকে বিরোধীতা করবে এত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের খসড়া আইনে যে করের কথা বলা হয়েছে তার ভার বিত্তবানদের ওপর ন্যস্ত হবে এবং পরিমাণে ব্যক্তিবিশেষের নিকট করের মোট অংকটিও যে নিতান্ত নগণ্য সেকথা আমরা একাধিকবার বলেছি। বিত্তহীন মানুষ বিনা করেই গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ পাবে। করদাতারাও করের বিনিময়ে যে সুযোগ পাবেন তাও বর্তমানের তুলনায় অধিক ও উন্নত হবে। তাছাড়া সাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নামমাত্র করধার্য অসঙ্গত হবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব মূলতঃ সরকারী কোষের ওপরই নির্ভর করবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে সরকারইত সমস্ত ভার বহন করতে পারেন—কর প্রবর্তনের কি প্রয়োজন? কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোয় তা যে সম্ভব নয় সে ভুলটা প্রশ্নের মধ্যে নিহিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আর্থিক দায়িত্ব সরকার সম্পূর্ণরূপে বহন করলে আপত্তি কেউ করবে না—তবে সরকারের দিক থেকে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলে ঈপ্সিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশ্নটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে সুনিশ্চিত অর্থাগমের পথ নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত থাকা দরকার। নইলে আপৎকালে অর্থের অনটন, ক্ষমতাসীন দলের নীতি পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে পারে। বিধিবদ্ধ আইন থাকলে সরকার গ্রন্থাগার ভাণ্ডারে নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য দানে বাধ্য থাকবেন। বর্তমানে সরকার গ্রন্থাগার বাবত যে অর্থ ব্যয় করেন তার পরিমাণ নিতান্তই নগন্য; ভবিষ্যতে যে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। তাই আইনানুগ ব্যবস্থা থাকা দরকার—যার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থায়ী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে

বিরাজ করবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে সুনির্দিষ্ট অর্থ-ভাণ্ডার থাকা সেজন্যে একান্তই প্রয়োজন। করপুষ্ট ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই অর্থ-ভাণ্ডারে জনসাধারণের অধিকার একমাত্র আইনের সাহায্যেই হবে দৃঢ়মূল।

যদি মেনে নেওয়া হয় যে দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আর্থিক অসচ্ছলতা, কর্মীর অভাব প্রভৃতি কারণে যথোচিত সংগঠিত নয় এবং সর্বজনের ব্যবহারের পক্ষে গৃহ, সরঞ্জাম ও কর্মপ্রণালীর অভাব ও ত্রুটিজনিত কারণে অনুপোযোগী তবে একথাও মেনে নিতে হবে যে বর্তমান অবস্থার বিকল্প— আদর্শ সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একমাত্র গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমেই সম্ভব।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কোষগ্রন্থকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের জীবনাবসান দেশকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান অপরিণত বয়সে না হলেও তা যথেষ্ট বেদনাদায়ক। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সঙ্গে আমরা বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁর গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি-গুলির প্রকাশনে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানাই।

বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অকাল মৃত্যু ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের বর্তমান সন্ধিক্ষণে এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। সুপণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ জ্ঞানচন্দ্রের আর একটি বড় পরিচয় ছিল তাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতি। তাই জ্ঞানচন্দ্রের বিয়োগ-ব্যথা সকলেই গভীরভাবে অনুভব করছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও পরিষদ পরিচালিত শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের অস্ত্রোপচারকালে আকস্মিক জীবনাব-সানের সংবাদ আমাদের অত্যন্ত মর্মাহত করে তুলেছে। বিনয় বাবুর সদালাপী স্বভাব ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক ও নবপ্রতিষ্ঠিত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইনষ্টিটুটের গ্রন্থাগারিক হিসাবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থাগার

৮ম বর্ষ]　　　　চৈত্র ঃ ১৩৬৫　　　　[১২শ সংখ্যা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বহরমপুরে ত্রয়োদশ অধিবেশন

সম্মেলনের ধারা বিবরণী

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন গত ২৭-২৮ মার্চ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অধিবেশন ছাড়া তিনটি কার্যকরী অধিবেশন অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত অভ্যর্থনা সমিতি প্রথম দিনের সায়াহ্নে একটি জনসভা ও দ্বিতীয় দিনে সমাপ্তি অধিবেশনের পর এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাহিত্যিকদের রচিত পুস্তক ও এই জেলায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও প্রাচীর পত্রের একটি প্রদর্শনী যথেষ্ঠ আকর্ষণীয় হয়।

২৭শে মার্চ প্রাতে সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাইয়া জাতির অগ্রগতিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠাপূর্ণ কার্যাবলীর প্রশংসা করেন এবং ইহার প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উদাসীন মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। (ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল)

সুসাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন

অলংকৃত করেন। (ভাষণ এই সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হইল) প্রারম্ভিক অধিবেশন সমাপনান্তে তিনি এতদুপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

দ্বিপ্রহরে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন সুরু হয়। প্রতিনিধিগণ পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া সম্মেলনের মূল আলোচ্য-প্রবন্ধটির (গ্রন্থাগারের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত) আলোচনায় রত হন। উক্ত প্রবন্ধটির উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন গ্রুপ তাঁহাদের প্রস্তাব ও মতামত নিজ নিজ মুখপাত্র মারফৎ লিখিতভাবে জানাইয়া দেন।

অপরাহ্ণে অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক আহূত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দান করেন।

২৮শে মার্চ সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা হয়ঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
(২) শিশুদের গ্রন্থাগার—শ্রীমোহিত রায়।
(৩) বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যত—শ্রীপ্রবীরকুমার রায়চৌধুরী।
(৪) ইতিহাস ও গ্রন্থাগার—ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার।
(৫) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংগঠন—শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

এই সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীজগদীশ সাহা, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস, শ্রীসুনীতি বিশ্বাস, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীঅমরপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত, শ্রীঅনন্ত চক্রবর্তী, শ্রীসন্তোষ বসু, কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীহিরন্ময় গুপ্ত ও শ্রীমতী বাণী বসু।

বেলা ২টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবাদি সম্পর্কে সম্মেলন পরিষদের সংসদের নিকট বিবেচনা ও ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

বেলা ৫টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—

"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে ব্যক্তির তথা সমাজের পূর্ণ বিকাশের জন্য, দেশে নূতন সম্পদের সৃষ্টি করিবার পথে সর্বরকমের গবেষণা ব্যবস্থাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং পূর্ণবিকশিত মানুষের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজকে প্রকৃত গণতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দেশে সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার আশু প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

"এই সম্মেলন মনে করে যে চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যে উপরিউক্ত কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নহে। সমস্ত সমাজের প্রয়োজন বলিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির মত দেশের সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং ইহার খরচপত্রের ব্যবস্থাও জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে হওয়া প্রয়োজন।

"এই সম্মেলন মনে করে যে কোনরূপ কেন্দ্রীয় দপ্তরের পরিচালনায় থাকিলে, ঐ পরিচালনে জনসাধারণের অল্পাধিক প্রতিনিধি গ্রহণের বন্দোবস্ত থাকিলেও সাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনায় সম্যকভাবে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু ব্যবহারকারীরা যদি পরিচালন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অধিকারী না হন তবে পরিচালনে উপেক্ষা ও ত্রুটীর সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য অঞ্চলের জনসাধারণকে বুঝিতে দিতে হইবে যে গ্রন্থাগারের তথা অঞ্চলের ব্যক্তি সমাজের পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব ও সেই পথে গ্রন্থাগারকে পরিচালিত করার কর্তৃত্ব সর্বরকমে অঞ্চলের জনসাধারণে ন্যস্ত।

"এই সম্মেলন মনে করে যে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে দিতে হইলে যথোপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন আশু ও অবশ্য প্রয়োজন।

"এই সম্মেলন ইহাও মনে করে যে সরকারী দপ্তরের বিকল্প ব্যবস্থা কর প্রবর্তন অপরিহার্য। কারণ আইনের সাহায্যে নামাঙ্কিত কর সংগৃহীত অর্থকে উপযুক্তভাবে নিয়োগ করিবার অধিকার দিবে। ইহা নামমাত্র হইলেও মনের দিক দিয়া জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবে। পক্ষান্তরে এই কর স্বল্পবিত্তবানদের পীড়িত করিবে না। ইহা যে পরিমাণ ভারের সৃষ্টি করিবে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে।

"এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে তাহাদের কর্মীদের ও দেশের গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের নিকট অনুরোধ করিতেছে যে তাহারা যেন কর প্রবর্তন সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোথাও কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে তাহা দূর করিতে যত্নবান হন।"

সম্মেলনে যাঁহারা বাণী পাঠাইয়াছেন

নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সম্মেলন উপলক্ষে বাণী পাওয়া গিয়াছে ঃ

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু; ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন; শ্রী বি, এস, কেশবন; শ্রীসোহন সিং; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ; ডক্টর ত্রিগুণা সেন; শ্রীঅশোক সেন; শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ; মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী ওয়াই, এম, মুলে; ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীয়ানের সম্পাদক শ্রীসন্তরাম ভাটিয়া; মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ; সভাপতি, আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন; সভাপতি, কানাডা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন; সম্পাদক, ইয়াসলিক প্রভৃতি।

চিত্রে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছেন কাজী আবদুল ওদুদ; দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে সম্মেলনে উদ্বোধন-ভাষণ দান করিতে দেখা যাইতেছে।

উদ্বোধন ভাষণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[সম্মেলনে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধন ভাষণের কিয়দংশ মুদ্রিত হইল।]

বিদ্যালয় শব্দের মধ্যে বিদ্যা ও আলয় এই দুটো শব্দ আছে,—অর্থাৎ যে আলয় বা গৃহে বিদ্যার খয়রাতি বা বিকিকিনি হয়—তাকে বলে বিদ্যালয়। কিন্তু আলয় না হলেও বিদ্যা বণ্টন করা যায়। আমাদের প্রাচীন ভারতে তপোবনে, বৃক্ষ-তলে বিদ্যা দানের ব্যবস্থা ছিল; এখনো কাশীর ঘাটে পৈঁঠায় বসে জ্ঞান-চর্চা হতে দেখা যায়। জাপান যখন চীনের অর্ধেক গ্রাস করেছিল, তখন চীনাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে গিয়েছিল নানা স্থানে। আমাদের শাস্ত্রকে বলে শ্রুতি ও স্মৃতি—অর্থাৎ যা শুনে শুনে গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলে, আর মনে করে করে যা বলা যায়, তাকে বলা হতো স্মৃতি।

কিন্তু একদিন মানুষ তার ভাবনাকে রূপ দিল রেখার সাহায্যে; পণ্ডিতরা বলেন, পৃথিবীতে লুপ্ত ও চলতি ভাষার সংখ্যা ৩০৭৬। সব ভাষায় লেখা পদ্ধতি চলিত হয় নি অবশ্য।

ভাষাকে ও ভাবকে রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য মানুষ কত রকমের হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে। কাদায়, পাটায় নরুণ দিয়ে খুদে, পাথরের উপর ছেনি-হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে, গাছের পাতার উপর খাগের কলম দিয়ে, কাগজের উপর তুলি দিয়ে—তার অশেষ ভাবনাকে রূপ দিয়েছে। সেই প্রকারের কত রকম ভঙ্গী—কেউ লিখলো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, কেউ বাঁ থেকে ডানে, কেউ বা লিখতেন উপর থেকে নিচে। প্রকাশের প্রতীকই বা কত রকমের—কত হরপই সৃষ্টি হয়েছে। কত লিপি লোপ পেয়েছে- পণ্ডিতরা অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করেছেন কতকগুলির, পাঠোদ্ধার হয় নি এমন লিপিও রয়ে গেছে। আমাদের দেশের হারাপ্পা সভ্যতার সীলগুলো কেউ পড়তে পারেন নি। নানা মুণি নানা ভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রীটের দশাও সেই রকমের; পড়া

যায় অথচ ভাষা বোঝা যায় না, এমন ভাষা হচ্ছে ইতালীর ইট্রাসকানী ভাষা। এ রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

যুগ যুগান্ত হতে মানুষ কথা বলে আসছে—সে তার কাব্য, গান, ধর্ম কথা, ঠাকুর দেবতা তুষ্ট করবার মন্ত্র, তুক্‌তাক্‌ তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের 'উপকারে'র জন্য লিপিবন্ধ করে ; আর সেদিনকার কবি, গ্রন্থকাররাও বলেছিল 'আমায় মনে রেখো—আমার কিছু বলবার আছে।' যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের মুখে ভেসে গেল তাদের গান, তাদের বিশ্বাস, অতীত সাগরের মাঝে—মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেল সে ভাষা, সে লিপি—ভুলে গেল তার অর্থ ; নূতন বিশ্বাস এলো, নূতন ধর্ম-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অতীতকে নিশ্চিহ্ন করলো নিজের হাতে।

গত ছয় হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের বলবার ভাষায় কত ছন্দ, কত সুর, কত অলঙ্কার এসে জুটলো। আজও নূতন নূতন শৈলী সৃষ্টি করে চলেছে—পুরাতনকে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে নূতন নূতন চেতনার নবতর প্রকাশনীর কাছে।

মানুষের হাতে এলো বিজ্ঞানের চাবি ; পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ তত্ত্বের সহায় পেলো সে তার ভাবনাকে ধরে রাখবার জন্য—শুধু ধরে রাখা নয়, প্রচারে। বহু গুণিত হলো গ্রন্থ, যে দিন মুদ্রাযন্ত্র সে আবিষ্কার করলো। তারপর থেকে চলেছে জ্ঞানের জয়যাত্রা। মানুষের বিচিত্র প্রকাশ-বেদনা, তার অন্তরের আর্তনাদ, তার পাপের স্বীকারোক্তি, তার সান্ত্বনার বাণী, তার মনের অসংখ্য ভাবনা, তার অতি গোপন কথা, যা হয়তো সে মুখে বলতে লজ্জা পায়—কিন্তু লিখে প্রচার করতে দ্বিধা বোধ করে না, এমন সব সাহিত্য প্রচারিত হতে লাগলো। যে লেখা সে নিজের পুত্র কন্যাকে পড়ে শোনাতে সংকোচ বোধ করে, তাই সে ছাপাচ্ছে সর্বজনের সম্ভোগের জন্য। বিক্রী হচ্ছে হাজারে হাজারে—টাকা আসছে লাখে লাখে।

একদিন মানুষ সেই সব বই সংগ্রহে মন দিল—আগার বসিয়ে তাদের বন্দী করলো আলমারীর মধ্যে, পাহারা বসলো দ্বারে, গড়ে উঠলো লাইব্রেরী দেশে দেশে। আজ ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়েছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার পর্ষদ গঠিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত দুর্বল বলেই মনে হয়। কারণ, গ্রামে গ্রামে যে সংখ্যায় পাঠশালা, বিদ্যালয়, শহরে শহরে, এমন কি গ্রামাঞ্চলে

কলেজ স্থাপন হচ্ছে—প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সাক্ষর লোক ও শিক্ষিত বালক-যুবক বের হচ্ছে, তাদের মনের খোরাক দেবার মতো গ্রন্থাগার সে অনুপাতে বাড়ছে না। তাদের ক্ষিধে জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সুখাদ্য সামনে ধরা হচ্ছে না। অন্ধ চোখ পেলে সব কিছু দেখতে পায় ও দেখতে চায়—তার চোখের ক্ষুধা প্রকৃতি দেবী সরবরাহ করেন। কিন্তু ক্ষুধার বোধ জাগিয়ে সুখাদ্য না যোগালে, তারা কুখাদ্য অখাদ্য খাবেই। আজ যদি একটু চোখ খুলে আমরা চলি, তবে দেখতে পাবো নব-শিক্ষিতদের মানসিক খাদ্যটা কি। গ্রন্থাগারের কাজ হবে গ্রন্থ পরিবেশন—শুধু সরবরাহ নহে। আমরা পূর্বে বলেছি ছাপাখানার কল্যাণে অসংখ্য বই বের হচ্ছে—সমস্ত বই কেনাও সম্ভব নয়—উচিতও নয়—বাছতে হবেই; তাছাড়া একটি পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যে খাদ্য ব্যবস্থা, কারখানায় খাটা তাদের জোয়ান ছেলেদের সে খাদ্য নয়—আবার শিশুর খাদ্যও পৃথক। সুগৃহিণীর কাজ এই ব্যবস্থা ও বণ্টন।

আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান কাজ বাংলাদেশের সাধারণ পাঠাগার স্থাপন, পরিচালন প্রভৃতি; আর গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ। সাধারণ পাঠাগারের পাঠক হচ্ছেন বড়রা—বাড়ীর মেয়েরা—তাদের চাহিদা গল্প ও উপন্যাসের। এর চাহিদাই স্বাভাবিক; কারণ মানুষ তার নিজের পরিবেশের অভাব অভিযোগ ভুলতে চায় এইসব বাস্তব অবাস্তব নায়ক নায়িকাদের সঙ্গে মনোবিহার করে। সুতরাং উপন্যাসের চাহিদা হবেই।

কিন্তু আমার ভাবনা তাদের নিয়ে নয়—আমার ভাবনা শিশু ও কিশোর-দের নিয়ে। এতো যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হচ্ছে কোথায় তাদের পড়বার পরিবেশ। আমার ঘরের কাছেই এই শ্রেণীর বুনিয়াদী বিদ্যালয় একটি আছে—বাড়ি তৈয়ারী হয়েছে, শিক্ষকরা আসেন যান—কাগজপত্র ঠিক আছে—কিন্তু নেই শিশুদের উপযুক্ত লাইব্রেরী—নেই কেবল তাদের মানসিক খাদ্যের ব্যবস্থা। এর ফল কি হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়—তারা ক্ষুধার তাড়ায় যেখান থেকে যা সংগ্রহ করতে পারবে তাই পড়বে। শিশু যদি বড়োদের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়—তবে অকালে দেখা দেবে যকৃতের ব্যাধি। যকৃতের ব্যাধির চিকিৎসা হয়, কিন্তু মনোবিকার সামলানো দায়। তাই বলছি আপনাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের বড় অঙ্গ হওয়া উচিত শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন। তবে একটা কথা বলি—বিকাল বেলায় খেলার সময় শিশুদের

গ্রন্থাগার খুলে রাখবেন না - তখন যেন তারা বই মুখে করে ঘরে বসে না থাকে। এই শিশু গ্রন্থাগারের কথা উঠলেই এসে পড়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও পাঠশালার কথা। সেইখানেই হবে আসল শিশু গ্রন্থাগার। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে—এইগুলোই হোক বুনিয়াদী গ্রন্থাগার।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার জন শিক্ষার জন্য ব্যয় করছেন—খুবই ভাল কথা; কিন্তু তাঁদের পাঁচ কাজ—টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে মন দেওয়া সম্ভব নয়—গ্রন্থাগার ব্যাপারটা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর কিছুটা ছেড়ে দিতে পারবেন; ত্রিশ বৎসরের উপরও এই প্রতিষ্ঠান নানাভাবে দেশের মধ্যে পড়ার চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করে আসছে; কিন্তু এ পর্যন্ত সরকারের নেক্ নজর এই প্রতিষ্ঠানের উপর পড়লো না; এমন কি বৎসরে যে সামান্য টাকা সাহায্য করতেন—তাও কমিয়েছেন। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান নই, আমরা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করতে প্রস্তুত; গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর স্থান থেকে প্রায় ঘোষণা শুনি যে সরকারী বে-সরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা হলেই দেশের কাজ সুষ্ঠুভাবেই হতে পারে। কিন্তু আমরা 'ভরা মনে দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।' তাই আজ আমরা পুনরায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে আমাদের আবেদন জানালাম।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও যাঁহারা ইহার মূলাধার—তাদের কাছে আমার একটি আবেদন আছে; আমাদের পরিষদের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হউক। আর একটি নিবেদন এই যে গ্রন্থাগারিকদের টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ছাড়াও—তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, সে বিষয়ে আর একটু সচেতনতার প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয় বস্তু, বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু স্পষ্টতর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিভাবে সেটি হতে পারে—সে আলোচনা আজকের বিষয় নয়; আমার অনুরোধ এই দিকে আর একটু বাস্তব-খোলা দৃষ্টি তাঁরা যেন দেন।
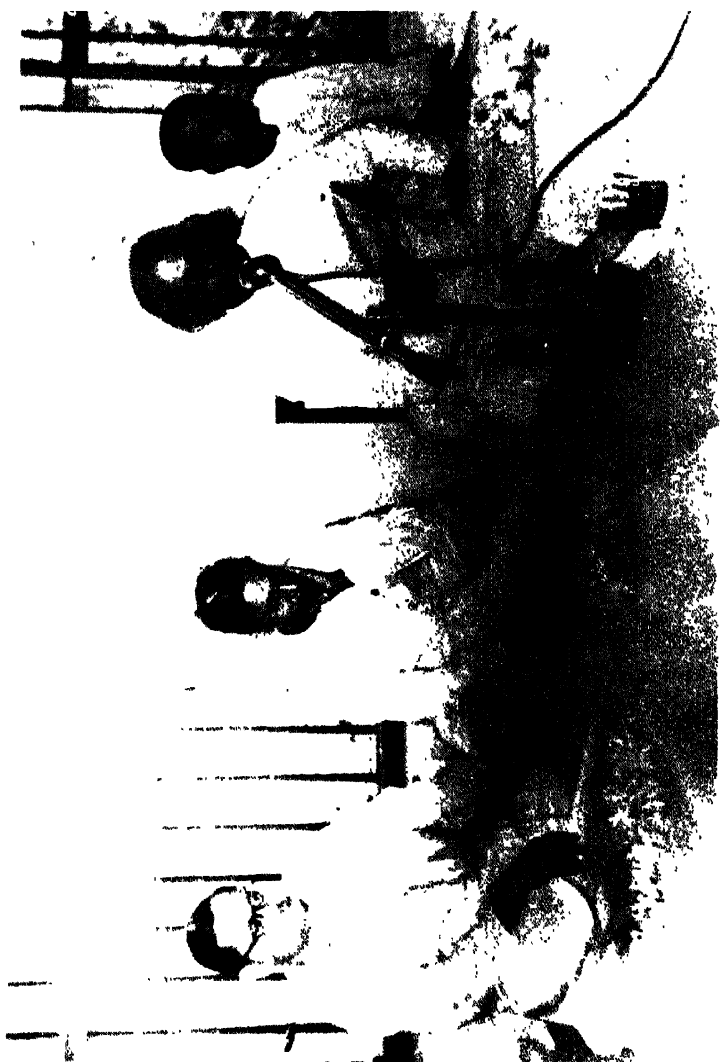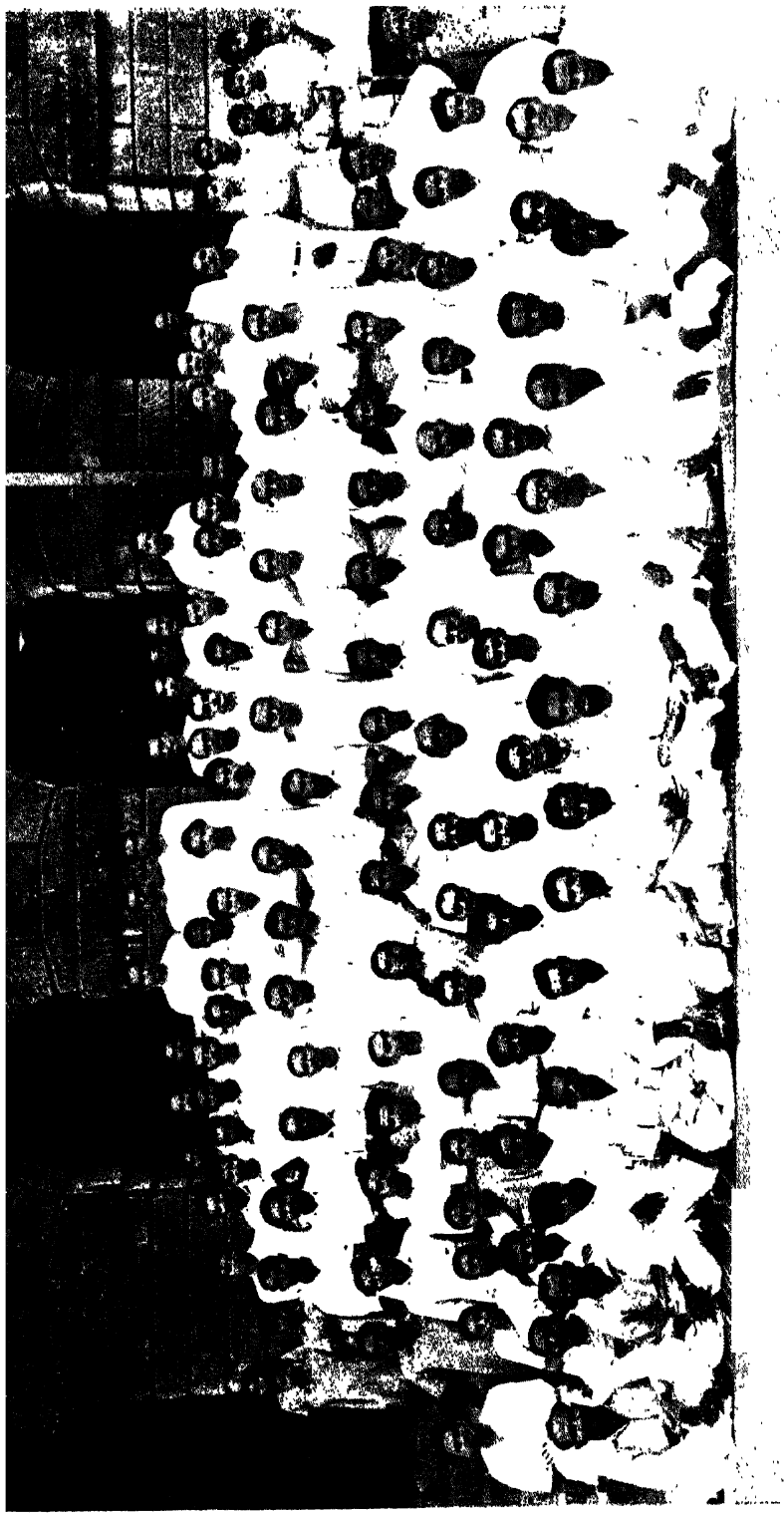
মূল-সভাপতির অভিভাষণ

কাজী আবদুল ওদুদ

আপনাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির জন্য আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। আমি সাহিত্যিক মাত্র—সাহিত্যিক ভিন্ন আর কিছু যে নই তা জানা কথা। তাই আমাকে আপনাদের এবারকার বাৎসরিক অধিবেশনে এমন সাদর আহ্বান জানিয়ে আপনাদের গূঢ় সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়ই আপনারা দিয়েছেন—তার বেশী আর কিছু করেননি। বলা বাহুল্য এর জন্য কোনোরূপ সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা আপনাদের কম। তা হোক কম। লাভের কথাই যে সব সময়ে মানুষ বড় করে ভাবতে পারে তা নয়। আসুন কর্মারম্ভে আমরা এই প্রার্থনা করি: সাহিত্যের অর্থাৎ সাহিতত্ত্বের শক্তি, অন্য কথায় সবার সঙ্গে প্রেমের যোগের শক্তি, দেশের এই মহৎ-সম্ভাবনাময় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বাঙ্গীন সাফল্য দান করুন।

আপনাদের বিভিন্ন সময়ের বাৎসরিক অধিবেশনে যেসব যোগ্য ব্যক্তি পৌরোহিত্য করেছেন তাঁরা এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সূচনায় তাঁদের সেই সব সুচিন্তা নতুন করে স্মরণ করা যাক।

তাঁদের দুটি চিন্তাই মুখ্য; একটি: গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার দেশে শিক্ষা-বিকিরণের একটি দিক হলেও এর গুরুত্ব এতখানি যে দেশের শিক্ষা-বিভাগের একটি মামুলি উপ-বিভাগ রূপে গণ্য হলে এর সেই উদ্দেশ্যই হবে ব্যাহত; অপরটি: আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নির্ধারিত করতে হবে দেশের কোন্ অঞ্চলে কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থাগার বেশী উপযোগী হবে।

গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যে প্রাচীনকালের বিদ্বানরা ও বিশিষ্ট ধনীরা একটি বড় কাজ জ্ঞান করতেন সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাচীনদের চোখে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মোটের উপর ছিল যেন পিলসুজের উপরকার শিখা, অর্থাৎ জ্ঞানের চর্চা ছিল মানুষের সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একালে সভ্যতার পালাবদল হয়েছে—একালে জ্ঞানচর্চা সমাজের কোনো বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্বত্র ব্যাপ্ত। অবশ্য তর্ক হতে পারে: জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে সেকালের তুলনায় এ কালের মানুষ সত্যিই কি এগিয়েছে? সেকালে জ্ঞানীদের সংখ্যা অল্প ছিল, গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল আজকের

তুলনায় নগণ্য কিন্তু জ্ঞান সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক সেজন্য সেকালের জ্ঞানী ও শাসকদের চেষ্টাও কম ছিল না। একালে বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে পুঁথিপত্রও বেড়েছে অবিশ্বাস্য রকমে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি একথা বলা যায় যে একালে জ্ঞান মানুষের সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে? প্রশ্নটি যে দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতে হবে, একালে সর্বসাধারণের সম্বন্ধে সর্বক্ষেত্রের নেতাদের চেতনা অনেক বেড়েছে, মানুষের দাবিও বেড়েছে খুব, তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মতো ব্যাপার বিশেষ ভাবে একালের জিনিষ—সেকালের মানুষের এই ধরণের চেতনার অভাব ছিল। একালের নেতাদেরও সর্বসাধারণের এই বর্ধিত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে, গ্রন্থাগার আন্দেলনে আমরা সার্থকতার পথে চলেছি, না, গতানুগতি বজায় রাখথি মাত্র।

এই দিক দিয়ে সমস্যাটির দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে দেশে গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার দেশের শিক্ষা-বিভাগের একটি মামুলি উপ-বিভাগ হিসাবে গণ্য হতেই পারে না, কেননা যেমন সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে তেমনি গ্রন্থাগারের প্রসারের ব্যাপারে একালের করণীয় এত বেশী, এত বিভিন্ন রকমের যে, এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক চিন্তা পরিকল্পনা ও অনুসন্ধানের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, এই দুয়ের একটিকে অপরটির আনুষঙ্গিক জ্ঞান করলে দুই প্রচেষ্টাই হবে খণ্ডিত ও অসার্থক।

পূর্বসূরীদের অপর প্রধান চিন্তা প্রথম চিন্তারই অন্যদিকে, কেননা বিচিত্র ধরনের বহু গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা একালে একান্ত কাম্য বলেই তো গ্রন্থাগারের প্রসার একটি স্বতন্ত্র দফতরের—অন্ততঃ একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিভাগের—বিষয় হওয়া উচিত। পূর্বে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরাই—দৈহিক-শ্রম-মুক্ত ধনীরাও কখনো কখনো ব্যবহার করতেন। কিন্তু একালে জ্ঞানের দ্বার খোলা থাকা চাই সব শ্রেণীর ও বয়সের লোকদের জন্য তাই গ্রন্থাগার বিচিত্র ধরনের না হলে তা হবে অসার্থক, এমন কি অনেক গুলো গ্রন্থাগারকে গ্রন্থের আগার তেমন না করে করা চাই বরং রেকর্ড ও বেতার আদি যন্ত্রের আগার যেখানে মাত্র বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন কিংবা নিরক্ষর গ্রামবাসীরা সেই সব রেকর্ড ও যন্ত্র শুনে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্ত বিনোদনও হবে। একালে, অন্তত গণতন্ত্রে, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণই দেশের শাসক—তাদের পছন্দ অপছন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের শাসন-

ব্যবস্থা। তাই সাধারণ শিক্ষার বিকিরণে বা গ্রন্থাগারের বিস্তারে যত অর্থব্যয়ই হোক্ তা বৃথাব্যয় কোন ক্রমেই নয়, বরং শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যয় বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে দেশের দৃষ্টি কি যোগ্যভাবে আকৃষ্ট হয়েছে? দুরদৃষ্টক্রমে স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরেও আমাদের বলতে হচ্ছে—না হয় নাই। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের এক পরিকল্পনা কিছুদিন পূর্বে গ্রহণ করেছেন। দেশের আয়তনের ও লোক-সংখ্যার তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কথা—এর রূপায়নে প্রাণের স্পর্শ লাগছে না—টাকা খুব কম খরচ হচ্ছে না, কিন্তু লোকদের মধ্যে এই সাড়া লাগছে না যে একটি বড় কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি কোথায়? জনসাধারণের অন্তরে, না কর্মকর্তাদের অন্তরে? অথবা দুই জায়গায়ই? হয়ত দুই জায়গায়ই। কিন্তু বেশী দায়ী করতে হবে কর্মকর্তাদেরই। একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে দোষ তাঁদেরই বেশী। যেদিন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল, সেদিন কোন কোন মহলে এই মত প্রকাশ করা হয়েছিল—Education can wait but Swaraj cannot—শিক্ষার ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে, কিন্তু স্বরাজের ভাবনা আজই ভাবা চাই। বলা বাহুল্য, সেদিনেও এই ধরণের চিন্তা ছিল, চিন্তার নামে গোঁজামিল, কেননা সভ্যসমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির সমস্যা গৌন বিবেচিত হতে পারে না। আর আজ তো এমন চিন্তা সর্বনেশে। কিন্তু এই সর্বনেশে মনোভাব থেকেই আমাদের এ কালের নেতৃস্থানীয়েরা ভুগছেন। তাই তাঁদের চেতনা নেই দেশের নবীন জীবনে কতখানি ব্যর্থতা তাঁরা ঘটাচ্ছেন।

কিন্তু এর প্রতিকার কোন্ পথে? রাজনৈতিক চেতনা যাঁদের প্রখর, তাঁরা হয়ত সোজা বলবেন ঃ যে দল এখন শাসন চালাচ্ছেন তাঁদের সরিয়ে দিয়ে নতুন দলকে সে সুযোগ দিতে হবে—গণতন্ত্রের তাইই কাজ। কিন্তু কোন নতুন দল সম্বন্ধে দেশ যে আজো তেমন আশ্বান্বিত হতে পারে নি তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকেই কতকটা বোঝা যায় দেশের রাজনৈতিক চেতনার দুর্বলতা—দেশের কর্মশক্তির অনেকখানি দিশেহারা দশা। দেশ এক নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হতে পারে, যদি দেশের বর্তমান অবাঞ্ছিত ধারা না বদলায়।

কিন্তু আমরা রাজনীতিক নই, রাজনীতির জটিলতা ও গহনতা তাই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই আমাদের জন্য শুভ। আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কর্মী, সেখানে শান্তভাবে প্রধানত জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞানের পথে যে কর্মকুশলতা

অর্জন করা যায় তাই, আমাদের অবলম্বন। সেই দিক দিয়েই দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করবো।

দেশের কর্মভার আজ দেশের রাজনীতিকদের উপরে আর তাঁদের অধীন বড় বড় আমলাদের উপরেই ন্যস্ত। এঁদের মধ্যে যোগ্য চৈতন্যের উদয় না হওয়া পর্যন্ত দেশের কল্যাণ নেই, সহজেই সে কথা বোঝা যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এঁদের সাধ্য নেই যে দীর্ঘদিন এঁরা অনড় হয়ে বসে থাকবেন; ভিতরের ও বাইরের ধাক্কায় ধাক্কায় হয় এঁদের বদলাতে হবে, নইলে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, সময় একালে দেশের জন্য অনেকখানি অনুকূলও বটে—এমনও হতে পারে সুসময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে হাজির হবে। কিন্তু তখন আমরা প্রস্তুত থাকতে পারি, নাও থাকতে পারি। তাই আমাদের, অর্থাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের, পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে—এই কথাই আপনাদের বলতে চাই; সেই প্রস্তুত থাকার অর্থ—একালে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে কি রূপ নিয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা, আমাদের দেশে কোথায় এর কোন্ রূপ সর্বসাধারণের জন্য প্রকৃতই উপযোগী হবে সে-সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল থাকা, আর এর অর্থনৈতিক বনিয়াদ কি করে মজবুত হবে সে সম্বন্ধে দেশের মত যোগ্যভাবে গঠন করে চলা। Knowledge is power, জ্ঞানই বল্, একথা স্বীকৃত সত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে।

আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। জ্ঞান আপনাদের শক্তি দেবে, আপনাদের সফলতায় নিয়ে যাবে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আর একটি বড় বিষয়ও আছে, সেদিকেও আপনাদের মনোযোগ কিছু কুণ্ঠিত ভাবে আকর্ষণ করছি। বলা যায় সেটি হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রেমের দিক। জ্ঞানের সাধনা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আপনাদের প্রতিষ্ঠা দেবে, কিন্তু আপনারা সত্যই খুশী হবেন ও গ্রন্থাগার যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের খুশী করতে পারবেন যদি গ্রন্থকে, গ্রন্থ-সরবরাহকে, ভালবাসতে পারেন। একালের মানুষ খুব অধিকতর সচেতন; কর্মকুশলতার মূল্যও তাঁরা বোঝেন; কিন্তু কাজকে ব্রত রূপে গ্রহণ করতে হবে, তাতে আত্মদান করতে হবে—একথাটা যেন বুঝতে চাচ্ছেন না। না বুঝলে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উপায় নেই। এক মহৎ সৃষ্টি-ধর্মী কাজে নেমে আমাদের এমন ভুল না হোক, এই আমার সাগ্রহ নিবেদন।

পুনরায় আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষা- দেশে ও বিদেশে

এস্, আর, রঙ্গনাথন

[যুক্তরাষ্ট্রের বহু গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষায়তনের কথা ও তার পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের কথা বলা হইয়াছে। যুক্তরাজ্য, জার্মাণি, কানাডা, জাপান ও য়ুরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয় ও অন্যান্য দেশগুলির পূর্ণ সময়ের বৃত্তি শিক্ষার সুরু ও তার পাঠ্যের ব্যাপকতার কথা জানানো হইয়াছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র হইতে অনুশীলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণে বিভিন্ন দেশে আগ্রহের নিদর্শনও দেখানো হইয়াছে। ভারতবর্ষে কিভাবে এই বিজ্ঞানে স্বল্প কুশলী, পূর্ণ কুশলী, নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণা করিবার বুদ্ধি ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্মিদলকে চারিটি অংশে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহারও বর্ণনা করা হইয়াছে।]

আমেরিকা ঃ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে মেলভিল ডিউই গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। দ্বিতীয় স্থলে এখন একটি ডিউই অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে চব্বিশটিরও অধিক অনুমোদিত গ্রন্থাগারিকবৃত্তির শিক্ষায়তন আছে। ইহা ছাড়া অননুমোদিত শিক্ষালয়গুলির সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর। এই শিক্ষালয়-গুলিতে ছাত্র সংখ্যা গত বৎসরে প্রায় পূর্বের দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আমি ইহাদের চৌদ্দটিতে পড়াইতে গিয়াছিলাম। নূতন শিক্ষার্থীর দল গ্রন্থাগারবিদ্যার পঞ্চসূত্র হইতে সমস্ত বিষয়টিকে বিকশিত করাকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করে। শ্রেণী বিভাগে পঞ্জীকৃত-তত্ত্বের প্রয়োগ (Postulational approach) এবং সূচী করণে শৃঙ্খল-পদ্ধতি (chain procedure) তাহাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। একজন খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক এই শিক্ষায় সর্বদিকের উৎসাহপূর্ণ অবস্থার কথা

উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় সবকটি শিক্ষালয়ে জনসংযোগের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। Ann Arbor স্কুলে এখনও শ্রীমতী মার্গারেট ম্যানের প্রভাব অনুভূত হয়। ফলে শ্রেণী বিভাগ এবং সূচীকরণ কিছুটা মিশাইয়া আছে বলা চলে। ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জীকরণে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। Pratt Schoolটি অল্পদিন পূর্বের অসুবিধাকর অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিতেছে। Rutgers Schoolটি নূতন চিন্তার পথে অগ্রসর হইতেছে। এইটি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রয়োজন মত দু ঘণ্টার ক্লাসের বন্দোবস্ত করিয়াছে। Case-study এবং project methodএর উপর আরও জোর দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাজ্য ঃ

যুক্তরাজ্যে অল্পবয়স্ক যুবকদের শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ করিয়া এই শিক্ষাদান ব্যবস্থা সুরু হয়। উত্তরকালে রাজ্যের গ্রন্থাগারপরিষদ পরীক্ষা ব্যবস্থার সুরু করেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেন। সে সময়েও কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকবৃত্তি-শিক্ষণ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকরা সকলেই আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতেন। ছাত্রদের মধ্যে পূর্ণ সময়ের এবং আংশিক উভয় শ্রেণীর ছাত্রই ছিলেন। ইহার পাঠ্য তালিকা গ্রন্থাগার বৃত্তির বাহিরের অনেকগুলি বিষয়ে ভারাক্রান্ত ছিল। সম্ভবত ইহা উক্ত পরিষদের পাঠ্য তালিকার প্রভাবের ফল। আমাকে সংস্কৃত, জার্মান, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস এবং ইংরাজী গদ্য ও পদ্যের কতকগুলি অংশ এবং প্রাচীনকালের লিখন পাঠপদ্ধতি (Paleography) আবশ্যিক ভাবেই পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বিষয়গুলি ভারতবর্ষে আমার স্নাতকের পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল বলিয়া আমি ঐগুলিতে পুনরায় সময় নষ্ট করিতে রাজী হই নাই। এই শিক্ষা বিভাগও দেশের চাহিদার এক অংশমাত্রকেই মিটাইতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাতটি পূর্ণ সময়ের শিক্ষালয় পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধ ফেরৎ ব্যক্তিদের দ্রুত শিক্ষা দিবার কার্য্য গ্রহণ করে। এই শিক্ষালয়গুলি স্থায়ীভাবেই রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের ছাত্রেরা এখনও পর্যন্ত পরিষদের পরীক্ষা দিয়া থাকেন। নূতন শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আনু-ষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা পাঠ্য তালিকার এবং শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আমি ইহাদের

প্রায় সবগুলিতেই পড়াইয়াছিলাম। পঞ্চসূত্র হইতে অন্য সমস্ত শাখাগুলিকে উদ্ভূত করা এবং বর্গীকরণে পঞ্চ স্বীকৃত তত্ত্বের (Postulates) উপর ভিত্তি করা পদ্ধতি শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় সম্প্রদায়ের মনকেই আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু পাঠ্য তালিকার মধ্যে নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রাথমিক প্রতিবন্ধক কিছুটা সুপ্ত রহিয়াছে। তবে নূতন শিক্ষার্থীর দলের শেষ পর্যন্ত জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী বলা চলে।

জার্মাণী :

জার্মাণীতে এই বৃত্তিশিক্ষা বহুদিন ধরিয়াই বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থার গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত গ্রন্থগারিকেরা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ১৯৫৫ এবং '৫৬ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া যোগ দিই। উহাতে এই বিভাগ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলাম। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের বার্লিনে দুইটি পরিষদই একই সময়ে মিলিত হয় এবং দুইটির একটি একত্র অধিবেশনও হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে আমি ভাষণ দিয়াছিলাম। প্রথমোক্ত দলের গ্রন্থাগারিকেরা প্রায় সমস্ত জোরটাই ঐতিহাসিক এবং বর্ণনাময় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের উপর দিয়াছিলেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের নিজস্ব শিক্ষায়তন আছে। তাহাদের উপর আমেরিকান পদ্ধতির প্রভাব সুপরিস্ফুষ্ট। আমি কয়েকটিতে শিক্ষাদান করিয়াছিলাম। পঞ্চসূত্রকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি তাহাদের আকৃষ্ট করে।

কানাডা :

কানাডায় ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষাভাষি জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার বিদ্যালয় গুলির কিছু তারতম্য আছে। ইংরাজী অঞ্চলগুলির বিদ্যালয়গুলি অনুমোদিত। কানাডীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ফরাসী অঞ্চলগুলির বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে আমি সব কয়টি বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম এবং তাহাদের অধিকাংশতেই শিক্ষাদানও করিয়াছিলাম। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখানে বর্গীকরণে পঞ্চস্বীকৃততত্ত্বের প্রয়োগ (Postulational approach) ও পঞ্চসূত্র হইতে সমস্ত গ্রন্থাগার বিদ্যার কর্মপদ্ধতিকে উদ্ভূত করা বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। একজন গ্রন্থাগারিক লিখিয়াছেন যে "গ্রন্থাগার বৃত্তি

সম্বন্ধে আপনি নিবিড় আনন্দ উৎসাহের মধ্যদিয়া যে গভীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিবনা। এইরূপ একজন জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তৃতা শ্রবণ করা প্রকৃতই এক অপূর্ব অনুভূতির ব্যাপার।"

জাপান ঃ

গ্রন্থাগার বৃত্তির শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে। আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতির প্রভাব এখানেও অত্যন্ত পরিস্ফুট। শিক্ষকদের অধিকাংশই আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমার বর্গীকরণের অনুরূপ পদ্ধতি (Postulational বিষয়ক approach) বক্তৃতায় প্রায় পাঁচশত শ্রোতা আকৃষ্ট হয় আমি লক্ষ্য করি যে শুধু মাত্র তথ্যের দিক হইতে অগ্রসর হওয়া ছাড়াও…… (Deductive discipline) উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারিত করা অনেকেরই সম্মতি লাভ করে।

অন্যান্য দেশ ঃ

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির গ্রন্থাগার বিদ্যালয়গুতে আমেরিকান পদ্ধতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের অনেকগুলিতে কিছু কিছু ভারতীয় পদ্ধতিও শেখান হইয়া থাকে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না।

ভারতবর্ষ ঃ

ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষণ প্রথম সুরু হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ক্লাসের প্রবর্তন করেন। তার কুড়ি বৎসর পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 'সারদা রঙ্গনাথন অধ্যাপকের' পদ সৃষ্ট হয়। ১৯৪২ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। এখন দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের পাঠ্য তালিকা এবং শিক্ষা পদ্ধতিকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার বাধাকে অতিক্রম করবার জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিতে হয়। দুইটি কারণে

ইহার প্রয়োজন ঘটে। প্রথমতঃ এদেশে এখনও পাশ্চাত্যদেশজাত সমস্ত কিছুর উপরই অন্ধ অতিরিক্ত বিশ্বাস বিরাজ করিয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশের অধীনতার দিনে সংক্রামিত বুদ্ধির দাসত্বের এই মনোবৃত্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পরেও বয়স্থ লোকেদের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। এমন কি যেখানে ভারতবর্ষ অন্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে সেখানেও এ মনোবৃত্তির প্রভাব বর্তমান। গ্রন্থাগার বিদ্যা আর তার শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরণের দুটি ক্ষেত্র বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ পুরাণো দিনের গ্রন্থাগারিকের মানসিক জড়তার জন্যই ভারতবর্ষে নূতন চিন্তাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মনের এই অক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অগ্রগামীদের বাধা দিতে উত্তেজিত করে। আমার বিশ্বাস যে নূতন দিনের ভারতীয় গ্রন্থাগারিকেরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন এবং মনের সর্বপ্রকার বাধাকে কাটাইয়া ভারতীয় চিন্তাকে সার্থকভাবে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

ভারতের কর্মসূচী

ভারতবর্ষের এই বৃত্তি শিক্ষণ কর্মসূচীকে চারিটি অংশে বিভক্ত করা চলে।

স্বল্প কুশলী

স্বল্প শিক্ষিতের দলই এই চারিটি অংশের সর্বাধিক সংখ্যক হইবে। আমাদের অদূর ভবিষ্যতে প্রায় এক লক্ষ এই ধরণের শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন ঘটিবে। ইঁহাদের পঞ্চসূত্রে উল্লিখিতভাবে মনকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে এবং গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি বর্গ সংখ্যা এবং সূচীলেখের সুপটু ব্যবহার ও অনুলয় সেবার উপায়ের শিক্ষা দিতে পারিলেই যথেষ্ঠ। বিশেষ করিয়া ইহাদের জন্যই আমি আমার Library Mannual গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছি। ঐ বইটিতে সব বিষয়গুলিই অল্প অল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দান চার মাসের বেশী হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাহার পরে কোন অনুমোদিত গ্রন্থাগারে অন্ততঃ তিন মাসের হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য মাধ্যমিক স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই চলিবে।

বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির হাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি রাজ্যে বৎসরে তিনবার করিয়া এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং সম্পূর্ণ সময়ের প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করিলে দ্রুত ফললাভের সম্ভাবনা আছে। দুইজন করিয়া এই ধরণের শিক্ষক তিনবারে সর্বসমেত দেড়শত করিয়া ছাত্রকে এই স্বল্প মেয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে।

কুশলী এবং বি, লিব্, এস, সি

বৃত্তি শিক্ষার এই পাঠ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এক বছরের মেয়াদী হওয়া উচিত। সমাপ্তিতে বি, লিব্, এস, সি দেওয়া হইবে ; ইহা বৃত্তির বিষয়টিকে একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসাবেই শিক্ষা দিবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের সংগঠন, পরিচালন, বর্গীকরণ সূচীলেখ প্রনয়ণ, সূত্র-সন্ধান বৈষয়িক ও বহিরাকৃতি কেন্দ্রিক গ্রন্থপঞ্জী প্রনয়ণ এবং পুস্তকনির্বাচনের শিক্ষা দিবে। ঐ সমস্ত বিষয়গুলিকে পঞ্চসূত্র হইতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশে ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার উপযোগী কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সময়ে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শ্রেণী বিভাগ, সূচীলেখ প্রণয়ন এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করিবে। তাহা ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য কোন অনুমোদিত গ্রন্থাগারে শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে। প্রতি রাজ্যের অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু করার শীঘ্রই প্রয়োজন ঘটিবে। শিক্ষণ ব্যবস্থায় সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রি আছে ও অভিজ্ঞতা আছে এইরূপ সর্বসময়ের দুইজন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিলে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় বৎসয়ে প্রায় ত্রিশজন করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত বি, লিব্, এস, সি সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমানে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

নেতৃস্থানীয় এবং এম, লিব, এস, সি

উপযুক্ত বি, লিব, এস, সি শিক্ষাপ্রাপ্তদের আরও এক বছরের শিক্ষা দিয়া এম, লিব, এস, সি-তে পরিণত করা যাইতে পারে। জ্ঞানের বিকাশ এবং গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চ ধরণের শিক্ষা, Documentation work এবং কোন বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান দানই এই শিক্ষা ব্যবস্থার তালিকাভুক্ত হইবে। বর্তমানে দেশে বৎসরে ২০ জনের বেশী এই ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন ঘটিবে না। সর্বসময়ের একজন

অধ্যাপক ও একজন রিডার নিযুক্ত করিবার সুযোগ সুবিধা হইলে অনধিক দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ধরণের শিক্ষা দেবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরণের গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রথম শ্রেণীর স্কুল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

গবেষক ও দেশিকোত্তম (ডক্টরেট)

এই চতুর্থ অংশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নিয়মিত গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ চারিটি করিয়া গবেষক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিলে সুবিধা হইবে। যাঁহাদের এম, লিব্, এস, সি ডিগ্রি আছে এবং গবেষণায় স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে তাঁহাদের, গবেষণা করিয়াছেন এমন কোনও অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে দুই তিন বছর কাজ করিয়া দেশিকোত্তম (ডক্টর) উপাধি লাভ করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের জগৎ এবং তাহার মতই ক্রমবর্ধমান দেশের শিল্প, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনের পটভূমিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নৈপুণ্যকে অব্যাহত রাখিতে হইলে তাহার শীর্ষ দেশে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকদের বাধাহীন গবেষণার ব্যাবস্থাও রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা

শ্যামসুন্দর সাহা

ছোট হোক, বড় হোক প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই সাময়িক পত্রিকা—পুস্তক হিসাবে একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে। কারণ একাধিক, যথা—অনেকেই গ্রন্থাগারে নিয়মিত কিংবা মাঝে মাঝে পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেন। অনেক সময় পত্রিকার সম্পাদকেরাই গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে কাগজ দেন এবং পাঠকদের সমসাময়িক সাহিত্য ও সাহিত্যের সংবাদ পরিবেশনের জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত ক্রয় করেন। এই পত্রিকাগুলোকেই পরে তিনমাস, ছ'মাস কিংবা এক বছরের একসাথে বাঁধিয়ে পুস্তক হিসাবে ছাড়া হয়।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—পুস্তক হিসাবে তো ছাড়া হল, এখন পাঠকেরা

তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে। গ্রহণ করা এবং না করা, দু দিকেরই যুক্তি দেখাচ্ছি। না নেওয়ার পক্ষে পাঠকদের প্রথম এবং প্রধান যুক্তি হচ্ছে— ওতো এখন পুরানো হয়ে গেছে, এখন কি আর ভাল লাগবে? দু একবার সাধাসাধি করলে বলে—ও রেখে দিন, যারা ভবিষ্যতে একদিন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখবে, তাদের কাজে লাগবে। সাময়িক পত্রিকার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে গল্প, কিন্তু এতে ভাল গল্পের সংখ্যা নিতান্তই কম। একমাত্র শারদীয়া কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংখ্যা ভিন্ন বাঙলা পত্রিকায় ভাল গল্প বলতে গেলে প্রকাশই হয় না। প্রখ্যাত লেখকেরা সারা বছরের সংগ্রহকে পুজো মরসুমের জন্যে রেখে দেন কিংবা অন্যান্য সময় ভাল গল্প খুবই কম লেখেন। সম্পাদকেরাও বিখ্যাত লেখকের গুটি দুই উপন্যাস এবং এক-আধটি ভ্রমণ কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশ করে তার সাথে অখ্যাত কিংবা আধাখ্যাত লেখকদের গল্প অথবা বিখ্যাত লেখকদের দু একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা পত্রস্থ করে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। এভাবে গল্প পড়ুয়াদের সহযোগিতা থেকে সাময়িক বঞ্চিত হয়।

তারপর পাঠকেরা কখন নেয় সেটা বলছি। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই উপন্যাসের পাঠক সবচেয়ে বেশী, তারপর যথাক্রমে রহস্য কাহিনী ও গল্পের পাঠক সংখ্যা। এসব বই পাঠকদের চাহিদা মেটাতে না পারলে তখন তারা খোঁজ করে অন্যান্য পুস্তকের সাথে পত্রিকার। অনেক সময় দেখা যায়— হয়তো কোন একটি ভাল উপন্যাস পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই উপন্যাসটি গ্রন্থাগারে না থাকলে, ঐটি পড়ার জন্য পত্রিকার খোঁজ পড়ে। এভাবে বাঁধানো পত্রিকাগুলো পাঠকেরা ব্যবহার করে।

এই তো গেল পুরোনো বাঁধাই পত্রিকা সম্বন্ধে, আলোচনা করছি গ্রন্থাগারের পাঠকেরা সম্প্রতি প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলোকে কি ভাবে গ্রহণ করে।

পত্রিকাগুলোকে ছোটদের পত্রিকা বাদ দিয়ে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—সাহিত্য পত্রিকা, কবিতা পত্রিকা, শিল্প সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা, সিনেমা পত্রিকা ইত্যাদি এবং এই সবগুলোকে মিলিয়ে ও আরো কিছু যোগ করে আরেক রকম পত্রিকা আছে, যাকে বলা যেতে পারে—সাড়ে বত্রিশ ভাজা। এই শেষোক্ত পত্রিকায় দুনিয়ার হেন বিষয় নেই, যার আলোচনা এবং সংবাদ পরিবেশন না করা হয়। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর পত্রিকাই সকল

রকম পাঠককে সন্তুষ্ট করতে পারে বলেই এর চাহিদা বেশী। আবার এর সাথে সমান তাল রেখে পাঠকদের যোগাতে হয় সিনেমা পত্রিকা। কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে জানা গেছে—সিনেমা পত্রিকার বেশীর ভাগ পড়ুয়া স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং স্বল্প শিক্ষিত পাঠক বা পাঠিকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এর চাহিদার মূলে হল—বিচিত্র ক্যাপসান দেওয়া চিত্র তারকাদের বিভিন্ন ভঙ্গীতে তোলা শালীনতাহীন কতকগুলো ছবি, চিত্ররাজ্য এবং চিত্রতারকাদের অনেক আজে বাজে সংবাদ, সস্তা চটুল সুরে গান ইত্যাদি। আজকাল আবার সিনেমা পত্রিকাগুলো জাতে ওঠার জন্য প্রখ্যাত লেখকের রচনা নিয়ে সিনেমা ও সাহিত্য এক সাথে পরিবেশনের মহৎ উদ্দেশ্য—সরবে বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এতে বাংলা সাহিত্য কতখানি উপকৃত হচ্ছে জানি না।

আর বাকী পত্রিকাগুলোর পাঠকদের কথা না-ই বললাম। সেগুলোর পাঠকমাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক পাঠককে দেখি। পত্রিকা বাড়ী নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, ফ্রি রিডিং রুমে বসেও এক আধবার পাতা ওল্টায় না। অনেকে পত্রিকার ক্ষীন কলেবর দেখেই উপেক্ষা করে, সাহিত্য মূল্য নিরূপণ করার প্রয়োজন মনে করে না। সাহিত্য পত্রিকার প্রতি অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের এই ঔদাসীন্য কিন্তু শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশের পাঠকদের মধ্যেই দেখা যায়, তাই Horizon এর মত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাও ওদেশে টেকে নি। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হল কবিতা পত্রিকাগুলোর। এবিষয়ে আরেকটা সুসভ্য জাতি ফরাসীদের সাথে আমাদের মিল দেখে বেশ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কবি এলুয়ার বের করেছিলেন L 'Eterne Revue, কবি প্রকাশক পিয়ের সেগের্স্ কয়েক বছর চালিয়েছিলেন Paesie, কবি পল-ফ্রুশে পরিচালনা করেছিলেন Fontaine ইত্যাদি কবিতা পত্রিকা; কিন্তু একটিও শেষ পর্যন্ত চলল না।

পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায় শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের পর। সে সময়টা পাঠকেরা গ্রন্থাগারের অন্যান্য বই পড়া বাদ দিয়ে পত্রিকার দিকে নজর দেয়। এখানে কিন্তু পূর্বেকার চাহিদার মাপকাঠি অচল। পাঠক প্রথমেই দেখবে কোন পত্রিকায় গোটা উপন্যাস আছে, এবং কটা আছে। যে পত্রিকায় যত বেশী উপন্যাস সে পত্রিকার চাহিদাও তত বেশী। তাই শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাসের এত ছড়াছড়ি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গতবার (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) বিভিন্ন শারদীয়া পত্রিকায়, নবীন ও প্রবীণ লেখকদের প্রায় ষাটটির

মত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সারা বছরের মধ্যে একমাত্র এই সময়টাতেই ভাল লেখা প্রকাশিত হয়, কাজেই আধুনিক লেখা সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হওয়ার জন্য শারদীয়া পত্রিকা পাঠে পাঠকেরা আগ্রহান্বিত হয়। তাছাড়া বর্দ্ধিত কলেবর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও পাঠককে আকর্ষণ করে।

মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগারের পাঠকদের সাথে সাময়িক পত্রিকার সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হল। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্য পত্রিকা পাঠে বিমুখ পাঠকদের একটা অংশকে কি এ দিকে আকৃষ্ট করা যায় না? আমি বলব—যায়। তবে এর জন্য কুশলী গ্রন্থাগারিকের দরকার। গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেকটি পাঠকের সাথে মিশে তাদের রুচিমত পত্রিকা সরবরাহ করতে হবে। সস্তা চটকদার পত্রিকা গ্রন্থাগারে না রেখে, সাহিত্য পত্রিকা পাঠকদের পড়তে দিয়ে তাদের আগ্রহকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে এই ব্যবস্থা বড় গ্রন্থাগারে সম্ভব হয় না, একমাত্র ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এটা সম্ভব। আমি অনেক ছোট গ্রন্থাগারে দেখেছি, এ ভাবে সেখানে বহু সৎসাহিত্যের পাঠক তৈরী হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের হিসাবে দেখা যায় যে অনেক সদস্যের নিকট হইতে ১৯৫৮ সালের দেয় বার্ষিক চাঁদা অনাদায়ীকৃত রহিয়াছে। উক্ত সালের চাঁদা অবিলম্বে জমা না দিলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে তাঁহাদের কাছে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না।

এতদ্ব্যতীত ১৯৫৯ সালের চাঁদা যাঁহাদের বাকি রহিয়াছে তাঁহারা আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদ সংবিধান অনুযায়ী কোনরূপ ভোটদানে অংশ করিতে পারিবেন না।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সরকারের অর্থ সাহায্য দান

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এবার ১৫০০৲ টাকা সাহায্য দান করেছেন। কয়েক বছর যাবত সরকার পরিষদকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা সাহায্য করে আসছিলেন। গত বছরে তা কমিয়ে ২০০০৲ টাকা করা হয়। কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষদ সরকারকে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে হিসাবাদিসহ একটি কর্মসূচী পেশ করেন। বৃদ্ধির পরিবর্তে সরকার হ্রাসপ্রাপ্ত অঙ্কের পুনরায় হ্রাস করেছেন।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিষদকে অর্থ সাহায্য

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ পরিষদকে গত বছর গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বাবত যথাক্রমে ১০০০৲ টাকা ও ৮০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করেন। কিন্তু এযাবৎকাল পরিষদের নিকট উক্ত অর্থ প্রদত্ত হয় নি। সম্প্রতি প্রথমোক্ত ১০০০৲ টাকা অর্থ-সাহায্য পরিষদ পেয়েছেন। আশা করা যায় বাকি টাকাও শীঘ্র প্রেরিত হবে।

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সির বদান্যতা

গ্রন্থাগার সরঞ্জাম সরবরাহকারক মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্যে একটি নতুন "সিলিং ফ্যান" দান করেছেন। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সেজন্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

হিসাব পরীক্ষকের নিকট হতে পরিষদের বিগত দু বছরের পরীক্ষিত হিসাব পাওয়া গেছে। আগামী জুন মাসের প্রথমার্ধে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং তৎপূর্বে পরিষদের সংসদ ও সংবিধান সংশোধনার্থ সদস্যদের এক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

ব্রতী সঙ্ঘ পাঠাগার ॥ বজবজ ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

গত ৩০শে ফাল্গুন বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসচিব শ্রীনিশানাথ সেন কর্তৃক ১৩৬৪-৬৫ সালের সংঘের প্রগতি ও কার্যাবলী আলোচিত হয়। আলোচ্য বৎসরে সংঘের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পুস্তক সংখ্যা ৮০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০৫তে পৌছিয়াছে। বজবজ পৌর সভা এই বৎসর হইতেই মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা ব্যাতীত "সংরক্ষিত তহবিল" এবং "জমি ও গৃহনির্মাণ তহবিল" নামে দুইটী তহবিল আলোচ্য বৎসর হইতেই সৃষ্টি হয়। এই বৎসর মোট আয় প্রারম্ভিক তহবিল সহ ১৩৫১'১৬ নঃ পঃ ও ব্যয় ৯৪১-০ নঃ পঃ হয়। ১৩৬৫-৬৬ সালের জন্য নূতন একটি কার্য্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বাদলা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার ॥ সিঙ্গারকোন ॥ বর্ধমান ॥

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পাঠাগারের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সভাপতি কালনা জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার (২নং) আধিকারিক শ্রীযুক্ত নৃপেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীধ্রুবকুমার দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। বর্দ্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষাধি-কারিক শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ শীল বার্ষিক বিবরণী ও হিসাব উপস্থাপিত করেন এবং পাঠাগারের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি পল্লী অঞ্চলের পাঠাগারের বিভিন্ন সমস্যা, পাঠাগারের উপ-যোগিতা এবং পরিচালনা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের ক্রমোন্নতির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সরকারী সাহায্য পাইলে আরও দ্রুত উন্নতিলাভ করিবে।

বাসুদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ১২ই এপ্রিল গ্রন্থাগারের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের বিগত বছরের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৯৫৮ সালে গ্রন্থাগারের

১১৬৮ টাকা আয় ও ১১৬২ টাকা ব্যয় হয়। সদস্য সংখ্যা বৎসরান্তে ১৭৩ জন ছিল। পুস্তক সংখ্যা মোট ১৩৭৩। ১০ খানি সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারে গৃহীত হয়। ঐদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী গুণেশ্বর দাস মহারাজ। তিনি তাঁর ভাষণে এই গ্রন্থাগারটির প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য ও মঞ্জুরীকৃত অর্থ নাকচ করে দেওয়ার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্র পাঠচক্র ॥ সিমলাপুর ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ৩রা এপ্রিল জেলা শাসক শ্রীরঞ্জিৎ ঘোষ মহোদয় রবীন্দ্র পাঠচক্র, পল্লী-গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এতদুপলক্ষে আহুত মহতী জনসভায় জেলা শাসক মহোদয় সরকারের পাঠাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহকুমা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, জেলা সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক প্রভৃতি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করেন।

উদ্বোধন উপলক্ষে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী অনুষ্টিত হইয়াছিল। সভান্তে পাঠাগারের সদস্যগণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটক অভিনয় করেন। উক্ত প্রদর্শনী ও নাট্যাভিনয় সমাগত সুধীবৃন্দের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

বনডাহি শিশির স্মৃতি পাঠাগার ॥ জাহানপুর ॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২৬শে মার্চ পাঠাগারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক জীবন কৃষ্ণ শেঠ ও অধ্যাপক সুবোধ রঞ্জন রায়। পাঠাগারের বিগত বছরের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে পাঠাগারটি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রাম্য পাঠাগার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গৃহনির্মাণ ও সাজ-সরঞ্জাম বাবত ৪০০০৲ টাকা পাওয়া যাবে। স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীর বদান্যতায় ১০ কাঠা জমি পাওয়া গেছে। গৃহনির্মাণ শীঘ্রই সুরু হবে বলে আশা করা যায়। পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ১৯৪৬, ৬টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয় এবং পাঠাগারের ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে বিগত বছরে ৯৩২২ খানি পুস্তক আদান প্রদান হয়। পাঠাগারের বার্ষিক আয়ব্যয় ১৩০৭৲ টাকা।

গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ হুগলী ॥

গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুইদিন-ব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ, শনি ও রবিবার, বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রথিতযশা বেতার-শিল্পী শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের ক্রমোন্নতির বিবরণ দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সদস্য-সংখ্যা ২২৬, পুস্তক-সংখ্যা ১৭৭৮, বার্ষিক আয় ১৮৬২॥৵০ আনা, বার্ষিক ব্যয় ১৭৩৮৮৩ পাই এবং বিগত বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত তহবিল ৫২৬৸৶৬ পাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, হুগলী জেলার অন্যতম 'সরকারী সাহায্যপুষ্ট পল্লী-পাঠাগার' রূপে স্বীকৃতি লাভ করায় শীঘ্রই এই পাঠাগার চারি হাজার টাকা 'প্রাথমিক এককালীন সাহায্য' লাভ করিবে এবং তাহার ফলে পাঠাগার-গৃহটি অচিরেই দ্বিতল ভবনে সম্প্রসারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। শ্রীবীরেন দাস, কুমারী ভারতী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আবৃত্তি সকলকে পরিতুষ্ট করে। কলিকাতার 'অভ্যুদয়' শিল্পী-সংঘের প্রযোজনায় শ্রীকিরণ মৈত্রের 'বুদ্‌বুদ' ও 'বারোঘন্টা' নাটকের মনোমুগ্ধকর অভিনয়ে উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অন্নদা প্রসাদ ব্যানার্জী লেন ॥ হাওড়া ॥

গত ১১ই এপ্রিল পাঠাগারের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক মনোজ বসু। ডক্টর রমা চৌধুরী প্রধান অথিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীইন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে হাওড়া পৌরসভা পাঠাগারটিকে ১৮০ টাকা সাহায্য দান করে থাকেন এবং শ্রীঅশ্বিনী কুমার মণ্ডল কিছু আসবাবপত্র ছাড়াও একটি সুন্দর গৃহেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাব, একই স্থানে অনেকগুলি গ্রন্থাগারের অবস্থান, অর্থ-সমস্যা প্রভৃতির কথা তিনি উল্লেখ করেন।

সম্পাদকীয়

বর্ষশেষের সালতামামি

পাঠক ও দরদীদের শুভেচ্ছা পাথেয় করে 'গ্রন্থাগার' অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করল। এই আটটি বছর পত্রিকার নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেটেছে—তার গতি কখনও হয়েছে দ্রুত কখনও বা মন্থর। বাংলা দেশে এই ধরণের কোনও সাময়িক পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন আটটি বছরের অস্তিত্ব কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, এবং সে কৃতিত্ব পত্রিকার সকল শুভানুধ্যায়ীর। এ জাতীয় পত্রিকায় না থাকে গল্প না থাকে উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি সহজ চিত্তাকর্ষক বিষয়; তাই স্বাভাবিক কারণেই এর পাঠক সংখ্যা অন্যান্য সাহিত্য-পত্রিকার অনুরূপ নয়। প্রতিকূল নানা অবস্থার মধ্যে পত্রিকা সগৌরবে বিদ্যমান থাকার পেছনে রয়েছে পরিষদের সাংগঠনিক দৃঢ়তা, কর্মীদের অদম্য উদ্যম ও বলিষ্ঠ মনোভাব এবং সদস্যদের সেবা ও অকুণ্ঠ সহানুভূতি।

বছর তিনেক আগে ত্রৈমাসিক থেকে যখন পত্রিকাটিকে মাসিকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব ওঠে তখন সকলেরই মনে অল্পবিস্তর সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরিষদের নানামুখী ও ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতা তথা পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠায় একের চিন্তা অপরের কাছে জানিয়ে দেবার ও একস্থানের খবর অপরস্থানে পৌঁছে দেবার তাগিদে পত্রিকা প্রকাশনের তদানীন্তন তিনমাসকালের ব্যবধান দীর্ঘ ও অসুবিধাজনক মনে হয়। সেজন্যে পরিষদ কর্তৃপক্ষকে মাসিক পত্রিকা প্রকাশনের কিঞ্চিৎ ঝুঁকি নিতে হয়। সময়ের পটপরিবর্তনে তাঁদের সেদিনকার বলিষ্ঠ উদ্যোগ আজ সাফল্যে অভিনন্দিত হয়েছে।

আয়ত্বের অতীত ও অনিচ্ছাজনিত কারণে ইদানিং পত্রিকা প্রকাশনে অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা তার অন্যতম প্রধান কারণ একথা হয়ত অনেকেই অনুমান করে থাকবেন। এ বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থার জন্যে পরিষদ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট আছেন। কাগজের অভাব ছাড়াও উপযোগী প্রবন্ধাদি যথাসময়ে না পাওয়ায় পত্রিকার প্রকাশ বিলম্বিত হয়। পশ্চিম বাংলা ছাড়াও

অন্যান্য রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা কিছুটা সুনাম অর্জন করেছে—তার কারণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মৌলিকতা ও উন্নত মান; সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রন্থাগার নিয়মিত প্রকাশিত হোক এ আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশে গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা বর্ধিত হয়ে আমাদের এ সমস্যার সমাধান অচিরেই হবে এ বিশ্বাস ও আশা আমরা পোষণ করি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র। এ পত্রিকা পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর একান্ত নিজস্ব—তারা নিজেদের সত্তার প্রতিফলন দেখতে পায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায়; 'গ্রন্থাগার' প্রতিবিম্বিত করে তাদের চিন্তা ও অনুভূতি, আকাঙ্খা ও আকুতি। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের এটি একটি মূল্যবান মাধ্যম।

পত্রিকার অভাব-অসুবিধা ও তজ্জনিত কারণে 'গ্রন্থাগার'-এর ত্রুটি বিচ্যুতি আছে অনেক। সেগুলির নিরসন হোক তা সকলেই কামনা করেন। সেগুলির প্রতি সচেতন থেকে পত্রিকার উন্নতিকল্পে দোষত্রুটি ও সুপারিশ পরিষদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার নৈতিক দায়িত্ব সকল শুভানুধ্যায়ীরই রয়েছে। সাধ্যানুযায়ী নির্ভুল ও তথ্যপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ ও উপযুক্ত প্রবন্ধাদি সংগ্রহে বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের সক্রিয় সহায়তা পত্রিকার বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে।

পাঠক, পৃষ্ঠপোষক ও দরদীদের মিলিত চিন্তা ও নির্দেশানুযায়ী 'গ্রন্থাগার' উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ও বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের শক্তিবর্ধনে নিজ ভূমিকায় সার্থক হোক, সফল হোক—নববর্ষের প্রারম্ভে এই কামনাই করি।